শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৫ম বর্ষ } চৈত্র ১৩৫৯ { ২য় সংখ্যা

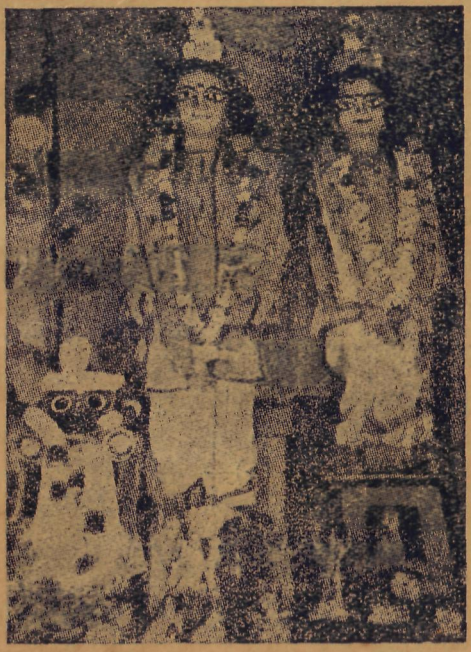

শ্রীশ্রীবাস-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

কার্য্যালয় :—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া, (হুগলী)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

পঞ্চম বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৬ গোবিন্দ হইতে ৪৬৭ মাধব
বঙ্গাব্দ ১৩৫৯ ফাল্গুন হইতে ১৩৬০ মাঘ
খৃষ্টাব্দ ১৯৫৩ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৫৪ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ

প্রকাশক
শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

বার্ষিক ভিক্ষা—৪৲ মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহা

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

পণ্ডিত শ্রীযুত অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত (সঙ্ঘপতি)

পণ্ডিত শ্রীযুত মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত নিতাইদাস বিদ্যানিধি এম্, এ, বি, এল্

পণ্ডিত শ্রীযুত রাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিচরণ দাসাধিকারী

পণ্ডিত শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারী, 'পুরাণরত্ন'

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক চুঁচুড়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেসে

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অতিবাড়ী শ্রমণের স্মার্ত্তাচার [সমালোচনা]	১০।৩৯৬
অন্নকূট মহোৎসব —চুঁচুড়ায় শ্রী	১০।৩৯১
অবন্তিকা ও নাসিক পরিক্রমার বিবরণ—শ্রীশ্রী	১০।৩৯২
অবন্তিকা-নাসিক-পরিক্রমার নিমন্ত্রণ পত্র— [নিয়মাবলীসহ]	৭।২৭৪-৭৫
অবন্তিকা-নাসিক-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন—শ্রীশ্রী [বিজ্ঞাপন]	৬।২৪০
আক্ষেপ [পদ্য]	৮।২৯৩
আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম—শ্রীল [শ্রীরামপুর শ্রীগীতা-জয়ন্তী উৎসবে ও শ্রীরামপুর টাউন-হলে]	১২।৪৬৩
আনন্দ কোথায় ?	৩।১০০
আসক্তি-নঙ্গর	১।২৭
আসামে প্রচার	১।৩২
ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান—শ্রী	৯।৩৪৫
'উড়িয়া মাড়ুয়া' [বেনামী পত্রের সমালোচনা]	৬।২৩১
উৎসব-তালিকা—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত	৩।১১৯,৫।১৯৯
উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব—শ্রী	৬।২৩৬
কলি-পঞ্চক [পদ্য]	১০।৩৯০
কলির চেলা বা শয়তান !	৫।১৯৪
কুঞ্জবিহার্য্যষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১২।৪৪১
কৃষ্ণবিহারী-অষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	১২।৪৪২
(কৃষ্ণ)-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবঃ—শ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতঃ]	২।৪১
(কৃষ্ণ)-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	২।৪৩
কৃষ্ণপ্রেমই পরম-পুরুষার্থ	৮।৩০১
কৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [শ্রীগোপালতাপনীয়-শ্রুতিধৃতম্]	৭।২৪১
কৃষ্ণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৭।২৪২
গুরু-পদাশ্রয়ে প্রার্থনা—শ্রী [পদ্য]	১০।৩৭৫
গুরু-পাদপদ্মে নিবেদন—শ্রী [পদ্য]	৪।১৩২
গুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতার সার—শ্রীশ্রী [হুগলী জেলার অন্তর্গত মটুকপুর ও ক্ষীরকুণ্ডী গ্রামে]	৫।১৮২
গৃহব্রতের পরিণাম [পদ্য]	১২।৪৫১
গোবর্দ্ধন প্রভুর প্রয়াণে—সতীর্থপ্রবর শ্রী [পদ্য]	৫।১৮৭
গোবর্দ্ধনাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	১০।৩৬১
গোবর্দ্ধনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	১০।৩৬৩
গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ [শ্রীল প্রভুপাদ]	৫।১৬৪
গৌড়ীয়-বেদান্ত-চতুষ্পাঠী—শ্রী	৮।৩১৩

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৩৩।	গ্রন্থ-সমালোচনা ['উপদেশামৃত' ও 'অমৃৎ-উৎস' পুস্তকদ্বয়ের]	২।৫৫
৩৪।	ভয়ন ['যুগান্তরে' প্রকাশিত হুগলী সংস্কৃত মহাসম্মেলনে আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সংবাদ]	১২।৪৭০
৩৫।	চালনী ও সূচ [সমালোচনা]	২।৭০, ৩।১১৬, ৪।১৪২
৩৬।	চৈতন্যদেব ও সাম্যবাদ—শ্রী	৮।৩০৫
৩৭।	চৈতন্যদেবের ভগবত্তা—শ্রী	৭।২৬৬
৩৮।	চৈতন্যাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৪।১২১
৩৯।	চৈতন্যাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৪।১২৩
৪০।	জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রামহোৎসব-শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রী	৫।১৯৮
৪১।	জীবে দয়া [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৩।৮৮
৪২।	তীর্থ-ভ্রমণ	৬।২১৮
৪৩।	তুলসীর আরতি—শ্রী [পদ্য—শ্রীল আচার্য্যদেব-বিরচিত]	২।৬৫
৪৪।	ত্যাগীর গৃহ-প্রবেশে কালাবৃত্তি [সমালোচনা]	৯।৩৫৪
৪৫।	ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস [শ্রীআনন্দগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীপূর্ণানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীকৃষ্ণসুন্দর গোস্বামীর (ব্রহ্মচারীর)]	২।৭৬
৪৬।	দক্ষ-যজ্ঞের উপাখ্যান—শ্রী	১২।৪৫২
৪৭।	দীনের কাতর প্রার্থনা [পদ্য]	১।১২
৪৮।	দীনের কুসুমাঞ্জলি—শ্রীল কেশব মহারাজের আবির্ভাব-বাসরে [পদ্য]	১।২৬
৪৯।	দুই বন্ধুর আলাপ	১।২২, ২।৬৬, ৩।৯৬, ৪।১৫১, ৫।১৭৮
৫০।	ধ্রুবের উপাখ্যান—ভক্তরাজ	৩।১০৫
৫১।	নবদ্বীপ-ধাম দর্শন—শ্রী [পদ্য]	৪।১৪৮
৫২।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী	২।৭৪
৫৩।	নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রী [পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জীসহ]	১২।৪৭৩-৭৪
৫৪।	নবদ্বীপ-পঞ্জিকার ভ্রান্তি [সমালোচনা]	৮।২২০
৫৫।	নববর্ষ [শ্রীল প্রভুপাদ]	১।৪
৫৬।	নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয় [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৮।২৮৭
৫৭।	পঞ্চম-বর্ষে নিবেদন	১।৩৪
৫৮।	পরমার্থী কে ? [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৯।৩২৯
৫৯।	পরলোকে শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী	৪।১৫৫
৬০।	পরলোকে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্ত্যাশ্রম প্রভু	৩।১১০
৬১।	পরীক্ষিত-রাজার উপাখ্যান—শ্রী	৮।২৯
৬২।	পিতা, আচার্য্য ও গুরু (সংস্কার-সন্দর্ভ) [শ্রীল প্রভুপাদ]	৩।৮
৬৩।	পুরুষোত্তম-ব্রত—শ্রী [সমালোচনা]	৪।১৪
৬৪।	প্রচার-প্রসঙ্গ [চুঁচুড়ার আদি-হরিসভায়, 'ত্রিতাপশান্তি নিকেতনে']	২।৭
৬৫।	প্রচার-প্রসঙ্গ [হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায়]	৪।১৫
৬৬।	প্রচার-প্রসঙ্গ [হুগলী-জেলার বৈঁচি, মটুকপুর, ক্ষীরকুণ্ডীতে]	৫।১৭

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৬৭।	প্রতিবাদ পত্র ['সজ্জনসঙ্গিনী' পত্রিকার সমালোচনা]	৭।২৭৬
৬৮।	প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সপ্তদশ-বার্ষিক তিরোভাব-বাসরে [পদ্য]	১১।৪১২
৬৯।	প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	২।৪৭
৭০।	প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব—শ্রীল [শ্রীরামপুরে]	১১।৪৩৭
৭১।	প্রহ্লাদের উপাখ্যান—শ্রী	৬।২১৩, ৭।২৫১
৭২।	প্রকৃতরস-শতদূষণী [পদ্য—শ্রীল প্রভুপাদ]	৭।২৪৩, ৮।২৮৪
৭৩।	প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে [শ্রীল প্রভুপাদ]	১১।৪০৪
৭৪।	প্রার্থনা-পঞ্চক (১) [পদ্য] ১১।৪২৫, ঐ (২) [পদ্য]	১২।৪৬০
৭৫।	বাঙ্গালার বাহিরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার	২।৭৯, ৪।১৬০
৭৬।	বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্ম্মের গৌরব [শ্রীল ভক্তিবিনোদ]	১।৮
৭৭।	বৃন্দাদেব্যষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীলবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্]	৮।২৮১
৭৮।	বৃন্দাদেব্যষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৮।২৮২
৭৯।	বৈবর্ত্ত [পদ্য]	৩।১০৩
৮০।	বৈরাগ্য- (নাটক)	১।১৪
৮১।	বৈরাগ্য [পদ্য]	২।৫৪
৮২।	বৈষ্ণব-নিন্দা	৯।৩৩৬
৮৩।	বৈষ্ণব-মর্য্যাদা [শ্রীল প্রভুপাদ]	৯।৩২৪
৮৪।	বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধ	৬।২২৭
৮৫।	বৈষ্ণব-স্মৃতি [শ্রীল প্রভুপাদ]	২।৪৪
৮৬।	বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	১০।৩৭২
৮৭।	ব্যাসপূজাদি মহোৎসব—শ্রীশ্রী	১।৩৭
৮৮।	ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রীশ্রী [অনুষ্ঠান পঞ্জীসহ নিমন্ত্রণ পত্র]	১১।৪৪০
৮৯।	ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ?	৫।১৮৯
৯০।	ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৪।১২৮
৯১।	ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব	১।২৯
৯২।	ভক্তি-তরঙ্গিণী—ভক্তিসাধন-মহিমা [পদ্য] ১।৯১,৫।১৭১,৬।২২৫,৭।২৫৭	
৯৩।	ভক্তিবিনোদ-প্রভুবরাষ্টকম্—শ্রী [ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক-আচার্য্য-বিরচিতম্]	৫।১৬১
৯৪।	ভক্তিবিনোদ-প্রভুবরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রী	৫।১৬২
৯৫।	ভক্তিবিনোদ—শ্রীল ঠাকুর [পদ্য]	৬।২১১
৯৬।	ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৭।২৪৬
৯৭।	ভজন-গীতি	৯।৩৫০
৯৮।	ভাই সহজিয়া [শ্রীল প্রভুপাদ]	৬।২০৪
৯৯।	মঙ্গল-আরতি [পদ্য—শ্রীল আচার্য্যদেব-বিরচিত]	৯।৩৩১
১০০।	মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (১) [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ] ১১।৪০৭, ঐ (২) ১২।৪৪৬	

	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১০১।	মহাপ্রভুর অধোক্ষজ-শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ—শ্রীমন্	৩।১১০
১০২।	মাৎসর্য্য [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৫।১৬৮
১০৩।	মায়াবাদের জীবনী ১।৩৮, ৩।৯৩, ৪।১৩৭, ৫।১৭৪, ৬।২৩৮, ৭।২৬০, ৮।৩১১, ৯।৩৪২, ১০।৩৪৭, ১১।৪১৪, ১২।৪৫৬	
১০৪।	মলার্জ্জুন-ভঞ্জন	৪।১৩৩
১০৫।	যযাতি-রাজার উপাখ্যান	১০।৩৮২, ১১।৫১৯
১০৬।	"যে যথা মাং" শ্লোক-ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ	৯।৩৫১
১০৭।	রথযাত্রা উৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ পত্র]	৪।১৪৯ ৫০
১০৮।	রাধিকাষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-বিরচিতম্]	৬।২০১
১০৯।	রাধিকাষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৬।২০৩
১১০।	রামচন্দ্র-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [পদ্মপুরাণোদ্ধৃতম্]	১১।৪০১
১১১।	রামচন্দ্র-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	১১।৪০২
১১২।	রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী কাহারা ? ৭।২৭১, ৮।২৮৯, ৯।৩৩২	
১১৩।	লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব	৬।২২১
১১৪।	শচীসূনষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৯।৩২১
১১৫।	শচীসূনষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৯।৩২৩
১১৬।	শিব-তত্ত্ব	৭।২৬২
১১৭।	শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ [শ্রীল প্রভুপাদ]	১০।৩৬৪
১১৮।	শ্রীমদ্ভাগবত	১১।৪২৯
১১৯।	শ্রীরামপুরে প্রচার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির [শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, ছায়াচিত্রে বক্তৃতা ইত্যাদি]	১১।৪৩৫-৩৮
১২০।	ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্—শ্রীশ্রী [শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতম্]	৩।৮১
১২১।	ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	৩।৮৩
১২২।	সঙ্কর্ষণ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ভাগবতোদ্ধৃতম্]	১।১
১২৩।	সঙ্কর্ষণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ—শ্রীশ্রী	১।২
১২৪।	সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি [শ্রীরামপুরের প্রচার সম্বন্ধে]	১১।৪৩৮-৩৯
১২৫।	সৎপিতার পত্র	৮।৩০৫
১২৬।	সত্য-সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা-পালন	১২।৪৫৫
১২৭।	সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব [শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]	৬।২০৯
১২৮।	সাউড়ী-দলের অপপ্রচার [বেনামী পত্রের সমালোচনা] ৭।২৭৮, ৮।৩১৫	
১২৯।	সাউড়ীর ইঁচড়েপাকা সহজিয়া-সম্প্রদায় [সমালোচনা]	১০।৪০০
১৩০।	সাউড়ীর ভাক্ত-সম্প্রদায় (শ্রীপত্রিকার উক্তি) [শ্রীল প্রভুপাদ]	১২।৪৪৩
১৩১।	স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত	১০।৩৮৬, ১১।৪২২
১৩২।	হরিনাম মহামন্ত্র [শ্রীল প্রভুপাদ]	৪।১২৪
১৩৩।	হরিনামের মাহাত্ম্য—শ্রী	২।৬২
১৩৪।	হৃদয়ের অভিব্যক্তি—শ্রীশ্রীমাধী কৃষ্ণ-তৃতীয়ায় শ্রীগুরু-পাদপদ্মে	১।১৯



জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

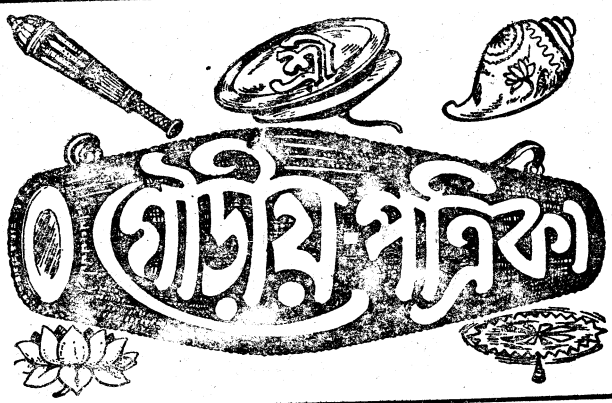

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ৩০ গোবিন্দ, ৪৬৬ গৌরাব্দ
শনিবার, ১৬ ফাল্গুন, ১৩৫৯; ইং ২৮।২।৫৩ | ১ম সংখ্যা

published in 61

শ্রী শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তোত্রম্‌

১। মৃণালগৌরং সিতিবাসসং স্ফুরৎ,-কিরীট-কেয়ূর-কটিত্র-কঙ্কণম্‌।
প্রসন্ন-বক্ত্রারুণ-লোচনং বৃতং, দদর্শ সিদ্ধেশ্বর-মণ্ডলৈঃ প্রভুম্‌॥৩০॥

২। ততঃ সমাধায় মনো মনীষয়া, বভাষ এতৎ প্রতিলব্ধবাগসৌ।
নিয়ম্য সর্ব্বেন্দ্রিয়-বাহ্যবর্ত্তনং, জগদ্‌গুরুং সাত্বত-শাস্ত্র-বিগ্রহম্‌॥৩৩॥

চিত্রকেতুরুবাচ—

৩। অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ, সাধুভির্ভবান্‌ জিতাত্মভির্ভবতা।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥৩৪॥

৪। ক্ষিত্যাদিভিরেষ-কিলাবৃতঃ-সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোষঃ।
যত্র পতত্যণুকল্পঃ, সহাণ্ডকোটিকোটিভিস্তদনন্তঃ ॥৩৭॥

৫। কামধিয়স্ত্বয়ি রচিতা, ন পরম রোহন্তি যথা করম্ভবীজানি।
জ্ঞানাত্মন্যগুণময়ে, গুণগণতোঽস্য দ্রব্যজ লানি ॥৩৯॥

৬। জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যম্।
নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয় আত্মারামা যদুপাসতেঽপবর্গায় ॥৪০॥

৭। ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিল-পাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥৪৪॥

৮। অথ ভগবন্ বয়মধুনা ত্বদবলোক-পরিমৃষ্টাশয়মলাঃ।
সুরঋষিণা যৎ কথিতং তাবকেন কথমন্যথা ভবতি ॥৪৫॥

৯। বিদিতমনন্ত সমস্তং তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতম্।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥৪৬॥

১০। যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি
যং চেকিতানমনু চিত্তয় উচ্চকন্তি।
ভূমণ্ডলং সরষপায়তি যস্য মূর্দ্ধ্নি
তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্দ্ধ্নে ॥৪৮॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতূপাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ে

শ্রীশ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১। (মহারাজ চিত্রকেতু) মৃণাল-গৌরকান্তি লীলাম্বর-পরিহিত, সমুজ্জ্বল বিরাট্ কেয়ূর-কটীসূত্র ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারযুক্ত, প্রসন্ন-বদন, অরুণ-লোচন এবং সনৎ-কুমারাদি সিদ্ধেশ্বরমণ্ডলে পরিবৃত প্রভু-সঙ্কর্ষণকে দেখিতে পাইলেন ॥৩০॥

২। অনন্তর বুদ্ধিদ্বারা মনকে বশীভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহের বাহ্যবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া রাজা চিত্রকেতু সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু ভগবান্ সঙ্কর্ষণের স্তব করিতে লাগিলেন,—॥৩৩॥

৩। **চিত্রকেতু বলিলেন,**—হে অজিত! আপনি অন্যকর্ত্তৃক অজিত হইলেও সমচিত্ত সাধুগণ-কর্ত্তৃক জিত অর্থাৎ তাঁহারা আপনাকে তাঁহাদের নিজের অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, আপনি—অতীব কারুণিক, নিষ্কাম-

ভজনকারিগণকে আপনি আত্মদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য আপনিও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন ॥৩৪॥

৪। জগৎসৃষ্টির মূলীভূত কারণ অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশ দশ গুণ অধিক যে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এবং মহৎ ও অহঙ্কার, এই সপ্ত প্রকৃতি,—ইহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড আবৃত। এই ব্রহ্মাণ্ডের সহিত আরও কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড যে আপনাতে পরমাণুর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই আপনি 'অনন্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥৩৭॥

৫। হে পরম! যাহারা রাজ্যলাভাদি কামনাবশেও জ্ঞানাত্মা নির্গুণ আপনার উপাসনা করে, ভর্জ্জিত বীজ হইতে যেরূপ আর অঙ্কুর জন্মে না, সেইরূপ তাহাদেরও আর পুনরায় দেহোৎপত্তি হয় না; যেহেতু গুণসমূহ হইতেই জীবের সংসার এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব ঘটিয়া থাকে। আপনি নির্গুণ বলিয়া আপনার ভজনে উহা ঘটিতে পারে না, পরন্তু নির্গুণত্বই লাভ হইয়া থাকে ॥৩৯॥

৬। হে অজিত! যখন আপনি স্ব-প্রাপ্তির উপায়ভূত অনবদ্য ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়াছেন, তখন আপনারই জয় হইয়াছে। সমদৃষ্টিসম্পন্ন আর্য্যশ্রেষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন সনৎ-কুমারাদি আত্মারাম মুনিগণও অপবর্গ লাভের জন্য আপনার এই ভাগবত-ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥৪০॥

৭। হে ভগবন্! আপনার দর্শনে যে মানবগণের অখিল পাপ নাশ হয়, ইহা অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশ অর্থাৎ অধার্ম্মিক চণ্ডাল পর্য্যন্তও সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥৪৪॥

৮। অতএব, হে ভগবন্! আপনাকে অবলোকন করিয়াই এখন আমার অন্তঃকরণের পাপ ও তৎকার্য্যভূত রাগ-লোভাদি অপাসরিত হইয়াছে; আপনার ভক্ত নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কখনও অন্যথা হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার উপদেশেই আপনার দর্শন পাইলাম ॥৪৫॥

৯। হে অনন্তদেব! এই সংসারে জনগণ যাহা আচরণ করে, তাহার কোনটীই অন্তর্যামিরূপী আপনার অবিদিত নহে। যেমন সূর্য্যসমীপে খদ্যোতের প্রকাশনীয় বস্তু কিছুই নাই, তদ্রূপ পরমগুরু (সর্ব্ব-প্রকাশক) আপনার সমীপেও মাদৃশ জনগণের বিজ্ঞাপ্য কিছুই নাই,—আপনি সকলই জানেন ॥৪৬॥

১০। আপনি চেষ্টাযুক্ত হইলে পশ্চাৎ বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদি দেবগণ চেষ্টাযুক্ত হন; আপনি দর্শন করিলে পশ্চাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল কার্য্যকরী হয়; আপনার শিরোদেশে এই ভূমণ্ডল সর্ষপের ন্যায় বিরাজমান; হে সহস্রশীর্ষ ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি ॥৪৮॥

—শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ স্কন্ধে চিত্রকেতু-উপাখ্যানে ষোড়শ-অধ্যায়ে

নব বর্ষ *

লেখকের দৈন্য ও শ্রীপত্রিকা-সেবকগণকে উৎসাহ দান

অমন্দোদয়-কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরসুন্দরের এবং তদীয় নিজজন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একমাত্র কৃপাবলে শ্রী * * পত্রিকার * (পঞ্চম) বার্ষিকী সেবায় ব্রতী হইলাম। মাদৃশ অকিঞ্চন বরাক-জীবের শ্রীপত্রিকার বা পাঠকবর্গের অকৃত্রিম সেবায় যোগ্যতা না থাকিলেও কৃষ্ণের শুদ্ধ দাসগণের সহিষ্ণুতা ও উৎসাহ-নিদর্শনরূপ মানদ-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ জানিয়া এই প্রকার সেবন-চেষ্টা।

শ্রীপত্রিকা শ্রীভক্তিবিনোদ ধারায় গৌরবাণীর প্রচারক

শ্রীপত্রিকার পরিচয় শুদ্ধ-ভক্তগণ সকলেই অবগত আছেন। ইহা বিষয়-রস-বাহিনী সাময়িক পত্রিকা-মাত্র নন। শ্রীগৌর-সুন্দরের দয়িতবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, তাঁহার একমাত্র উপাস্য বস্তুর অপ্রাকৃত কথা মলিনচিত্ত জীবের সুকৃতিলাভের জন্য দয়া পরবশ হইয়া কীর্ত্তনোদ্দেশে তোষণী প্রকট করিয়াছিলেন। হরিকথা অপ্রাকৃত; তাহাতে বিষয়ীগণ যতই প্রাপঞ্চিকতার আরোপ করুন্ না কেন, অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইলে অবশ্যই সেই অপ্রাকৃত কথা তাঁহাদের কর্ণকে ও আত্মকে শ্রদ্ধান্বিত করিবে।

গুরু-অভিমানী সাধু-নিন্দকগণের হরিকথায় অনাদর

যে-কাল পর্য্যন্ত সাধু-নিন্দারূপ অপরাধ জীব-হৃদয়ে গোপনে প্রোথিত থাকে, তৎকালাবধি জীব প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া আপনাকে প্রাকৃত পরিচয়-যুক্ত, অসহিষ্ণু, অমানদ এবং স্বয়ং প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন গুর্ব্বভিমানে ব্যস্ত থাকেন। এইকালে বচন-সর্ব্বস্ব ভক্তাভিমানী প্রতি-অনুষ্ঠানেই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীঠাকুর ভক্তি-বিনোদের চিত্তবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ করেন। সুতরাং তাহারা শ্রীনাম-ভজনের ব্যাজে নামাপরাধ করিয়া থাকেন। যাহাতে অপ্রাকৃত চিত্ত সাধুদিগের একমাত্র সন্তোষ লাভ ঘটে, যাহাতে প্রাকৃত চিত্ত কৃষ্ণোন্মুখগণের নিঃশ্রেয়স লাভ ঘটে, সেই শুদ্ধভক্তিকে কৃষ্ণেতর বিষয়াসক্ত মিছাভক্তগণ নিজ নিজ বিষয়ের নিন্দা বলিয়া জানিয়া ব্যথিত হইয়া ভগবানের চরণে অপরাধ করেন। শুদ্ধ ভক্তগণের প্রদত্ত কল্যাণ-মালাকে নিজ ক্ষুদ্র বিষয়-সমূহের সর্ব্বনাশের হেতু বুঝিয়া সন্ত্রস্ত হন। শুদ্ধ হরিকথা-প্রচার বন্ধ করিয়া প্রাকৃত শব্দ-তাৎপর্য্যপর হইয়া অপ্রাকৃত বিষয় হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হন।

---

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ।

শ্রীপত্রিকার নীতি—দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ-গ্রহণ

সজ্জনের ধর্ম্ম সজ্জনকেই তুষ্টি করিতে সমর্থ। কপট সাধুর কাপট্য সংরক্ষণীই কেবল সজ্জন-তোষণী নহে। 'যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিত-পদো যদি নির্ব্যলীকং'-শ্লোক,—'কর্ম্মী-জ্ঞানী-মিছাভক্ত,' 'কপট বৈষ্ণব বেশ' প্রভৃতি পদ্য, 'বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ সমং বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্'—এই মহাপ্রভু-বাক্য অবশ্যই কপটীগণের বজ্র-সদৃশ, কিন্তু অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনে সাধুগণের হৃদয়, কুসুম হইতে কোমল এবং ভক্তির প্রতিকূল-চেষ্টা নিরসনে বজ্র হইতেও কঠিন। যাঁহারা বলেন—শ্রীপত্রিকা কেবল হরিকথা বলুন্, হরি-বিমুখগণের সঙ্গকে বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিবেন না; কেন না, তাহাতে পরচর্চ্চা হয়। তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ ১১।২৬।২৬)

[অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুদিগের সঙ্গ করিবেন। যেহেতু, সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ নষ্ট করেন।]

সাধু ও অসাধু-সঙ্গের ফল

সাধুর সঙ্গে সাধুর আনন্দ। সাধু-সঙ্গই হরিভজনের মূল। অসাধু-সঙ্গ হইতেই যাবতীয় হরি-বিমুখতা আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। অসাধু-সঙ্গক্রমে আমাদের চিত্ত হরিভজন-বিরোধী। সাধুর বাক্য বিষয়ীর অপ্রিয়, কিন্তু সাধু-বাক্য হইতে বিষয়ীর অন্তরে সুগুপ্ত অসাধুবৃত্তি যাহাকে 'আসক্তি' বলে, সেই হৃদয়গ্রন্থী ছিন্ন হয়। আসক্তি ছিন্ন হইলে অনর্থ-শান্ত-জীব সাধু-সঙ্গের ফল 'ভক্তি' লাভ করেন। যাঁহার আসক্তি ধ্বংস হয় নাই, তিনি মূর্খতা ছাড়িয়া অসাধুকে, অসাধু-বৃত্তির কপট আচ্ছাদনকে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দয় হইয়া ত্যাগ করিবেন। যদি এখানেও জীবের দুর্ব্বলতা থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ তাঁহার হয় নাই। সাধুসঙ্গে অনর্থ থাকে না, অনর্থ পোষণের চেষ্টাও থাকে না। বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, প্রতিষ্ঠাশা, মৎসরতা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ চেষ্টাই অসাধুতা। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ঐ অনর্থগুলি থাকে না।

সাধু-সঙ্গে শুদ্ধনাম ও অসাধু-সঙ্গে নামাপরাধ

যদি দুঃসঙ্গ পরিবর্জ্জন না করিয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামকে প্রাকৃত অক্ষর জানিয়া নামাপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, বিষয়াসক্তিরূপ দুরভিসন্ধিমূলে যদি নামাপরাধকে নাম বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা হইলে কখনই কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ-গুণ-লীলাকে নামের সহ অভিন্নোপলব্ধি হইবে না। শ্রীনাম ও নামী অপ্রাকৃত জগতে অভিন্ন বস্তু বলিয়া, নামই চিন্তামণি, নামই অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, নামই চৈতন্য-রসবিগ্রহ,

নামই পূর্ণ, নামই শুদ্ধ, নামই নিত্য, নামই মুক্ত;—এই সকল কথায় শ্রদ্ধা না করিলে শ্রীনামের ভজন দূরে যাক্, শ্রীনামের মহামহিম চরণ-কমলে অপরাধ করা হয়। অপরাধীগণ স্বীয় স্বীয় অপরাধময় সঙ্গকে সৎসঙ্গ জ্ঞান করিয়া দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন। সুতরাং নামের কৃপা পাওয়া দূরে যাক্, আমাদের ন্যায় দুর্ভাগ্যমাত্র সঞ্চয় করেন।

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনই হরিভক্তি-লাভের মূল

শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীআচার্য্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীকে উত্তমা ভক্তি বলিতে গিয়া যে প্রতিকূল-অনুশীলন এবং কৃষ্ণেতরাভিলাষ, অনুকূল-জ্ঞানে কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের আবরণ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন, তাহা অসাধুদিগের বিচারে পরচর্চ্চা, বলিয়া স্থির হইলেও **অসৎ-নিরসন না করিয়া কৃষ্ণানুশীলন বলিলে শ্রদ্ধা-হীন-জনগণ ভক্তির স্বরূপ জানিতে পারিবে না। 'দুঃসঙ্গ বর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না'**—এ-কথা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-রচিত কবিতায় জানাইয়াছেন। সাধুগণ তাহা শ্রবণ করুন্—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য, পারং পরং জিগমিষোর্ভব-সাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

[শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন—হায়, ভব-সাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে 'বিষয়ী' ও 'স্ত্রী সন্দর্শন' বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।]

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর সঙ্গ—অসৎ-সঙ্গ, সুতরাং ত্যাজ্য

ভগবত্তাকে জড়-বিষয়ের অন্যতম জ্ঞানে যাঁহারা কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষপাতী এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণেতর মায়ার সহিত সমতা-স্থাপনে রত, তাঁহারা অপরাধী। মায়ার সেবাকেই তাঁহারা কৃষ্ণভক্তি মনে করেন। মায়িক চিত্ত-দ্রবতাকেই ভাব মনে করেন। ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই প্রেম বলিয়া জানেন। দুঃসঙ্গ-রত মায়াবাদী ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধভক্ত তাহাদিগকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে ত্যাগ করেন। মায়াবাদীর বিচারে দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গ উভয়েই এক। সৎসঙ্গের পরামর্শ তাঁহার বিচারে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা মাত্র। কিন্তু শুদ্ধভক্তের সেরূপ নির্ব্বিশেষ বিশ্বাস নহে। সুতরাং শ্রীপত্রিকা অসৎ-নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-সেবার কথা বলেন, অনর্থময় মায়িক কথামাত্রকে কৃষ্ণকথা বলেন না।

কপট ব্যক্তির হরিভজন হয় না

কপটীদল কৃষ্ণসেবা হইতে অনর্থ-নিবৃত্তি, মুখে স্বীকার করিয়া অনর্থে প্রবৃত্ত

ব্যক্তির নিকট দুঃসঙ্গ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছাদন করেন। কপটী দল বলেন—"অনর্থ-বিশিষ্ট মানব অনর্থ-ত্যাগের যত্ন না করিয়া অনর্থ-সমৃদ্ধিকল্পে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে কপটতার আশ্রয়ে লোক ঠকাইবার জন্য কৃত্রিম হরি-ভজন করিলেও **'বস্তু-ধর্ম্ম'-প্রভাবে** তাঁহার 'অনর্থ' যাইবে"। কিন্তু যাহার অর্থ-রূপ হরিভজন নাই, অনর্থকে 'হরিভজন'-সংজ্ঞামাত্র দিয়াছে, সেই অনর্থময়-চেষ্টাকে ভজন বলিয়া জাহির করিলে, কপটতাশ্রয়ে পিচ্ছিল-চক্ষু-জাত ভাব প্রভৃতি জানিলে কি প্রকারে **'বস্তুধর্ম্ম'** প্রকাশ হইবে, বুঝা যায় না। ব্যবধান-যুক্ত কপটতাময় ভজনে কোন ফল হয় না, ইহাইতো শাস্ত্রের বা গোস্বামিগণের ও গৌরহরির বাণী। বস্তু-সঙ্গ না করিয়া লোক-প্রতারণা-ফলে কখনই অভীষ্ট-লাভ ঘটে না। ষ্টপার্ড ফাইলে আবদ্ধ মধু, কাচের বাহিরে অবস্থিত ভ্রমরের ভোগে লাগে না, মেকি জিনিসের দ্বারা আসল বস্তুর সকল কার্য্য হয় না।

অনধিকারীকে সিদ্ধপ্রণালী-দান—অবৈধ

অপরাধময় নামকে কৃত্রিমতা প্রভাবে শ্রীনাম বলিয়া প্রচার করা কপটতা মাত্র। অজাত-রতি-ব্যক্তিকে প্রচ্ছন্ন জড়রস-গানরূপ কৃত্রিম-সাধন শিখান এবং অনর্থে চিরদিন নিমগ্ন রাখা বঞ্চনা-মাত্র। **অধিকার বিচার না করিয়া নাম-ভজনের বিনিময়ে নামাপরাধ-সঞ্চয় শিখাইয়া লীলায় প্রবেশ করান—কপটতা মাত্র।** বস্তু-শক্তি-প্রভাবে নামাপরাধ সঞ্চয়-কালে রসময় লীলাগান করিতে করিতে প্রাকৃত অর্থ সঞ্চয়, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি লাভ দেখান কপটতা মাত্র। নামাপরাধ হইতে কখনই রসলাভ ঘটে না। 'বস্তু-শক্তি'-প্রভাবে (?) নামাপরাধ হইতে প্রেমোদয় হয় না !!

কপটতাদি অপরাধ-নির্ম্মুক্ত না হইলে বস্তুশক্তি প্রকাশিত হয় না

অপরাধরূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিলে তখন শ্রীনাম বস্তু-শক্তি প্রকাশ করেন। নামাপরাধ তাঁহার উপযোগিনী শক্তি প্রকাশ করেন অর্থাৎ জীবকে হরিবিমুখ করেন। প্রাকৃত সহজিয়াদল এই প্রকার লোক-প্রতারণা-কার্য্যে এতদিন সত্য আচ্ছাদন করিয়াছিল। শ্রীগৌরহরি ও তদীয় নিজজনগণ ঐ কপটতা পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পত্রিকা-পাঠকের শ্রেণীবিভাগ ও তাঁহাদের প্রতি নির্দ্দেশ

শ্রীপত্রিকা প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের রুচির অনুকূল না হওয়ায় তাঁহারা অপ্রাকৃত পত্রিকা-পাঠে বিরত আছেন। শ্রীপত্রিকাও তাঁহাদের প্রাকৃত চিত্তবৃত্তির পোষিকা সাময়িক পত্রিকা হওয়া উচিত মনে করেন না। উহা তাহাদের প্রাকৃত

দুষ্কৃতির ফলমাত্র। শুদ্ধ ভক্তগণ, অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণ এই শ্রীপত্রিকা অনুক্ষণ পাঠ করুন্ এবং প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে ভক্তি-বিরোধী জানুন,—ইহাই আমাদের প্রারম্ভিক প্রার্থনা। প্রাকৃত দুঃসঙ্গ না ছাড়িলে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত বিশ্বাস ছাড়িয়া, প্রাকৃত সাময়িক পত্র প্রচার ও পাঠ করুন্। বিষয়ীগণ প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে মস্তকে লইয়া নৃত্য করুক্, তথাপি শুদ্ধভক্ত শুদ্ধভক্তি-পথ ভুলিয়াও কখনই ছাড়েন না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

"বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্যধর্ম্মের গৌরব"*

সম্প্রদায় কাহাকে বলে ও তাহার উৎপত্তি

সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করিলেই আর্য্য-শাস্ত্রের নিন্দা করা হয়। আর্য্য-শাস্ত্র সর্ব্ব-জীবের মঙ্গলপ্রদ। অন্যান্য অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ন্যায় সঙ্কীর্ণ মত-প্রচারক নন। জীবমাত্রেই যে একাধিকার প্রাপ্ত, এরূপ বলিলে না বিজ্ঞান, না ইতিহাস সন্তোষ

---

* 'শ্রীসজ্জন-তোষণী' নামক পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় ৩য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যায়, গৌরাব্দ ৪০১, বংলা ১২৯৩ সাল, শ্রাবণ মাসে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই প্রবন্ধটী যে উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার এই প্রবন্ধের ভূমিকায় তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উদ্ধৃত হইল।—সঃ।

—"বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা লিখিয়া একটী প্রবন্ধ সজ্জন-তোষণীতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে 'দৈনিক' নামক পত্রে ঐ প্রবন্ধটী সম্পাদকের লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা বুঝিতে পারি না, শরৎ বাবুই কি 'দৈনিকের' সম্পাদক, না তিনি অবৈধরূপে 'দৈনিকে'র প্রবন্ধটী নিজনামে প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক, সে-কথা 'দৈনিকে'র সম্পাদক মহাশয়ই বুঝিয়া লইবেন। এরূপ প্রবন্ধ আমরা সজ্জন-তোষণীতে প্রকাশ করিতে পারি না।

প্রবন্ধটী পাঠ করিলে দুইটী কথা প্রতীত হয়। লেখক-মহাশয় আর্য্য-শাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী। তিনি বিলাতিয় একেশ্বরবাদীদিগের সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্মের নিন্দাটী শিক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথাটী এই যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষতঃ বিশ্ববৈষ্ণব-সভার প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ আছে। সেই ক্রোধের পরবশ হইয়া তিনি বৈষ্ণব-নিন্দা ও পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবমাননা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।"

লাভ করে। সকল জীবই ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত। তন্মধ্যে যে কতকগুলি জীব মূল বিষয়ে অধিকারের ঐক্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একটী সম্প্রদায়। তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র যে-উপদেশ প্রদান করেন, সে-উপদেশ অন্যাধিকার-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের স্বীকরণীয় নয়। এই অধিকার বিচারক্রমেই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত-দিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। ভক্তদিগের মধ্যে অধিকার-ভেদেও পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়-ব্যবস্থাই আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যাচার্য্যদিগের প্রধান গৌরব। একটী বিদ্যালয়ে যেরূপ দশটী বা বারটী শ্রেণী থাকে, আর্য্যদিগের পরমার্থ-বিদ্যালয়ে তদ্রূপ কতকগুলি সম্প্রদায়। সম্প্রদায়গুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকাতে যে আর্য্য-মহা-বিদ্যালয়ের ঐক্য বিনষ্ট হয়, এরূপ নয়।

ইংরাজী 'সেক্টেরিয়ান্' ও শাস্ত্রীয় 'সাম্প্রদায়িক'-শব্দ এক নহে; জীবের অধিকার-বিচারই শুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা

ইংরাজী ভাষায় যে 'sectarian' শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ অন্য প্রকার। 'সেক্টেরিয়ান্' ধর্ম্ম, অন্য ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মকে এক বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া জানেন। 'সাম্প্রদায়িক' শব্দের অর্থ বিকৃত করিয়া যিনি সম্প্রদায়-ব্যবস্থার নিন্দা করেন, তিনি নিতান্ত শাস্ত্রান্ধ। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায় গমনের অধিকার লাভ করিলেই, সেই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারেন। এইরূপে সম্প্রদায় হইতে সম্প্রদায় গমন করিতে করিতে জীবগণ বহুজন্মে সর্ব্বোচ্চ সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হন। "অনেক-জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমিতি" ভগবদ্বাক্য অতিশয় স্পষ্ট। অধিকার লাভ করিলে তদুচিত সম্প্রদায় লাভ করিতে পারে, কিন্তু অধিকার বিচার না করিয়া যদি কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অধোগতি হয়। যে অধিকারে যে উপদেশ, সেই উপদেশই সেই অধিকারের মত এবং সেই মতই সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মত। যদি কেহ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত একই অধিকারে সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার মিশ্র-মত হয়, বিশুদ্ধ-মত হয় না।

অসাম্প্রদায়িক মতই অনার্য্য-মত এবং অধিকারানুযায়ী শৈব-শাক্তাদি সম্প্রদায়-ভেদ—জীবের মঙ্গলজনক

গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত অধিকার-সিদ্ধ উপদেশকে সাম্প্রদায়িক মত বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। **অসাম্প্রদায়িক মতই অনার্য্য মত।** "সম্প্রদায়বিহীনাঃ যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ" ইত্যাদি ঋষিবাক্য দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, সম্প্রদায় নিন্দুক ব্যক্তিগণ নিতান্ত অনার্য্য ও শিষ্টাচারশূন্য। উপাসনা-কাণ্ডে যে শৈব, শাক্ত

গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে, সেই সমুদায়ই দেবদেব মহাদেব-বাক্য অথবা পূজ্যপাদ ঋষিবাক্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত জীবগণের মঙ্গল-সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। **উপাস্য-বস্তু মূলে এক, তাহাতে ভেদ নাই। কেবল উপাসকদিগের অধিকার-ভেদে উপাস্য-বস্তুর পার্থক্য সিদ্ধ হইয়াছে।**

অধিকার-নিষ্ঠা জীবকে উন্নত করে

নিজ নিজ উপাস্য-বস্তুতে নিষ্ঠা প্রয়োগই প্রশস্ত। সেই উপাস্য-বস্তু ক্রমশঃ কৃপা করিয়া উচ্চাধিকার দান করিয়া তদধিকারস্থ মূর্ত্তিতে প্রকাশ হন। এই জন্যই ঋষিগণ সর্ব্বত্র অধিকার-নিষ্ঠাকে প্রবল রাখিবার জন্য তত্তদধিকারের মতকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া গিয়াছেন। শাক্তগণ যখন বিশুদ্ধ হন, তখন বামাচারের নির্ম্মাল্যাদি সেবন করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা জপ-যজ্ঞাদি দ্বারা শ্যামাপূজা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ যাঁহারা বৈষ্ণবাধিকার লাভ করেন, তাঁহাদের ভগবন্নির্ম্মাল্য ব্যতীত অন্য নির্ম্মাল্য পাইবার অধিকার থাকিবে না।

নির্গুণ-নির্ম্মাল্য ব্যতীত দেবদেবীর সাত্ত্বিকাদি গৌণ-নির্ম্মাল্য বৈষ্ণবের অগ্রাহ্য

এই পত্রিকায় 'কুতর্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুত কালীপদ বাবু লিখিয়াছেন যে, **সাত্ত্বিক ভাবে পূজা হইলে বৈষ্ণবগণ অন্যদেব নির্ম্মাল্য পাইতে পারেন। এই বাক্য নির্দ্দোষ নয়। বৈষ্ণবগণের উপাসনা নির্গুণ। তাঁহারা সাত্ত্বিক পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণের অধিকারী নন। নির্গুণ পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণের অধিকারী।**

বিষ্ণুর প্রসাদ-নৈবেদ্য দ্বারা দেবদেবীর পূজা—গৌণ নহে

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ভগবৎ-প্রসাদ শ্রীবিমলাদেবীকে অর্পিত হয়। সেই প্রসাদ সমস্ত বৈষ্ণবের গ্রাহ্য। "বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরমিতি" ঋষিবাক্য দ্বারা বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু-নৈবেদ্য দ্বারা অন্য দেবতা ও পিতৃলোকের পূজার বিধান হইয়াছে। তাহাই অন্য দেবের নির্গুণ নির্ম্মাল্য। এসমস্ত কথা সাধারণে বিচার্য্য নয়। অধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় গুরুদেবের নিকট ইহার বিধি ও তাৎপর্য্য বুঝিবেন।

বিভিন্ন সঙ্ঘ, সভা, সমিতি প্রভৃতি সমস্তই সাম্প্রদায়িক, স্ব-স্ব-নিষ্ঠাই মঙ্গলজনক

হরিসভাগুলির প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই। বরং নাম শুনিলেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। হরিসভাগুলি নষ্ট হইয়া যাউক, এরূপ বাসনা আমরা করি না। বরং

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, ঐ সকল সভা সত্বরেই বিশুদ্ধ হরিভক্তি আস্বাদন ও প্রচার করুন। অনার্য্য-সভার অনুকরণপূর্ব্বক অধিকার-তত্ত্বের বিরুদ্ধ-মত প্রচার না করেন। "হরিভক্তিদায়িনী", "হরিভক্তি-প্রচারিণী" প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হরিভক্তির আনুকূল্য করাই প্রয়োজন। অন্যান্যাধিকারের মত-সিদ্ধ-কার্য্য তাহাতে না করেন—আমাদের এই প্রার্থনা। অন্যান্যাধিকারের আর্য্যসন্তানগণ হৃষ্টচিত্তে সমবেত হইয়া আর্য্যধর্ম্মরক্ষণী, শিবসভা, কালীসভা, গণপতিসভা ও কর্ম্মাধিকার-অনুসারে যাজ্ঞিকসভা ও জ্ঞানাধিকার-অনুসারে আধ্যাত্মিক সভা—ব্রহ্মসভাদি সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠা সমৃদ্ধি করুন। তাহাতে আমরা বিপুলানন্দ লাভ করিব।

হরিসভার একান্ত কর্ত্তব্য

হরিসভার সভ্যগণ অমিশ্রিত হরিভক্তি আস্বাদন ও প্রচার করুন। এসম্বন্ধে অধিক বলিতে গেলে কেবল মনের উদ্বেগ ও লেখা বাহুল্য হইবে। আমাদের পরামর্শ এই যে, হরিসভার সভ্যগণ উপযুক্ত বৈষ্ণব-গুরুগণের নিকট বিশুদ্ধ হরিভক্তি শিক্ষা করিয়া তাহাই আস্বাদন করুন। প্রথমে শিক্ষা না করিলে শিক্ষা দেওয়া বিধি নয়। যদি বিশুদ্ধ হরিভক্তি প্রচার করা তাঁহাদের অভিপ্রেত না হয়, তবে সভার নাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক 'আর্য্যসভা' বলিয়া নাম গ্রহণ করুন, নতুবা মাছের দোকানে শাক, শাকের দোকানে মাছ বিক্রয় করিলে যে ব্যবহার সাঙ্কর্য্য হয়, তদ্রূপই হইতে থাকিবে। শাকের দোকানে মৎস্য দেখিলে ব্রহ্মচারী যতিগণ যেরূপ কষ্টবোধ করেন, তদ্রূপ বিশুদ্ধ হরিভক্তগণ হরিসভায় গিয়া মনুসংহিতা পাঠ, হোম, যাগ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ-ব্যাখ্যা, বাউল গান, হারমনিয়াম বাদ্য ও উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি রসগ্রন্থ সাধারণের নিকট পাঠাদিরূপ অধিকার-সাঙ্কর্য্য দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। যে-হরিসভায় এবম্বিধ সাঙ্কর্য্য নাই, তথায় মিশ্রমত নাই। তাহার কোন নিন্দাও নাই। সে-সভা আমাদেরই সভা। তাহার নাম 'বৈষ্ণবসভা' বলিলেই হয়। যে-সভায় অধিকার-বিচার-শূন্য মিশ্রমত আছে, সে-সভা যে হাস্যাস্পদ হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে সংসার-ভয়ভীত
দীনের কাতর প্রার্থনা

সংসার অরণ্যে বাস হইল বিষম
সংসার ত্যজিয়া মন সদা যেতে চায়।
(কিন্তু) সম্মুখেতে মায়া-নদী করিয়া গর্জ্জন
বাধা দিয়া মোরে শ্রীব্রবেগে বয়ে যায় ॥১॥

যত বাঁধিলাম ঘর যতন করিয়া
নিরবধি সুখে বাস করিবার আশে।
নদীর তরঙ্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে
ততবার কর্ম্মদোষে অকূলেতে ভাসে ॥২॥

এক, দুই, তিন নয়—অশীলক্ষ বার
ভেসেছে দেখিয়া মনে লেগেছে তরাস।
যদি ভাবি পলাইয়া যাই স্থানান্তর
সম্মুখে অবিদ্যা আসি' করিছে নিরাশ ॥৩॥

কণ্টক-রূপেতে দারা-সুত চারিদিকে
রুধিয়াছে দৃঢ়রূপে পালাবার পথ।
কেমনে ছেদিব সেই দারুণ কণ্টকে
দুশ্ছেদ্য-অভেদ্য তাহা (কভু) নহে শ্লথ ॥৪॥

দুষ্ট ষড়রিপু সদা করি' অত্যাচার
পলে পলে সুখ-শান্তি করিছে হরণ।
কি হ'বে উপায় মোর ভাবি অনিবার
কেমনে পাইব তব অভয় চরণ ॥৫॥

'বাল্য'-নামে এক দুষ্ট পিশাচ আসিয়া
কত ভয় দেয় প্রাণে, হাসায়-কাঁদায়।
পিশাচ মায়াতে সদা মোহিত করিয়া
রাশি রাশি বিষ্ঠা-মূত্র খাওয়ায় মাখায় ॥৬॥

ভয়ে মরি দিবানিশি করি হায় হায়!
জীবন মধ্যাহ্নকাল অতীব ভীষণ।

যৌবন শার্দ্দূল সদা হুঙ্কারে খেদায়
বিকশিয়া শূল-সম সুতীক্ষ্ণ দশন ॥৭॥
অন্তকালে পিশাচিনী দুষ্টা মায়া আসি'
কতরূপে মোরে প্রভু করি নির্য্যাতন।
দুর্ব্বল করিয়া শেষে গলে দিয়ে ফাঁসি
টেনে নিয়ে যায়, করি রুধির বমন ॥৮॥
বিমুখ-মোহিনী হায় ভীমা জড়-মায়া
(যবে) চ'খের সম্মুখে ধরে কামিনী-কাঞ্চন।
তীব্র কালকূটে ভরা সে ছবি হেরিয়া
ভুলে যাই মুই প্রভু তোমার চরণ ॥৯॥
আমি নিত্য-কৃষ্ণদাস—এ'কথা ভুলিয়া
পাপাচারে নিত্য চিত্ত করি কলুষিত।
দুর্জ্জনের সঙ্গে প্রভু কুরঙ্গে মাতিয়া
কাম-দাস হ'য়ে দুঃখ পাই যে সতত ॥১০॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে ভক্তি-রতি শূন্য হ'য়ে
ভবার্ণব-জলে প্রভু হাবুডুবু খাই।
অনিত্য বস্তুতে নিত্য ভাবনা করিয়ে
নিত্য-বস্তু তব দু'টি চরণ হারাই ॥১১॥
কি হ'বে উপায় প্রভু! আকুল ভাবিয়া
তোমা বিনা কে রক্ষিবে এ পতিত-জনে।
তোমার চরণে ধরি' রহিনু পড়িয়া
রক্ষা কর নিজ দাসে তব নিজ-গুণে ॥১২॥
এ মহাপাপীর কেশ করি' আকর্ষণ
টেনে লও এ পতিতে হইয়া সদয়।
যেথায় স্বদেশ মোর দিব্য বৃন্দাবন
যেথা নাহি শোক-জরা-মরণের ভয় ॥১৩॥

—দীন সেবক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন

বৈরাগ্য-(নাটক)

(হাস্য-রসাত্মক)

পাত্র পরিচয়

১। স্বামী কাঞ্চনবিলাস ... ... সেবাইত ও ট্রাষ্টি
২। অনন্তকাম চরমহংস ... ... ঐ ২ নং
৩। স্নেহসিক্ত গৃহবিনোদ ... ... ঐ ৩ নং
৪। জনৈক ভদ্রলোক ... ... সংসার-তাপে জর্জ্জরিত
৫। প্রতিবাসী ... ... একমাত্র বন্ধু
৬। উদরানন্দ স্বাদু ... ... ক্যান্‌ভাসার
৭। ভূধর স্বামী ... ... কড়া-সন্ন্যাসী
৮। নিভৃত-কুমারী ... ... সেবাইতিনী

স্থান ... ... জগৎ-মিথ্যা
সময় ... ... সদাসর্ব্বদা

অদ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জনৈক ভদ্রলোক ও প্রতিবাসীর প্রবেশ।

প্রতিবাসী—কি মশাই, আপনার মেয়ের বিয়ে হ'ল ?

জনৈক ভদ্রলোক—আর বলেন কেন ? মনে করেছিলাম—মেয়েটার বিয়ে দিয়ে সংসার ত্যাগ ক'র্‌বো। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। যা' টাকা যোগাড় ক'রেছিলাম, তা' অন্যভাবে খরচ হ'য়ে গেল।

প্রতিবাসী—কি ক'রে খরচা ক'রে ফেল্‌লেন ! এমন কি অবস্থা হ'ল, যে খরচ না ক'রে পার্‌লেন না ?

জনৈক ভদ্রলোক—বাড়ীওয়ালার সঙ্গে মোকর্দ্দমা ক'রে। ৩ বৎসর ধ'রে মোকর্দ্দমা ; তা'র মাধ্যে ৩ বার হাইকোর্ট, আর ছোট আদালতের ত' কথাই নাই। শেষ-পর্য্যন্ত অবশ্য জেতা গেল, কিন্তু তিনটি হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেল। আবার কি ক'রে মেয়ের বিয়ে দি বলুন ?

প্রতিবাসী—তা' হ'লে এখন কি ক'র্‌বেন, ঠিক ক'রেছেন ?

জনৈক ভদ্রলোক—আপনি আমার একমাত্র বন্ধু। আপনাকে কোন

কথা লুকাব না। আমার মনের কথা যদি শোনেন, তা' হ'লে বলি। আর যদি ঠাট্টা করেন, তা' হ'লে ব'ল্‌বো না।

প্রতিবাসী—সে কি কথা! আপনার দুঃখের সময় আমি ঠাট্টা ক'র্‌বা? এ' কথা কিছুতেই ভাব্‌বেন না। আপনি যেমন আমাকে বন্ধু ভাবেন, আমিও আপনার সেইরকম হিতৈষী জান্‌বেন। আপনার মনের কথা আমাকে নিঃসঙ্কোচে ব'ল্‌তে পারেন।

জনৈক ভদ্রলোক—আমি মনে ক'র্‌ছি যে, এবার **মুরগী-মিশনের** সন্ন্যাসী হ'ব। আর আমার সংসার ভাল লাগে না। মুরগী-মিশনে গেলে বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই। ওরা ভারী উদার! ওখানে কারও মতামতের হাঙ্গামা নেই, যা'র যে মত, সবই চল্‌তে পারে। আর সবচেয়ে সুবিধা—ওখানে সন্ন্যাস নিলে, বিশেষ নিয়ম পালন ক'র্‌তে হয় না।

প্রতিবাসী—কিন্তু সন্ন্যাস নিলে ত' আপনি বাড়ী আস্‌তে পার্‌বেন না। মুরগী-মিশনে অবশ্য সন্ন্যাসীদের পান, সিগ্‌রেট, মাছ-মাংস, মুরগী—এসব কিছুই বাধে না। কেবল বেদান্ত-পাঠ ক'র্‌লেই হয়। আর মধ্যে-মধ্যে কিছু হোমিওপাথিক্ ঔষধ বিতরণ ক'র্‌তে হয়। কিন্তু লাল কাপড় পর্‌লে আর ত' বাড়ী আস্‌তে পার্‌বেন না! আপনার স্ত্রীর অবস্থা কি হ'বে?

জনৈক ভদ্রলোক—সে-কথা আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রেছি। আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ীর পাড়ায় তা'রই সুইয়ের স্বামী—মুরগী-মিশনের সন্ন্যাসী হ'য়েছে। সে কিন্তু মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসে; সেই জন্য আমার স্ত্রীর সই-ঠাকুরাণীর কোনই দুঃখ নাই। খাওয়া, কাপড়, গহনা কিছুই অভাব নাই।

প্রতিবাসী—বলেন কি! সন্ন্যাসী আবার বাড়ী এসে স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করে, এ'কথা ত' আমি কখনও শুনি নাই?

জনৈক ভদ্রলোক—কেন ভাই, তা'তে দোষ কি, বল? সন্ন্যাসী হ'য়ে যদি পান-সিগ্‌রেট, মাছ-মাংস, মুরগী সবই খাওয়া যেতে পারে, তা'হলে বাড়ী গেলেই খুব দোষ হয় কি?

প্রতিবাসী—আপনি ভুল ক'র্‌ছেন। মাছ, মাংস, মুরগী খাওয়া—এসব শাস্ত্রে লেখা আছে। পূর্ব্বে মুনি-ঋষিরা মাছ-মাংস ত' দূরের কথা, তাঁরা নাকি যজ্ঞ ক'রে গো-মাংস পর্য্যন্ত খেতেন। অবশ্য গরু হ'চ্ছে সাত্ত্বিক পশু। গরু খেলে সত্ত্ব-গুণ বৃদ্ধি হয়—এ' রকম শুনেছি। কিন্তু সন্ন্যাসী হ'য়ে বাড়ী যায়, একথা ত' শুনি নাই! 'সন্ন্যাসী' মানেই ত' স্ত্রী-পুত্র, গৃহ ত্যাগ করা। যদি আবার বাড়ীই আসা হ'ল,

তা'হ'লে আবার সন্ন্যাসী কি ক'রে হ'ল ?

জনৈক ভদ্রলোক—(গম্ভীরভাবে) আপনার সব শাস্ত্র কি জানা আছে ?

প্রতিবাসী—সে-কথা কি ক'রে বলি, বলুন। আমরা সাধারণ গৃহস্থ, সব শাস্ত্র পড়্বার সময় কোথা' বলুন। পাঁচজনের কাছে যা' শুনা যায়, তাই জানি।

জনৈক ভদ্রলোক—রাবণ সন্ন্যাস নিয়েছিল, সেটা আপনার জানা আছে কি ?

প্রতিবাসী—হাঁ, তা' শুনেছি ; কিন্তু তিনি ত' সীতাকে হরণ ক'র্বো ব'লে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সেটা ত' আসল সন্ন্যাস নয়।

জনৈক ভদ্রলোক—আসল-নকলের কথা ছেড়ে দিন। গীতায় কি লেখা আছে, তা' জানেন ? "কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ সঃ সন্ন্যাসী"। অর্থাৎ 'এই মতলব হাসীল কর্তেই হ'বে' এই রকম দৃঢ়তার সহিত যে কর্ম্ম করে, সেই সন্ন্যাসী। সুতরাং রাবণের সে-সময়ে সীতাকে হরণ না ক'র্লে উপায় ছিল না। prestige (প্রেষ্টিজ্) ব'লে একটা কথা আছে, সেটা মান্বেন ত' ?

প্রতিবাসী—তা' ত' নিশ্চয়ই। লোকে কথায় বলে—"যাক্ প্রাণ থাক্ মান।" রাবণ-বেচারীর ভগ্নীর বিনা দোষে নাক কাটা হ'য়েছিল। এত বড় ঘরের মেয়ে, যার ভাই রাবণ, তা'র নাক কাটা গেল ; কত বড় prestige (প্রেষ্টিজ্) নষ্ট, বলুন দেখি ? সে-ক্ষেত্রে পালটা জবাব না দিলে উপায় কি ? সীতা-হরণ করা একান্তই আবশ্যক ছিল। কিন্তু একটা কথা হ'চ্ছে এই যে, গীতা আমরাও একটু একটু পড়ি। আপনি যে পাঠটি ব'ল্লেন, তার আগে নাকি লেখা আছে "অনাশ্রিত-কর্ম্মফলং"।

জনৈক ভদ্রলোক—আজ্ঞে হাঁ, তা' ত' লেখা আছেই। "অনাশ্রিত-কর্ম্মফলং" মানেই হ'চ্ছে—সন্ন্যাস নিয়ে যাই করুন, আপনি তা'র ফলভাগী হ'বেন না। সুতরাং আমি সন্ন্যাস নিয়ে যা' ইচ্ছা করি না কেন, সাধারণ লোকের মত কর্ম্মফল ভোগ কর্তে হ'বে না।

প্রতিবাসী—তা' হ'লে সন্ন্যাস ব'ল্তে কি যথেচ্ছাচার হ'বে ?

জনৈক ভদ্রলোক—আপনি ভুল ক'র্ছেন। আগেই ব'লেছি—"কার্য্যং কর্ম্মং করোতি যঃ"। কোন একটা কাজ যখন ক'র্তেই হ'বে—এরূপ দৃঢ় সংকল্প হয়, তখন সে-কার্য্য সাধন ক'র্তে সবই করা যেতে পারে। কেবল ভাব্তে হ'বে—'আমি কিছু কর্ছি না।' তা' হ'লেই নিষ্কাম কর্ম্ম হ'য়ে গেল, ব্যস্। আমি যদি সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ী যাই, আর যদি মনে করি—আমি বাড়ী আসি নাই, তা' হ'লেই হ'ল। এ সব চিৎ-বিলাসের কথা বুঝা শক্ত। আমি এ বিষয়ে খুব বিচার ক'রেছি। আপনি ঠাট্টা মনে ক'র্বেন না।

প্রতিবাসী—কিন্তু আপনি যাই বলুন্ না কেন, লাল কাপড় প'রে বাড়ী যাওয়া একটা খারাপও-ত' দেখায়।

জনৈক ভদ্রলোক—কিন্তু উপায় কি বলুন। আমি যদি একেবারে লাল-কাপড় প'রে উধাও হ'য়ে যাই, তা' হ'লে আমার সংসার চ'ল্‌বে না। আবার যদি সাদা কাপড় প'রে সংসার চালাই, তা' হ'লে টাকাও জুট্‌বেনা, আর মেয়ের বিয়েও হ'বে না। লাল-কাপড় প'রে ভিক্ষা ক'র্‌লে, মঠবাড়ী ভাল চলে--চাক্‌রী-ব্যবসা অপেক্ষা অনেক সুবিধা। সুতরাং কিছু ভিক্ষা ক'র্‌লাম—'fifty'—'fifty' (৫০—৫০) ভাগ ক'রে অর্দ্ধেক **মুরগী-মিশনে** দিলাম, আর অর্দ্ধেক বাড়ীতে দিলাম। এ'তে আমার কোন দিকেই অসুবিধা নাই। এখন এই কার্য্য যখন আমাকে ক'র্‌তেই হ'বে, তখন 'কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ' হ'ল কিনা দেখুন। তারপর, আমি যখন fifty percent (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) 'মিশনে' দিচ্ছি, তখন 'অনাশ্রিত-কর্ম্মফলং' হ'ল; কারণ, বাকী fifty percent (শতকরা পঞ্চাশ) আমার নিজের খরচ হ'বে। আর শাস্ত্রেই আছে—'যুক্তাহার-বিহারশ্চ'। দেখুন, আমার বিচার ঠিক হ'ল কিনা?

প্রতিবাসী—আপনি অবশ্য আমার চেয়ে অনেক পড়াশুনা ক'রেছেন, আপনার সঙ্গে আমার শাস্ত্র-তর্ক করা চল্‌বে না। কিন্তু লাল-কাপড় প'রে সন্ন্যাস নিয়ে বাড়ী আস্‌বেন, এটা আমি কিছুতেই মত দিতে পারি না।

জনৈক ভদ্রলোক—তা' হ'লে আপনি কি ক'র্ত্তে বলেন?

প্রতিবাসী—আপনি যদি **ভোজনাখড়ার** সন্ন্যাসী হ'ন, তা'হলে হয়ত' লাল-কাপড় না প'রেও আপনার সব মতলবই হাসিল হ'তে পারে।

জনৈক ভদ্রলোক—সেটা কি রকম?

প্রতিবাসী--আমি 'ভোজনাখড়ার' সেবাইত ও ট্রাষ্টিদের কথা শুনেছি। এঁদের তিন জনের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী, একজন সন্ন্যাসীরও ঠাকুরদাদা অর্থাৎ তিনি প্রথমে ছিলেন ব্রহ্মচারী, তারপর হ'লেন সন্ন্যাসী, তারপর এখন আবার তিনি গৃহস্থ। সন্ন্যাসীর পরে যদি গৃহস্থ হয়, তা'হ'লে সেটা চরম অবস্থা। এদেরকে পরম-পরমহংস বা চরমহংস বলা যেতে পারে। অর্থাৎ পরমহংসত্ব পার হ'য়ে ও' পিঠে চ'লে গিয়ে আশ্রমাদির চরমে গিয়েছেন। আর একজন হ'চ্ছেন--পাকা-গৃহস্থ। কিন্তু এই তিনজনে সন্ন্যাসী, চরমহংস, আর পাকা-গৃহস্থ হ'লেও এঁরা 'ভোজনাখড়ার' সমান অধিকারী। ভাগাভাগীর বেলায় সবাই সমান সমান ভাগ পান।

জনৈক ভদ্রলোক—আচ্ছা, গৃহস্থ হ'য়েও সন্ন্যাসীর মত সেবাইত হওয়া যায়? বাঃ এটা ত' বেশ সুবিধা! ব্যাপারটা কি একটু খু'লে বলুন না?

প্রতিবাসী—ব্যাপারটা আমি খুব ভাল ব'ল্‌তে পারছি না। তবে ওঁদের একজন ক্যান্‌ভাসারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তা' হ'লে আমি আপনাকে তা'র কাছে নিয়ে যেতে পারি। সে ইচ্ছা ক'র্‌লে আপনাকে ঐ সেবাইতদের সহিত মিলিয়ে দিতে পারে।

জনৈক ভদ্রলোক—তাই নাকি? সে ভদ্রলোকের নাম কি? কোথায় থাকেন?

প্রতিবাসী—নাম কি তা' ঠিক জানি না, তবে আমরা তাঁকে **'উদরানন্দ স্বাদু'** বলি। আমি তা'র বাসা জানি।

জনৈক ভদ্রলোক—এ আবার কি রকম নাম! 'উদরানন্দ স্বাদু' এ কথার তাৎপর্য্য কি? নামটি বেশ রহস্যজনক।

প্রতিবাসী—তিনি নিজেকে 'উদরানন্দ সাধু' বলে পরিচয় দিতেন। কিন্তু একদিন তাঁকে হ্যারিসন্‌-রোডে দেখ্‌লাম, মাড়োয়ারীদের ধ'রে ধ'রে ব'ল্‌ছেন—"হে শেঠ! সাধু খিলায় গা? সাধু খিলায় গা?" দু' চারজনকে ঐ ভাবে ব'ল্‌বার পরই একজন মারোয়াড়ী তাকে খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে খুব ভাল ভাল খাবার খাইয়ে দিলে। সেইদিন থেকে আমরা তাঁ'কে 'উদরানন্দ স্বাদু' ব'লে থাকি।

জনৈক ভদ্রলোক—হাঃ হাঃ হাঃ! আপনি ত' মশাই বেশ রসিক লোক দেখ্‌ছি। আচ্ছা, মারোয়াড়ীরা এই রকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা সাধুকে কি বেপরওয়া খাইয়ে থাকে?

প্রতিবাসী—আহা, কোন 'স্বাদু' যদি রাস্তায় এই রকম ভাবে ক্যান্‌ভাস করে, তাহলে কা'রুর না কা'রুর মন ফিরেই যায়। তবে সেটা মারোয়াড়ী পাড়াতেই সম্ভব হয়, বাঙ্গালী পাড়ায় সম্ভব হ'বে না।

জনৈক ভদ্রলোক—আপনি বাঙ্গালীদের তা' ব'লে নিন্দা ক'র্‌বেন না। তা'রাও ঐ রকম 'স্বাদুদের' বিশেষ প্রশ্রয় না দিলেও, তা'রা যে স্বাদুসেবা করে না—এ কথা বলা যায় না। আমি দিন কতক বোম্বাইয়ে ছিলাম। সেখানে **মুরগী-মিশনের** সন্ন্যাসীরা অনেক সময় ভক্তদের টেলিফোন্‌ ক'রে দিতেন যে, "আজ আমাদের কিছু মায়ের প্রসাদ দিবেন"। আমি জানি, বাঙ্গালী ভক্তরা ঐ সন্ন্যাসী-দের খুব ভাল ক'রে মাছ, মাংস, হাঁসের ডিম, মুরগী, লুচি সব খাওয়া'ত। আপনি কি ব'ল্‌তে চান—বাঙ্গালীরা স্বাদু-সেবা করে না?

প্রতিবাসী—আপনার কথাটা আমি ঠিক সোজাসুজি নিতে পারছি না। মুরগী-মিশনের স্বাদুরা টেলিফোন্‌ করে অযাচিত নিমন্ত্রণ নিতে যাবে কেন? তা'দের ত' নিজের মিশনেই ঐ সমস্ত খাবার বন্দোবস্ত আছে। তা'রা আবার যাচ্ঞা ক'র্‌তে

যাবে কেন? তা'দের কি খাবার অভাব আছে?

জনৈক ভদ্রলোক—আমি কি ব'ল্‌ছি যে, তাঁদের কোন অভাব আছে? আপনি যে আগেই ব'ল্লেন—লৌকিক লজ্জার কথা। বোম্বাইয়ের প্রায় লোকই, বিশেষ ক'রে গুজরাটি, জৈন ও বৈষ্ণব—এরা কেহই মাছ-মাংস খায় না। সেইজন্য সেখানকার মুরগী-মিশন লোকচক্ষের জ্বালায় ঐ সব মাছ-মাংস মিশন-বাড়ীতে রাঁধে না। যে-দিন খাবার ইচ্ছা হয়, কারণ রোজ ত' একঘেয়ে নিরামিষ খাওয়া যায় না—সে-দিন ঐ ভাবে বাঙ্গালী ভক্তদের বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে দিতেন। যাক্, এসব কথা ছেড়ে দিন। আমাদের আসল কথা যা' হ'চ্ছিল তাই বলুন। আমার বিষয় আপনি যা' ব'ল্‌ছিলেন, অর্থাৎ কোথায় নিয়ে যাবেন ব'ল্‌ছিলেন, তা' যদি নিয়ে যান, তা' হ'লে বড়ই উপকার হয়।

প্রতিবাসী—আপনি সংসার ত্যাগ ক'র্‌বেন, তা' হ'লে নিশ্চয় করেছেন?

জনৈক ভদ্রলোক—ত্যাগ মানে ঐ fifty-fifty (৫০—৫০), আর বাড়ীও আমাকে আস্‌তে হ'বে। লাল-কাপড় প'রে যদি বাড়ী আসা খারাপ মনে করেন, তা' হ'লে সাদা-কাপড়ই ভাল।

প্রতিবাসী—বেশ, আপনাকে আমি বুধবার দিন সকালে উদরানন্দ স্বাদুর কাছে নিয়ে যাব। 'মঙ্গলের উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথায় যা।' (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅভয়চরণ দে, ভক্তিবেদান্ত
এডিটর, ব্যাক্-টু-গডহেড্ (এলাহাবাদ)

শ্রীশ্রীমাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে

হৃদয়ের অভিব্যক্তি

ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস—এইরূপ গুরু-পরম্পরাক্রমে গুরুপূজা নিত্যকালই চলিয়া আসিতেছে। গুরু-পূজাই ব্যাস-পূজা। তাহা যে বৎসরান্তে একবার হইবে, তাহা নয়; ইহা আমাদের নিত্য-কৃত্য। গুরু-পূজার উদ্দেশ্য—গুরুদেবের প্রীতি বিধান করা। কিছু পুষ্প গুরুপদে অর্পণ করিয়াই যে গুরু-প্রেষ্ঠ হইয়া যাইব, তাহা নয়। সেবোন্মুখ, নিষ্কপট, সতন্ত্রতা-হীন, দৈন্য-চিত্ত-বিশিষ্ট হইলেই গুরুদেবের কৃপা-পাত্র হওয়া যায়। তিনি আমার প্রতি-জন্মের প্রভু, আমার আরাধ্য-দেব। তিনি বিনা আমার অন্য কোন গতি নাই, এইরূপ চিত্তবিশিষ্ট না হ'লে গুরু-পূজা করা শুধু অভিনয় মাত্র। যদি বলি, ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইবে, ভগবানের আরাধনা করিব, তাহাতে গুরু-করণের কি

আবশ্যক ? কিন্তু গুরুদেব রাধারাণীর নিত্য নিজজন। তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সেবায় ব্যস্ত। কি করিয়া কৃষ্ণের প্রীতি-বিধান করিতে হয়, তাহা তিনিই জানেন। কৃষ্ণ তাঁরই—তিনিই কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন। তিনি বিনা জীবের অন্য কোন গতি নাই বলিয়াই ভগবদ্ ইচ্ছায় তিনি জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কোটি-জন্ম তপস্যা করিলেও কোন ফল হইবে না।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী-রূপে শিখান আপনে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪)
গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তজনে॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১।৪৫)

মাতাপিতা হইতে আমরা যে-প্রকার স্নেহ, মমতা, ভালবাসা বা ভোগের দ্রব্যাদি লাভ করিয়া থাকি, শ্রীগুরুদেবের নিকটও যেন তাহাই লাভ করিতে ইচ্ছা না করি।—"সকল জন্মে পিতা মাতা সবে পায়।
গুরু কৃষ্ণ নাহি মিলে ভজন হিয়ায়॥"

শ্রীগুরুর নিকট হইতে শ্রেয়-বস্তু লাভের বাসনা করিতে হইবে। প্রেয়-বস্তু লাভের কামনা করিলে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল লাভের সকল আশাই পণ্ড হইয়া যাইবে। আমাদের শ্রীগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ**। তাঁহার কথা আমি কতটুকুই বা বর্ণন করিব। তিনি সাক্ষাৎ সেবা-বিগ্রহ বলিয়া সেই সেবা প্রকাশের প্রস্রবণ-স্বরূপ। আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি অহর্নিশ স্বীয় অভীষ্ট আরাধ্যদেবের সেবায় নিযুক্ত। তিনি প্রতি বৎসরই শ্রীধাম পরিক্রমা, কার্ত্তিক-ব্রত, আজ বিরহ-তিথি, কাল আবির্ভাব তিথি, আজ অমুক জায়গায় প্রচার, কাল অমুক স্থানে উৎসব—এইরূপ একটি না একটি সেবা-কার্য্যের আয়োজন করিয়া তাহাতে আমাদিগকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিয়াছেন। 'বৃহৎ মৃদঙ্গের' সেবা-কার্য্যে নিজের সেবকগণকে নিয়োজিত করিয়াছেন। জগৎ-জীবের মঙ্গলের জন্য একটি পারমার্থিক মাসিক-পত্রিকাও প্রকাশ করিতেছেন।

হে শ্রীগুরুদেব! আপনি শ্রীপত্রিকার প্রাণ-স্বরূপ। আপনার এই পত্রিকা সঞ্জিবনী সুধা-তুল্য। মৃতব্যক্তিও ঐ সুধা পান করিয়া জীবিত হয়। শ্রীপত্রিকা বিশ্ব-বিজয় মন্ত্র-স্বরূপ; অতি বালকও ঐ মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারে। অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিও আপনার বজ্রসম বাণীর দ্বারা অসুরের বিচারকে ধ্বংস করিয়া সুপথের পবিত্র ধূলিকণায় অভিষিক্ত হইতে সক্ষম হয়।

ভগবান্ গৌরসুন্দর জগতে প্রেম বিতরণের জন্য আসিয়াছিলেন। আমাদের ন্যায় যে-সমস্ত বুভুক্ষু, কর্ম্ম-পিপাসু, জড়াসক্ত, মর্ত্ত্য-কীট তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাদেরও আপনি কৃপা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন। আপনি এতই মহান্, এতই উদার, এতই দয়াল, এতই দাতা। আপনি অবরোহ-মার্গের সহজ সরল সুগম সরণি-স্বরূপ। পরম সৌভাগ্যক্রমে, আজ আমরা একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া সেই অবরোহ-মার্গের পথিক হইয়াছি। ইহাই আমাদের ভরসা, ইহাই আমাদের সম্পদ্।

বর্ত্তমান কলির প্রভাবে কত শত শত লোক হরি-কীর্ত্তনহীন দুর্ভাগ্যবশে সংসার মরু-প্রাঙ্গনে পতিত হইয়া আত্মঘাতী হইতেছে। আপনি তাহাতে শুদ্ধ ভক্তি-বারি সিঞ্চন করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক মরীচিকাকে সাগর মনে করিয়া জলপানের আশায় ধাবিত হয় ও শেষে প্রাণ হারায়; সেইরূপ সংসারে অসংখ্য লোক আপাত সুখ-লাভের আশায় ধাবিত হইয়া আত্মঘাতী হইতেছে। আপনি এসময়ে ভাগবত-বাণী প্রচার না করিলে স্মার্ত্ত মতবাদে ও নানা প্রকার অপসম্প্রদায়ের কুপরামর্শে পড়িয়া লোকে কতই ক্ষতি-গ্রস্ত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আপনার তীর্থ-ভ্রমণের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, উহার ছল করিয়া সংসারিক জীবদিগকে সেবোন্মুখী করিবার জন্য কতই না ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। আপনার ভুবন-মঙ্গল গুণের অন্ত নাই। আপনার গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে যাওয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমার ন্যায় সেবা-বিমুখ, শ্রদ্ধাহীন, কপট, শিষ্যব্রুবকে ধন্য করিবার জন্য এই সুযোগ প্রদান করিলেন। ইহা যে আপনার কতই দয়া, তাহা বলিবার মত আমার কোন ভাষা নাই। সমুদ্রে যেরূপ বহু নদ-নদী নিপতিত হইয়াও তাহার গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিতে পারে না, সে'রূপ অসুরগণ আপনার প্রচার-কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য বহুবার আপনার উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়াও আপনার ভাগবতী-বাণী প্রচার-পণ ভঙ্গ করিতে পারে নাই। আপনি মাসিক শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রচার করিয়া এবং শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রেম-প্রদীপ, প্রবন্ধাবলী, নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ, শরণাগতি, Sree Chaitanyā Mahaprabhu, His Life and Precepts, জৈবধর্ম্ম প্রভৃতি বহু লুপ্ত গ্রন্থ পুনরুদ্ধার করিয়া দীন-হীন, কাঙ্গাল, দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীব-কুলের শুদ্ধভক্তি লাভের জন্য অক্ষয় সৌভাগ্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়াছেন। ইহার গুণ-পরিমায় কোটি কোটি জীবের আত্ম-মঙ্গল-পিপাসা গৌরবান্বিত হইবে।

অনেকে অস্থায়ী অভাব পূরণের জন্য দুই একটি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে অন্ন-
করিয়া ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া 'পরদুঃখ-দুঃখী' বলিয়া
হিত হয়। কিন্তু আপনি নিত্য মঙ্গলের জন্য কোটি কোটি জন্মের ক্ষুন্নিবৃত্তির
স্থির করিয়া যাইতেছেন। আপনি যে কত বড় পরদুঃখ-দুঃখী, তাহা
রণের বোধগম্য হইতেছে না। স্পর্শ মণির সংস্পর্শে যেমন অন্য বস্তুও স্বর্ণে
ত হয়, সেইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ আপনার সংস্পর্শে আসিয়া সংসার-
হইতে মুক্তি লাভ করে। যখন তাহারা আপনার ন্যায় স্পর্শ-মণিকে
ইবে, তখনই আপনি যে কত পরদুঃখ-দুঃখী তাহা বুঝিতে পারিবে। আমি
প্রতি জন্মে, এমন কি—বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে নিপতিত কীটানুকীট হইলেও
নার সেবকানুসেবকরূপে প্রীতি-বিধানে বঞ্চিত না হই—ইহাই আপনার
ণে সকাতর প্রার্থনা।

—দীনাতিদীন সেবকাধম **শ্রীমধ্ববিজয় ব্রহ্মচারী**

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ, বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের "দুই বন্ধু"কে পূর্ব্ববৎ জাহ্নবীতটে পরমার্থ আলাপে নিমগ্ন দেখা
তছে। নরেন্দ্রের ইচ্ছানুসারে দেবেন্দ্রের "যত মত তত পথ" কথাটীই আলোচ্য
হইয়াছে।

দেবেন্দ্র—ত্যাখ নরেন্দ্র! আজকাল চতুর্দ্দিকেই উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব-নৃত্য
তছে। কি সমাজ, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা-বিভাগ, কি পরমার্থ সর্ব্বত্রই
ঙ্খলতা। ছাত্র শিক্ষককে মানে না, শিক্ষক যাহা বলেন তাহা ভুল (?); শিক্ষককে
ছাত্রের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষকের শিক্ষক এখন—ছাত্র।
নিগুর্ণ ও লঘু-গুরু সবই সমান, কোন ভেদ নাই। পুত্রই এখন পিতার পিতা,
তু পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া পুত্র এখন শিক্ষিত (?) হইয়াছেন। পিতার
চন চিন্তাধারা পুত্রের আধুনিক রুচিতে লজ্জাকর। স্কুলের ছাত্রেরা এখন
র নায়ক (?); তাহাদের মতামত না মানিলে রাষ্ট্রপতির আসন টলমল। পলিটীকস্
নীতি) এখন তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। আর ধর্ম্ম-জগতের
থাই নাই। রামা, শ্যামা, যদু, মধু যে যাহাই বলিবে, তাহাই মত। সামান্য
অলৌকিকতা দেখাইতে পারিলেই ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার। কেহ কল্কির

অনেকে অস্থায়ী অভাব পূরণের জন্য দুই একটি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে অন্ন-দান করিয়া ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া 'পরদুঃখ-দুঃখী' বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু আপনি নিত্য মঙ্গলের জন্য কোটি কোটি জন্মের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় স্থির করিয়া যাইতেছেন। আপনি যে কত বড় পরদুঃখ-দুঃখী, তাহা সাধারণের বোধগম্য হইতেছে না। স্পর্শ মণির সংস্পর্শে যেমন অন্য বস্তু ও স্বর্ণে পরিণত হয়, সেইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ আপনার সংস্পর্শে আসিয়া সংসার-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করে। যখন তাহারা আপনার ন্যায় স্পর্শ-মণিকে হারাইবে, তখনই আপনি যে কত পরদুঃখ-দুঃখী তাহা বুঝিতে পারিবে। আমি যেন প্রতি জন্মে, এমন কি—বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে নিপতিত কীটানুকীট হইলেও আপনার সেবকানুসেবকরূপে প্রীতি-বিধানে বঞ্চিত না হই—ইহাই আপনার শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনা।

—দীনাতিদীন সেবকাধম **শ্রীমধ্ববিজয় ব্রহ্মচারী**

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ, বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের "দুই বন্ধু"কে পূর্ব্ববৎ জাহ্নবীতটে পরমার্থ আলাপে নিমগ্ন দেখা যাইতেছে। নরেন্দ্রের ইচ্ছানুসারে দেবেন্দ্রের "যত মত তত পথ" কথাটীই আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

দেবেন্দ্র—ভ্রাতঃ নরেন্দ্র! আজকাল চতুর্দ্দিকেই উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। কি সমাজ, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা-বিভাগ, কি পরমার্থ সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা। ছাত্র শিক্ষককে মানে না, শিক্ষক যাহা বলেন তাহা ভুল (?); শিক্ষককে এখন ছাত্রের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষকের শিক্ষক এখন—ছাত্র। গুণী নির্গুণ ও লঘু-গুরু সবই সমান, কোন ভেদ নাই। পুত্রই এখন পিতার পিতা, যেহেতু পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া পুত্র এখন শিক্ষিত (?) হইয়াছেন। পিতার সনাতন চিন্তাধারা পুত্রের আধুনিক রুচিতে লজ্জাকর। স্কুলের ছাত্রেরা এখন রাষ্ট্রের নায়ক (?); তাহাদের মতামত না মানিলে রাষ্ট্রপতির আসন টলমল। পলিটীকস্ (রাজনীতি) এখন তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। আর ধর্ম্ম-জগতের ত' কথাই নাই। রামা, শ্যামা, যদু, মধু যে যাহাই বলিবে, তাহাই মত। সামান্য কিছু অলৌকিকতা দেখাইতে পারিলেই ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার। কেহ কল্কির

অবতার, কেহ বুদ্ধের অবতার, কেহ যীশুর অবতার, কেহ রামের অবতার, কেহ কৃষ্ণের অবতার, কেহ বা শ্রীচৈতন্যদেবের অবতার। নিত্য নূতন অবতার আমাদের এই ভারতে অহরহঃ আবির্ভূত হইতেছে—তাই আমাদের ভারতে এত সুখ, এত শান্তি (?)। হায় হায়! যে ভগবানের শুভ-বিভায়ে পার্থিব যাবতীয় অমঙ্গল-রাশি বিদূরিত হইয়া জগৎ শান্তি-সুধায় স্নিগ্ধতা লাভ করে, আজ এতগুলি ভগবানের আবির্ভাব-সত্ত্বেও আমাদের দুঃখ-কষ্টের অন্ত নাই! এই সমস্ত অবতারাদি (?) ও তত্ত্বং-স্তাবকগণ-প্রচারিত বহুবিধ ছড়াগান আজকাল ধর্ম্মজগতে 'পথ'রূপে অপপ্রচারিত হইতেছে। শাস্ত্রচক্ষুতে এগুলি ধর্ম্মজগতের সাধারণ ভুল (common errors)। বাস্তব দর্শনের চক্ষুই শাস্ত্র। যাহাদের শাস্ত্র-চক্ষু লাভ হয় নাই, তাহারাই এই সমস্ত ছলনাময়ী বাণীর বহুমাননকারী। নারদ-পঞ্চরাত্র ও পদ্মপুরাণ বলেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং-বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কেবলম্॥

শ্রীগীতা বলেন—যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

সুতরাং শাস্ত্রই বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে প্রমাণ-স্বরূপ। এই শাস্ত্র বদ্ধ-জীবকে শুদ্ধ করিবার জন্য পরম কল্যাণময় পিতামাতা-সদৃশ সর্ব্বদা শাসন-বাক্য প্রয়োগ করেন। শাস্ত্রের শাসন-বাক্যগুলি ভোগি-কুলের ভোগ-প্রবৃত্তির বাধক হওয়ায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে সততই সচেষ্ট। তাহারা শাস্ত্রানুবর্ত্তনকে সংকীর্ণতা বলে এবং উদারতা দেখাইতে গিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকে আবাহন করে; 'সমন্বয়' করিতে গিয়া 'জগাখিচুড়ী' পাকাইয়া বসে। তাহারা শাস্ত্র-প্রণেতা শ্রীব্যাসদেব ও তদনুগ ঋষি-বর্গকে খণ্ডদর্শী বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা বলে—দেশ, কাল ও পাত্রের পরিবর্ত্তনহেতু শাস্ত্রেরও পরিবর্ত্তন ও পরিশোধন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জানা আবশ্যক যে, তাহারা নিজেরাই খণ্ডদর্শী; তজ্জন্যই শ্রীব্যাসদেবের পূর্ণ দর্শনে তাহাদের এ প্রকার ভ্রমাত্মক বিচার। শ্রীব্যাসদেব শাস্ত্রাদিতে যে যে ভবিষ্যৎ বাণী রক্ষা করিয়াছেন, প্রতি বর্ণে বর্ণে তাহার সত্যতা দর্শন করিয়াও তাঁহার নির্দ্দেশকে সংশোধিত করিবার মত মতি—ছন্নমতি ছাড়া আর কি? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ত' সামান্য কথা; যাঁহারা অনাদি কালেরও বিষয়গুলি অবগত, তাঁহাদের নিকট সামান্য কয়েকটী হাজার বৎসরের ভবিষ্য অজ্ঞাত থাকে না। এই কলিকালের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীব্যাসদেব শাস্ত্রাদিতে যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কি বর্ণে বর্ণে সত্য নহে? কলিকাল সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎ-

ণীর সত্যতা দর্শন করিয়াও, এই কলিকাল হইতে নিষ্কৃতি লাভ ও পরা-শান্তি লাভ রিবার জন্য তিনি যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অঙ্গীকার করিতে তবে মুখতা কেন? শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণ ও কলিসন্তরণ-উপনিষদে বলিয়াছেন—

হরে'নাম হরে'নাম হরে'নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে হরি-নামাশ্রয় ব্যতীত **অন্য গতি নাই—নাই—নাই।**—এইরূপ সত্য বাণীকে অনাদর করিবার দুঃসাহস কোথা হইতে আসে? তিনি কি স্পষ্ট-াবে বলিতেছেন না?--কলিকালের জন্য এই হরিনামই একমাত্র গতি; ইহা ব্যতীত **ন্য গতি নাই।** সুতরাং কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য পথ নাই—একথা লা কি গোঁড়ামি? ইহা কি সঙ্কীর্ণতা? ইহা যদি সঙ্কীর্ণতা হয়, তবে এক পতিতে াবদ্ধ না থাকিয়া বহুচারিণী হওয়াই কি উদারতা হইবে? শ্রীব্যাসদেব পদ্ম-পুরাণে ারও বলিয়াছেন—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥"

যাঁহারা সম্প্রদায় স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের মন্ত্রাদি বিফলতা প্রসব করিবে—কথা বলা কি ব্যাসদেবের নির্ম্মমতা? ইহা কি স্নেহ ও বন্ধুত্বের পরিচয় নহে? লিকালে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক,--এই চারিটী সম্প্রদায়ই জগৎকে পবিত্র করিবে—কথা বলা কি সঙ্কীর্ণতা? ভাই নরেন! ব্যাসদেব স্পষ্ট-ভাষায় বলিতেছেন—শ্রী, হ্ম, রুদ্র এবং সনক এই চারি সম্প্রদায় ব্যতীত **যত মত,** তাহা বিফল। তত্ত্ব-বস্তুটী াবরোহ-পন্থায় অর্থাৎ গুরু-পারম্পর্য্যে লাভ করা যায়। অবরোহ-পন্থায় অর্থাৎ ায়িক জীবের নিজ ইন্দ্রিয়-শক্তিকে ভিত্তি করিয়া 'নেতি নেতি' বিচার দ্বারা তত্ত্ব াভের চেষ্টা কখনও সুফল প্রসব করে না। ইহা ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে স্পষ্টভাবেই ্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

[জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞানদ্বারা ভগবৎ-স্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস

সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধু-সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া, যাহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎসান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাকর-বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন, তাহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন, তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন।]

উক্ত চারিটী সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তকের হৃদয়ে ভগবান্ স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা— যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥

এই 'মদনুগ্রহাৎ' শব্দে ঈশ্বর স্বয়ং কৃপা-পূর্ব্বক ব্রহ্মার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ব্রহ্মা নিজ-চেষ্টায় তাঁহাকে জানিতে সক্ষম হন নাই। ব্রহ্মা হইতে নারদ ও ক্রমশঃ গুরু-পারম্পর্য্যে সেই জ্ঞান জগতে অবতীর্ণ। তজ্জন্য গুরু-পারম্পর্য্যানুগত জীবই সেইরূপ অভিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ—অন্যে নহে। যাহারা উদারত্ব (?) দেখাইতে গিয়া এই চারিটী সৎ-সম্প্রদায়ের পারম্পর্য্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করে, তাহারা "বিফলামতাঃ" বাক্যানুসারেই সিদ্ধিলাভ করে। তাহারাই **শাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবানের অবতারসমূহ** ব্যতীত যত্র তত্র সর্ব্বত্রই ভগবানের অবতার দর্শন করিয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ বদ্ধজীবের এইরূপ ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশার বিষয় অবগত ছিলেন বলিয়াই তাহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের অবতারের দেশ, কাল ও লীলা সম্বন্ধে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং, দুর্ভাগা ব্যতীত অন্য কেহই ভ্রমে পতিত হন না। দুর্ভাগা ব্যতীত অপর সকলেই অপথ, বিপথ ও কুপথকে 'পথ' বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা-বোধ করেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদির যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মূল্য—॥০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ প্রভুপাদের আবির্ভাব-বাসরে

দীনের কুসুমাঞ্জলি

আজিকার তব জনম দিবসে, কি দিয়ে পূজিব যুগল চরণ।
যাহা কিছু ছিল আমার বলিতে, দিয়ে যে তোমায় ক'রেছি বরণ ॥১॥
করম গেয়ান কিছু নাহি মোর, জনমে নাহিক পুণ্য।
পতিত-পাবন তুমি কৃপা কর, আমিত ভকতি-শূন্য ॥২॥
(কত) সাধনার পরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, জানিলু তোমায় মহান্।
তুমি পতিতেরে কৃপা কর' ব'লে, চরণে সঁপিনু পরাণ ॥৩॥
সেবক জানিয়া অধমেরে তুমি, চরণে দিলেক স্থান।
শ্রীহরি-শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা, শিক্ষা করিলে দান ॥৪॥
পূজিতে তোমার ওরাঙ্গা চরণ, আমার সাজিটি রিক্ত।
বিনা ফুলে পূজা লহগো আপনি, কৃপায় করগো সিক্ত ॥৫॥
গঙ্গাজল দিয়ে যেমনি সকলে, করেন গঙ্গার পূজন।
তোমার প্রদত্ত অধিকার নিয়ে, সেবিব তোমার চরণ ॥৬॥
ওগো দয়াময়! করিবেন সদা, তব নাম পরচার।
সংসার-সমুদ্র উদ্ধার করিতে, তুমি একা কর্ণধার ॥৭॥
কত কত জীব লভিয়া করুণা, সেবিছে তোমার চরণদ্বয়।
মো সম পতিত নাহিক সংসারে, উদ্ধারহ দয়াময় ॥৮॥
এই জগমাঝে যোগ্যজন যাঁরা, করে তব গুণ গান।
আমা-সম মূক কেবা আছে আর, গাহিতে তোমার নাম ॥৯॥
ধন্য তোমার ধরায় জনম, ধন্য তোমার নাম।
ধন্য তোমার প্রচার-ধারা, সার্থক সেবার কাম ॥১০॥
গোলোক হ'তে এ'লে ভূলোকে, জীবের উদ্ধার লাগি।
তারিলে জগৎ, এই দীনজন না হ'ল তারণ-ভাগী ॥১১॥
তত্ত্বের বিচারে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ তুমি, বেদ হ'তে মোরা সদাই বাখানি।
প্রাকৃত জিহ্বায় তব গুণগান, নাহি হয় কভু দিব্য গুণখনি ॥১২॥
তব কৃপা আশে ডাকিব হরষে, অক্রোধ নিত্যানন্দ ব'লে।
ক্ষমি মোর দোষ আমারে অচিরে, রাখিবে তব চরণতলে ॥১৩॥
চাতক যেমন জলের আশে, চাহে যথা মেঘ পানে।
অধম পামর রহিল পড়ি, তোমার চরণ ধ্যানে ॥১৪॥

আপনার নিত্য সেবাকাঙ্ক্ষী—শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী

আসক্তি-নঙ্গর

কৃষ্ণনগরের কোন সম্পন্ন ব্যক্তির একটী যোগ্য পুত্রের বিবাহ উপস্থিত। কন্যাপক্ষীয় লোক-জন আসিয়া বরের পাকা-সম্বন্ধ ঠিক করিয়া গিয়াছে। শান্তিপুরের বিখ্যাত শ্রীলোকনাথ ভট্টাচার্য্যের সুন্দরী কন্যা শ্রীমতী বিমলা দেবীর বিবাহ; বরের পিতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীহরিলাল চাটুজ্জের বাড়ীতে বিবাহের ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। যথাসময়ে চাটুজ্জে মহাশয় বর-যাত্রীদের আহ্বান করিয়া চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুস্বাদু-দ্রব্য দ্বারা আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে, একটী সুসজ্জিত নৌকায় বরকর্ত্তা বর-যাত্রীগণসহ আরোহণ করিলেন। আনন্দের আর সীমা নাই; মাথায় টোপর, নয়নে কজ্জল, হাতে দর্পণ, গলদেশে সুগন্ধি-মাল্য-সহকারে বিভূষিত হইয়া বর শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় হাস্যমুখে নৌকার মধ্যস্থিত কারপেটের আসনে উপবেশন করিলেন।

বরকর্ত্তা চাটুজ্জে মহাশয় 'রামা'-মাঝিকে খুব জোরে হাঁকিয়া বলিলেন,—"ওরে রামা! আগামীকল্য সন্ধ্যায় বিবাহের লগ্ন। সাবধান, নৌকা যেন দ্রুত-গতিতে যায়, নহিলে বিবাহের লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। তোকে ১০৲ দশ টাকা বকশিস্, আর এক জোড়া কাপড় দিব।" মাঝি বলিল—"যে আজ্ঞা হুজুর! কোন চিন্তা নাই; আমার নৌকায় আটটী দাঁড় আছে। মাল্লারা খুব হুঁসিয়ার, পরিশ্রমী; আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভিতরে যাইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করুন।" মাঝিকে হুঁসিয়ার করিয়া হরিবাবু নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বরযাত্রীগণ মহানন্দে তাস, পাশা, দাবা, চালাইতে লাগিল; বায়া-তবলার চাটী, গীত-বাদ্যে নৌকাটী মস্‌গুল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গের নেশা করিয়া অধিক মিঠাই মণ্ডা আহার করিয়া আর কতক্ষণ খেলা চালাইবে? মধ্য-রাত্রে বর, বরযাত্রী, বরের পিতা সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি বিপুল বেগে নৌকা চলিল; দাঁড়ের ঝাঁকিতে উপর-নীচ, তে লপাড় করিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি শেষ হইতে চলিল;—'রামা'-মাঝি মনের সুখে নৌকার হাল ধরিয়া তামাক সেবায় রত। অহিফেনের নেশায় তাহার চক্ষু নিদ্রা-বেশে ঢুলু-ঢুলু। এমত সময়ে বরকর্ত্তা মহাশয় বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"ওরে 'রামা'! আর কত দূর?—রাত্রি যে ফর্সা হ'লো রে! কি-সর্ব্বনাশ!! ওরে বেটা! নৌকা যে মোটেই চলে নাই!!! আমরা যেখান হ'তে নৌকায় উঠেছি সেই ডাঙ্গার বড় বটগাছটী যে দেখা যাইতেছে? ব্যাটা নেশাখোর! বিবাহের

লগ্নটী পণ্ড করিয়া দিলি ?" বাবুর গালাগালি খাইয়া রামার চৈতন্য হইল। **সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল,—নৌকার নঙ্গরটী তোলা হয় নাই।** সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"বাবু! মস্ত ভুল হইয়াছে।" বাবু বলিলেন—"কি ভুল হইয়াছে রে!" 'রামা' অঙ্গুলী-সঙ্কেতে বাবুকে দেখাইল—'ঐ দেখুন, নঙ্গর তোলা হয় নাই।' সমস্ত রাত্রি দাঁড়ের ঝাঁকিতে নৌকা উঠা-নামা করিয়াছে বটে,—কিন্তু একটুকুও নৌকা চলে নাই। নেশার ঘোরে মাঝি বুঝিতে পারে নাই বলিয়া এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তাহার ফলে, বিবাহের লগ্নটী পণ্ড হইয়া গেল।

এখানে শিখিবার বিষয় এই যে,—অনেকেই অনেক সাধন ও হরিনাম করেন, এমন কি, অহর্নি'শ মালা জপেন; কিন্তু ভজন-সিদ্ধি বা উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না কেন? ইহার কারণ এই যে,—ভব-নদীর পারে আসক্তিরূপ যে খুঁটা বাঁধা আছে, তাহা হইতে এই দেহরূপ নৌকাখানি একটুকুও অগ্রসর হয় নাই।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং, পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

জীবসকল চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া, বহু কষ্টের পর এই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছে; ইহা একটী সুগঠিত তরণী-বিশেষ। ইহার সহায়তায় ভব-সমুদ্র পার হওয়া যায়। অন্যান্য জন্মে অর্থাৎ পশু, পক্ষী, কীটাদি জন্মে জিহ্বা পাইয়াও হরি-নাম উচ্চারণ করা যায় না, কিন্তু মনুষ্য-জন্মে জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারণ করিয়া ভগবদ্-ভজন করা যায়; এইজন্য এই মনুষ্য-জন্মই শ্রেষ্ঠ। এই মনুষ্যের দেহ ভব-সমুদ্র পার হইবার একটী জাহাজ-বিশেষ। জাহাজের দুইটী নঙ্গর থাকে,—একটী সম্মুখে, একটী পশ্চাতে। নঙ্গর না তুলিলে যেমন জাহাজ চলে না, তদ্রূপ এই দেহরূপ জাহাজের দুইটী নঙ্গর আছে, একটী সম্মুখে; আর একটী পিছনে; অনেকে এই সম্মুখের নঙ্গর তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু পিছনের নঙ্গর না তোলার দরুণ, দেহতরী এই ভব-সমুদ্র পার হইতে পারে না—কেবল হাবু-ডুবু খায়।

বাহিরে সংসার-ত্যাগ, গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া বৈরাগ্যের অভিনয় করিলে কি হয়? মঠে বাস করিলে কি হয়? শুধু লোক-বঞ্চনাই সার হয়। মঠে বাস করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-সেবা, হরি-চিন্তা না করিয়া কেবল জাহাজের কাছি টানার মত মালা-জপ করিলে নামাপরাধই সার হয়। কেবল বাড়ীর চিন্তা, বিষয়-চিন্তা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের চিন্তা প্রভৃতি নানারূপ আসক্তির নঙ্গর গড়িয়া নাম-মালা জপ করিলে, কিম্বা হরি-সেবার আড়ম্বর ও ছলনা দেখাইলে, এ দেহ-তরী ভব-সমুদ্রেই ডুবিয়া যাইবে; শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনের দিকে একটুকুও অগ্রসর হইবে না।

পিছনে নঙ্গরের ছয়টী কাঁটা আছে—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপু। লোক-দেখান ভজন-স্বরূপ সম্মুখের নঙ্গর উঠাইলে কি হইবে? পিছনের নঙ্গর সুদৃঢ়ভাবে বন্দিমে প্রোথিত আছে; সেটী না তুলিলে কখনও এই মনুষ্য-দেহ-তরী গন্তব্য স্থানে পৌছিবে না। এই তরীর কর্ণধার—শ্রীগুরুদেব। সমুদ্রে যাইবার সময় ঘূর্ণিপাক, ঝড়, ঝঞ্ঝা, পথভ্রম নানারূপ বিপাক আছে। অনভিজ্ঞকে মাঝি করিলে যেমন নৌকা ডুবিয়া যায়, সেইরূপ গুরুক্রবের আশ্রয় লইলেও দেহতরী এই ভব-সমুদ্রেই ডুবিয়া যাইবে। এজন্য অনুসন্ধান করিয়া সদ্-গুরুর সন্ধান করা জীব-মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে মনে করে,—শুধু বিষ খাইয়া কিম্বা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেই 'আত্মঘাতী' হয়। কিন্তু ইহাকে ঠিক আত্ম-হত্যা বলা যায় না। যিনি এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম পাইয়াও শ্রীহরিভজন না করেন, তিনিই "আত্মঘাতী"—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব

বাল্যকাল হইতে জানিয়াছিলাম যে, শ্রীভগবানের সেবা-পূজা করাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম্ম। কিন্তু এই ভগবান্ সম্বন্ধে মাতা-পিতা গুরুজন এবং কুল-গুরুর নিকট হইতে যতটুকু জ্ঞান পাইয়াছিলাম, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছিলাম যে—কালী, দুর্গা, গণেশ ইত্যাদি দেবতাগণ সকলেই ভগবান্। এবং ইঁহাদের যে কোন একজনকে সেবা করিলেই ভগবানের সেবা হয়। এই বিশ্বাস লইয়াই আমি আমার জীবনের ব্রত সম্পাদন করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার সভাপতি বলদেবাভিন্ন নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত আচার্য্য **শ্রীশ্রীমন্নিমানন্দ সেবাতীর্থ গোস্বামী** ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপায় জানিতে পারিলাম যে, আমরা যে সিদ্ধান্ত লইয়া চলিতেছি উহা সম্পূর্ণ ভুল। এবং তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদে তাঁহার নিকট হইতে ভগবান্ ও ভক্তপূজা-সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই নিজের চিত্ত-শুদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া পারমার্থিক **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়** লিখিতে সাহস করিয়াছি। যদি নিজের মুখ'তা-দোষে কোন ভ্রম-প্রমাদ করিয়া থাকি, তবে আমার গুরুবর্গ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

সম্বন্ধ, অভিধেয়, আর প্রয়োজন—এই তিনটী তত্ত্ব-সম্বন্ধে জীবের যত দিন পর্য্যন্ত অজ্ঞতা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বদ্ধজীব ভগবানকে ছাড়া তাঁহার ভক্তকে ভগবানের

দ্ধার সহিত সেবা-পূজা করিতে পারে না; কেন-না, সাধারণ জীব ভক্তের
া বুঝিয়া ভক্তকে সাধারণ মনুষ্য-জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবায় আনন্দ লাভ করিতে
না। তাই ভক্ত ও ভগবানের কিরূপ সম্বন্ধ, আমরা একটী বাক্যের দ্বারা
ত পারি। ভগবান্ বলিতেছেন :—

"আমি আর আমার ভক্তের একই স্বভাব।
যেন বায়ু আর আকাশের নাই ভিন্ন-ভাব॥"

আকাশ আর বায়ুর যেরূপ নিকট ও নিত্য সম্বন্ধ, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যেও ঠিক
রূপ সম্বন্ধ। সেব্য, সেবক, আর সেবা যেমন নিত্য, তদ্রূপ ভগবান্ নিত্য, ভক্ত
, আর তাঁহার ভক্তিও নিত্য। ঠিক ইহার একটীর ধ্বংস করিতে গেলে যেমন
ী বিনাশ হইবে, সেইরূপ ভক্তকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ করিতে গেলেও সেই
ফল হইবে। কারণ—"দুগ্ধ-ধবলয়োর্যথা"। অর্থাৎ দুধের ধবলতাকে যেমন
হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায় না, ঠিক সেইরূপ ভগবান্ হইতেও ভক্তকে
করা যায় না। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ-কল্পে
য়াছেন— আমার ভক্তের পূজা--আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

সুতরাং এই ভক্তকে প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিতে পারিলেই ভগবানের
ষ্ঠ পূজা হয়। অতএব এই ভক্তের মাহাত্ম্য জীব যতদিন সম্যক্ বুঝিতে না
র, ততদিন ভক্তকে পূজা করিতে শ্রদ্ধাশীল হয় না। জীব বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে যতটুকু
ভিজ্ঞ থাকিবে, ততটুকু পর্য্যন্ত ভক্তের নিকট হইতে সে দূরে অবস্থান করিবে।
জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"। অর্থাৎ দেবতা না হইলে
ন দেবতার অর্চ্চন করা যায় না, তদ্রূপ নিজের বৈষ্ণবতা না থাকিলে বৈষ্ণবকে
া করা যায় না। সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণব-গুরুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লইয়াই
ষ্ণবতা অর্জ্জনের জন্য আমাদের দৃঢ়-সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। তখন বুঝা
বে যে—'ভক্তের পূজাতেই ভগবানের পূজা হয়'।

শিব পার্ব্বতীদেবীর নিকট ভক্ত-পূজা সম্বন্ধে জীব-শিক্ষার জন্য জানাইয়াছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সমস্ত দেব-দেবীর অর্চ্চনার মধ্যে বিষ্ণু-আরাধনাই শ্রেষ্ঠ
রাধনা। কিন্তু তাহা হইতেও বিষ্ণু-ভক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। ভগবান্
কৃষ্ণচন্দ্র পূজার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

অর্থাৎ—ভগবান্ বলিতেছেন যে,—যিনি আমার ভক্তকে বাদ দিয়া সোজা-সুজি আমাকে পূজা করেন, তিনি আমার প্রকৃত ভক্ত নহে। যিনি আমার ভক্তকে আমার ন্যায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজা করেন, তিনিই আমার প্রকৃত শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠভক্ত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে গিয়া জানাইয়াছেন—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহা'-প্রসাদ নাম।
ভক্ত-শেষ হইলে হয় 'মহামহা'-প্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত-পদ-জল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ, এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

—ইত্যাদি বহু প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের পূজা হইতেও তাঁহার শুদ্ধ ভক্তগণের পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা।

শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে এইসব ভক্তি-সিদ্ধান্ত জানিয়াও আমরা যদি শুদ্ধ ভক্তকে হিংসাপূর্ব্বক নিন্দা করি, তবে আমাদের কি কৃষ্ণ-ভজন হইতে পারে? এই রূপ শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করিলে, দুর্ব্বাসা ঋষির ন্যায় কি অবস্থা হইবে না? তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
(ঠাকুর) ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

এই বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥"

ভক্ত গাহিয়াছেন—"হরি-স্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
তোমা স্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান॥"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, বৈষ্ণব-অপরাধীর কোনক্রমেই নিস্তার নাই। সুতরাং বৈষ্ণব-অপরাধ সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সাবধান হওয়াই উচিত। অন্যথায় সাধন-ভজনের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

—**শ্রীমতী সুচিত্রাবালা দেবী**, গোলোকগঞ্জ (আসাম)

আসামে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ শ্রীচরণকমলেষু—

মলিগ্রাম, পোঃ বৈটামারী, গোয়ালপাড়া (আসাম)

অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি,—

আমি অতি নগণ্য জীব। আপনার চরণে প্রণাম জানাব—এমন যোগ্যতাও আমার নাই। তবে আপনি অপার দয়ার বিগ্রহ; সেইজন্য প্রণাম করিলাম—গ্রহণ করিবেন।

আপনি দয়া করিয়া বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমভাগে আমাদের গ্রামে প্রচারে আসিয়াছিলেন। তখন আমাদের মলিগ্রামে একটী বিরাট্ সভা হইয়াছিল। আপনি সেই সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমি তাহারই কিছু অংশ, যাহা আমার মনে ছিল, লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলাম। আপনার সুপ্রসিদ্ধ **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়** প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। আমি বংলা ভাষা মোটেই জানি না—বহুকষ্টে লিখিয়াছি। বহু ভুল ইহার মধ্যে থাকিতে পারে। আপনি ইহাকে বাংলা ভাষায় শ্রুতিমধুর করিয়া দিবেন।

এ'বৎসর আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। প্রার্থনা—আপনি এতদঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে আমার এই প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব। ইতি—

আপনার চরণসেবাভিলাসী, অযোগ্য কিঙ্কর—শ্রীযাদবানন্দ দাস

মলিগ্রামে বক্তৃতার আলোচনা

গোয়ালপাড়া জিলার অন্তর্গত 'বৈটামারী-মলিগ্রামে' গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ-১৩৫৯, শনিবারে একটী 'ধর্ম্মসভা' হইয়াছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল—'সনাতন ধর্ম্ম'। বক্তা ছিলেন—শ্রীধাম নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি **পরিব্রাজকাচার্য্য-বর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ**। সেই সভায় তিনি সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনামুখে বহু কথা বলেন।

বক্তৃতার পর গোয়ালপাড়া জিলার 'অভয়াপুরী'-ধর্ম্মপুর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত ব্রজমোহন পাঠক মহাশয় কয়েকটী প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরে স্বামিজী মহারাজ যে যে বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার সামান্য-কিছু নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

প্রশ্ন—আপনি বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেব—ভগবান্; কিন্তু দশাবতার-স্তোত্রের ভিতর তো তাঁহার নাম দেখিতে পাই না? কেমন করিয়া তিনি অবতার হইলেন?

উত্তর—দশাবতার-স্তোত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম কেন, 'শ্রীকৃষ্ণ' এই নামেরও উল্লেখ নাই। কৃষ্ণের নাম উল্লেখ নাই বলিয়া তিনি ভগবান্ নহেন—ইহা কাহারও বিচার বা সিদ্ধান্ত নহে। আরো বিচার করুন—ঐ স্তোত্রের লেখক 'জয়দেব' স্বয়ংই কৃষ্ণোপাসক ছিলেন। তিনি তাঁহার উপাস্য দেবতাকে কি পরতত্ত্ব ভগবান্ বলিয়া মনে করেন নাই? শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণ একই। তাঁহারা **'অবতারী'** বলিয়া 'অবতার' মধ্যে তাঁহাদের নাম উল্লেখ হয় নাই। মৎস্য, কূর্ম্মাদি অবতারসকল তাঁহারই অবতার—অংশ বা কলা-স্বরূপ।

শাস্ত্রে শ্রীমন্-মহাপ্রভুর আবির্ভাব সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্র যাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—এইরূপ কোনও ব্যক্তিকে 'ভগবান্' বলা যায় না। আজকাল অনেকেই **'ভগবান্'** সাজিয়া বসিয়াছেন। সাধন-তজনে কেহ একটু অগ্রসর হইলেই তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য মিলিয়া তাঁহাকে ভগবান্ খাড়া করিয়া ঢাক-ঢোল পিটাইতে থাকেন। আমরা এই শ্রেণীর সাধকগণকে কোনও প্রকারেই ভগবান্ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। শুধু তাহাই নহে, আমরা অন্য সকলকেও ঐরূপ সাজানো ভগবানকে প্রকৃত ভগবান্ বলিয়া মানিয়া লইতে নিষেধ করি। মানুষ কখনও ভগবান্ নহেন। আমরা man-worshipper নহি। আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ বহু ভগবানের আমদানী হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সকলেরই খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন—আসামে 'শ্রীশঙ্করদেব'ও ভগবানের এক অবতার।

উত্তর—আমি শঙ্করদেব সম্বন্ধে একখানা ইংরাজী পুস্তক পড়িয়াছি। তাহাতে তিনি যে ভগবানের এক অবতার—এরূপ তো কিছুই দেখিলাম না?

প্রশ্ন—সেটা আপনি কি স্বীকার করিতে চান না?

উত্তর—আমি কেমন করিয়া তাহা স্বীকার করি? তবে তাঁহার শিষ্য মাধবদেব তাঁহাকে কি বলেন—সেইটী বিচার করিয়া দেখিতে পারি। আপনি কি তাঁহার স্বলিখিত কোনও পুস্তক হইতে কোনও বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইতে পারেন? তাহা হইলে আমরা উহা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিব।

প্রশ্ন—'মাধবদেব' তাঁহাকে অবতার বলিয়া জানেন।

উত্তর—ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক ব্যতীত অন্য আসামী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে যদি কিছু থাকে, তবে তৎসম্বন্ধে বিচার না করিয়া আমি এখন কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ না পাইলে আমি তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারিব না।

প্রশ্ন—শঙ্করের আবির্ভাব সম্বন্ধেও শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়।

উত্তর—পদ্মপুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ প্রভৃতিতে যে শঙ্করের আবির্ভাবের কথা দেখা যায়—সে-শঙ্কর দক্ষিণদেশীয় মদ্র-দেশের আচার্য্য **শঙ্কর**; অধিকন্তু, তাঁহাকে শাস্ত্রে ভক্তাবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—ভগবানের অবতার-বলিয়া কোথাও উল্লিখিত হন নাই। ঈশ্বরের আদেশ পালনের জন্যই শিবের অবতাররূপে তিনি মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসামদেশীয় শঙ্কর নহেন। যদি উহাই শঙ্করদেব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, এরূপ বলিতে চাহেন,—তবে তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, তাহা হইলেও তিনি 'ভক্তাবতার' বলিয়াই গণ্য হইবেন। কারণ, ঈশ্বরের আদেশ পালনই তাঁহার কর্ত্তব্য হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সেই শঙ্করের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা আসামদেশীয় এই শঙ্করের ক্রিয়া-কলাপের সহিত আদৌ মিল নাই। দক্ষিণদেশীয় শঙ্কর মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্র-প্রণেতা, প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিণা॥"

আপনি এই শ্লোকের কোন্ অংশের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের শ্রীশঙ্কর-দেবকে শাস্ত্রীয় শঙ্কর বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন? ইনি ত' ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই—বরং ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। শঙ্করদেব কি প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ ছিলেন? না তাহাকে মায়াবাদী বলিবেন? আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে এরূপ মনে করিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

—**শ্রীযাদবানন্দ দাস**, মলিগ্রাম, গোয়ালপাড়া (আসাম)

পঞ্চম-বর্ষে নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। পঞ্চম-বর্ষীয় শিশু ধ্রুব ও বালক প্রহ্লাদ নিজ নিজ আচরণের দ্বারা পারমার্থিক-রাজ্যে প্রবেশের যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, শ্রীপত্রিকার তাহা জীবন-সর্ব্বস্ব হইলেও, বর্ত্তমান বর্ষে বিশেষরূপে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের জীবনে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার ভজন-প্রভাবে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হিরণ্যকশিপু ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইবেন, তাঁহার হৃদয় হইতে হিরণ্যকশিপুর আচার-ব্যবহার ও ভাবধারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ইহাই বৈষ্ণব-জগতের আসুরিক বৃত্তির ধ্বংসলীলা অথবা পাষণ্ড-দলন। পঞ্চম-বর্ষীয় বালক ধ্রুবের তপস্যাফলে

ও শ্রীনারদের অনুগ্রহে উত্তানপাদের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত স্ত্রী-জিত ব্যক্তির হৃদয়-শোধনের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই রূপানুগ বৈষ্ণবগণের "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্" বাক্যের আদর্শ।

অসৎসঙ্গ পরিত্যক্ত না হইলে সুষ্ঠুভাবে সৎসঙ্গ হয় না। তজ্জন্য অসৎ-সঙ্গের নিরূপণ বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে চতুর্দ্দিকে যে-প্রকার ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতেছে অথবা ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে, তাহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নির্ভীকভাবে প্রদর্শন না করিলে বৈষ্ণব-জগতে এমন কি, ধর্ম্ম-জগতে বিশেষ অকল্যাণের সম্ভাবনা। উক্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিবেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, যোগী, তপস্বী ও মিছাভক্ত প্রভৃতি কলিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তের বিরোধ-সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছে। "কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়-বৈরিবর্গঃ, শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটীরুদ্ধঃ।"—আচার্য্য সরস্বতীপাদের এই বাক্য আমাদিগকে সর্ব্বদা হরিসেবার নির্দ্দেশ দিতেছে। স্মার্ত্ত জগৎ অতিরিক্ত ভোগ-প্রবণতাবশতঃ ও কামবৃত্তি চরিতার্থের জন্য নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জ্ঞানী, যোগি-জগৎ ভোগ-প্রবণতা পরিহারের নাম করিয়া ঈশ্বরের সর্ব্ব-ভোক্তৃত্বকে আক্রমণ করিতেছে। উভয়েরই ক্রিয়াকলাপ ব্যবহারিক বলিয়া কথিত হয়। ভগবদ্ভক্তগণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভোগের ছায়ামাত্রকেও অস্বীকার করিয়া ভক্তিযুক্ত বৈরাগ্যেরই পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তথাকথিত পারমার্থিক বা ব্যবহারিক জগৎ ইহা বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে অক্ষম। "উলুকে না দেখে যেছে সূর্য্যের কিরণ।"

বৈষ্ণবগণ যে আচার গ্রহণ করেন, তাহা কর্ম্মি-জ্ঞানীর ব্যবহারিকতা ও পার-মার্থিকতার অনেক উচ্চে অবস্থিত। "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥" ভগবদ্ভক্তগণ লৌকিকী বা বৈদিকী যে-কোন ক্রিয়াই করিয়া থাকেন, তাহা হরিসেবার অনুকূলে ভগবৎ-প্রীতি-কামনায় কৃত হয়। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণমূলা ক্রিয়া কখনই হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার অনুকূল নহে। তামসিক তন্ত্রাশ্রিত মন্ত্রসমূহ 'মন্ত্র'-সংজ্ঞা লাভ করিলেও তাহা যেমন মনন-ধর্ম্মের ত্রাণকারক হয় না, সেইপ্রকার 'স্বাহা', 'প্রণব'যুক্ত মন্ত্র-তীর্থাদিও ত্রাণ-কারক হয় না।

আমরা কেবলমাত্র শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আদর্শ হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া যাবতীয় লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। শ্রীল প্রভুপাদ "গৌড়ীয়ের কৃত্য"

ন্ধ নিজ হস্ত-লিখিত যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহাই এই শ্রীপত্রিকার আদর্শ য় তাঁহার স্বলিখিত নির্দ্দেশ প্রকাশিত হইল।—

গৌড়ীয়ের কৃত্য।
(ভাগবতধর্ম্ম)

১। একাদশী হরিবাসর ব্রত পালন
২। বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ
৩। শীতল তাপ ও পুণ্ড্র ধারণ ও নাম ধারণ
৪। মন্ত্রগ্রহণ ও তদনুষ্ঠান
৫। নবেজ্যা-কর্ম্ম (অর্চ্চনাদি)
৬। সংখ্যা নির্ব্বন্ধে নাম গ্রহণ
৭। দশ প্রকার বিধি গ্রহণ } ভক্তির প্রবেশ দ্বার ২০
৮। দশ প্রকার নিষেধ পরিহার
৯। অধর্ম্ম স্থান পঞ্চক পরিহার
১০। সর্ব্বকাল হরিসেবা (বাল্যাদি আশ্রমানুষ্ঠান অহর্নিশাদি [illegible])
১১। সর্ব্বোপকরণে হরিসেবা (কৃষ্ণার্থে সাধন (চেষ্টা) (নিষ্ঠা) একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা, সমগ্র দৃশ্যবস্তু দ্বারা (উপাদান)
১২। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন
১৩। আধিক্য ও ন্যূনতা পরিহার
১৪। অসৎসঙ্গ ত্যাগ (কায়মনোবাক্যে; প্রতিকূল বিচার)
১৫। অধিকার (কনিষ্ঠ মধ্যমোত্তম) ভেদে কৃত্য ভেদ বিচার্য্য (সনিষ্ঠা, পরিনিষ্ঠিত ও নৈর্ঘৃণ্য)
১৬। সৎসঙ্গ গ্রহণ (কায়মনোবাক্যে; অনুকূল বিচার)
১৭। ভজন ও তদ্বিরোধ ভার বিচার ও তদনুষ্ঠান (কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগতপঃ স্বাধীন)
১৮। বর্ণাশ্রম-কৃত্য ও পারমহংস্য
১৯। পারলৌকিক কৃত্য (শ্রাদ্ধাদি)
২০। সংস্কার (বাহ্য ও অন্তর)

পরিশেষে আমরা পাঠকবর্গের নিকট বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি —শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক "বিশুদ্ধ স্বত শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি

যাবতীয় দিন, তিথি প্রভৃতি হরিভক্তিবিলাস-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। **ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র।**

বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জিকাকারগণের নির্দ্দিষ্ট ব্রত-ব্যবস্থাদির মধ্যে এতই ভুলভ্রান্তি দেখা যায় যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া পারমার্থিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্তই অসম্ভব। বাজারের স্মার্ত্ত পঞ্জিকাকারগণের কথা দূরে থাকুক, পারমার্থিক পঞ্জিকার নাম দিয়া যে দুই একটী পঞ্জিকা দেখা যায়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। ইহা আমরা কয়েক বৎসর যাবৎ সকলকে প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং **"শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা"** এই অসুবিধা দূর করিয়াছে। ইহাতে ৩৬৫ দিন, বার, তারিখ, মাস, তিথি, নক্ষত্র, গৌরাব্দ, বাংলা ও ইংরাজী সন ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

আরও আনন্দের বিষয়, এ বৎসর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরচিত **"জৈবধর্ম্মের"** ন্যায় বিরাট্ গ্রন্থখানি অভিনব আকারে **নিত্য-নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম-**মূলক প্রথম খণ্ড ও **সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন**মূলক দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। **ভিক্ষা দুই খণ্ড একত্রে মাত্র ৫৲ পাঁচ টাকা।** এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি আমরা সকলকেই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

রসবিচার-সম্বলিত তৃতীয় খণ্ড সাধারণের পাঠ্য নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই রসবিচার অংশ বাদ দিয়াই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তজ্জন্য উহা পৃথক্‌ভাবে ৩য় খণ্ডে মুদ্রিত হইতেছে। **ইহার ভিক্ষা ২॥০ আড়াই টাকা** সাব্যস্ত হইয়াছে। সকলের পক্ষে ইহা প্রাপ্তব্য নহে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজাদি মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি গত ৮ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার—মহাবিষ্ণুর অবতার **শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব** দিবসে **উপবাস ও কীর্ত্তনাদি** সহযোগে যথারীতি মহোৎসবাদি করিয়াছেন। অতঃপর গত ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, সোমবার হইতে ২১ মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব** বিরাট্ ভাবে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ও সমিতির অনুগত জনগণ দলে-দলে আসিয়া এই মহোৎসবে যোগদান করেন। উক্ত দিবসত্রয়ে প্রত্যহই পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, বিভিন্ন ভাষায় কবিতা, প্রবন্ধ ও অভিনন্দনাদি পঠিত হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ও প্রবন্ধ-অভিনন্দনাদি শ্রীপত্রিকার "শ্রীব্যাসপূজা-সংখ্যায়" পৃথক্ ভাবে একটী অতিরিক্ত সংস্করণে প্রকাশিত হইবে। **—প্রকাশক**

দৈন্যে গৌর-ভজন

কথা-প্রচারক ত্রিদণ্ডীর গণ।
াদপি সুনীচতা' করিবে অর্জ্জন ॥১॥
ন-দলিত করি' যায় তৃণ 'পরে।
পি না তৃণ মাথা উঠায় উপরে ॥২॥
গণ মধ্যে ক্ষুদ্র দশনে ধরিয়া।
খনারে হীন মানে আনে সম্মানিয়া ॥৩॥
তে পতিত হ'য়ে করে নিবেদন।
হারে অমানী বলি' করয়ে বর্ণন ॥৪॥
ন-সন্ন্যাসীর মত তিনি অভিমানে।
পনারে 'নারায়ণ' না বলে কখনে ॥৫॥
াশ্রম অভিমানে অভিমানী হ'য়ে।
্যজনে তেঁহ কভু নিন্দা না করয়ে ॥৬॥
চ কাকুবাদ করি' যে কহে জীবেরে।
রুসম সহিষ্ণুতা' সেই জন ধরে ॥৭॥
বহির্ম্মুখ জন-গণ কভু সত্য-কথা।
শুনিতে চাহে না—এই জানহ সর্ব্বথা ॥৮॥
তথাপি ত্রিদণ্ডিগণ কাকুতি করিয়া।
হরিকথা শুনাবারে নিবেদয় গিয়া ॥৯॥
মানদ ত্রিদণ্ডিগণ সাধু-সম্বোধনে।
কহয়ে মিনতি করি' সুনম্র বচনে ॥১০॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ-চেষ্টা সব দূরে ছাড়ি'।
অনুরাগে ভজ সদা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥১১॥
কবে আমি 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া।
ভজন করিব গৌর-ভক্তে প্রণমিয়া ॥১২॥
শক্তি দেহ গৌরজন! দীনে কৃপা করি'।
দীনহীন হ'য়ে যেন ভজি গৌরহরি ॥১৩॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

মায়াবাদের জীবনী

জীবনী আলোচনার ধারা

"মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ" (ব্রহ্মসূত্র-৩।২।৩ সূত্র)

জন্ম ও মৃত্যু লইয়াই জীবন। জন্ম হইতে মৃত্যুকালাবধি স্থিতি-কালের ক্রিয়া-কলাপকেই জীবনী বলে। কিন্তু বর্ত্তমান বিচার-জগতের চিন্তাস্রোতের দিকে লক্ষ্য করিতে গেলে জীবনীর সঙ্গে আরও অনেক কিছু আলোচনা করা আবশ্যক; তন্মধ্যে প্রধান 'জীবনারম্ভের পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত' ও 'জীবনান্তে সাধনের প্রতি তাহার প্রতিক্রিয়া'। সুতরাং কাহারও বা কোনও তত্ত্বের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে উক্ত ভাব ও ধারার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আলোচনা করিতে যাওয়াই কর্ত্তব্য। মায়াবাদের জীবনী লিখিতে গিয়া উক্ত ভাব-ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে জীবনী-পাঠক সজ্জনগণ আশানুরূপ সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। মায়াবাদ একটী তত্ত্ব। এই তত্ত্বের জীবনী লিখিতে

হইলে এই তত্ত্ববাদিগণের আলোচনা করাই সুসঙ্গত। কারণ, মায়াবাদ-তত্ত্ব একটী গুণজাতীয় দ্রব্য; ইহা কাহাকেও আশ্রয় করিয়াই নিজ সত্তা প্রকাশ করে। সুতরাং গুণের সহিত গুণীর আলোচনা করাই যুক্তিসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে তাহার তুলনা মূলক আলোচনা না করিলে, বিষয়টী কোনও প্রকারে পরিস্ফুট হইবে না। আমরা এই বিষয় শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের উপর অধিক নির্ভর করিব।

জীবনী ও ইতিহাস

যে উদ্দেশ্য লইয়া 'জীবনী' আলোচিত হইয়া থাকে, সেই উদ্দেশ্য কতদূর পরিমাণে সফল হইবে, আমার পক্ষে তাহা বলা কঠিন। তবে ঐতিহাসিক-তত্ত্ব-মূলক জীবনী ও সাধারণ জীবনী এক নহে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহা প্রকৃত সত্য, তাহাই আমাদের জানিবার সুযোগ হয়। কারণ সাধারণ জীবনী-লেখক তাঁহার নিজ অনুমোদিত অংশটুকু প্রকাশ করিয়া তৃপ্তি-বোধ করেন। পক্ষান্তরে, ইতিহাস-লেখক যাবতীয় প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া পাঠকদের চিত্তে যথাযথ তথ্যের সন্ধান জানাইয়া দেন। তাই আমি নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক সত্যতা-মূলক 'মায়াবাদের জীবনী' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মায়াবাদের জীবনী আলোচনা করিতে গিয়া তদাশ্রিত মায়াবাদিগণের জীবনীই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াছি। মায়াবাদিগণের জীবনীর সুষ্ঠু আলোচনা করিতে হইলে অন্য মতবাদিগণের এবং বৈষ্ণবগণেরও প্রসঙ্গতঃ আলোচনা আসিয়া পড়ে। কারণ, তুলনামূলক বিচারই বিচার। নচেৎ তাহার প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হয় না। মায়াবাদাশ্রিত মনিষীবৃন্দের মধ্যে জগদ্বরেণ্য পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করই সর্ব্বপ্রধান ও আদর্শ। সুতরাং তাঁহার জীবনী ও ক্রিয়াকলাপের উপর মায়াবাদ-জীবন অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

অনুকূল অনুশীলন

বেদান্তের "তৎ তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) সূত্র হইতে জানা যায়, তদ্বস্তু সম্যক্‌রূপ অন্বয় অর্থাৎ অনুকূল পথেই লাভ করা যায়। ব্যতিরেক পথ বক্র ও বন্ধুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য মুকুট-মণি শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর প্রথমেই বলিয়াছেন—"আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্",—অর্থাৎ অনুকূল ভাবেই একমাত্র কৃষ্ণের অনুশীলন করিতে হয়। সুতরাং কোনও জীবনী-তত্ত্বের অনুশীলনে অনুকূল-ভাব গ্রহণই প্রশস্ত। অনুকূল গ্রহণ করিলে প্রতিকূলবর্জ্জন একপক্ষে যেরূপ আনুসঙ্গিক, অন্যপক্ষে সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। 'হরিভক্তিবিলাস' বলেন—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্" (১১।৪১৭)। ভক্তির প্রতিকূল-

র্জন অনুকূল-অনুশীলনেরই বিশেষ অঙ্গ। আমি মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের বনীর তুলনামূলক আলোচনা ভক্তিপথের অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছি। হৃদয় পাঠকবর্গ ইহা ধীরভাবে পাঠ করিলে তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি দৃঢ়তর হইবে।

বৈদিকযুগ ও মায়াবাদ

(ভারতীয় সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে 'মায়াবাদ'—এই শব্দটীর প্রচলন খিতে পাওয়া যায়;) কিন্তু বেদ-উপনিষদাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে ওয়া যায় না। বৈদিক যুগে 'মায়াবাদ' শব্দের উল্লেখ না থাকায় মনে হয়, ায়াবাদ চিন্তার তখনও কোন হেতু বা কারণ উদ্ভব হয় নাই। যুগসৃষ্টির পূর্ব্বে াদের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে আর্য্য সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ ই হয় না। বেদ অপৌরুষেয় বিধায় সং-সম্প্রদায়ের তাহা নিজস্ব বা স্বরূপের প্তি। (কাল-সৃষ্টির পূর্ব্বে অথবা প্রাগ্-যুগে মায়াবাদ-চিন্তাস্রোতের গন্ধ-াত্রও ছিল না।) (এবং বৈদিক যুগেও তাহার সত্তা বর্ত্তমান না থাকায় তাহাকে ৈদিক-যুগীয় ধর্ম্ম বলা যায় না। বৈদিকযুগে একমাত্র বৈদিক ধর্ম্মই পালিত ইত।) শাস্ত্রে মায়াবাদকে অবৈদিক বলিবার ইহাও অন্যতম হেতু বলিয়া নে হয়।

('একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই মায়াবাদিগণের মূলমন্ত্র। 'অদ্বয়বাদ বা অদ্বৈতবাদ'ই ায়াবাদের অপর নাম। 'সোঽহং', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', প্রভৃতি বেদের কতিপয় মন্ত্র াধারণ বিচারে মায়াবাদের কথঞ্চিৎ পোষকতা করে বলিয়া কাহারও মত। যুগ-তুষ্টয়ের পূর্ব্বে 'আমিই সেই ভগবান্', 'আমিই সেই ব্রহ্ম', 'তুমিও সেই ব্রহ্ম'—এই প্রকার উক্তি জীব-স্বরূপ-পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কারণ, বেদ বলেন,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" এই বাক্যে বহুবচনান্ত 'সূরয়ঃ' অর্থাৎ সূরিগণ তদ্বস্তু বিষ্ণুকেই একমাত্র পরতত্ত্ব জানিয়া তাঁহার পরমপদ নিত্যকাল দর্শন করিয়া থাকেন।) এখানে দৃশ্য বস্তু এক ও অদ্বিতীয়, এবং দর্শকের বহুত্ব ও পৃথক্ অধিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং, সনাতন সূরিগণের পক্ষে বিষ্ণুর পরম-পদের প্রতি 'সোঽহং' প্রভৃতি বাক্যসমূহের মায়াবাদ-বিচারানুরূপ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় না।) (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ৩০ মধুসূদন, ৪৬৭ গৌরাব্দ সোমবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৫৯; ইং ১৩।৪।৫৩ | ২য় সংখ্যা

(শ্রীকৃষ্ণ)-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবঃ

[শ্রীমদ্‌-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতঃ]

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

কন্দর্পকোটি-রম্যায় স্ফুরদিন্দীবর-ত্বিষে।
জগন্মোহন-লীলায় নমো গোপেন্দ্র-সূনবে॥১॥

কৃষ্ণলা-কৃতহারায় কৃষ্ণ-লাবণ্যশালিনে।
কৃষ্ণা-কূল-করীন্দ্রায় কৃষ্ণায় করবৈ নমঃ॥২॥

সর্ব্বানন্দ-কদম্বায় কদম্ব-কুসুমস্রজে।
নমঃ প্রেমাবলম্বায় প্রলম্বারি-কনীয়সে ॥৩॥

কুণ্ডল-স্ফুরদংসায় বংশায়ত্ত-মুখশ্রিয়ে।
রাধা-মানস-হংসায় ব্রজোত্তংসায় তে নমঃ ॥৪॥

নমঃ শিখণ্ড-চূড়ায় দণ্ড-মণ্ডিত-পাণয়ে।
কুণ্ডলীকৃত-পুষ্পায় পুণ্ডরীকেক্ষণায় তে ॥৫॥

রাধিকা-প্রেম-মাধ্বীক-মাধুরী-মুদিতান্তরম্।
কন্দর্পবৃন্দ-সৌন্দর্য্যং গোবিন্দমভিবাদয়ে ॥৬॥

শৃঙ্গাররস-শৃঙ্গারং কর্ণিকারাক্ত-কর্ণিকম্।
বন্দে শ্রিয়া নবাব্জাণাং বিভ্রাণং বিভ্রমং হরিম্ ॥৭॥

সাধ্বীব্রত-মণিব্রাত-পশ্যতোহর-বেণবে।
কহ্লারকৃত-চূড়ায় শঙ্খচূড়-ভিদে নমঃ ॥৮॥

রাধিকাধর-বন্ধূক-মকরন্দ-মধুব্রতম্।
দৈত্য-সিন্ধূর-পারীন্দ্রং বন্দে গোপেন্দ্র-নন্দনম্ ॥৯॥

বর্হেন্দ্রায়ুধ-রম্যায় জগজ্জীবন-দায়িনে।
রাধা-বিদ্যুদ্বৃতাঙ্গায় কৃষ্ণাম্ভোদায় তে নমঃ ॥১০॥

প্রেমান্ধ-বল্লবীবৃন্দ-লোচনেন্দীবরেন্দবে।
কাশ্মীর-তিলকাঢ্যায় নমঃ পীতাম্বরায় তে ॥১১॥

গীর্ব্বাণেশ-মদোদ্দাম-দাব-নির্ব্বাণ-নীরদম্।
কন্দূকীকৃত-শৈলেন্দ্রং বন্দে গোকুল-বান্ধবম্ ॥১২॥

দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽস্মি মস্তগ্রাবভরার্দ্দিতঃ।
দুষ্টে কারুণ্য-পারীণ ময়ি কৃষ্ণ কৃপাং কুরু ॥১৩॥

আধারোঽপ্যপরাধানামবিবেক-হতোঽপ্যহম্।
ত্বৎকারুণ্য-প্রতীক্ষোঽস্মি প্রসীদ ময়ি মাধব ॥১৪॥

(শ্রীকৃষ্ণ)-প্রণাম-প্রণয়াখ্য-স্তবের বঙ্গানুবাদ

যিনি কোটি-কন্দর্পের ন্যায় রমণীয়, বিকসিত নীল-পদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গ-কান্তি, যিনি চমৎকার লীলাপ্রকাশে ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥১॥

যিনি গুঞ্জাহার-ভূষণে ভূষিত, ইন্দ্রনীল-মণির ন্যায় যাঁহার লাবণ্য এবং যিনি কালিন্দী-কূলের করীন্দ্র-স্বরূপ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥২॥

যিনি অখিল আনন্দের কারণ-স্বরূপ, কদম্ব-কুসুম-মালায় যাঁহার বক্ষঃস্থল সুশোভিত, যিনি ভক্তগণের প্রেম-দ্বারা বশীভূত হন, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥৩॥

দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডল দ্বারা যাঁহার স্কন্ধদেশ সুশোভিত, বংশী-বাদনহেতু ঈষৎ বক্রীকৃত মুখমণ্ডল দ্বারা যিনি সুশোভিত, যিনি শ্রীরাধিকার চিত্তরূপ মানস-সরোবরের হংসস্বরূপ, ব্রজবাসিগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥৪॥

ময়ূর-পুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, যিনি গো-রক্ষণের নিমিত্ত রত্নখচিত দণ্ড ধারণ করিতেছেন, পুষ্প-নির্ম্মিত কর্ণ-কুণ্ডলে যাঁহার কর্ণযুগল ভূষিত, সেই পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥৫॥

শ্রীরাধিকার প্রেমরূপ মধুর রস-মাধুরী পান করিয়া যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত ও কন্দর্পকোটির ন্যায় যাঁহার সৌন্দর্য্য, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি অভিবাদন করি ॥৬॥

যিনি শৃঙ্গার-রসের ভূষণ-স্বরূপ, যিনি কর্ণিকার-কুসুমদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন, যিনি শ্রীঅঙ্গ-কান্তিদ্বারা নবীন মেঘের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি ॥৭॥

যাঁহার বংশী, সাধ্বী রমনীগণের ধর্ম্মনিষ্ঠা-রূপ রত্ন-নিচয়ের অপহারিকা, পদ্মপুষ্পদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি শঙ্খচূড় নামক কংস-ভৃত্যের নিহন্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥৮॥

শ্রীরাধিকার অধররূপ বন্ধুক-পুষ্পের মকরন্দ-পানে যিনি ভ্রমর স্বরূপ এবং যিনি দানব-রূপ মাতঙ্গগণের সিংহস্বরূপ, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥৯॥

যিনি ময়ূরপুচ্ছরূপ ইন্দ্রধনুদ্বারা কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি

জগতের জীবনদাতা এবং শ্রীরাধিকারূপ বিদ্যুন্মালায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণরূপ নবীন মেঘকে প্রণাম করি ॥১০॥

যিনি প্রেমান্ধ ব্রজ-বনিতাগণের নয়নরূপ ইন্দীবরের চন্দ্র-স্বরূপ এবং যিনি কুঙ্কুম-রচিত তিলকে সুশোভিত, সেই পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥১১॥

যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রগাঢ় গর্ব্বরূপ দাবানল-নির্ব্বাণে নবীন মেঘ-স্বরূপ এবং যিনি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় উত্তোলন করিয়াছিলেন, সেই গোকুল-বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥১২॥

হে কারুণ্যবারিধে! হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি অপরাধরূপ পাষাণ-ভারগ্রস্ত হইয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই মন্দ ব্যক্তিকে উদ্ধার করুন ॥১৩॥

হে মাধব! আমি শত শত অপরাধের আধার ও অজ্ঞান-প্রভাবে হতচিত্ত হইয়া এক্ষণে আপনার কারুণ্যের প্রতীক্ষা করিতেছি; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১৪॥

বৈষ্ণব-স্মৃতি

কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়ই অর্থী এবং ভক্তগণই পরমার্থী

ভারতীয় আর্য্যগণ যে বিশেষ শাস্ত্রের বিধানমতে নিজ ব্যবহারিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাই সাধারণতঃ **স্মৃতিশাস্ত্র** নামে পরিচিত। কর্ম্মফল-বাদী যে-সকল বিধান পালন করিয়া 'ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়'—মনে করেন, জ্ঞান-কুশল মুমুক্ষুগণ কর্ম্মফল-ভোগীর ন্যায় সেই-সকল বিধান গ্রহণ করেন না। পরন্তু জ্ঞানী জ্ঞানজ রুচিক্রমে ফলভোগে উদাসীন হইয়া বৈরাগ্যপর বিষয়-সমূহকে পাপ-পুণ্যাতীত ব্যবহারিক বিধান মনে করেন। এজন্য ব্যবহার-কুশল কর্ম্মিগণকে **অর্থী** ও বিজ্ঞান-রত বিরাগ-বিশিষ্ট জ্ঞানী সম্প্রদায় আপনাদিগকে পরমার্থী সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। আবার কর্ম্মজ্ঞানাতীত ভক্তগণ জ্ঞানীর ফলভোগ কামনা লক্ষ্য করিয়া **উভয়কে অর্থী** জানিয়া কামনা-রহিত শান্ত-বৈষ্ণবগণকে **পরমার্থী** সংজ্ঞা প্রদান করেন। প্রাকৃত যে-কোন ফল উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়,এমন কি,মোক্ষ পর্য্যন্ত সকলগুলিই ফলান্তর্গত, সুতরাং প্রাকৃত চেষ্টার অধীন স্বার্থান্ধতা মাত্র।

অর্থী—কর্ম্মি-জ্ঞানী ও পরমার্থী—ভক্তগণের স্মৃতিবিধান এক নহে

ভক্তের নিখিল চেষ্টাসমূহ কৃষ্ণের জন্য বিহিত হয়। এজন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীর প্রাকৃত নিজ নিজ ফল কামনা, ভক্তের না থাকায় ভক্তের চেষ্টা তদিতর কর্ম্মি-জ্ঞানীর ন্যায় নহে। প্রাকৃত অর্থী যে স্মৃতি-বিধানের বশীভূত, অপ্রাকৃত পরমার্থীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে আমরা বলিতে পারি যে, অভক্ত ও ভক্তগণের ব্যবহারিক বিধানে ভেদ আছে। ফলবাদী ও কামদগ্ধহীন ভক্ত কখনই এক প্রকার বিধানে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারেন না। **অভক্তের বিধান তাঁহার নিজ মঙ্গলের জন্য। ভক্তের বিধান কৃষ্ণ-সেবার জন্য।** একের উদ্দেশ্য—নিজ মায়িক অনুভূতির ফল-সাধন, অপরের উদ্দেশ্য—অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবা।

হারীত-স্মৃতি ও পুরাণ-সম্মত ক্রিয়াই বৈষ্ণবের গ্রাহ্য

বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতে 'হারীত'-মত (অপরগুলি হইতে) বৈষ্ণবের অপেক্ষাকৃত আদরের বস্তু। বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র ব্যতীত পুরাণসমূহে কথিত বিধান-সমূহও বৈদিক প্রয়োগ-পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের আদরের বিষয়। বৈষ্ণবগণও বৈদিক প্রয়োগ-গ্রন্থ ও পুরাণ-সমূহে তাঁহাদের উপযোগী অনুষ্ঠানসমূহ স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। মধ্যযুগীয় ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ দেশ-বিদেশে কয়েকখানি স্মৃতি-নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ের জন্য শাস্ত্র হইতে প্রমাণসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক বৈষ্ণব-জীবনের জন্য বিধি-বিধান গ্রন্থাকারে লিখিয়াছেন।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাস', 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব' ও অন্যান্য স্মৃতি

বঙ্গদেশে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জন্য বিশুদ্ধ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে সঙ্কলিত **শ্রীসনাতন গোস্বামীর 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী সম্পাদন করেন।** তাঁহার অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বন্দ্যঘাটীয় শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বঙ্গীয় ব্যবহার-কুশল স্মার্ত্তগণের পক্ষে প্রাকৃত ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য **'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব'** নামে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন। উহাতে হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক স্থলে মতের পার্থক্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজ নিজ প্রদেশের ব্যবহার-উপযোগী স্মৃতি-নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, দেখা যায়।

স্মৃতির মূল উপাদান-গ্রন্থ এক হইলেও কৃষ্ণসেবা ও ফল-কামনাহেতু বিচারের পার্থক্য

এক্ষণে অনেকের নিকট ইহা প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে যে, যখন স্মৃতি-

লেখকগণের মূল অবলম্বন এক, তখন বিধান-বিষয়ক সিদ্ধান্তের পার্থক্য কেন হইল? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, বৈষ্ণব-স্মৃতি-লেখক ভগবানের নিত্য-সেবক এবং কর্ম্মফলবাদী স্মৃতিলেখক স্বীয় ভোগ-তাৎপর্য্যপর। ভগবদুপাসনায় কর্ম্মফলবাদীর নিত্য-রুচি ও বিশ্বাস নাই; এজন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিধান পাওয়া দুর্ঘট।

স্মার্ত্ত-বিধি-পালনে বৈষ্ণব হওয়া যায় না

হিন্দুসমাজ ব্যবহারিক স্মার্ত্ত মহাশয়ের বিধানের অনুগমন করিতে বাধ্য হইলেও তদন্তর্গত শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাদীর স্মৃতি পালন করিতে বাধ্য নন। পারমার্থীগণের কৃষ্ণভজনের সংসারেও কোন কোন স্থলে স্মার্ত্তের বিধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করা ঘটে না। ইহা কেবল তাঁহাদের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তার ফল। পারমার্থিক গৃহস্থগণ যখন শিক্ষা-প্রভাবে নিজ সৎশাস্ত্র ও নিজ মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবেন, তখন আর তাহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। পরমার্থীগণ বৈষ্ণব-স্মৃতি অনুসারে কৃষ্ণ-সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। নিরীশ্বর স্মার্ত্তগণ তাঁহাদিগের প্রতি বল-প্রয়োগে কখনই ক্ষমবান্ হইবেন না।

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি নির্দ্দেশ

বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহাদের আচার্য্যের যাথার্থ্য অনুসরণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে জগতে কোন বিশৃঙ্খলতা উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্যবহারিক স্মার্ত্তগণ কখন কখন বিষ্ণুভক্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া নানাপ্রকার মূঢ়তার পরিচয় দেন, কিন্তু ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ বিচার কখনই তাঁহাদিগকে উদার শিক্ষা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাল প্রবৃত্ত হওয়ায়, বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ বিচারও তার্কিকের বৃথা বিতণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। কলহই পরমার্থ-নিষ্ঠার শিথিলতা-জ্ঞাপক। প্রাকৃত-বলে যাহারা বলী, সেই প্রাকৃত বিচার-রহিত **স্মার্ত্তগণের আনুগত্য পরম মহান্ বৈষ্ণবগণের শোভনীয় নহে। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করিবেন—আমাদের বিশেষ অনুরোধ।**

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৪৯ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবের কৃপার পাত্র কাহারা ?

রমণী-নৃত্য দর্শনে যে পুরুষদিগের আনন্দের উদয় হয়, **মাদক-সেবনের** দ্বারা যাহারা ইন্দ্রত্ব ভোগ কল্পনা করে, **জীব-মাংস-ভক্ষণের** দ্বারা যাহারা জিহ্বার তৃপ্তি বোধ করে এবং **দ্বেষ-হিংসার** পরিচালনা-দ্বারা যাহারা সুখবোধ করে, তাহারাই যথার্থ কৃপার পাত্র। হে ভাগবত-বন্ধুগণ! আপনারা তাহাদের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু। আপনারা যদি তাহাদিগকে কলহ-ভয়ে স্বেচ্ছাচারে পরিত্যাগ করিবেন, তবে আর তাহাদিগকে কে উদ্ধার করিবে? তাহারা মত্ত হইয়া বিষয়পঙ্কে লুণ্ঠিত হইতেছে। আপনারা তাহাদিগকে 'অভয়' প্রদান করুন। যেহেতু (ভাঃ ৩।৭।৪১)—

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞশ্চ তপো দানানি চানঘ।
জীবাভয়-প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি ॥

[হে অনঘ! জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ মায়াভিনিবেশ-জনিত বিপর্য্যয়-বুদ্ধি হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার **অভয় প্রদানের** (দয়ার) কলা পরিমাণ অংশের সহিতও সমগ্র বেদ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার তুলনা করিতে নাই, অর্থাৎ তুলনা হয় না।]

জীবের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবের সংসার-স্বীকার—
কামভোগ বা ধর্ম্মার্জ্জনের জন্য নহে

দুভাগা পুরুষদিগের মঙ্গল-সাধনার্থে সাধুগণ সংসার-ধর্ম্ম স্বীকার করেন। সুতরাং সাধুগণেরও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি অনেক অনুগত জীব থাকে। তাহাদের নিত্য কল্যাণ-সাধন ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই সাধু-সংসারের যথার্থ তাৎপর্য্য। ইন্দ্রিয়-প্রীতি অথবা কাম-ভোগ অথবা **ধর্ম্মার্জ্জন** এই সমুদায় বৈষ্ণব-জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যথা, ভাগবত প্রথম স্কন্ধে (২য়,৮-১২)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥৮॥

ধর্ম্মঃ হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥৯॥

কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥১০॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১১॥
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥১২॥

[যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবৎ ও ভাগবত-মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না করায়, তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রম ॥৮॥ বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্ম, ত্রৈবর্গিক অর্থ তাহার ফল নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহার ফলে বিষয়-ভোগ বিহিত হয় নাই ॥৯॥ বিষয়-ভোগের ফল ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, কিন্তু যতদিন জীবন থাকে ততদিনই কামের ফল, অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবজ্‌ জিজ্ঞাসাই জীবের মুখ্য প্রয়োজন, আর নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে ॥১০॥ যাহা অদ্বয়জ্ঞান অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় বাস্তব বস্তু, জ্ঞানিগণ তাহাকেই পদার্থ বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ কথিত হন ॥১১॥ অপ্রাকৃত বস্তুতে সুদৃঢ় ও নিশ্চয় বিশ্বাসযুক্ত মুনি অর্থাৎ কীর্ত্তনকারিগণ শাস্ত্র-শ্রবণজনিত সুকৃতিলব্ধ এবং সম্বন্ধ-জ্ঞানযুক্ত ও বিষয়ভোগ-ত্যাগশূন্য সেবাফলে স্বীয় শুদ্ধ-হৃদয়ে সেই পরমাত্মরূপ তত্ত্ববস্তুকে দেখিয়া থাকেন ॥১২॥]

সংসারে অবস্থিতি করত লোভকে পরাজয় করিয়া পরোপকার-ব্রতের দ্বারা হরিতোষণই জীবের জীবনের উদ্দেশ্য।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর সংসার—বন্ধনের হেতু, পরন্তু বৈষ্ণবের সংসার—মোক্ষের কারণ

যদি বলেন, এই প্রকার কার্য্যে ব্যস্ত হইলে ক্রমে ক্রমে মায়াজালে আবৃত হইতে হয়, তবে শ্রবণ করুন। যথা, ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (২২।৩৭)—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥

[হে বিদুর! শারীরিক, মানসিক, আধিদৈবিক, শত্রুজাত বা শীতোষ্ণাদিজনিত ক্লেশ হরি-পদাশ্রিত ব্যক্তির কিরূপে পীড়া জন্মাইতে পারে?]

কর্ম্মজড়, জ্ঞানজড় ও তর্কজড় ব্যক্তিরা এই স্থলে অনেক বিবাদ করিতে

পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সংসারী লোকেরা প্রবৃত্তি-মার্গে যে সংসার স্বীকার করে, তাহাতে এবং বৈষ্ণব-সংসারে ভেদ কি হইল? অর্থাৎ যখন উভয় সংসারেই উপযুক্ত উদ্যমের দ্বারা ধর্ম্ম, বিদ্যা ও অপরাপর কর্ম্মসকল সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত হইল, তবে প্রবৃত্তিমার্গীরা কি জন্য নিন্দনীয় হয়? বুদ্ধিমান্ লোকেরা এই সংশয়ের অর্থ অনায়াসে করিতে পারেন। প্রবৃত্তি-মার্গীদিগের সংসার আত্ম-সুখের নিমিত্ত কল্পিত হয়, অতএব তাহার ফল বন্ধন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কিন্তু সাধুদিগের সংসার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-সাধনের জন্য ব্যবস্থাপিত হওয়াতে তদ্দ্বারা বন্ধনের সম্ভাবনা নাই।

সাধু-সঙ্গই নিঃসঙ্গতা বা নির্জ্জন-ভজন

ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে (২৩।৫৫) -

সঙ্গো যঃ সংস্তের্হেতুরসৎসু বিহিতো ধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

[হে দেব! অজ্ঞানতাবশতঃ অসজ্জনের সহিত যে সংসর্গ, তাহা সংসার বন্ধনের কারণ; (কিন্তু) সেই সংসর্গই আবার সজ্জনের সহিত কৃত হইলে নিঃসঙ্গত্ব (অর্থাৎ বিমুক্তির কারণ) হইয়া থাকে।]

অর্থাৎ, যে-সকল পুরুষেরা অসৎসঙ্গে কাল যাপন করেন, তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ সংসার হইয়া থাকে। **যাঁহারা সাধুসঙ্গে বাস করেন, তাঁহাদের নিঃসঙ্গত্ব প্রাপ্তি হয়।**

সাধু নিজ-সঙ্গ দান করিয়া অসাধুর মঙ্গল-বিধান করেন

এস্থলেও অনেক বিরোধের সম্ভাবনা। তবে কি অসৎলোকের নিকট গমন করা ও তাহার সহিত সমস্ত ব্যবহার নিষিদ্ধ? এরূপ হইলে অসৎলোকের কিরূপে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা? এস্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, যেরূপ চিকিৎসক বিসূচিকা রোগগ্রস্ত পুরুষের চিকিৎসা করিবার সময় সংক্রামক পীড়ার দোষ নিবারণের জন্য কর্পূরাদি সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পীড়িত লোকের নিকটস্থ হন ও তাহার সেবা করেন, সাধু বৈদ্যগণও হরিনামরূপ মহৌষধি দ্বারা সাবধান-পূর্ব্বক অসাধু লোকদিগের অমঙ্গল দূর করেন।

সঙ্গ কাহাকে বলে? এবং তাহার উদাহরণ

এস্থলে 'সঙ্গ' শব্দের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করিলেই সমুদায় সংশয়-নিবৃত্তি হয়। **সঙ্গী ব্যক্তির স্বীয় ভাবকে আলিঙ্গন করাকে 'সঙ্গ' কহা যায়;** যথা, কোন ব্যক্তি লম্পটতাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া কোন লম্পটের নিকট গমন

করিলে তাহার লম্পট-সঙ্গ দোষ হইয়া উঠে। কিন্তু যে ব্যক্তি লম্পটতার অনর্থত্বে বিশ্বাস করিয়া তদ্বিষয় হইতে কোন লম্পট পুরুষকে উদ্ধার করিবার জন্য তৎসমীপে গমন করে, তাহাকে লম্পট-সঙ্গ কহা যায় না। পক্ষান্তরে, লম্পট পুরুষের এক প্রকার সাধুসঙ্গ হইয়া উঠে। অতএব, নিকটস্থ হওয়াকেই সঙ্গ বলা যাইতে পারে না। 'সঙ্গ' শব্দের এইপ্রকার অর্থ স্বীকার করত সাধুগণ সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন, অথচ তাঁহাদিগকে সঙ্গ-দোষ ভোগ করিতে হয় না। সাধুদিগের সংসার তদ্রূপ সঙ্গ, অতএব তাহার ফল বিরাগ ব্যতীত আর কি হইবে ?

পাষণ্ড-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসার এক নহে

অসাধুদিগের সংসার নিতান্ত হেয় এবং তাহাদের জীবনও মৃত্যুতুল্য। যথা, ভাগবতে (৩।২৩।৫৬)—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থ-পাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অর্থাৎ যাহাদিগের কর্ম্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত না কৃত হয় এবং যাহাদের ধর্ম্ম বিরাগের উদ্দেশ্যে কৃত না হয় এবং যাহাদের বিরাগে কৃষ্ণ-সেবা না থাকে, তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃতকৎ। অতএব সাধুদিগের সংসারই কৃষ্ণ-সেবা। সাধু-সংসার ও পাষণ্ড-সংসারে অনেক ভেদ আছে। পরম মহান্ ও পরমাণুতে যে-প্রকার ভেদ আছে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে যে-প্রকার তারতম্য ও অন্ধকার ও আলোকে যে-প্রকার বিরোধ ভাব, পাষণ্ড-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারে তদ্রূপ বৈপরীত্য জানিবেন।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেক ভণ্ড প্রবেশ করায় বৈষ্ণব দোষী নহেন

এই পবিত্র বৈষ্ণব-সংসারের মধ্যে অনেক ভণ্ড লোকও প্রবেশ করে, তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-সংসারের অপযশ হইতে পারে না। অনেক কৃত্রিম পদার্থ ঘৃতের নামে বিক্রয় হয় বলিয়া ঘৃতকে অপদস্থ করা পীড়িতান্তঃকরণের চিহ্ন। যে ব্যক্তি স্বয়ং সাধু, তিনি ভণ্ডসকলকে বিশ্বাস না করিয়া যথার্থ সাধুর উপযুক্ত সমাদর করিবেন। অনেক ভণ্ড সাধুদিগের বেশ ধারণ করত ভ্রমণ করে, তজ্জন্য সাধুগণ তিরস্কৃত হইতে পারেন না। **কালনেমী প্রভৃতি দুষ্টলোকে বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করিয়া অনেক কুকার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবদিগের দোষ হইতে পারে না।** কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই এই অভদ্রকালে ভণ্ড বলিয়া সাধুদিগকে তিরস্কার করিয়া থাকেন।

সাধু-বেশ দেখিবামাত্রই 'ভণ্ড' মনে করা উচিত নহে

মিথিলা প্রদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই বৃহদ্দোষে সর্ব্বদাই কলুষিত থাকেন। কোন সময়ে মিথিলাস্থ কোন একজন অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত আমাদের নিকট বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে একটী স্নিগ্ধ, সুধীর, তিলক-মালাযুক্ত বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইলেন। ঐ বৈষ্ণবকে দেখিবামাত্র আমাদের (মৈথিলী) ওঝা পণ্ডিত মহাশয় যাগাগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"হাম্ জান্‌তা হ্যায়, যেতনা রাম ফটাকা ও বলদ-দাগানেওয়ালা হ্যায়, ওসব নেহাত ভণ্ড হ্যায়"। এই প্রকার অভদ্র ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া আমি ওঝা পণ্ডিত মহাশয়কে নত-ভাবে কহিলাম, "হে পণ্ডিত মহাশয়! আপনি বৈষ্ণব দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? যে ব্যক্তি সমাগত হইল, তাঁহাকে আপনি জানেন কি না?" পণ্ডিত মহাশয় উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। হে সভ্য মহাশয়গণ! এক্ষণে বিচার করুন্ যে, ওঝা পণ্ডিত মহাশয়ের বিচারে ভ্রম ছিল কিনা! ঐ ব্যক্তির সহিত আমার বিশেষ আলাপ হওয়ায় পরে জানিলাম যে, তিনি একজন উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ওঝা পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যায় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কৃপা হয়। মহদতিক্রম যে একটী ভয়ানক বিষয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। বৈষ্ণব-চিহ্ন দেখিবামাত্র যে ভণ্ড বোধ হয়, ইহা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেহেতু ওঝা মহাশয়ের মত যত-লোক আছেন, তাঁহাদের সাধুসঙ্গের ভরসা নাই; অতএব তাহারা আপনাদিগের বিশেষ কৃপাপাত্র। ভণ্ডতা আশঙ্কা করিয়া আমরা কদাচ আগন্তুক ব্যক্তিকে নিন্দা করিব না। **বৈষ্ণববেশ ধারণ করিলেই যে ভণ্ড হইবে, এমন নহে। বেশধারীদিগের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট মহাপুরুষ আছেন,** অতএব যে-কাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে যথার্থ ভণ্ড বলিয়া না জানা যায়, তত দিবস তাহাকে অনাদর করা যায় না।

ভণ্ড অসাধুর প্রতি কৃপা—প্রেমের একপ্রকার লক্ষণ

যখন কোন ব্যক্তিকে ভণ্ড বলিয়া জানা যাইবে, তখন তাহার প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সরল করিবার যত্ন করা যাইবে। ক্রোধ বা দ্বেষ কিরূপে করা যাইতে পারে? সকল জীবের প্রতি প্রেম করা আমাদের নিত্য-ধর্ম্ম, যেহেতু সকল জীবেই কৃষ্ণ-সম্বন্ধ আছে। **জীবের প্রতি যে প্রেম, তাহা দুই প্রকারে পরিণত হয়। সাধুদিগের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ এবং অসাধুদিগের প্রতি কৃপা।**

গৃহস্থ বা সংসারী বৈষ্ণবের কৃত্য বা স্বভাব

অতএব, আমাদের এই অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সংসার হইতে **দ্বেষ ও হিংসা** দূরীভূত হউক। **প্রেম** আমাদের সমস্ত ক্রিয়ার উদ্দীপক হউক। **স্বার্থপরতা** একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাউক। জীবের স্বাভাবিক আকার যে **চিদানন্দ**, তাহার প্রকাশ হউক। জীবের স্বপদ যে **জড়-বৈরাগ্য**, তাহাই আমাদের সংসার হউক। জীবের স্বভাব যে **কৃষ্ণভক্তি**, তাহাই আমাদের একমাত্র কর্ম্ম হউক। হে সাধুগণ! পরমেশ্বরের আদেশ শ্রবণ করুন। তথা তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২১।৩১) কর্দ্দম প্রতি :— কৃত্বা দয়াঞ্চ জীবেষু দত্ত্বা চাভয়মাত্মবান্।

ময্যাত্মানং সহজগৎ দ্রক্ষ্যস্যাত্মনি চাপি মাম্॥

[বৎস! তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রথমে জীবে দয়া, পরে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাণিমাত্রকেই অভয় প্রদান কর। এইরূপ করিলে আমাতে (ভগবানে) আত্ম-সহিত সমগ্র জগৎ এবং তোমার আত্মায় আমাকে অন্তর্যামি-রূপে দেখিতে পাইবে।]

সমস্ত জীবের প্রতি **দয়া** করিয়া এবং তাহাদিগকে **অভয় প্রদান** করত আমাতে তোমাকে এবং জগৎকে, এবং তোমাতে আমাকে নিরন্তর দর্শন করত নিত্য-ধর্ম্ম পালন কর।

গৃহস্থের প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা

এই অপূর্ব্ব আদেশের দ্বারা ভগবান্ আমাদিগকে নিত্য-বৈষ্ণবধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও কহিয়াছেন—

আরো স্বল্পে বলি তবে বৈরাগ্য লক্ষণ।
মনোযোগী হ'য়ে রায় করহ শ্রবণ॥
সকর্ম্ম প্রেমের সহ স্রষ্টার সাধন।
স্বার্থহীন ভ্রাতৃভাব জগতে স্থাপন॥
যুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস সে অমূল্য রতন।
যত্ন করি' ধরে হৃদে ভক্ত-মহাজন॥
সেই ত' বিশ্বাস সদা আমারে শিখায়।
আমি ঈশ্বরেতে আর ঈশ্বর আমায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ)

সমস্ত জীবের প্রতি ভ্রাতৃভাব ও পরমেশ্বরে আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত যে নিত্যধর্ম্ম তাহা আমরা পালন করি। ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক উৎকৃষ্ট হইতে পারে। জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে নিজ আচরণের দ্বারা উপদেশ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবের প্রতি মহাপ্রভুর অভয়বাণী ও জীবে দয়া শিক্ষা

তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সাহস প্রদান করিয়া কহিতেছেন,—"হে মানবগণ! ভয় নাই, নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাক; আমি তোমাদের সহিত নিরন্তর অন্তর্যামী হইয়া তোমাদের বল বৃদ্ধি করিতেছি। হরিনামরূপ যে মোহ-মুদ্গর তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছি, তাহার যথেষ্ট ব্যবহারের দ্বারা পাপিষ্ঠ কলিকে দমন কর। **দুর্ব্বল, পাষণ্ডীভূত জীব-সকলের প্রতি কৃপা করত তাহাদের কল্যাণার্থে স্থানে-স্থানে ধাবমান হও।** তাহাদিগকে কোন প্রকারে অবহেলা করিও না। **আমি যে প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছি, তোমরাও তদ্রূপ পাষণ্ডদিগের বাক্যবাণ ও কুব্যবহার সহ্য করত তাহাদের কল্যাণ-সাধন করিতে থাক। তোমরা দুর্ব্বল বলিয়া ভয় করিও না, যেহেতু তোমরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হরিনামরূপ মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ।**

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাং।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ॥ (ভাঃ ৩।৩।৪২)

[হে বিদুর! মহর্ষি কর্দ্দমের এবম্বিধ চেষ্টা কিছু বিস্ময়কর নহে; কারণ, যে-সমস্ত ধীরচিত্ত পুরুষ সংসার-নাশন তীর্থপদ শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণাপত্তি লাভ করেন, তাঁহাদের কিছুই দুষ্প্রাপ্য হয় না]

তোমরা পরিশ্রম কর, আমি তোমাদের সম্যক্ সাহায্য করিব।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদির যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৷৷০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

বৈরাগ্য

চ'লেছেন সনাতন
একমনে একধ্যানে
ঝঞ্ঝাসম সুগভীর
কানন ভেদিয়া।
বৈরাগ্যের তুঙ্গশিরে
বিচরিছে ন্যাসীবর
শচী-দুলালের পায়
আত্ম সমর্পিয়া ॥১॥
ঈশান চলেন পিছে
সন্তর্পণে-অতিধীরে
আনমনে বিকম্পিত-
সন্দিগ্ধ-অন্তরে।
ফিরে চাহে ঘন ঘন
আপনার পিছে, হৃদে—
চিন্তা উঠে, কে রক্ষিবে
অভেদ্য কান্তারে ॥২॥
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু—
হয় ত বা বিচরিছে
নরঘাতী কোন দস্যু
কানন-ভিতর।
কোন সুযোগের মাঝে
আক্রমিয়া কে'ড়ে ল'বে,
বহু যত্নে সুগচ্ছিত
সুবর্ণ-মোহর ॥৩॥
হেনকালে দস্যু এক
শমন-কিঙ্কর-সম,
আগুলিয়া বনপথ
কহে সনাতনে।
ভয় নাহি বাস মনে
জাননা কি দস্যু-ভয়
আছে এই সুদুর্গম
গহন কাননে ?৪॥
কহেন ঈশানে ফিরি',—
সনাতন, হে ঈশান!
আছে বুঝি গুপ্তধন
তব কাছে কিছু ?
নতুবা এ বনমাঝে
অকারণে কেন তুমি,
নিরন্তর সসন্ত্রাসে
চাহ আগু-পিছু ?৫॥
যদি কিছু থাকে তবে,
দেহ ফেলি এইক্ষণে,
সন্ন্যাসীর কিবা কাজ
অনিত্য রতনে।
পিয়াস মেটে না যার,
ধন-কামী যেই জন,—
সন্ন্যাসীর সহচর
সে হ'বে কেমনে ?৬॥
ছিঁড়িয়া নবীন কন্থা,
বাহিরিলা সাত খান,
নিরমল, জ্যোতির্ম্ময়
সুবর্ণ-মোহর।
দস্যুরে ডাকিয়া তবে
কহিলেন সনাতন ;
লহ ধন, প্রয়োজন—
কিছু নাহি মোর ॥৭॥

হে ঈশান! ফিরে যাও—
নবদ্বীপে; একা আমি—
যা'ব, দয়াময় গৌর-
সুন্দর-সকাশে।
শচীমাতা-পদ সেবি'
লভিবে অনন্ত সুখ
অনাবিল সুরভিত
ভক্তির বিকাশে ॥৮॥
দস্যুর গলিল মন
সন্ন্যাসীর অনুপম,—
সুবিমল-সুকঠোর
বৈরাগ্য হেরিয়া।
চরণে ধরিয়া তাঁর
কহে দস্যু বার বার
হে দয়াল! কর দাস
করুণা করিয়া ॥৯॥

দস্যু-শিরে দিয়ে হাত
কহিলেন সনাতন
আপন আলয়ে বসি'
করহ সাধনা।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম
কর গান অবিরাম,
অচিরে পাইবে তাহে
শ্রীগৌর-করুণা ॥১০॥
পশিলেন সনাতন
গভীর অরণ্য-মাঝে—
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম
গাহিতে গাহিতে।
ফিরিলা ঈশান ছাড়ি'—
দীর্ঘশ্বাস, (আঁখি) ছল ছল,
আলয়ে ফিরিলা দস্যু—
কাঁদিতে-কাঁদিতে ॥১১॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, পুরাণরত্ন, নারমা (মেদিনীপুর)

গ্রন্থ-সমালোচনা

কলিকাতার কোন 'হরিভক্তি-প্রদায়িনী (?) সভার' মালিক, **"উপদেশামৃত"** এবং **"অমৃত-উৎস"** নামক দুইখানি অপসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া বিতরণ করিতেছেন। আমাদের কোন নিকট-বন্ধু ঐ গ্রন্থদ্বয় আমাকে উপহার পাঠাইয়াছেন। গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনা করিয়া একখানি পত্র গ্রন্থকারকে পাঠান হয়, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না। সেইজন্য ঐ পত্র সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়" প্রকাশ করিলাম। পত্রখানি এইরূপ, যথা :—

".....আপনার সংগৃহীত ও প্রকাশিত উপরিউক্ত দুইখানি পুস্তক আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর-প্রতিম বাল্যবন্ধু কার্ত্তিক দাদা (শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক, বি, এস্ সি, বি-এল, এটর্ণি)র মারফত পাইয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। আমার বোধ হয়, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ মল্লিক বন্ধুবরের সহিত

আপনার হরিসভায় একবার গিয়াছিলাম। আপনার হরিভক্তি প্রচারের উৎসাহ ও সৎচেষ্টা দেখিয়া এবং বিশেষতঃ 'অমৃত-উৎস' পুস্তকে যেরূপ প্রার্থনা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আপনাকে পরম ভাগবত আত্মীয় বলিয়া মনে করি। সেই প্রার্থনার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধার করিলাম, যথা :—

"শীতল চরণে স্থান দিও নিজগুণে।
লইনু শরণ এবে ও'রাঙ্গা চরণে॥
অধম বলাই কহে করুণা নিদান।
শ্রীরাধাগোবিন্দ বলি যায় যেন প্রাণ॥" ইত্যাদি।

যাহা হউক, আপনাকে সেই প্রকার আত্মীয় মনে করিয়া ২।১ টী কথা বলিবার সাহস করিলাম। আশা করি, যথাযথ প্রত্যুত্তর দানে সুখী করিবেন।

বলা বাহুল্য যে, শ্রীগোবিন্দ-চরণে শরণ লইবার জন্য আমরা যতটা ব্যস্ত, শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং আমাদিগকে চরণে স্থান দিবার জন্য তদপেক্ষা শত-সহস্রগুণে অধিক ব্যস্ত। তিনি আমাদিগকে চরণে স্থান দিবার জন্য স্বয়ংরূপে আসিয়া এবং নিজগণকে পাঠাইয়া যুগেযুগে হার মানিয়া গিয়াছেন (?)! সুতরাং আমরা যদি বাস্তবিক শ্রীগোবিন্দ চরণে শরণ লইতাম, তাহা হইলে ভাবনা কি ছিল?

শ্রীগোবিন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া ভগবদ্ গীতায় শেষ উপদেশ করিলেন, যথা—

১। সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ (গীঃ ১৮।৬৬)
২। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু (গীঃ ৯।৩৪)
৩। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। (গীঃ ৭।৭)
৪। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। (গীঃ ৭।১৪)
৫। ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। (গীঃ ৭।১৫) ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা দুর্ভাগা ব্যক্তিগণ,—'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" বিচারে এবং আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের দুষ্কৃতির জন্য শ্রীগোবিন্দকে মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া শৃগাল-কুক্কুর ভক্ষ্য দেহধারী জীব-বিশেষকে শ্রীগোবিন্দের সহিত পাল্লা দিবার জন্য ভোট দিতে আরম্ভ করি। ভগবানে উপদেশানুযায়ী তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী আচার্য্যের উপাসনা না করিয়া কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, অন্যাভিলাষী, মায়াবাদী, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, বহ্বীশ্বরবাদী, [illegible] দ্ধমতাবলম্বী, ভগবদ্বিদ্বেষী, মনোধর্ম্মিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। [illegible] বৈরাগ্য-বিদ্যা দান করিবার জন্য

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দররূপে আসিলেন। এবং জীবকে কৃষ্ণ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেম আস্বাদন করিয়া জীবকে শ্রীগোবিন্দ-চরণে শরণ লইবার পথ প্রদর্শন করাইলেন। "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" এই শিক্ষা বিস্তার করিয়া তিনি মহাবদান্যের পরিচয় দিলেন। নবাব হুসেনশাহের ভূতপূর্ব মন্ত্রণাদাতা বিচক্ষণ-বুদ্ধি শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহাকে "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণ-চৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥" বলিয়া প্রণাম করিলেন। কিন্তু তত্রাচ আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষ হইল না। ইহার কারণ কি, বলিতে পারেন? ইহার কারণ—আমাদের দুর্ভাগ্য ও অসৎসঙ্গ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন,—গোবিন্দ-পাদপদ্মে শরণাগত বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে আমরা দেখিতে পাই—

'অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥' (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দুই প্রকার অসৎ-সঙ্গই হইয়া যায়। এবং সেইজন্য আমরা মুখে শ্রীগোবিন্দ-চরণে শরণাগত হইবার ভাণ করিলেও, শ্রীগোবিন্দ-চরণের নখ-চন্দ্রের রশ্মি দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া পড়ি। 'স্ত্রী'-শব্দে 'মায়া'; সুতরাং মায়া-মরীচিকায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে যাহারা জড় কর্ম্মাসক্ত, শুষ্ক জ্ঞানাসক্ত এবং অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, যাহারা ইহজগতের ভোগের আশায় অতৃপ্ত হইয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রে শৃগালের মত 'Grapes are sour' বলিয়া ত্যাগীর সজ্জায় সজ্জিত হইয়াও, আবার সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়া—'আমার দ্রাক্ষা, আমার বাগান, আমার গাছ, আমার পালা' ইত্যাদি বলিয়া চীৎকার করে, সেই সকল অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্যক্তিগণের দুরবস্থার কথা শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ-বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ (ভাঃ ১০।২।৩২)

এইসকল বিমুক্তমানী মায়াবাদীর বুদ্ধি অবিশুদ্ধ থাকায় তাহারা কৃষ্ণপাদ-পদ্মে কোনদিনই আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। ভগবদ্গীতায় সেইসকল দুর্ভাগা ব্যক্তিগণকে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে,—

'মোঘাশা মোঘ-কর্ম্মাণো মোঘ-জ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ (গীঃ ৯।১২)

দৈবীমায়া জড়া প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য দেখিয়া কখন ভোগী হইবার চেষ্টায়, আবার কখন ত্যাগীর সজ্জায় রাক্ষসী এবং আসুরিক ভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিবিধ চীৎকার করিয়া আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়।

আপনার **'অমৃত-উৎস' পুস্তকে** সেইপ্রকার মৃত চেষ্টা দেখিয়া, আমাদের পরমাত্মীয়-জ্ঞানে আপনাকে এস্থলে সাবধান করিতেছি যে, আপনি যে-সাধুটির (?) প্রতি দৃষ্টি প্রথমেই দিয়াছেন, তিনি আপনারই সংগৃহীত লেখা হইতেই 'সাধু' শব্দে সংজ্ঞিত হইতে পারেন না।

আপনি শঙ্করাচার্য্যের 'মণিরত্নমালা-প্রশ্নোত্তরে' শেষ-প্রশ্নোত্তরে এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা,—

"প্রঃ—কাহাকে সাধু বলা যায়?

উঃ—যিনি সমস্ত বিষয়ে বীতরাগ হইয়াছেন, যিনি মোহ-শূন্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন—তিনিই সাধু।"

কিন্তু যে ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করিয়া ত্যাগীর মত লাল কাপড় পরিয়া আর একটী বৃহৎ সংসারের আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া সেই বৃহৎ সংসারের উন্নতিকল্পে (?) —"তোমার সমাজ সে মহামায়ার ছায়ামাত্র ভুলিও না। নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর—ভারতবাসী আমার ভাই। মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—আমার ভাই। ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী—আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন.....**বল ভাই! ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।**" ইত্যাকার কথায় চীৎকার করিয়া গলা ফা[illegible]ল কি সেই ব্যক্তি বিষয়ে বীতরাগ বা তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে— [illegible]রা প্রমাণ হইবে? এই কথার জবাব আপনি আমাকে দিবেন।

ভগবদ্গীতায় জ্ঞান-পর্য্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন—'অসক্তি-রনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু'। সুতরাং যাহার দেহ, পুত্র, মিত্র, কলত্র, দেশ, সমাজ প্রভৃতির প্রতি আসক্তি আছে, তিনি আবার জ্ঞানীই বা কিসের, আর নির্ব্বিষয়ই বা কিসের?

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (গীঃ ১৮।৫৪)

যিনি 'ব্রহ্মভূতঃ' বা ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহার ত' সমদর্শন হইবে। তিনি কেবল ভারতবাসী মনুষ্যজাতির জন্য চোখের জলে নদীতে বান ডাকাইয়া, ভারতবাসী ছাগজাতিকে ধ্বংস করিয়া ভারতবাসী মনুষ্য-জাতির শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ়, আর ইস্পাতের মত পাকা নির্ম্মিত করিবার চেষ্টা করিবেন কেন? সেই প্রকার চেষ্টা যদি তিনি করেন, তাহা হইলে 'ব্রহ্মভূতঃ' অবস্থায় যে সমদর্শন বা 'সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু' জ্ঞান হয়, তাহা যে তাঁহার হয় নাই —একথা বলা ছাড়া আর কি উপায় আছে? যদি তাঁহাকে 'ব্রহ্মভূতঃ' বা 'ব্রহ্মনিষ্ঠঃ' বলা যায়—তাহা হইলে কি-ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহা জানাইয়া সুখী করিবেন।

অন্য প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া আপনি নিজেই যে-সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতেই প্রমাণিত হইবে যে, যাঁহার ফটো আপনি দিয়াছেন তিনি সাধু-সংজ্ঞায় কখনই সংজ্ঞিত হইতে পারেন না। তিনি কর্ম্মবীর হইতে পারেন, শুষ্ক জ্ঞানবীর হইতে পারেন বা অন্যাভিলাষী হইতে পারেন, কিন্তু 'সাধু'-শব্দে বা 'ভক্ত'-শব্দে শব্দিত হইতে পারেন না। অতএব, আপনি যদি 'সাধু' এবং 'ভক্ত'-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভক্তিলাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাতে আপনার কার্য্য-সিদ্ধি হইবে না,—এ বিষয়ে আপনি সাবধান হইবেন—ইহাই আমার অনুরোধ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন শিক্ষায় সাধুসঙ্গ করিবার পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন এবং সাধু কে, তাহার লক্ষণ কি, তাহাও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সব কথা আলোচনা করিবেন।

'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥' (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৪)

আপনার উক্ত 'মণিরত্নমালা'-প্রশ্নোত্তরে লিখা আছে, যথা,—

"প্রঃ—দরিদ্র কে?
উঃ—যাহার বলবতী আশা আছে।
প্রঃ—কিসে সংসার-বন্ধন ঘুচে?
উঃ—**শ্রুতি-সম্মত আত্ম-জ্ঞানে।**
প্রঃ—জাগরিত কে?
উঃ—যাহার সদসদ্ জ্ঞান আছে।
প্রঃ—সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি?
উঃ—মমতা, অভিমান।"

যিনি নিজ গৃহস্থালীর কুটুম্বের শরীর-পুষ্টি-লাভের উপযোগী অর্থের সমাধান করিতে না পারিয়া, সন্ন্যাসি-সজ্জায় ভারতবাসী কুটুম্বের শরীর-পুষ্টি করিবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহার আশা কত বলবতী, তাহা ধারণা করিতে পারেন কি? মেথর, হাড়ি, মুচি প্রভৃতির জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক বড় বড় মহাত্মা চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এখনও সেই মেথর, হাড়ির সংখ্যা বাড়িয়াছে ভিন্ন কমে নাই; আর দারিদ্র্যের ত' কথাই নাই। সুতরাং সংসারে এই সকল কর্ম্ম-বৈচিত্র্য দূরীকরণের জন্য যাহাদের সাধারণ অপচেষ্টা, তাহাদের মত জ্ঞান-দরিদ্র কে আছে? সেই প্রকার দরিদ্র কখনও কি কাহাকে কিছু দিতে পারে? নিজে কিছু দিতে পারে না বলিয়া, নারায়ণের সমকক্ষ হইবার দুরাশা পোষণ করিয়া শেষে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণকেও **দরিদ্র-নারায়ণ** (?) আখ্যা দেয়।

সংসার-বন্ধন ঘুচিবার জন্য শ্রুতিমন্ত্রই একমাত্র উপায়—এ কথা সাধু-শাস্ত্র-গুরু সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু যাহারা শ্রৌত-পন্থা বাদ দিয়া মনগড়া **'যত মত তত পথ'** স্বীকার করে, তাহাদেরও কি সংসার-মোচন হয়? এ'কথার জবাব আপনি দিবেন।

সদসদ্-জ্ঞানবিহীন কোন নিদ্রিত মূর্খ যদি **'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়'বাদী** হয়, আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি **'সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ'** করিয়া একমাত্র তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ করেন, তাহা হইলে কোন্ ধর্ম্ম আমাদের গ্রহণ করা উচিত—তাহা আপনি আমাকে জানাইবেন।

সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ যদি 'মমতা' আর 'অভিমান' হয়, তাহা হইলে যাহার দেহাত্ম-বুদ্ধিরূপ অভিমান আছে, আর যাহার পুত্র, কলত্র, সমাজ, দেশ, মাটী প্রভৃতির প্রতি মমতা আছে—তিনি কি মুক্ত না বদ্ধ, তাহা আপনি জানাইবেন। যদি মুক্ত হন, তাহা হইলে আপনার প্রশ্নোত্তর সংশোধন করিবেন। আর যদি বদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ছবি প্রকাশ করিয়া আর লোকের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিবেন না।

'ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥' (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)

ভারত ভূমিতে যাহাদের জন্ম হইয়াছে, তাহারা শ্রুতিমন্ত্র দ্বারা নিজের জন্ম সার্থক করিতে পারেন। ভারতবাসীমাত্রেরই জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সেই প্রকার সুবিধা আছে। হাড়ি, মেথরের ঘরে জন্ম হইলেও সকলেই এই মন্ত্রের উপাসনা করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারেন। কারণ, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

'মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপ-যোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ (গীঃ ৯।৩২)

সেই প্রকার শ্রুতি-সঙ্গত আত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা জন্ম সার্থক করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে সকলের উপকার করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা শ্রুতিসম্মত আত্ম-জ্ঞান লাভ না করিয়া 'যত মত তত পথের' উপাসক, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদী—তাহারা কি কখনও পরোপকার করিতে পারেন? যিনি নিজে অন্ধ, তিনি অন্য অন্ধের কি উপকার করিবেন? সেইজন্য গোস্বামিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥'

(ভঃ রঃ সিঃ ২।২।৪৬ ধৃত ব্রহ্মযামলবাক্য)

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন-ধর্ম্ম, গোস্বামিগণের কথা বাদ দিয়া যে হরিভক্তির ছলনা, তাহা উৎপাত এবং জগজ্জঞ্জাল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আপনার পত্রের আশায় রহিলাম। ইতি—

—শ্রীঅভয়চরণ দে
(এলাহাবাদ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ।
পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য

ব্রহ্মশাপ-গ্রস্ত অভিমন্যু-নন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ, পরমহংস-কুলের মুকুটমণি শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি-প্রকারে জীব নরক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন'। উত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন 'জীব-গণ কায়, মন, বাক্যের দ্বারা ইহলোকে যে-সকল পাপ আচরণ করেন, ইহকালেই উহার যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, মৃত্যুর পর সেই সকল পাপের জন্য নরক ভোগ করিতে হইবে।'

পরীক্ষিৎ এই কথা শুনিয়া সন্দেহ-যুক্ত হইয়া বলিলেন,—'মানব পাপকে অহিতকর বলিয়া জানিয়াও, প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর, পুনঃ পাপানুষ্ঠান করেন। সুতরাং, যে কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের বিধি স্মার্ত্তগণ উপদেশ করেন, সে সমস্ত হস্তী-স্নানের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। তখন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তের নিষ্ফলতা বিজ্ঞাপন করিয়া বলিলেন—

"কর্ম্মণা কর্ম্ম-নির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥" (ভাঃ ৬।১।১১)

অর্থাৎ হে রাজন্, পাপাচরণসমূহ কর্ম্ম; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও —কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ আশা করা যায় না; কারণ, ঐসকল প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মের অধিকারিগণ সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ। তাঁহাদের অবিদ্যা বিধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার-বশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপান্তরেরই অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে।

কর্ম্মের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হউক অথবা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞানাদির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হউক—প্রায়শ্চিত্তের ফল অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

"প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ-পরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ॥" (ভাঃ ৬।১।১৮)

হে রাজেন্দ্র, যেরূপ সমস্ত নদী মিলিয়াও সুরাভাণ্ডকে শুদ্ধ করিতে পারে না; তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় মহা-মহা প্রায়শ্চিত্তও নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না।

"তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্য-শৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা॥
দেহ-বাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ॥" (ভাঃ ৬।১।১৩-১৪)

অর্থাৎ :—চিত্তৈকাগ্র্য, অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-রহিত ব্রহ্মচর্য্য, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় -নিগ্রহ, দান, যথার্থ-ভাষণ, শৌচ, অহিংসাদি যম ও জপাদি নিয়মের প্রভাবে ধর্ম্ম-রহস্যবিৎ শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানিগণ কায়-বাক্য-বুদ্ধি-কৃত সুমহৎ পাপকেও, অগ্নি দ্বারা বেণুগুল্ম (বাঁশের ঝাড়) বিনাশের ন্যায় দূরীকৃত করিয়া থাকেন।

কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত হইতে ইহা বহু উচ্চ-স্তরের হইলেও ফলতঃ একই। বাঁশের ঝাড় উপর উপর দগ্ধীভূত হইলেও ইহার মূলদেশ মৃত্তিকার নিম্নে থাকে। জল সিঞ্চনেই সেই মূল হইতে পুনঃ অঙ্কুরোদ্গম হয়।—সুতরাং উক্তরূপ অনুষ্ঠানগুলি কোন প্রকারেই পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে 'প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত কি ?'—এই প্রশ্নের উত্তরে 'অনন্য-শরণ-লক্ষণযুক্ত বাসুদেবের ভক্তিকেই প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শুকদেব বলিয়াছেন—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব-পরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥" ভাঃ ৬.১।১৫)

অর্থাৎ, প্রভাকর যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে পাপকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন।

যেমন, আলোক-দানই সূর্য্যের মুখ্য কার্য্য এবং হিমাদি বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎ-সেবা বা প্রেম-প্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য ফল এবং অবিদ্যা বা পাপাদি -বিনাশ আনুষঙ্গিক মাত্র। সূর্য্য উদিত হইলে যেমন আর কোথায়ও নীহার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কেবলা ভক্তি উদিত হইলে জীবের আর পাপাদিতে প্রবৃত্তি থাকে না। অবশ্য এ সকল মহাত্মার সংখ্যা অতি অল্প, বড়ই দুর্ল্লভ।

কৃষ্ণভক্ত কি-প্রকারে পাপ ও পাপ-প্রবৃত্তি বিনাশ করেন, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ অজামিল-উপাখ্যানের অবতারণা। ব্রাহ্মণকুমার অজামিল অতি পাপাসক্ত হইয়াও, 'শ্রীনারায়ণ-নাম স্মরণ করিয়া পাপমুক্ত হইয়া ভক্তের গতি লাভ করিয়াছিলেন। **সুতরাং, শ্রীনাম-গ্রহণই মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত।**

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥

অর্থাৎ—যে-সকল পুরুষ এই সংসারে একবার মাত্রও কৃষ্ণপাদপদ্মে মনো-নিবেশ করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের রত্যাভাস-মাত্রও উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের উহাতেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না।

"জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একাদপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত-বিষ্ণুকৃত্যান্॥" (ভাঃ ৬।৩।২৯)

যমদূতগণ অজামিলকে বন্ধন করিতে অপারক হইয়া পাপীর দণ্ডদাতা যমরাজকে জানাইলে, যমরাজ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'যে সকল পাপীর জিহ্বা একবারও কৃষ্ণের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে নাই, যাহাদের চিত্ত একবারও তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করে নাই, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহার চরণে প্রণত হয় নাই, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদি অনুষ্ঠান করে নাই,—তাহাদিগকেই তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।'

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিত-মতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ (ভাঃ ৬।৩।২৫)

যদি নাম-কীর্ত্তনাদির দ্বারাই মুক্তি সুলভ হয়, তবে পণ্ডিতগণ কর্ম্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন,—ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ববেত্তা দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত কপিল, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী-মায়ায় অতিশয় বিমোহিতা হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-কীর্ত্তন-রূপ পরম ভাগবত-ধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্, যজুঃ ও সাম,—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহর-বাক্যেই জড়ীভূত; তাই তাঁহারা দ্রব্য অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি দ্বারা বিস্তৃত বহু কষ্টসাধ্য দর্শ-পৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্য-ফলপ্রদ কর্ম্ম-যজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গাধিকারী পরমার্থ-ফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই।

সুতরাং, এই সকল বিষয় বিচার করিয়াই সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে অখিল কল্যাণ গুণের আকর ভগবান্ বাসুদেবের নাম-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি-যোগই বিধান করেন। তাঁহারা দণ্ডার্হ নহেন; তাঁহাদের পাপই হইতে পারে না; যদি প্রমাদবশতঃ কখনও তাহা হয়, তবে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন-প্রভাবেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। সুতরাং 'হে সাধুগণ! শ্রীভগবানে শরণাপন্ন ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যাঁহাদের পবিত্র গুণগাথা দেবতা ও সিদ্ধগণও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট তোমরা কদাচ গমন করিও না। শ্রীহরির কৌমোদকী-গদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। আমরা (ব্রহ্মাদির সহিত আমি যমরাজ) তাঁহাদের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহি, এমন কি, কালও নহেন।'

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ (আসাম)

শ্রীতুলসীর আরতি

'নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ)।'
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যসেবা—'এই অভিলাষী' ॥১॥
'যে তোমার শরণ লয়', সেই কৃষ্ণসেবা পায়,
'কৃপা করি' কর তারে বৃন্দাবনবাসী।'
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥২॥
তোমার চরণে ধরি, মোরে অনুগত করি',
গৌরহরি-সেবা-মগ্ন রাখ দিবানিশি।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥৩॥
দীনের এই অভিলাষ, মায়াপুরে নবদ্বীপে দিও বাস,
অঙ্গেতে মাখিব সদা ধাম-ধূলিরাশি।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥৪॥
তোমার আরতি লাগি', ধূপ, দীপ, পুষ্প মাগি,
মহিমা বাখানি এবে—হও মোরে খুসী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥৫॥
জগতের যত ফুল, কভু নহে সমতুল,
সর্ব্বত্যজি' কৃষ্ণ তব মঞ্জরী বিলাসী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥৬॥
ওগো বৃন্দে মহারাণি!
তোমার পাদপ-তলে, দেব-ঋষি কুতূহলে,
সর্ব্বতীর্থ ল'য়ে তাঁ'রা হ'ন অধিবাসী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥৭॥
শ্রীকেশব অতি দীন, সাধন-ভজন-হীন,
তোমার আশ্রয়ে সদা নামানন্দে ভাসি।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥৮॥

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৫ পৃষ্ঠার পর)

নরেন্দ্র—ভাই দেবেন্দ্র! তুমি যে-সমস্ত শাস্ত্র-বাক্য ও বিচারাদি দেখাইতেছ, তাহা সত্য বলিয়া মনে হইলেও, পূর্ব্বোক্ত মতবাদটী পরিত্যাগ করিতে আমার মন যেন কেমন একটা কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে। আমি শুনিয়াছি—কোন মহাজন রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ, আল্লা, খ্রীষ্ট, ঢেঁকি প্রভৃতি প্রত্যেকের ভজনা করিয়া একই ভগবানকে পাওয়া যায়—ইহা দেখাইয়াছেন। ইহা কি সত্য নহে?

দেবেন্দ্র—ভাই! মন একবার যাহা গ্রহণ করে, সহজে তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় না। বিশেষতঃ, বদ্ধজীব শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়ঃ বিষয়ে অধিক রুচি-বিশিষ্ট। শ্রেয়ঃ-পথ বাস্তব-সত্য হইলেও সে-পথের পথিক সকলেই হইতে পারে না। বহু সুকৃতি ব্যতীত পরম সত্য ও সর্ব্বোত্তম বিচার হৃদয়ে স্থান লাভ করে না। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

ভাই নরেন, বহু ভাগ্যফলেই জীব শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় করিতে সক্ষম হয়। কর্ম্ম, জ্ঞানী ও যোগীর সংখ্যাধিক্য ইহাই প্রমাণ করে যে, তত্তৎ পন্থা শুদ্ধভক্তি হইতে অতীব অপকৃষ্ট। মুক্তাভিমানী জ্ঞানী ও যোগসিদ্ধ কোটী কোটী পুরুষ পাওয়া সহজ, কিন্তু একটী নারায়ণ-পরায়ণ ভক্ত অতীব দুর্ল্লভ। সুতরাং শুদ্ধ-ভক্তির বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বহু সুকৃতি-সাপেক্ষ।

এই শুদ্ধভক্তিতে আরাধ্য বস্তু কাল্পনিক নহেন। তথায় সেব্য, সেবক ও সেবা—এই তিনটী বস্তুই নিত্য। তথায় ভজনীয় বস্তুর সহিত ভজনকারীর সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। শুদ্ধ-ভক্তের ভজনীয় বস্তু শ্রীভগবান্। সুতরাং তাঁহার সেব্য-পদে একমাত্র তিনিই নিত্য বিরাজিত। আধিকারিক দেবতা, জীব-শক্তি বা জড়া-শক্তিকে শুদ্ধভক্ত কখনও আরাধ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্ত যাঁহাকে সেব্যপদে বরণ করেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কখনও অপরকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করিতে পারেন না। সতী নারী যেরূপ তাঁহার পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দেন না, তদ্রূপ শুদ্ধভক্ত তাঁহার ভজনীয় তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভজনা করিয়া বারবনিতার ন্যায় উদারতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত।

শ্রীরামচন্দ্রের দাস্যরসের ভক্ত শ্রীহনুমানের চরিত্রে ইহাই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। যথা—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"—এই বাক্য হইতে শুদ্ধ-ভক্তের সেব্যের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠা, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণ আত্মগোপন করিয়া নারায়ণ-রূপে উপস্থিত হইলেও গোপীগণ তাঁহার ভজনা করিতে পারেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় অনুপম প্রভু ও মুরারি গুপ্তের সেব্যনিষ্ঠা ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। মুরারিগুপ্তের সেব্য-নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তোমার নিকট কিছু কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

"মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন। এইমত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুন ভক্তগণ॥ সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার। প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
পরম মধুর, গুপ্ত ব্রজেন্দ্র-কুমার॥ কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ--সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়। রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল প্রেম, সর্ব্বরসময়॥ কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
সকল-সদ্‌গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর। শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর॥ তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়!!
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস। তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ করে যাঁর লীলা-রস॥ তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়। এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয়॥ ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ॥
এইমত বার বার শুনিয়া বচন। সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন॥ আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন॥
আমারে কহেন,--আমি তোমার কিঙ্কর। এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥ প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায়॥
এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে। এই মত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে॥ তোমারে আগ্রহ আমি কৈনু বারে বারে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ! সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ! তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥"

যাহার ভজনীয় বস্তুতে এইরূপ নিষ্ঠার অভাব, তাহাকে কখনও ভক্ত-মহাজন

বলা চলে না। সুতরাং যদি কেহ একবার কৃষ্ণ, একবার কালী, একবার গণেশ প্রভৃতি সকলকেই উপাসনা করিতে পারেন বা করেন, তবে তিনি কখনও ভক্তি-দেবীর কৃপা লাভ করেন নাই—ইহাই প্রমাণিত হয়। ঐরূপ সাধক "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা"—বিচার অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে তত্ত্ব-রূপে গ্রহণ করিয়া সাধনাবস্থায় রাম, কৃষ্ণ, কালী, ঢেঁকি ইত্যাদি যে কোন একটী কাল্পনিক 'রূপ' প্রদান করেন। পরন্তু তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের আরাধ্যের এই 'রূপ' নিত্য নহে। তাঁহার অারাধ্য বস্তু নিরাকার। সিদ্ধিকালে তাঁহার এই 'রূপ' আর দৃষ্ট হইবে না এবং তাঁহার নিজেরও সত্তা লোপ পাইবে। সিদ্ধাবস্থায় তিনি ও আরাধ্য বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ব্রহ্মই সিদ্ধতত্ত্ব; সুতরাং তথায় ত্রিপুটী বিনাশ-হেতু সেব্য, সেবক ও সেবা ধ্বংস-প্রাপ্ত হওয়ায় শুদ্ধভক্ত-বাঞ্ছিত প্রেম তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। ভাই নরেন! ভগবৎপ্রেমা তুল্য শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই। শাস্ত্রে ইহাকে পঞ্চম-পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রেম-সমুদ্রের নিকট ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদ-তুল্য বলিয়া শাস্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষবাদী ও ভক্তের উপাসনা অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট বাহ্যতঃ একইরূপ প্রতীত হইলেও তথায় বিপরীত ভাবযুক্ত পার্থক্য বর্ত্তমান। নির্ব্বিশেষবাদী শ্রীভগবানের রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরাদিকে মায়িক বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহারা ব্রহ্মের কোন বৃহৎ অংশ মায়াগ্রস্ত হইলে তাহাকে 'ভগবান্' বলেন। মায়ামুক্ত অবস্থায় ভগবান্ বলিয়া কোন রূপাদির স্থিতি নাই। কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দর্শন নির্ব্বিশেষবাদীর ভাগ্যে ঘটে না। শুদ্ধভক্ত জানেন—শ্রীভগবান্ মায়াধীশ। তিনি কখনও মায়াগ্রস্ত হইতে পারেন না। তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তিগণসহ নিত্যকাল অনন্তরূপে বিলাস-পরায়ণ। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ প্রাকৃত নহে। তাহা সচ্চিদানন্দ বস্তু। তাহা নিত্যকাল গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামে বিরাজিত আছেন। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে তিনি তাহা মায়িক জগতেও প্রকটিত করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রধানতঃ তিন শক্তি হইতে বৈকুণ্ঠজগৎ, মায়িক জগৎ ও জৈবজগৎ প্রকাশিত। বৈকুণ্ঠ জগৎ ও জৈব-জগৎ নিত্যবস্তু। মায়িক জগৎ তাঁহার জড়াশক্তি হইতে প্রকাশিত। তাহার বর্ত্তমান প্রকাশাবস্থা মহাপ্রলয়ে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মাকারে জড়া-শক্তিতে অবস্থান করে; পুনরায় ভগবদিচ্ছায় তাহা প্রকাশিত হয়। নির্ব্বিশেষ-বাদীর নিকট এই জড় জগৎটী মিথ্যা অর্থাৎ ইহার অস্তিত্বের আত্যন্তিক অভাব

আছে বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ব্যতীত কোনরূপ বৈশিষ্ট্যকে ভ্রমাত্মক মায়াগ্রস্ত বিচার বলিয়া ধারণা করেন। তাঁহারা রজ্জুতে সর্প দর্শনের ন্যায় মায়িক জগতের তাৎকালিক সত্যত্ব ও ভ্রমাত্মক দর্শন বলিয়া মনে করেন। জৈব-জগতের অস্তিত্বও তাঁহার নিকট তদ্রূপ মায়িক ভ্রম। মায়ামুক্ত অবস্থায় জীব বলিয়া কিছুই নাই। ভক্তের নিকট ব্রহ্মের যে অনন্ত বিলাস ও বৈশিষ্ট্য, নির্ব্বিশেষবাদীর নিকট তাহা অপ্রকাশিত। তাঁহারা বস্তুকে 'নির্ব্বিশেষ এক' বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু ভক্তের নিকট উহা 'সবিশেষ এক'রূপে প্রকাশিত। বস্তুতে 'বিশেষ' ধর্ম্ম বর্ত্তমান বলিয়াই যে মায়িক জগতে বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হইতেছে, তাহা কেবলাদ্বৈতবাদিগণ উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের এই বিচার শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই কারণে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র ও সনকাদি চতুঃসম্প্রদায়াচার্য্যগণ কর্ত্তৃক এই বিচার সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত-বিখণ্ডিত। সর্ব্বোপরি, শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণ ও কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীকে ভক্তিধর্ম্মে আনয়ন করিয়া অদ্বৈতবাদের অসিদ্ধিই জগৎকে শিক্ষা-প্রদান করিয়াছেন।

ভাই! বিষ্ণু ভক্তির বিপরীত যাবতীয় বিচার আসুরিক বিচার। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

অসুরগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুকে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিয়া বিষ্ণুর পদটী দখল করিতে চেষ্টা করে। তাহারা কখনও নিজকে বিষ্ণু অপেক্ষা হীন জ্ঞান করিয়া সেবা করিতে প্রস্তুত নহে। কেবলাদ্বৈতবাদীরাও তাই সেবা বা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মূলমন্ত্র "সে ঽহম্" বিচারের তাৎপর্য্য—আমিই সেই তত্ত্ব। তাঁহাতে আমাতে কোনপ্রকার ভেদ নাই। সুতরাং তাঁহাদের যে উপাসনা, তাহা 'বৃকাসুরের উপাসনা' ছাড়া কিছু নহে। বৃকাসুর কপট ভক্ত সাজিয়া শিবের নিকট হইতে বর লাভ করিয়া শিবের মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া যেরূপ শিবকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদ্রূপ কেবলাদ্বৈতবাদী উপাস্য তত্ত্বের উপাসনাদ্বারা উপাস্য তত্ত্বের পদটী লাভ করিতে চাহেন। তাঁহাদের এই বিচার আসুরিক বিচার হইতে কোনপ্রকারে ভিন্ন নহে। ভক্ত ইহা অত্যন্ত অপরাধময় বিচার বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা কোনকালেই

সেব্যের পদবীটী গ্রহণ করিতে চাহেন না। পরন্তু বদ্ধ ও মুক্ত সর্ব্বাবস্থায় নিত্য আরাধ্যের সেবা-ই তাঁহাদের একমাত্র কামনা। বৃকাসুর শিবপ্রসাদ লাভ করিয়া শিবকে বিনাশ করিবার যত্ন করিলেও যেরূপ বিফল মনোরথ হইয়া স্বয়ং ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ কেবলাদ্বৈতবাদী 'সোঽহং' বিচার অবলম্বন করিয়া চেতনের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকেন। সিদ্ধাবস্থায় তিনি আনন্দময় ব্রহ্ম, কি নিরানন্দময় ব্রহ্ম হইলেন, তাহা আর তাঁহার বুঝিবার অবকাশ কোথায়? তথায় ত তাঁহার কোনরূপ অনুভব শক্তিও থাকে না; সুতরাং কে-ই বা সেই আনন্দ লাভ করিবে? ভাই, ভক্তগণ তদ্রূপ মূঢ় নহেন, তাঁহারা আনন্দময়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া নিত্যকাল সেবানন্দ লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হন—ইহাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ চতুরতার পরিচয়। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

চালনী ও সূচ

ভায়া হে! তোমার সহিত আমার অনেকদিনের বন্ধুত্ব। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহার সাক্ষাতেই তোমার সহিত হাস্যরস-কৌতুকাদিতে সখ্যভাবে জীবন কাটাইয়াছি। কিছুকাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় না। সুতরাং প্রাণের কথাও বলিবার সুযোগ পাই না। তোমার লীলাখেলা, বিদ্যাবুদ্ধি, লেখাপড়া কতদূর কি শিখিয়াছিলে, তাহা সবই আমার জানা আছে। সেইসব পুরাতন কথা অনেকেরই অজ্ঞাত। সুতরাং তাহা সকলকে জানাইবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

লোকমুখে শুনিলাম,—তুমি নাকি গৌড়ীয়ে প্রবন্ধ লিখিতে শিখিয়াছ। সেই প্রবন্ধে আমার সহিত তোমার বন্ধুত্বের অনেক পরিচয়ও নাকি দিয়াছ। খুব আনন্দের কথা! ভায়া হে! সেই প্রবন্ধটী আমার নিকট পাঠাইলে না কেন?—ভয় কি ছিল? যাহা হউক, লোকমুখে অনেক কথাই শুনি। তাহা সমস্ত বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে একটী কথা আমার স্মরণ হইতেছে, তাহা নিম্নে তোমাকে জানাইতেছি,—

মুসলমানেরা হিন্দুর সহিত যুদ্ধ করিবার সময় সম্মুখে গরু রাখিয়া যুদ্ধ করে। কারণ ভাইসাহেবেরা জানেন,—হিন্দুরা গো-বধ করে না, এমন কি, গরুর গায়ে আঘাত পর্য্যন্ত করে না। সুতরাং তাহারা গো-বধের ভয়ে মুসলমানদের গায়ে

তীর ছুড়িতে বা গুলি চালাইতে পারিবে-না। আমি মনে করিতেছি,—তুমি যে দলে আছ, সেই দলের পাণ্ডারা তোমাকে অবলম্বন করিয়া 'হিন্দুর সহিত মুসলমানের লড়াই'এর নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা জানেন, তোমার সহিত আমার খুব নিবিড় বন্ধুত্ব আছে। তোমার নাম দিয়া কিছু বিরুদ্ধ কথা প্রকাশ করিতে পারিলে, তোমার সহিত বন্ধুত্বের খাতিরে আমি তাহার প্রতিবাদ করিব না; নির্ব্বিবাদেই তাঁহাদের অসদুদ্দেশ্য সাধিত হইবে। কিন্তু ভাই! সত্য-প্রচার করিতে গিয়া বন্ধুত্বের খাতির রাখা কি উচিত?

তুমি 'চৌমাথা সমালোচকের গবেষণা' আদৌ ধরিতে পার নাই। তোমার ঘটে সে বিদ্যা নাই। তোমাকে প্রভুপাদ মায়াপুর হইতে নবদ্বীপের স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠাইতেন। বহুভাবে চেষ্টা করিয়াও তিনি তোমাকে পঞ্চম শ্রেণীর বেশী পড়াইতে পারেন নাই। তাহার পর সরস্বতীর বরে 'ঘসিয়া-মাজিয়া' অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। তুমি সংস্কৃত শিখিলে কোথায়? তোমার বিদ্যার দৌড় আমার ভালরূপ জানা আছে বলিয়া, ঐ প্রবন্ধটী তোমার নিজের লেখা কিনা, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। এইজন্যই আমি হিন্দু-মুসলমানের লড়াইএর উপমাটী দিয়াছি।

তুমি ভাই, চালুনী হইয়া সূচের ছেঁদা খুঁজিতে গেলে কেন? তোমার নিজের ছেঁদাগুলি কি দেখিতে পাও না? তুমি 'শুষ্ক গ্রাম', 'স্নিগ্ধ পল্লী' প্রভৃতি কয়েকটী উপমা ভারী চমৎকার দিয়াছ। 'কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন'। ভাই, 'পঞ্চানন' কাহাকে বলে জান? যদি না জানিয়া থাক অথবা যদি তোমার বিস্মরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমি তোমার পুরাতন বন্ধু। বাল্যকালের কথা একেবারে কি বিস্মরণ হওয়া উচিত? 'পঞ্চানন' বলিলে পাঁচটী মাথা বুঝায়। তোমার ভাই একটী মাথা কেন? এই ১টী মাথা লইয়াই 'পঞ্চানন' নাম গ্রহণ করিলে কেন? ইহা কি একেবারে ভুলিয়া গেলে? জলমগ্ন গ্রামের 'শুষ্কগ্রাম' নাম শুনিয়া নাক সিঁটকান তোমার উচিত হয় নাই।

'স্নিগ্ধপল্লী'র ইতিহাস আমার জানাইতে লজ্জা বোধ হয়। কলিকাতার মধ্য-প্রদেশে 'বৌবাজার' নামে একটী পল্লী আছে। তুমি কি তথায় উক্ত নামের অনুরূপ দ্রব্য খুঁজিতে গিয়াছিলে? ভাই, সেখানে আদৌ 'বৌ' বিক্রয় হয় না। তবে তথায় স্নিগ্ধ দ্রব্যের অভাব দেখিয়া কলুর ন্যায় সরিষার তৈলের ঘানি ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে কেন? তুমি দীক্ষাপ্রভাবে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া ঘানি

মার্কা তৈলের ব্যবসা দ্বারা কি-প্রকারে দ্বিজত্ব বজায় রাখিলে? ইহাতে কি তোমার গুরুসেবা বৃদ্ধি পাইল, না—কমিল?

শ্রীল প্রভুপাদ তোমাকে আদর করিয়া তোমার নাম রাখিয়াছিলেন,—পরমানন্দ ব্রহ্মচারী। এখন তোমার সেই ব্রহ্মচারী নাম বদল হইল কেন? তুমি বলিতে পার—আমি 'ব্রহ্মচারী' অপেক্ষা 'দাস অধিকারী' পদবীটী অধিক গৌরবময় মনে করিয়া উহাই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু দার পরিগ্রহ না করিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য জীবন তুমি পরিবর্ত্তন করিলে কেন? প্রভুপাদ ত' তোমাকে এইরূপ অধঃপতিত হওয়া সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন। তুমি সেই গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়াই কি গুরুদেবের পরাকাষ্ঠা দেখাইলে? বল দেখি, তোমাকে যদি 'অতিবাড়ী' বলি, তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে? তুমি গুরু-সেবায় পরমানন্দ লাভ না করিয়া সুধা (?) পানে পরমানন্দ লাভ করিলে কেন? শ্রীল প্রভুপাদ তোমার উদ্বাহ ক্রিয়ারূপ ঐ অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য যশোহর জেলার অন্তর্গত কাশীনগরে তোমার এই বন্ধুকে পাঠাইয়াছিলেন। আমি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তোমার গুরুদ্রোহিতা হইতে তোমাকে নিরস্ত করিতে পারি নাই। এখনও যে তোমার কিছু করিতে পারিব, এরূপ মনে হয় না। তথাপি শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সংরক্ষণের যত্ন করাই আমার কর্ত্তব্য। শ্রীল প্রভুপাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া, বিশ্বস্ত বা 'ট্রাষ্টি' (Trustee) নাম গ্রহণ করা অথবা শ্রীল প্রভুপাদের সেবা না করিয়াই 'সেবাইত' হইতে যাওয়া কি 'অতিবাড়ী'র লক্ষণ নহে?

শ্রীল প্রভুপাদ কখনই একথা স্মরণ করেন নাই যে, তাঁহার স্নেহের পরমানন্দ গুরু-গৌরাঙ্গের সেবা বাদ দিয়া কলুর বলদের ন্যায় ঘানি ঘুরাইয়া তৈলের ব্যবসা করিয়া স্নেহের প্রতিদান দিবে। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীমান্ পরমানন্দ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা উপনয়ন-সংস্কার লাভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকেই 'শূদ্র' বলিয়া আখ্যা দিয়া তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করিবার চেষ্টা করিবে। ভাই পরমানন্দ! তুমি যদি স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞা করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে ঐরূপ অযথা কটূক্তি করিয়া থাক, অথচ তুমি প্রভুপাদের আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিতে চাহ, তাহা হইলে 'বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বুদ্ধকে অধিক' এই বাক্যদ্বারা তোমাকে নির্দ্দেশ করিলে কি অন্যায় হইবে? তাই বলি,—চালনী হইয়া সূচের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে যাইও না।

তুমি কাহার আদর্শ গ্রহণ করিলে, ভাই? শ্রীল প্রভুপাদের ন্যায় জীবন্ত অতিমর্ত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইয়া দুর্ব্বল-হৃদয় মধুসূদনকে মহাজন মনে করিলে কেন? শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত মধুসূদনদাস ব্রহ্মচারী প্রভুপাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছিল। তুমি তাহাকেই তোমার আদর্শ মনে করিলে! প্রবৃত্তিমার্গে চালিত ব্যক্তিকেই তুমি বহুমানন করিলে! শ্রীল প্রভুপাদের নিবৃত্তি-মার্গের আদর্শ তোমার ভাল লাগিল না। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—এই উপদেশ বাক্যটী মানিলে না কেন?

আরও একটী কথা বলি, ভাই! রাগ করিও না। তুমি প্রভুপাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইয়া, রবিঠাকুরের সপরিবারে নাটক-অভিনয়ের আদর্শ মঠ-মন্দিরে ভক্তি-সাধনের ছলে চালাইয়া দিয়া একটী নূতন মতের সৃষ্টি করিলে কেন? মঠ-মন্দিরে প্রাকৃত নাচ-গান তৌর্য্যত্রিকাদি অবৈধ, ইহা কি তুমি জান না? তোমার পুত্র-কন্যা সকলে মিলিয়া তোমার স্ত্রীর আনুগত্যে শ্রীধাম মায়াপুরের মঠ-মন্দিরে প্রহ্লাদ-চরিত্রের অভিনয়ে নাচগান করিয়াছে। তোমার এইরূপ করা কি ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে? শ্রীল প্রভুপাদ প্রকট থাকিলে কি তুমি ইহা করিতে পারিতে?—না, তোমাকে তিনি কখনও ইহা করিতে দিতেন? তোমার ঐ নাচগান প্রবর্ত্তনের পর এবৎসরও উপাসনা-মন্দিরে বা ভজন-ক্ষেত্রে যাত্রাগান, রঙ্গ-তামাসার প্রবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। তুমি সপরিবারে ইহার জন্য দায়ী।

অনেক পত্রে, অনেক স্থানেই তুমি তোমাকে মায়াপুরের 'সেবাইত' বলিয়া পরিচয় দাও; তোমাদের দলের একখানা সংবাদপত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘে তোমাকে 'সহকারী-সভাপতি'রূপে নাম জাহির করিতে দেখা যায়। এই সমস্ত পদবীর সুযোগ লইয়া প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরে একটা নূতন মত প্রবর্ত্তন করিতে বসিয়াছ। একটা নূতন কিছু না করিলে তোমার পদ-মর্য্যাদা থাকে না। সুতরাং "নূতন কিছু কর রে ভাই, নূতন কিছু কর"।

এখন চিন্তা করিয়া দেখ, "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—এই বাক্যটী তোমার ন্যায় পঞ্চাননের স্কন্ধে চাপাইলে দোষ হইবে কি? তবে এ বাক্যের দ্বারা তোমাকে আমি মুনি-ঋষি সাব্যস্ত করিতেছি, তাহা মনে করিও না। তাই বলি, ভাই! সহস্র ছিদ্র চালুনী হইয়া সূচের ছিদ্র খুঁজিতে যাইও না। চালুনীর স্বভাব—ভাল জিনিস বাহির করিয়া দিয়া ছাইপাঁস লইয়া থাকা অর্থাৎ সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অসৎসঙ্গে মগ্ন হওয়া। কিন্তু ভাই, সূচের ধর্ম্ম অন্যরূপ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শুভেচ্ছায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিয়ামকত্বে এ বৎসর শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা অতি সুষ্ঠুভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্রাধিক যাত্রী ইহাতে যোগদান করিয়া উক্ত সমিতির সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তনানুগমনে নবধা-ভক্তির পীঠস্থান, শ্রীমন্দিরাদি, ভক্ত, তুলসী পরিক্রমা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্ব-স্ব মানব-জীবন সার্থক করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের অহৈতুকী কৃপায় পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের কোনপ্রকার ক্লেশ, শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই পরিদৃষ্ট হয় নাই। যাত্রিগণের আহার-বাসস্থানাদির সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য সুবন্দোবস্ত রাখা হইয়াছিল। পথশ্রান্তি ও ক্লান্তি নিবারণের জন্য দূরবর্ত্তী পরিক্রমাপথে যাত্রিগণের প্রসাদ, জলখাবার, সরবৎ প্রভৃতিরও ব্যবস্থা ছিল। সমিতির নিয়ামক-মহারাজের অদ্ভুত পরিচালন কৌশলে যাত্রিগণের কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই।

পরিক্রমাকালে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঘণ্টা, করতালের মধুর ধ্বনি সুমধুর শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত মিলিত হইয়া দশদিক্ মুখরিত করিয়াছিল। ভগবদিচ্ছায় কখনও কুয়াসা, কখনও মেঘমালা সমাগত হইয়া যাত্রিগণকে ছায়া-প্রদানপূর্ব্বক উৎফুল্লচিত্তে স্নিগ্ধভাবে দর্শন-পরিক্রমাদির সুযোগ দিয়াছিল। ভক্তির অনুষ্ঠানে দৈব প্রতিকূল না হইয়া অনুকূলভাবেই ভক্ত-ভগবানের সেবায় সহায়তা করিয়াছে। পরিক্রমাকালে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিভিন্ন লীলাস্থলীর সর্ব্বত্রই গৌর-নিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য', 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ' ও শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-বিরচিত 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ-মুখে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি-সহযোগে যাত্রিগণকে ধামের চিন্ময় মহিমা সম্বন্ধে অবহিত করা হয়।

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা-দিবসে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ভক্ত-যাত্রী-সহযোগে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজের অনুগমন করেন। গৌর-জন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), ভক্তিবিজয় ভবন, জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির, চতুষ্কোণে চারি সম্প্রদায়ের মূল-আচার্য্য-সমন্বিত শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-প্রাণজীউর শ্রীমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের

সমাধি-মন্দির প্রভৃতি উদ্দণ্ড নৃত্য-গীত-সহযোগে পরিক্রমা ও দর্শন করা হয়। শ্রীগৌর-জন্মভিটায় ও শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দিরে পূজনীয় কেশব মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও গবেষণাপূর্ণ যে বক্তৃতা প্রদান করেন, সময়ান্তরে শ্রীপত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইবে।

১১ই ফাল্গুন ১৩৫৯, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩, সোমবার—গৌরযোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করা হয় এবং ১৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আত্ম-নিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে পরিক্রমা সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-পূর্ণিমা ও শ্রীজন্মোৎসব

১৬ই ফাল্গুন, শনিবার—শ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-বাসরে নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌর-জয়ন্তী-তিথির আরাধনা হইয়াছে। ঊষঃকাল হইতেই বন্দনা, কীর্ত্তন, পাঠ ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণমুখে উপবাস-সহযোগে এই ভুবনমঙ্গলময়ী তিথিপূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। ভক্তগণ সকলেই এই দিবস দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা সুষ্ঠুভাবে ব্রতোদ্‌যাপন করিয়াছেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গৌরাবির্ভাব-কালে অর্চ্চন ও ভোগরাগ হয়। সেইকালে ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাবের আরাধনা করেন।

অদ্য ৩জন মহাত্মা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। রাত্র ৮টার পর সমিতি-কর্ত্তৃক আহূত এক মহতী সভায় তাঁহারা পরপর বক্তৃতা প্রদান করিয়া নিজেদের দৈন্যোক্তি জ্ঞাপন করেন। পরে সভাপতি-মহারাজের বক্তৃতা ও ছায়াচিত্র যোগে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজের গৌরলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

১৭ই ফাল্গুন, রবিবার—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্র নৈবেদ্যাদি ভোগরাগ হইয়াছিল। ঐ দিবস পরিক্রমার যাত্রিগণ ব্যতীত অসংখ্য ধামবাসিগণের সমাগম হয়। তাঁহারা সকলেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করেন।

আমরা এস্থলে একটী বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না,—পূর্ব্ব পাকিস্তানের ভক্ত-সজ্জনমণ্ডলী এবৎসর পাশপোর্টের (Passport) বিভ্রাটে পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে পত্রাদির দ্বারা দৈন্যার্ত্তি জ্ঞাপনমুখে অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দৈন্যার্ত্তিই করুণাবতার

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের অমায়ার কৃপা-কটাক্ষ-লাভের সহায়ক হইয়াছে। আমরা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাই,—তাঁহারা পরিক্রমায় যোগদান করিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত-চিত্তে ধামেশ্বরের দর্শনলাভ ও শ্রীধাম পরিক্রমার জন্য ব্যাকুলিত হইয়া যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রেমকল্পতরু শ্রীগৌরহরি তাঁহাদের শ্রীধাম পরিক্রমা-সেবার সফলতা প্রদান করুন এবং প্রতিবৎসরই নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ধামে আকৃষ্ট করাইয়া ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের সুযোগ দান করুন।

পরিশেষে, শ্রীপরিক্রমার উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যাঁহারা নানা-প্রকারে আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জিলান্তর্গত কল্যাণপুর-নিবাসী শ্রীযুত গজেন্দ্রমোক্ষণ দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবা-চেষ্টা আদর্শ-স্থানীয়।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস

গত ১৬ই ফাল্গুন শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীপাদ আনন্দগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীপাদ পূর্ণানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর গোস্বামী (ব্রহ্মচারী) মহোদয়গণ কায়-মন-বাক্যে শ্রীহরিভজনের সঙ্কল্প লইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** অনুকম্পা লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান সন্ন্যাস-নাম যথাক্রমে—**ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ।**

১। শ্রীপাদ আনন্দগোপাল প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত। ইনি দীর্ঘকাল যাবৎ বিচিত্রছন্দে সুমধুর পদ্য, গীত ও প্রবন্ধাদি দ্বারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইনি সঙ্গীত-বিদ্যায় পরম নিপুণ। ইঁহার সুললিত কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ইনি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট প্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া চিরদিনই অনিত্য সংসারের স্ত্রী-পুত্রাদির মোহে অনাসক্ত। অদ্য যতি বেষাশ্রয় করিয়া তিনি তাহারই পরিচয় প্রদান করিলেন।

২। শ্রীপাদ পূর্ণানন্দ প্রভু ও জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত। পরমার্থই মনুষ্য-জন্মের উদ্দেশ্য—ইহা উপলব্ধি করিয়া ইনি দুর্জ্জয় স্ত্রী-পুত্র-সম্বন্ধ ছেদন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু-চেষ্টা সকলের আদর্শ। স্বামীকে গুরু-পাদপদ্মের সেবায় বাধা দান না করিয়া

তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ অনুমোদন করিয়াইঁহার সহধর্ম্মিণীও আদর্শ-স্থানীয়া হইয়াছেন। আমরা সকল মহিলা-ভক্তগণকেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ করি।

৩। শ্রীপাদ কৃষ্ণসুন্দর ব্রহ্মচারী প্রভু পরমহংস শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধুনা তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেবের নিকট হইতে পুনঃ দীক্ষা, ও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৫২ বৎসর; কিন্তু তাঁহার আকৃতি ও সেবা প্রকৃতি হইতে তাঁহাকে যুবক বলিয়াই মনে হয়। তিনি সৎসঙ্গে অবস্থান করিয়া অবশিষ্ট দিনগুলি শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবায় অতিবাহিত করিবেন জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপ্রণ দামোদর মহারাজ

প্রচার-প্রসঙ্গ

চুঁচুড়ায়ঃ—শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিগত ৮ই আষাঢ় ১৩৫৯. ইং ২২শে জুন ১৯৫২, রবিবার—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও **শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব**-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস গদাধরাভিন্ন-তনু শ্রীল ঠাকুরের পূত চরিতাবলী ও তাঁহার জগন্মঙ্গলকর উপদেশ-নির্দ্দেশাদি বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

এবৎসর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বহু যাত্রীসহ শ্রীপুরীধামে রথযাত্রায় যোগদান করিলেও, উক্ত মঠে গত ৯ই আষাঢ়, ২৩শে জুন, সোমবার হইতে ১৮ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত দশদিবসব্যাপী শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন, **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**, শ্রীহেরাপঞ্চমী ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের **পুনর্যাত্রা**-মহোৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। গুণ্ডিচামার্জ্জন, হেরাপঞ্চমী, রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা প্রসঙ্গ আলোচনা-মুখে প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইয়াছিল। পুনর্যাত্রা-দিবসে সমাগত ভক্ত ও জনসাধারণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর, রবিবার—চৌমাথাস্থ নগেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহামায়া সাধু ও জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে সমিতির সভাপতি-আচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** তাঁহাদের ভবনে রাত্র ৮টার সময় কৃপাপূর্ব্বক হরিকথা আলোচনামুখে বহু উপদেশ প্রদান করেন। মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধেই তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে অবহিত করেন। তাঁহার অমৃতময়ী বাণীশ্রবণে সকলেই বিশেষ

পরিতৃপ্ত হন। অতঃপর শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

বিগত ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর, বুধবার—রায়সাহেব শ্রীযুত মুণীন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সাধু এম্, এস্, সি মহোদয়ের চৌমাথাস্থ বাসভবনে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় **আচার্য্যদেব** শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা-মুখে গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য আলোচনা করেন। আচার্যদেবের সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হন এবং বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল নিরীশ্বর সমাজের উন্নতিকল্পে এইরূপ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

গত ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩, বৃহস্পতিবার ও ২৩শে মাঘ, শুক্রবার দিবসদ্বয় শীলগলিস্থ **"আদি হরিসভার"** বার্ষিক অধিবেশনে কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ আহ্বানে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** তথায় বক্তৃতামুখে তত্ত্ববিষয়ক বহু জটিল সমস্যার সমাধান করেন। আলোচনাকালে তিনি বর্ত্তমান নিরীশ্বর শিক্ষার প্রতিরোধে আদর্শ হরিসভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলকেই উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি আরও বলেন,—উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট হইতেই ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করত অধিকারভেদে অনর্থ-নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে ভাগবতাদি শাস্ত্র-শ্রবণ মঙ্গলজনক। আম্নায় বা গুরুপারম্পর্য্য স্বীকার ব্যতীত শ্রবণ সুষ্ঠু হয় না। অনর্থযুক্ত-অবস্থায় অনর্থমুক্তের ভাণ করিয়া শ্রীরাস-লীলাদি শ্রবণ করিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণ-লীলা অপেক্ষা গৌর-লীলাই আমাদের প্রতি অধিক কৃপাময়ী। আমরা প্রাকৃত জীবকে যেন কখনও 'ভগবান্' না বলি, আবার ভগবানকেও কর্ম্মফলবাধ্য জীব বলিয়া মনে না করি—ইহা আসুরিক চিন্তা। শক্তি-শক্তিমান্-তত্ত্বের পৃথকাবস্থা--শ্রীরাধাকৃষ্ণ, এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু--শ্রীগৌর-সুন্দর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার সম্পূর্ণ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি।

স্বামিজী-মহারাজের শাস্ত্রযুক্তিমূলে সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারে সমাগত বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী প্রকৃত সত্যকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করেন। আমরা "আদি-হরিসভার" কর্ত্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের পর বিগত ২৮শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ, মঙ্গলবার হইতে ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত **শ্রীগৌড়ীয়**

বেদান্ত সমিতির আচার্য্যপাদ দেপাড়াস্থ "ত্রিতাপশান্তি নিকেতন" হরি-সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় দিবস-ত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যসমূহ আলোচনা করেন। পাঠমুখে, বিশেষতঃ মুক্তির তারতম্য ব্যাখ্যামুখে সভাপতি স্বামিজী-মহারাজ—দেবতা ও বৈষ্ণবগণের তারতম্যমূলক বিচার প্রদর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম

তিনি বলেন—বিষ্ণু হইতেও বিষ্ণুভক্তের আরাধনা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তের সেবা দ্বারাই বিষ্ণু-সেবা লাভ হয়। পরমভক্ত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ বসুদেব ভগবানকে পুত্র-রূপে লাভ করিয়াও শ্রীনারদ-ঋষির যথোচিত পূজাবিধান করিয়া ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। যিনি যত উন্নত, তিনি নিজেকে ততই দীন-হীন জ্ঞান করেন। আমাদিগের "ত্রিতাপশান্তি" করিতে হইবে সত্য, কিন্তু উহাই চরমাবস্থা নহে। রোগমুক্তির পর পূর্ণস্বাস্থ্য ও পূর্ণানন্দ-লাভ প্রয়োজন। তত্ত্ববস্তুকে লাভ করা চাই। গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি না করিয়া সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে উহা লাভ করিতে পারা যায়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ-বশতঃ ভগবানকে আমরা ভুলিয়া আছি। কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গে আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গলের কোনও সম্ভাবনা নাই। পরমমুক্ত-পুরুষগণও শ্রীভগবানের উপাসনা করেন; এস্থলে উপাসনাই প্রয়োজন—ইহাই উপাসনার নিত্যত্ব ও বৈশিষ্ট্য। ভগবানের সহিত মিশিয়া গেলে বা ব্রহ্মত্ব লাভ করিলে কে আনন্দ উপভোগ করিবে? চিজ্জগতে নিত্য ভেদ বা বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই এজগতেও আমরা তাহার আভাস লক্ষ্য করিয়া থাকি। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগচেষ্টার হত হইয়া ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করিলেই মুক্তি লাভ সম্ভব। শ্রীনামের দ্বারাই তাহা সুলভ হয়। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিলেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তিরই বশ ইত্যাদি।

আচার্য্যদেবের ৩ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ সমাপ্ত হইলে আরও চারিদিবস উক্ত হরিসভায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীরাম-লীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা হয়। তন্মধ্যে ১ম, ৩য় ও ৪র্থ দিবসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও ২য় দিবসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ বক্তৃতা করেন।

—প্রকাশক

বাঙ্গালার বাহিরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তি-বেদান্ত মহাশয় এলাহাবাদে এলেনগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন পাল বি, এ, অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট অডিটার মহাশয়ের ভবনে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় এবং চক্ মহাজনী টোলায় শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরজীউর শ্রীমন্দিরে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রূপ-রঘুনাথের আনুগত্যে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় সহজিয়া এবং অন্যান্য রূপানুগ-বিরুদ্ধ অপসম্প্রদায়ের প্রাকৃত 'লীলাকীর্ত্তনের' প্রতিবাদ করিয়া তিনি স্থানীয় ইংরাজী পত্রিকা 'The

Leader' ও 'Amrita Bazar Patrika'তে নিম্নলিখিত চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন (A. B. P.—16. 3. 53); যথা—

Sir,—Of late there has been a move to get "Leela Kirtan" included in the programme of A. I R. It may be stated as warni g that "Leela Kirtans" are meant for one who has transcended the sensuous stage of existence. They are meant neither for the novice devotee nor for the ordinary people. They are not to be enjoyed by sense-perception, and Sree Chaitanya Mahaprabhu after He became a full Sannyasi, used to hear such "Kirtnn" with only four selected devotees during the last 18 years of His appearance at Gambhira. He never indulged in the system of "Leela Kirtan" now enjoyed by a class of men.

It is, therefore, suggested that instead of "Leela Kirtan" let such devotional songs be introduced as was sung by Thakurs Sreela Narottam, Sreela Lochandas, Sreela Bhaktivinode. These "Bhajans" can gradually awaken in man the dormant love for Lord Krishna as He really is. And without attaining such stage of linkup with the Personality of Godhead, 'Leela Kirtan' will simply be fuel to the sense of man.

Let us not be misguided in our theistic cultural advancement by mundane whims.

—A. C. Bhaktivedanta, Allahabad.

শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরজীউর মন্দিরটি মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত। এবং শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর অধস্তন শিষ্য-সম্প্রদায় এই মন্দিরের পূজারী। তাঁহারা সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথায়, বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মহাজন এবং গোস্বামীবর্গের শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধাবান্। তাঁহাদের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত কিছু কিছু আলোচনা আছে। সুতরাং পশ্চিমদেশে তাঁহাদের সহযোগে প্রচারকার্য্য ভাল হইতে পারে—এরূপ আশা করা যায়। প্রচারকগণের উৎসাহ থাকিলে পশ্চিমদেশে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর যশঃ ও কীর্ত্তি বিজয় লাভ করিবে।

শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত মহাশয়ের প্রচারকার্য্যে শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন পাল, শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসীদাস ভট্টাচার্য্য, শ্রী পি. সি. রায়, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ঝাঁসীর বেদ-বেদাঙ্গ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাকর মিশ্র M. Sc. A. B. I. M. S. কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ মহাশয়গণের ধর্ম্মালোচনায় আগ্রহ ও সৎচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—নিজস্ব সংবাদদাতা-কর্ত্তৃক প্রেরিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৫ মধুসূদন, ৪৬৭ গৌরাব্দ
বৃহস্পতিবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৬০; ইং ১৪।৫।৫৩ | ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্

[শ্রীল-শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতম্]

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥১॥

নানাশাস্ত্র বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।

রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥২॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দ-গানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৩॥
ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতি-শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৪॥
কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতো জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৫॥
সংখ্যাপূর্ব্বক-নামগান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্ত-দীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৬॥
রাধাকুণ্ড-তটে কলিন্দতনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৭॥
হে রাধে ব্রজদেবিকে! চ ললিতে! হে নন্দসূনো! কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৮॥

শ্রী শ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন ও নৃত্যগীত-পরায়ণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতের সমুদ্র-স্বরূপ ও বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেরই প্রিয়, যাঁহারা সকলের প্রিয় আচরণ করেন, যাঁহারা মাৎসর্য্য-লেশশূন্য, সর্ব্বলোক-পূজ্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র এবং যাঁহারা ইহলোকে জীবোদ্ধার করিয়া ভূভার হরণ করেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণকে বন্দনা করি ॥১॥

যাঁহারা বিবিধ-শাস্ত্র-বিচারে পরম-নিপুণ, সদ্ধর্ম্মের স্থাপন-কর্ত্তা, মানবগণের পরম মঙ্গলকারী, ত্রিভুবন-পূজ্য, আশ্রয়-দাতা ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের পদারবিন্দ-ভজনানন্দে প্রমত্ত-মধুকর-সদৃশ, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের স্তুতিগান করি ॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ বর্ণনে যাঁহাদের একান্ত আগ্রহ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-গুণগানামৃত-সেচনে জীবের পাপ-তাপ শান্তি করেন, যাঁহারা আনন্দ-জলধি-বর্দ্ধনে সুনিপুণ ও যাঁহারা কৈবল্য-মুক্তিকে ধিক্কৃত করিয়া তাহা হইতে জীবকে রক্ষা করেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণকে প্রণাম করি ॥৩॥

যাঁহারা অসংখ্য মণ্ডলপতিদিগের সঙ্গকেও ঝটিতি তুচ্ছবৎ পরিত্যাগ করত কৃপাপূর্ব্বক দীনহীনগণের রক্ষক হইয়া কৌপীন-কন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা গোপীপ্রেম-রসামৃত-সিন্ধু-তরঙ্গে সদাই নিমগ্ন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামি-পাদগণকে অভিবাদন করি ॥৪॥

কোকিল, হংস, সারস, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের মধুর কলধ্বনি-নিনাদিত ও বিবিধ-রত্ননিবদ্ধ-মূলবিশিষ্ট-বৃক্ষরাজি-সুশোভিত শ্রীবৃন্দাবনে যাঁহারা দিবানিশি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিতেন এবং যাঁহারা হৃষ্টচিত্তে জীবের মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণকে নমস্কার করি ॥৫॥

যাঁহারা সংখ্যাপূর্ব্বক নাম-গ্রহণ, কীর্ত্তন, প্রণাম ও স্তব করিয়া সময় অতি-বাহিত করিতেন, যাঁহারা আহার-বিহার-নিদ্রাদি জয় করিয়াছিলেন, যাঁহারা অত্যন্ত দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেন এবং যাঁহারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের গুণ-

মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইতেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণকে প্রণাম করি ॥৬॥

যাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ত হইয়া অশেষ-বিধ দশা প্রাপ্ত হইতেন—কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন, কখনও বা হরি-গুণ গান করিতেন, কখনও বা আনন্দ বশে ভাবাভিভূত হইতেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের স্তুতিগান করি ॥৭॥

"হে ব্রজদেবি শ্রীরাধে! তুমি কোথায়? হে ললিতে! তুমি কোথায়? হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? তোমরা কি শ্রীগোবর্দ্ধনের কল্পতরু-তলে, না কালিন্দী-কূলস্থ বনমধ্যে, তোমরা কোথায়?"—এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহারা নিরতিশয় শোকাতুর হইয়া ব্রজভূমির সর্ব্বত্র ব্যাকুলভাবে পরিভ্রমণ করিতেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণকে বন্দনা করি ॥৮॥

পিতা, আচার্য্য ও গুরু*

অন্তেবাসী—'**পিতা**', '**আচার্য্য**' ও '**গুরু**' শব্দে আমরা কি বুঝিব?

পিতার সংজ্ঞা

আচার্য্য—যাঁহা হইতে পাঞ্চভৌতিক শরীর লাভ করা যায়, যিনি পাঞ্চভৌতিক শরীর পালন করেন, রক্ষা করেন ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি **পিতা**। নীতিশাস্ত্রবিৎ চাণক্য বলেন,—

"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্ত কন্যা বিবাহিতা।
জনয়িতা চোপনেতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।"

অর্থাৎ আহার-দাতা, অভয়-প্রদাতা, শ্বশুর-মহাশয়, জনক এবং সাবিত্র্য-সংস্কর্ত্তা—এই পঞ্চজনকে 'পিতৃ'সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে সাত প্রকার পিতার উল্লেখ আছে,—

---

* এই প্রবন্ধটী 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকার ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ৩-৪র্থ সংখ্যায় 'সংস্কার-সন্দর্ভ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

"কন্যাদাতান্নদাতা জ্ঞানদাতাঽভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ।"

অর্থাৎ শ্বশুর, ভোজনদাতা, শিক্ষক, অভয়-প্রদাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা, বস্তুতঃ যাঁহারা পালন করেন এবং যাঁহাদের পাল্য-বুদ্ধিতে আমরা বাস করি, তাঁহারাই পিতা।

গরুড়-পুরাণে পিতৃ-স্তোত্রে পিতৃগণ-বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, পিতৃগণ একত্রিংশৎ প্রকারে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

আচার্য্য কাহাকে বলে ?

যিনি ব্যাহৃতির উপদেশ করেন ও মৌঞ্জী-বন্ধন-সংস্কারের কর্ত্তা এবং বেদ অধ্যয়ন করান, তিনি **আচার্য্য**। ভার্গবীয় মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চত্বারিংশৎ-সংখ্যক শ্লোকে—

"উপনীয়তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে।" অর্থাৎ শিষ্যকে যিনি বেদমাতা গায়ত্রীর উপদেশ করিয়া কল্প ও নিগূঢ়তত্ত্বের সহিত বেদ অধ্যয়ন করান, তিনিই আচার্য্য।

বেদপাঠ ও আচার্য্যানুগমনের আবশ্যকতা, এবং মনুষ্য ও পশুর পার্থক্য

শিক্ষার অভাবে চিজ্জাতীয় জীব কেবল স্থূল বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া চেতনের সুষ্ঠু-ব্যবহার না করিতে পারিয়া শোকে অভিভূত হইবে, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য **বেদের পঠন-পাঠন**। মানবের সহিত মনুষ্যেতর জীবের পার্থক্য এই যে, মানব পরলোকের বিষয় অনুশীলন করিতে পারে, মানবেতর প্রাণী চেতনের সেরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে যেটুকু চিদাভাসের পরিচালনা করে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতি-প্রসূত মানবেতর প্রাণিগণের চেষ্টা। আচার্য্যের নিকট যে-কাল পর্য্যন্ত মানবক গমন না করেন, তদবধি তাঁহার জ্ঞানের সহিত পাশব-জ্ঞানের অনেকটা সৌসাদৃশ্য থাকে। শোকামর্ষ প্রভৃতি ভাবের অধীন হইয়া মানব পাশব-স্তরে অবস্থিত। তাহা অতিক্রম করিতে একমাত্র আচার্য্যের নিকট গমনই প্রয়োজনীয়। যাঁহারা আচার্য্যের নিকট যাইবার রুচিলাভ করেন না, অথবা পুরুষ-পরম্পরায় শূদ্রাভিমানে বেদাধ্যয়নে অযোগ্য, তাঁহারা চিরদিনই অশিক্ষিত শূদ্র-শব্দবাচ্য। শোকই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি।

পিতার আচার্য্যত্ব

অনেক সময়ে পিতা আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। পিতা অসমর্থ হইলে পৃথক্ আচার্য্যের নিকট বেদের বিভিন্ন শাখাসমূহে অধিকার লাভ করিতে হয়। পিতা অথবা আচার্য্যই উপনয়নের পূর্ব্বে সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাপঞ্চিক দেহধারী জীবকে পাপ হইতে উন্মুক্ত করেন। যাজ্ঞবল্ক বলিয়াছেন—"এবমেনঃ শমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবম্।" অর্থাৎ এই দশ প্রকার সংস্কার দ্বারা শুক্র-শোণিত-জাত দেহের পাপরূপ মল উপনাম প্রাপ্ত হয়।

বদ্ধজীবের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিদ্বয়, পাপ-প্রবৃত্তি ও শূদ্রতা

জীবাত্মার বদ্ধদশায় দুইটী উপাধি। ঐ উপাধিদ্বয় আত্মবস্তু না হইলেও আত্মবৃত্তিতে ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হইবার যোগ্য। স্থূল উপাধিটীর নাম বাহ্য-শরীর, সূক্ষ্ম উপাধিটীর নাম মানস বা লিঙ্গশরীর। অচিজ্জগতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া জীবাত্মা তদন্তর্গত পরিচয়ে জড়বিষয়ের ভোক্তা হ'ন। আবার অচিদনুভূতি-মুক্ত জীবাত্মা হরিসেবা করিয়া ভগবানের ভোগ্য। শুদ্ধ জীবাত্ম-প্রতীতিতে যখন অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ ভোক্তা এবং শুদ্ধজীব ভোগ্য হন, তখন অণুচিৎ জীবাত্মা অভিজ্ঞ; সুতরাং সে-কালে নিজকে ভোগ্য দর্শন করেন ও তাঁহার অনভিজ্ঞতা থাকে না। কেবল পাঞ্চভৌতিক জড়পিণ্ড-প্রতীতি প্রবল থাকায় বদ্ধজীব পশুতুল্য ও শোকগ্রস্ত শূদ্র অভিমান করেন। তাহাতেই তিনি নানাপ্রকার পাপে মতি-বিশিষ্ট হ'ন। পাপ বর্জ্জন করিতে হইলে তাঁহার বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। কষ্ট পাইতে পাইতে তিনি উত্তরোত্তর অধিকতর ক্লেশে পতিত হ'ন।

আচার্য্য-পিতার কৃপায় পুত্রের ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের উন্মেষ

পিতা বেদজ্ঞ আচার্য্য হইলে পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবার উদ্দেশে তাহাকে **দশসংস্কার** দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহের অসুবিধারূপ পাপ হইতে উন্মোচন করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কার বিধান করেন। আচার্য্যের অনুকম্পায় বদ্ধজীব বাহ্য-জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ **পরোক্ষ-জ্ঞান** লাভ করেন। বদ্ধজীবের স্থূলোপাধির জনক ও রক্ষকরূপে মাতাপিতা এবং সূক্ষ্ম-দেহের পালক-পালিকারূপে আচার্য্য ও বেদমাতা **প্রাত্যক্ষ** ও পরোক্ষ-জ্ঞানে সন্তানকে সম্বর্দ্ধিত হইতে দেখেন। আচার্য্যের উপদেশ লাভ করিয়া বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতাক্রমে জীব নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রত হন অথবা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়াবাদের অকর্ম্মণ্যতা আত্ম-বিচারে **উপলব্ধি করেন। ইহাই জীবাত্মার অপরোক্ষানুভূতি।**

শ্রীগুরুতত্ত্ব ; শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় সেবক-ভগবান্

পূর্ব্বোক্ত উপাধিদ্বয় ব্যতীত স্বরূপভূত বস্তু জীবাত্মা উপাধি-সম্পত্তিদ্বয়ের হস্ত হইতে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইলে অবিমিশ্র জীবাত্মা ঐ সম্পত্তিদ্বয়ের অধিকারী বলিয়া আপনাকে অভিমানন করেন। যখন উপাধিমুক্ত আত্মা পূর্ণ চিদ্বিলাসময় ভগবানের সেবনকেই জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি জানেন, তখনই তিনি যে অভিজ্ঞ আচার্য্যের নিকট প্রকৃতির অতীত জ্ঞানলাভ করেন, সেই ভগবৎপর বস্তুই **শ্রীগুরুদেব**। শ্রীগুরুদেব নিত্যবস্তু। তাঁহার সেবক জীবাত্মা নিত্যবস্তু। গুরুদেবের উপাস্য-বস্তু—সচ্চিদানন্দ ভগবান্। সেবকের নিত্য উপাস্য—ভগবান্ ও শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব উপাস্য-বস্তু হইলেও তাঁহার লীলা-বিচিত্রতায় সেবক-সাম্য আছে। অপ্রাকৃত আলঙ্কারিকগণ বলেন,—'বিষয়জাতীয় সেব্যবস্তুই ভগবান্ চিচ্ছক্তিমান্', এবং আশ্রয়জাতীয় শক্তিবর্গই বিভিন্ন রসে বিচিত্র-বিগ্রহ-বিশিষ্ট 'সেবক ভগবান্'। জীবাত্মার শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ অনুভূতিতে শ্রীগুরু-তত্ত্ব আশ্রয়-জাতীয় ভাগবতত্ত্ব হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব।

বদ্ধজীবের ত্রিবিধ জন্ম

বদ্ধজীবের স্থূলদেহের জনক, রক্ষক ও শুভ-চিন্তক—**পিতা**। সূক্ষ্ম-শরীরের জনক, পালক ও শুভানুধ্যায়ী—**আচার্য্য**। এবং অবিমিশ্র নিত্য-জীবাত্মার উদ্দীপক ভগবদভিন্ন-আশ্রয় ও নিত্যবৃত্তির নিত্য-সহায়—**শ্রীগুরু**। স্থূল-শরীরের জন্ম, সূক্ষ্ম-শরীরের জন্ম ও অবিমিশ্র আত্মার প্রকাশ—এই ত্রিবিধ জন্মে বদ্ধ-জীবের যোগ্যতা আছে। জনকসূত্রে আমরা পিতা, আচার্য্য ও শ্রীগুরুদেবকে দেখিতে পাই। **পিতৃত্বে কর্ম্মকাণ্ড, আচার্য্যত্বে জ্ঞানকাণ্ড ও গুরুত্বে ভক্তিকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়।** মনু (২।২৬০) বলিয়াছেন,—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ ॥

[শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্র-জন্ম, পরে উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়, তৎপর যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে; অতএব জন্ম ত্রিবিধ—'শৌক্র' 'সাবিত্র্য' ও 'দৈক্ষ'।]

—শ্রীল প্রভুপাদ

5/2

জীবে দয়া

জীবে দয়ার বাহ্যলক্ষণের অনুসন্ধান

'জীবে দয়া' বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। জীবের প্রতি দয়া করা—বৈষ্ণবের একটী স্বভাব। যাঁহাতে এই স্বভাব লক্ষিত না হয়, তিনি সহস্র সহস্র বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন'—ইহাই মাত্র বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বত্র শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। জীবের প্রতি বৈষ্ণবের দয়া বৈষ্ণবের অন্তঃকরণেই থাকে; তাহার বাহ্য পরিচয় কি, ইহা জানিতে পারিলে উপদেশের তাৎপর্য্য জানিতে পারা যায়। অতএব তাহার বাহ্য-পরিচয় অনুশীলন করিতেছি।

দয়া—মূঢ় জীবের প্রতি, অন্যের প্রতি নহে

'জীবে দয়া'—এই কথাটী কেবল বদ্ধজীব সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, তাঁহাদের প্রতি মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতি দয়া করিতে হয়। জীবের ক্লেশ দেখিয়া যে প্রবৃত্তি চিত্তে উদিত হইয়া জীবের আনুকূল্যে আর্দ্রতা উৎপন্ন করে, তাহার নাম 'দয়া'।

দেহ, মন ও আত্মনিষ্ঠ ক্লেশত্রয়; তন্মধ্যে আত্মনিষ্ঠ ক্লেশই মূল

ক্লেশ তিনপ্রকার অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ, লিঙ্গ-দেহনিষ্ঠ ও স্থূল-দেহনিষ্ঠ। অবিদ্যা-বন্ধন-জনিত স্বরূপ-ভ্রমই আত্মনিষ্ঠ ক্লেশ। তাহাতেই জীবের স্বরূপ যে কৃষ্ণদাস্য, তাহার বিস্মৃতি। ইহাই জীবের মূল ক্লেশ।

মন-নিষ্ঠ ক্লেশ

মায়াবদ্ধ হইয়া মায়িক, অহঙ্কার, বুদ্ধি, চিত্ত ও মনকে জীব স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই তাহার লিঙ্গশরীর। জড়ীয় সত্তাতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিকে মায়িক অহঙ্কার বলি। জড়ীয় বস্তুতে জ্ঞানাদি চর্চ্চাই—মায়িক বুদ্ধি। জড়ীয় জ্ঞানকে সংগ্রহ করিয়া ধারণা করার নাম—মায়িক চিত্ত। জড়ীয় ধর্ম্মের চিন্তা ও বিচারের নাম—মায়িক মন। এই অবস্থাটিই জীবের একটী ক্লেশ। এইস্থলে জড়ীয় পাপ-পুণ্যের উদয় ও বিচার। এই কার্য্য যত হয়, জীব ততই স্ব-স্বরূপ আত্মা হইতে সুদূরবর্ত্তী হইয়া ক্লেশময় মায়িক জগতে অভিনিবিষ্ট হন।

দেহ-নিষ্ঠ ক্লেশ

তাহার উপর মায়িক জগৎ হইতে প্রাপ্ত জীবের স্থূল শরীর। স্থূল শরীরের অভাব, পীড়া, দণ্ড ও বাধ্যবাধকতা—ঐ সমুদায়ই জীবের স্থূল-দেহনিষ্ঠ ক্লেশ। পাপাচরণ ত ক্লেশই বটে। পুণ্যাচরণও আত্মার স্ব-স্বরূপ হইতে দূরবর্ত্তী ক্রিয়া বলিয়া আপাততঃ শুভ মধ্যে পরিগণিত হইলেও ক্লেশ বটে।

জীবের প্রতি দয়াই বৈষ্ণবের স্বভাব

যিনি কৃষ্ণোন্মুখ জীব, তিনি এইসমস্ত ক্লেশ হইতে ক্রমশঃ শিথিল-বন্ধন হইয়া কৃষ্ণানুশীলন-সুখ ভোগ করিতে থাকেন। নিজের যত অসুবিধা হইতে থাকে, তিনি অন্যান্য ক্লিষ্ট জীবের দুঃখে ততই আর্দ্র হইতে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করেন,—'আর কেন অন্য জীবসকল ক্লেশ-বন্ধনে মুগ্ধ-প্রায় হইয়া আছেন। আমি তাঁহার ত্রিবিধ ক্লেশের অপনোদন করিতে যত্ন করিব।' তখন তিনি নিজ কার্য্য না থাকিলেও সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া কৃষ্ণ-নামে রুচি উৎপাদনের যত্ন করিয়া থাকেন। এইটী বৈষ্ণব মাত্রেরই স্বভাব।

শ্রীচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯)

তিনি তখন দ্বারে দ্বারে গিয়া এইরূপ বলিতে থাকেন,—

(শ্রদ্ধাবান্ জন হে!)
নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নাম-হট্ট জীবের কারণ॥
প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
অপরাধ-শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণ-নাম—সর্ব্বধর্ম্ম-সার॥ (গীতাবলী)

ভাগ্যোদয়ে কৃষ্ণোন্মুখতা; সুতরাং জীবের ভাগ্যোদয় করাণই দয়া

দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও এক বৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণ-ভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ কার্য্যে বিশেষ সুখলাভ করেন।

জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তি উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। **যে-স্থলে স্থূল শরীরের রোগ নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণবতা নাই।** যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিছু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সব কার্য্য দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃ-প্রবৃত্তি হয়।

উত্তমাধিকারী বা মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবই সর্ব্বোচ্চ দয়া করিবার অধিকারী, অন্যে নহে

মধ্যমাধিকারী বা উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব হইলে, এই 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হয়। কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবদিগের এ' প্রবৃত্তি প্রথমে থাকে না। বৈষ্ণব-কৃপায় যখন কনিষ্ঠত্ব লোপ হইয়া মধ্যমাধিকার উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি বৈষ্ণব-পদবাচ্য হন এবং 'জীবে দয়া' তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। সর্ব্বোচ্চ বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে 'জীবে দয়া' অত্যন্ত প্রবল ; তিনি বলেন ;—

"জীবের পাপ ল'য়ে মুই করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ।
পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তি-সাধন-মহিমা (৫)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪৫১ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম মহিমা এবে শুন সুধীগণ।
যে কথা শুনিলে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
ভক্তি-সাধনই হয় ভক্তি-সদাচার।
বেদ-পুরাণেতে তাহা আছয়ে বিস্তার॥
ভক্তি-সদাচার শাস্ত্রে যা আছে বর্ণন।
কৃষ্ণ-শরণ তার প্রথম লক্ষণ॥

শরণাগতি

দুর্লভ হরিপ্রেম সাধ্যের সাধনে।
সহজ উপায় যা' ছিল নিজ-মনে॥
'জীবে দয়া' করি' কৃষ্ণ গোরা-রূপ ধরি'।
শিখালো **শরণাগতি** ভবে অবতরি'॥
হরি-পদে দৈন্য, সদা নিজ নিবেদন।
পালক-রক্ষক জানি' বিশ্বাস-পালন॥
ভক্তি-অনুকূল কাজ করিয়া স্বীকার।
প্রতিকূল মত ছাড়ি' লভে সদাচার॥
এ'ছয় শরণাগতি হইবে যাহার।
প্রার্থনা শুনে তার যশোদা-কুমার॥

প্রথম শরণাগতি

প্রথম শরণাগতি শুন সে অতুল।
ভক্ত ভগবান্-সেবায় যাহা **অনুকূল**॥
ভক্তিপরায়ণ জন অলাভ-বিনাশে।
ব্যাকুল না হয় কভু হরির আদেশে॥
হরি-অনুকম্পা বিনা জীবনে-মরণে।
ভক্ত কিছু নাহি চায় কায়-কথা-মনে॥
কৃষ্ণৈকশরণ গুরু করিয়া আশ্রয়।
শুভকামী ভক্তগণ জীবন যাপয়॥
ভক্তসঙ্গ-ফলে তাই যে শুভ উদয়।
স্বর্গ-মোক্ষ তার সহ তুলনা না হয়॥
ছাড়ে যদি গুরুজন, আর বন্ধুজন।
তথাপি ভক্ত বলে,—হরিই জীবন॥
যা' বলিতে হয় তা' বলুক শাস্ত্র সব।
তর্ক ছাড়ি' পাই যেন হরিকৃপা লব॥
হরিপদে ভক্তি যদি থাকয়ে আমার।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিবা করিবে হে আর॥
বেদাদি ভারত ভজু ভবভীত জন।
আমি যেন ভজি সদা শ্রীনন্দ-চরণ॥
হে অঘদমন, হে যশোদা-নন্দন।
তব নামগানে রতি ধরু মোর মন॥
তব নাম লইতে সে দিন কবে হ'বে।
পুলকেতে গদবাণী আঁখি-ধারা ব'বে॥

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উক্তি

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয়।
পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয়॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ॥
কর দ্বারা করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্ব্বদা॥

তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষী-জনে ক্রোধ দেখাইব॥
এইরূপ সর্ব্ববৃত্তি, আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি তাহা ধরি॥

দ্বিতীয় শরণাগতি

দ্বিতীয় শরণাগতি শুন তার মূল।
ভক্ত-ভগবান্-সেবায় অতি প্রতিকূল॥
দৈবযোগে হরি-পদে অপরাধ হ'লে।
জীবন্মুক্ত হইলেও পড়ে সে ভূতলে॥
নাহি চাই তাই ধন, জন ও সুন্দরী।
জন্মে-জন্মে যেন হরি তোমা না পাসরি
সাধুমুখে হরিকথা যথা নাহি পাই।
দেবলোক হইলেও তথা নাহি যাই॥
অমৃত হরির পদে রতি বাধে যদি।
ছেড়ে যাক্ সেই গুরু, পিতা, মাতা আদি॥
ভক্ত বলে,—হরি! নিবেদন তব পায়।
ভক্তিহীন জনে যেন হেরিতে না হয়॥
সাগরে গণ্ডূষ জল, ভাস্করে জোনাকি।
সুমেরুকে লোষ্ট্র, আর ভূপালেরে ফাঁকি॥
কল্পতরু কাষ্ঠবৎ, দেহ দুঃখ-ভার।
ভক্তগণ কাছে সদা সকলি অসার॥
অগ্নি-জ্বালা-মাঝে সদা বাস তবু ভাল।
হরি-চিন্তাহীন সঙ্গ কু-ফল বিশাল॥
নাহি চাই ধন, জন, কবিতা-সুন্দরী।
জন্মে-জন্মে যেন হরি তোমা না পাসরি॥
হেন শুদ্ধভক্তি-তরে জাগিলে আকুল।
গৌরহরি বলে তবে যাবে প্রতিকূল॥
ভক্তি-বিরোধ হয় যাহা 'অত্যাহার'।
জড়ভোগ-সুখ তরে 'প্রয়াস' সেবার॥
হরিকথা ছাড়ি' সদা 'প্রহল্ল' যে হয়।
ভজনবিহীন 'নিয়ম'-আগ্রহ তায়॥
কু-বিষয়-বিলাসী 'জনসঙ্গ' মাগে।
মিথ্যাস্বার্থ লাগি 'লৌল্য' তা'তে জাগে॥
এই ছয় প্রতিকূল ভক্তি-অন্তরায়।
ভক্তিপথ হ'তে তারে দূরে ফেলে দেয়॥

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের বাণী

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয়॥
তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব॥
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি॥
ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী বাখ্যা কভু না শুনিব॥
গৌরাঙ্গ-বর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজজনে জানি পর॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল 'বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা—এ নিশ্চয় বাণী॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৪০ পৃষ্ঠার পর)

মায়াবাদের জন্মের কারণ

জীবের যাহা নিত্য-স্বভাব বা নিত্য-স্বরূপ তাহা হইতে চ্যুত হইলেই দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে হয় এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার বিপত্তির আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বেদের সঙ্কলনকর্ত্তা বেদব্যাস বলেন—

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।"

সুরিগণের ন্যায় বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণের সদা দর্শন (অর্থাৎ তাঁহার নিত্য সেবা) হইতে বিচ্যুতিই দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং তাহা হইতেই মায়াগ্রস্ততারূপ ভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তখনই "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ" হইয়া পড়ে। জীবের এই বহির্ম্মুখতা-ক্রমেই মায়াবশ্যতা ঘটে। মায়াবশ্যতাই ভোগ-বাঞ্ছা। পণ্ডিত জগদানন্দ গাহিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥" (প্রেমবিবর্ত্ত)

জীব মায়াগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং ভোক্তৃ-অভিমানে 'কৃষ্ণ-স্বরূপে'র প্রতি লোভ করিয়া বসে। ভগবান্ ভক্তের নিকট হইতে আনন্দ লাভ করিয়া অথবা আত্মারামহেতু পরমানন্দে মগ্ন আছেন; ভগবানের এইপ্রকার আনন্দ-ভোক্তৃত্বের একচ্ছত্র অধিকারের প্রতি ঈর্ষাযুক্ত হইয়া জীব তৎপদে অধিষ্ঠিত হইবার বাসনা করে—ইহাই অহংগ্রহ-ভাব বা পূর্ণ-বদ্ধাবস্থা। এইপ্রকার বদ্ধাবস্থার বদ্ধধারণা হইতেই অর্থাৎ মায়া-কবলিত হওয়ার পর হইতেই জীব মায়াবাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছে। তখন হইতেই 'সোঽহং' বাদরূপ মায়াবাদের জন্মের কারণ উদ্ভূত হইয়াছে, লক্ষ্য করা যাইতেছে। (সুতরাং ঈশ-বিমুখ জীবই মায়াশ্রয়ী অথবা মায়াবাদী হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে,—**ঈশ-ভ্রান্তি ও ঈশ-বৈমুখ্যই মায়াবাদের জন্মের মূল কারণ।**)

জীব ভোগবাসনার সঙ্গে সঙ্গেই মায়িক জগতে আসিয়া পড়ে এবং মায়িক-যুগ ও মায়িক কালের ভিতরে 'অস্তি-নাস্তি', 'অহং-মম', 'সৎ-অসৎ' প্রভৃতি বিচারের ভিতরে প্রবেশ করে। (সত্য বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া, মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলিয়া এবং জগৎ স্বপ্নতুল্য মিথ্যা, ভ্রান্তিময় অথবা ভ্রান্তি হইতেই জগতের

উৎপত্তি এবং তত্ত্ব-বস্তু শক্তিহীন,—লীলাবিলাসশূন্য, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি ধারণা করিতে থাকে। ইহা মায়াগ্রস্তের লক্ষণ।)

মায়াবাদ কাহাকে বলে?

(মায়াবাদের অপর নাম বিবর্ত্তবাদ।) (বেদে যে বিবর্ত্তবাদের উদাহরণ দেখা যায়, তাহা অদ্বৈতবাদিগণের প্রচারিত বিবর্ত্তবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।) (দেহে আত্ম-বুদ্ধিই বিবর্ত্ত।) ব্রহ্মেতে জগৎ-ভ্রমকে বৈদিক বিবর্ত্ত বলে না; ইহাই মায়াবাদ। (আচার্য্য শঙ্করের বিবর্ত্তবাদই 'মায়াবাদ'।) মায়াবাদের জীবনী বলিলে বিবর্ত্তবাদেরও জীবনী বুঝাইবে। প্রকৃত মায়াবাদ কাহাকে বলে, তৎ-সম্বন্ধে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।—

('মায়া' শব্দ সাধারণতঃ জড়াশক্তি বা অবিদ্যাশক্তিকে লক্ষ্য করে। ইহাই তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ-শক্তির ছায়া বা প্রতিবিম্ব।) এই ছায়া-শক্তির শুদ্ধ চিজ্জগতে কোনও প্রকার প্রবেশাধিকার নাই। (ইনিই জড়-জগতের অধিকর্ত্রী।) জীব এই অবিদ্যা বা মায়াগ্রস্ত হইয়াই এই জড়-জগতে আসিয়া বদ্ধ হইয়া মায়াবাদ আশ্রয় করিয়াছে। মায়াবাদ বলে যে, 'মায়া'বলিয়া কোনও শক্তিই নাই। 'মায়া' বাদ দিয়াই ব্রহ্মের স্থিতি, তিনি নিঃশক্তিক।) মায়িক যুক্তিদ্বারা ইহা স্থাপন করার চেষ্টা করায় এই তর্কপন্থিগণ 'মায়াবাদী' নামে খ্যাত।) মায়িক তর্কের দ্বারা মায়াবাদ বলে যে,—'জীবই ব্রহ্ম'; কেবল মায়ার ক্রিয়াদ্বারা ব্রহ্মকে বিভিন্ন জীবরূপে দেখা যায়। পরন্তু মায়া অবগত হইলে জীবের পৃথক্ সত্তা থাকে না। যতদিন মায়া থাকিবে, ততদিন তাহার আবরণে জীব থাকিবে। মায়ার সহিত যাহারা জীবের এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন, তাহারাই মায়াবাদী অর্থাৎ তাহারা বেদ-বেদান্ত না মানিয়া বলপূর্ব্বক মায়িক তর্কদ্বারা বলিয়া থাকেন —মায়া নষ্ট হইলে আর জীব থাকিবে না। জীবের মায়ামুক্তি বলিয়া কোনও বিশুদ্ধ অবস্থা নাই—ইহাই মায়াবাদের অপসিদ্ধান্ত-মূলক বিচার। জীবের নিত্যশুদ্ধ সত্তা বলিয়া কোনও অবস্থাই মায়াবাদে স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি, ঈশ্বরও মায়াগ্রস্ত বলিয়া মায়াবাদ স্থির করিতে চাহে। ঈশ্বরেরও তাহা হইলে মায়ামুক্তির প্রয়োজন। সুতরাং ঈশ্বরে ও জীবে বস্তুতঃ কি পার্থক্য হইল? কেবলমাত্র কর্ম্মফলাতীতাবস্থা ও কর্ম্মফলবাধ্যতাই ঈশ্বরে-জীবে ভেদ-নিরূপণ করে জানিয়া তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে গেলেই মায়াবাদ হইয়া পড়ে। জীব ও ঈশ্বরতত্ত্বের অনুসন্ধান-ফল এইরূপ হইলে তাহা অপেক্ষা শোচনীয় সিদ্ধান্ত আর কি হইতে

পারে? ইহাই তাহ'দের মায়াগ্রস্ত হইবার প্রধান লক্ষণ এবং ইহা হইতে তাহারা নির্ব্বিকল্পেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। তাহাদের নির্ব্বাণ একটী মিথ্যা কাল্পনিক বিচার মাত্র। এইরূপ নির্ব্বাণ বা নির্ব্বিকল্প মুক্তির কোনও প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত না থাকায় তাহারা বেদ-বেদান্তানুগ বিশুদ্ধ পারমার্থিক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—ইহা ক্রমশঃ ঐতিহ্যদ্বারাই প্রদর্শিত হইবে।

মায়াবাদ সম্বন্ধে ব্যাসোক্তি

বাদরায়ণ ঋষি বেদ-বিভাগ করিতে গিয়া 'ভেদ'-সূচক বাক্যের সর্ব্বতোমুখী বিবিধ প্রমাণ লক্ষ্য করিলেও 'অভেদে'র ইঙ্গিতও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বেদের ঐ প্রকার অভেদ ইঙ্গিত হইতে মায়াবাদের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই কথঞ্চিৎ অনুমান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ত্রিকালজ্ঞ আচার্য্যবর্গের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নহে। অদ্বৈত-ভাব বেদের অসম্পূর্ণ একদেশ মাত্র। বস্তুর পূর্ণত্বের বিচার না করিয়া আংশিক বিচার করিলে তাহাকে সৎ-বিচার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্তু আংশিক সত্যকে পূর্ণ-সত্যরূপে দেখাইবার চেষ্টাকে অসতী চেষ্টা বা বঞ্চনা বলা হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মায়াবাদকে তাঁহার স্বরচিত পুরাণে 'অসৎ' ও 'অবৈদিক' বলিয়া জানাইয়াছেন।—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।" (পদ্মপুরাণ-উঃ খঃ, ২৫ অঃ, ৭ শ্লোক)

পদ্মপুরাণের বিভিন্নস্থানে, কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগে ও অন্যান্য বহু পুরাণে এই মায়াবাদের ভাবী আবির্ভাবের উক্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। মায়াবাদ-মত যে অবৈদিক মত, তাহাও তিনি পদ্মপুরাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈদিক যুগে অর্থাৎ বেদে যে মায়াবাদ নাই, তাহা আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এইরূপ উক্তি আছে,—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং **মায়াবাদমবৈদিকম্।**
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশ-কারণাৎ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থে মায়াবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"অসুরগণ ভক্তিপথ গ্রহণ করত দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ সরলহৃদয় জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্য-প্রযুক্ত, ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে, তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীমহাদেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে শম্ভো! তামস-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জৈব-

জগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটী শাস্ত্র প্রচার কর, যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশিত হয়; আসুরিক চিন্তামগ্ন জীবসকল শুদ্ধভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার সহৃদয় ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন।"

ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্রকে বলিতেছেন,—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ (পদ্ম পুঃ উঃ খঃ ৪২।১১০)
এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি।
ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়॥
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥ (বরাহ-পুরাণ)

[হে শম্ভো! তুমি কলিযুগে মানুষাদি জীবের মধ্যে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা-নির্ম্মিত নিজ তন্ত্রাদি শাস্ত্রদ্বারা মনুষ্যকুলকে আমা হইতে বিমুখ কর; সেই কল্পিত-শাস্ত্রে আমার নিত্য-ভগবৎ-স্বরূপের বিষয় গোপন করিও—তাহা দ্বারা জগতের বহির্ম্মুখ সৃষ্টি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আমি এইরূপ মোহসৃষ্টি করিতেছি, যাহা জনগণকে মোহিত করিবে; হে মহাবাহো রুদ্র! তুমিও মোহশাস্ত্র প্রণয়ন কর; হে মহাভুজ! অন্যায় ও ভগবৎ-স্বরূপ-প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ-যুক্তিজাল প্রদর্শন কর; তোমার রুদ্ররূপ (আত্মবিনাশরূপ সংহার-মূর্ত্তি) প্রকাশ কর, আর, আমার নিত্য-ভগবৎস্বরূপকে আবৃত কর।]—ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'জৈবধর্ম্ম', ১৮শ অধ্যায়। (ক্রমশঃ)

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭০ পৃষ্ঠার পর)

বদ্ধজীব প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা-লোভী, তজ্জন্য তাহার বিচারের হীনতা প্রদর্শিত হইলে সে তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার আচরণ সঙ্গত ও উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইলে সে উৎফুল্ল হইয়া থাকে। এই হেতু যাঁহারা 'সকল মতই সমান' এরূপ মন্তব্য করেন, তাঁহারাই জগতে বহুলাংশে সমর্থিত হইয়া থাকেন। যে যাহাই করিতেছেন তাহাই ঠিক—এইরূপ যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা কাহারও অনাদরের পাত্র হন না বটে, কিন্তু ইহাতে সত্যের অপলাপ

হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষবাদীর সব সমান বিচার—বস্তুর অসম্যক্ দর্শন। যোগিগণের পরমাত্ম-দর্শন—আংশিক দর্শন এবং ভক্তের চিদ্বিলাস-দর্শন—পূর্ণ-দর্শন। অসম্যক্‌দর্শী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীর অসম্যক্ দর্শনকে ভগবদ্দর্শীর পূর্ণ-দর্শনের সহিত এক করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বস্তু এক ভিন্ন দুই নহে—ইহা সত্য। কিন্তু সেই এক বস্তুকে অসম্যক্ ও আংশিকভাবে দর্শন করিলে প্রকৃত দর্শন করা হইল, বলা অন্যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ। (৩।৩২।৩৩)

যেমন, দুগ্ধ একটী বস্তু। ইহাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চ প্রকারে গ্রহণ করিয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয় কিছু উহাকে একইরূপে গ্রহণ করে না। চক্ষু উহার কেবলমাত্র শ্বেতবর্ণটী, জিহ্বা উহার মিষ্টত্ব, নাসিকা উহার সুঘ্রাণ এবং ত্বক্ উহার শীতলতাই গ্রহণ করে। তদ্বৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—যথাক্রমে বস্তুর অসম্যক্, আংশিক ও পূর্ণ প্রকাশ। সাধকের ভূমিকার ও সাধনার বৃত্তি অনুসারে উক্ত ত্রিবিধ প্রতীতি। যাঁহারা কেবল চিৎ বা চিন্মাত্র-বৃত্তি অবলম্বনে অগ্রসর হন, তাঁহারাই নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বে সিদ্ধি লাভ করেন। যাঁহারা সৎ এবং চিৎ—এই উভয় বৃত্তি অবলম্বনে অগ্রসর হন, তাঁহারা পরমাত্মা, এবং যাঁহারা সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই বৃত্তিত্রয় অবলম্বনে অগ্রসর হন, তাঁহারা লীলাময় ভগবত্তত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার উদাহরণ-স্বরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কোনও সময় নারদের অবতরণ কালে তিনি প্রথমতঃ একটী জ্যোতিঃ-স্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ কিছু নিকটবর্ত্তী হইলে মনুষ্য-দেহধারী কোন জীব এবং সর্ব্বশেষে নারদ-ঋষিরূপে সম্যক্‌ভাবে দৃষ্ট হন। এইরূপ ভূমিকার দূরত্বহেতু বস্তুটী অসম্যক্ দর্শনে ব্রহ্ম, আংশিক দর্শনে পরমাত্মা ও পূর্ণ দর্শনে ভগবান্‌রূপে প্রকাশিত হন। সুতরাং অসম্যক্ দর্শনকারী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী দর্শন-শক্তির অপটুতাহেতু কোনরূপ বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতে পারে না বলিয়া বস্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্যহীন হন না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, নির্ব্বিশেষবাদকে অসম্যক্ না বলিয়া পূর্ণ এবং চিদ্বিলাসবাদকে পূর্ণ না বলিয়া অসম্যক্ বলিলে কি অন্যায় হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে, নির্ব্বিশেষবাদী পরমাত্ম-স্বরূপ ও চিদ্বিলাসকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া তাহা অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তগণ নির্ব্বিশেষবাদ ও পরমাত্ম-দর্শনকে সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—ভগবান্ অনন্ত-অচিন্ত্য

শক্তিমান্ বলিয়া যাবতীয় বিরুদ্ধ-গুণের যুগপৎ সমন্বয় তাঁহাতে অসম্ভব নহে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার চিদ্বিলাসের সেবা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অসম্যক্ ও আংশিক প্রতীতিকেই চরম প্রতীতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সেই সেই জ্ঞানী ও যোগী যদি ভক্তকৃপা-লাভে সমর্থ হন, তখন তাঁহারা জ্ঞান-যোগ-বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিদেবীর সেবা করিয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধভক্ত কখনও ভক্তিদেবীর সেবা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও যোগলব্ধ তত্ত্বে আকৃষ্ট হন না—ইহা কি ভক্তির পূর্ণত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না? তাই শ্রীমদ্ভাগবতের

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতো গুণো হরিঃ॥—শ্লোকটী কি ইহার প্রমাণ দেয় না। অক্ষরসেবী সনক-সনন্দনাদি ও জন্মযোগী শ্রীল শুকদেবের চরিত্র ইহার সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছে।

জল, পানি, water, aqua—এই শব্দগুলি একই বস্তুর পৃথক্ নাম ইহা সত্য। কিন্তু জলের রূপান্তর বরফকে কি জল বা water ইত্যাদি বলা চলিবে? মেঘ জল ভিন্ন কিছু নয়, তাহাকে পানি বলিলে চলিবে কি? বাষ্পকে কি aqua বলা চলিবে? ইহা নিশ্চয়ই বলা চলে না। বরফ, মেঘ, বাষ্প প্রভৃতি জলের প্রকাশ হইলেও তাপের ভিন্নতা-প্রযুক্ত প্রকাশের যেরূপ ভিন্নতা, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তু পৃথক্ না হইলেও ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা-ধর্ম্মহেতু তাহাতে পঞ্চ প্রকার ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। জল বলিলে যে বস্তুটী উদ্দিষ্ট হয়, পানি বলিলেও ঠিক সেইরূপ আকার ও ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুরই ধারণা আমাদের লাভ হয়। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলে যে রূপ-গুণের ধারণা আসে, কালী বলিলেও তদ্রূপ দ্বিভুজ শ্যাম-সুন্দর মুরলীবদন গোপীনাথের ধারণা আসে কি? যদি বলা যায়, বদ্ধাবস্থায় সেরূপ ধারণা না হইলেও মুক্তাবস্থায় তাহাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, মুক্তাবস্থায়ও কখন কালী কৃষ্ণরূপে দৃষ্ট হইতে পারেন না। তবে অসম্যক্‌দর্শী নির্ব্বিশেষবাদী কালীকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণকেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং যাবতীয় সমস্ত কিছুই কল্পনা করিয়া নির্ব্বিশেষ ভাবিতে পারেন। তিনি ইহা ব্যতীত অন্য দর্শন করেন না বলিয়া তাঁহার নিকট সবই একাকাররূপে প্রকাশিত হয়—বলিতে চাহেন। কিন্তু পূর্ণ-দর্শনবিশিষ্ট পুরুষ মুক্তাবস্থায়ও বিলাস-ভেদাদি দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার দর্শনে—

(১) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

[সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ বা কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।] কৃষ্ণ-বিগ্রহই সর্ব্বমূল। রাম, নৃসিংহ, বামন, নারায়ণ প্রভৃতি বিষ্ণু-বিগ্রহগণ তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ বলিয়া তাঁহারাও পূর্ণ ভগবদ্বস্তু। শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতু-সমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা বাতিগত হইয়া বিবৃত (বিস্তর) হেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ চরিষ্ণুভাবে যিনি প্রকাশ পা'ন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।] এই সমস্ত বিগ্রহগণ যদিও সকলেই একই বিষ্ণুতত্ত্ব, তথাপি তাঁহাদের রসগত ও লীলাগত পার্থক্য বর্ত্তমান। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ কৃষ্ণের একটী প্রকাশ মূর্ত্তি।

(৩) সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধন-শক্তিরেকা ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কারিণী মায়াশক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।] দুর্গা বা কালী সেই ভগবান্ কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির ছায়া-স্বরূপা। তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্ত্রী।

(৪) ক্ষীরং যথা দধিবিকারবিশেষ-যোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

[দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ শম্ভুতা প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।] শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটী 'ঈশ্বর' ন'ন। তাঁহার ঈশ্বরতা কৃষ্ণের ঈশ্বরতার অধীন। দধি যেমন দুগ্ধ নহে তথাপি দুগ্ধের বিকার ভিন্নও কিছু নয়, তদ্রূপ শম্ভু ও কৃষ্ণে সম্বন্ধ। আবার শিব যখন জীব-গণকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা-প্রদাতারূপে প্রকটিত থাকেন, তখন তিনি গুরুরূপী পরম বৈষ্ণব। তাই 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বলিয়া তাঁহার খ্যাতি।

(৫) "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি
এবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত
ইদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং।
তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে
পশ্যতীদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ।" (বৃহদারণ্যক আঃ ৪।৩।৯)
তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি
পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভা-
বন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ। (বৃঃ আঃ ৪।৩।১৮)

[অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইতেছে। সেই জীব-পুরুষের দুইটী স্থান অর্থাৎ এই জড়-জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ; জীব তদুভয় মধ্যে স্বীয়-সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্ন-স্থানস্থিত। তিনি সন্ধি-স্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্বিশ্ব—উভয় স্থানই দেখিতে পা'ন।]

সেই তাটস্থ্য-ধর্ম্ম, এইরূপ—যেরূপ মহামৎস্য একটী নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব, কখন পর—এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীব-পুরুষ জড় ও চিৎ-বিশ্বের মধ্যে কারণ-বারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয়-কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত-কূলে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।]

সুতরাং রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, জীব ইত্যাদি সবই এক বলিয়া নির্ব্বিশেষ-বাদীর উক্তিকে ভাগবতগণ অসম্যক্ দর্শনোত্থ বিচার বলিয়া তাহাকে কখনও আদর করিতে সক্ষম হন না। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

আনন্দ কোথায়?

জীবমাত্রেই আনন্দের কাঙ্গাল। আনন্দ কামনা করা জীবের স্বভাব; সুতরাং আনন্দের প্রয়োজন নাই—এ কথা জীব বলিতে পারে না। মানব যে আত্মহত্যা করেন, তাহাতেও আনন্দের অনুসন্ধান অতি উৎকটরূপেই প্রকাশ পায়। 'বাঁচিয়া থাকা সুখ' হইতে 'মরিয়া যাওয়া সুখ' অধিক না হইলে, কেহ আত্মহত্যা করিতে পারে না।

"মমেতি মূলং দুঃখস্য মম নেতি চ নিবৃত্তেঃ"—আমার বলাই দুঃখ এবং আমার না বলাই সুখ। অর্থাৎ কোন দ্বিতীয় বস্তুর অবস্থানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার প্রতি আসক্তি-যুক্ত হইলেই, জগতের ত্রিতাপ-জ্বালা আমাদিগকে

তাপিত করে। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আমার নয়, এই জগতের কোন কর্ত্তা থাকিলে তিনিও আমার ন'ন, ভাই, বন্ধু, দারা, সুত—এই সমস্ত আমার নয়, আমার দেহ আমার নয়, আমার মন আমার নয়, এমন কি আমিও আমার নই —এইরূপ চিন্তা-ধারা বৌদ্ধের অচিৎ-নির্ব্বাণ ও শাঙ্কর-বৈদান্তিকের চিৎ-নির্ব্বাণ ভাবসমূহ হইতে উদিত। দুই প্রকার নির্ব্বাণেরই লক্ষ্য—অনুভব রাহিত্য। সুতরাং ইহা পারমার্থিক আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যাতেও সুখের অনুসন্ধান আছে। 'ফোঁড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গলায় ছুরিকাঘাতের' ন্যায় ত্রিতাপ-জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে গিয়া আমরা এই আত্মহত্যার অনুসন্ধান করি।

"পরার্থে উৎসৃজেৎ প্রাজ্ঞঃ"—বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরের নিমিত্তই আত্ম সুখ বিসর্জ্জন করেন। এইভাবে দশের বা দেশের সেবায় আত্ম বিসর্জ্জন-নীতির উপদেশ পাওয়া যায়। দেব-কার্য্যের জন্য দধীচির তনুত্যাগ, প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কর্ণের পুত্র-বলিদান, স্বাধীনতার জন্য রাণা প্রতাপ সিংহের অশেষ দুঃখ-বরণ, সতীত্ব-ধর্ম্ম রাখিবার জন্য রাজপুত-কন্যাগণের 'জহর'-ব্রত, রাজবংশ রক্ষার নিমিত্ত ধাত্রী পান্নার পুত্র-বলিদান, বন্যা-প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষ-নিপীড়িত দুঃস্থ লোকগণের দুঃখ-নিবারণ-কল্পে সেবাশ্রমাদি স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে এই নীতিই অনুসৃত হইয়াছে। স্বর্গাদি উচ্চতর লোক-প্রাপ্তির আশা, গৌরব-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আত্মসুখ কামনা—এই শ্রেণীর শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা-সকলকে ঐরূপ কার্য্যে অনুপ্রাণিত করে। ঐহিক বা পারত্রিক সুখের অনুসন্ধান এই সমস্ত কার্য্যে পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান আছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ-প্রাপ্তির জন্য ধর্ম্মকামিগণ সূর্য্যের, অর্থকামিগণ গণেশের, কামকামিগণ শক্তির এবং মোক্ষকামিগণ শিবের আরাধনা করেন।

এখন বিচার করিতে হয় যে, প্রকৃত 'আনন্দ' কোথায় ? সেই আনন্দ বিচার করিতে হইলে জীবের স্বরূপ প্রথম আলোচ্য বিষয়। জীব—শুদ্ধ আত্মা ; দেহ ও মন তাহার জড় উপাধি। দেহ ও মনের অভিরুচি-মূলে যে আনন্দের অনুসন্ধান করা হয়, তাহাতে আত্মার আনন্দ বাধা-প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া চিদাভাস মন জড় ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞান সংগ্রহ করে, তাহা জড়ানুভূতি বা জড় আনন্দ ; সুতরাং জড়ানুভূতিতে নিত্যানন্দের আবিষ্কার হইতে পারে না।

যে মায়ার বিমুখমোহিনী বৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া জীব বিবর্ত্ত-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন, "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"—আমি কর্ত্তা এই

অভিমান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে ভোগ করিতে অগ্রসর হন, সেই মায়ার উন্মুখ-মোহিনী নামে আরও একটী বৃত্তি আছে,—তাহা 'যোগমায়া' নামে অভিহিতা। অপরা মায়াই দৈবী মায়া। "দৈবী হি এষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"—কারাকর্ত্রী এই দৈবী মায়াই নিত্য-বঞ্চিত জীবগণকে মোহন করিবার জন্য সংসার-বিপণি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়াই এই বিপণির আয়তন। ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা-বিজ্ঞাপিকা যে বিরজা-নদীর অবস্থান, তাহাও দৈবী-মায়ার বিপণিরই আঙ্গিনা। এই বিশাল বিপণি-গৃহে মায়া-দেবী চতুর্ব্বর্গকে পণ্যদ্রব্য-রূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। মায়াবদ্ধ, বঞ্চিত, মুগ্ধ জীবগণ এইসকল বস্তুর প্রাপ্তিতে আনন্দ লাভ হইবে বলিয়া মনে করে। যে ব্রহ্মাণ্ডগত অস্মিতা লইয়া জীব এইসকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হন, তাহা বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতে উদিত, সুতরাং অনিত্য। জীবের দেহান্তর প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। মানব-জন্মে আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার যে স্বরূপ, পশু-জন্মে তাহার স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক্, বৃক্ষ-জন্মে আবার অন্যরূপ। মোক্ষ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত প্রাপ্তির কথা মায়া-মোহিত জীবের চিত্তকে আকর্ষণ করে, ব্রহ্মাণ্ডগত অস্মিতা ধ্বংসের সঙ্গে সেই সমস্ত প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি একার্থবোধক হয়।

শুদ্ধ জীব বা আত্মা বৈকুণ্ঠ-নিবাসী। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি।" গোলোকগত অস্মিতাই জীবের বাস্তব অস্মিতা। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"। জীবের এই অস্মিতায় "আমি কৃষ্ণের নিত্য-দাস" বলিয়া একটী ভাব আছে। ব্রহ্মাণ্ডগত অনিত্য অস্মিতার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে গোলোকগত এই নিত্য-অস্মিতার উদয় হয়। তখন কৃষ্ণভক্তি জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন; এবং জীব কৃষ্ণের সেবক-অভিমানে তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হন।

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

শ্রুতিতে কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চতুর্ব্বর্গসাধক কর্ম্ম-তালিকার অনুবর্ত্তনকে নিরানন্দের বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; মানবকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। "ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র"—শ্রীমদ্ভাগবতের এই উপদেশ অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বাঞ্ছা আদি এই সব॥

তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণের ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥"

জীব কি-প্রকারে আনন্দ লাভ করিতে পারেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ", রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈঃ ২।৭)

অর্থাৎ—শ্রীভগবান্ রস-স্বরূপ। এই রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে প্রাপ্ত হইলেই জীব আনন্দের অধিকারী হন। সুতরাং কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র পথ। ভক্তি ব্যতীত আনন্দ লাভের আর অন্য কোন পথ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ভক্তিই ভক্তি-যাজনের ফল। এখানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিমূলে ভোগপর চেষ্টা নাই, আছে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি মূলে সেবাপর চেষ্টা। এই শুদ্ধভক্তিই পরম-পুরুষার্থ নামে অভিহিত, ইহা মোক্ষাদি চারি পুরুষার্থের উপরে স্থাপিত হইয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের এই শিক্ষা চরিতামৃত-গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥"

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ
(আসাম)

বৈবর্ত্ত

কেনরে, খাইলি হলাহল ?
বঞ্চিত হইলি হায়!　　সুকৃতি সমাপ্ত-প্রায়,
ছন্ন-মতি হইল প্রবল॥
চণ্ডালিনী হৃদে বসি,　　হরিল বিধুর হাঁসি,
কুটিলতা পরিণতি যথা।
সরলতা সত্য-সার,　　মৎসরতা মায়া-ভার,
সহচর সদা তার—'ব্যথা'॥
ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব যথা,　　কাষ্ঠ কাছে ক্ষুদ্র কথা,
তাহাতে তোমার পরাভব।

ক্ষুদ্র সে বৃহৎ কবে ? ক্ষুদ্র শূদ্র সদা রবে,
বৈষ্ণব বিষ্ণুরই বৈভব ॥
মায়াদাস্য-দম্ভ ছাড়ি, গুরুদাস্য-দম্ভ ধরি,
যেবা চলে সে'ত ভাগ্যবান্।
মায়ার যা'-যা'-সম্পদ, বঙ্কিম তা'র আস্পদ,
কেবা তারে করে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ??
প্রজ্ঞান প্রভার ছটা, বিশুদ্ধ বিকাশ-ঘটা,
ঈশ্বর-ইচ্ছায় প্রকটন।
সমিতিই সিদ্ধ স্থিতি, ত্যজি হয় অধোগতি,
সমিতিই কৃষ্ণধন-প্রাণ ॥
কি বলি দুঃখের ভার, 'ভাগবত'—ভাষ্য যাঁর,
তারে কহ কঠোর কু-জ্ঞান।
উপনিষদ-সুমর্ম্ম, সেই ভক্তির সুবর্ম্ম,
অনাদরে হওত অজ্ঞান ॥
অঙ্গেতে সাধুর বেষ, হৃদয়ে আন্ আবেশ,
সুফল কেমনে হবে বল ?
সরল হইলে তবে, সাধুসঙ্গ লাভ হবে,
অপরাধে বিপরীত ফল ॥
জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী, শরণাগত-জন-শ্রী,
অশরণাগতের বন্ধন।
প্রিয়জন বিনিন্দন, কভু নহে সাধারণ,
তায় গালি বেদের স্তবন ॥
বিপরীত ভাব ছাড়ি,' বৈষ্ণবের পদে পড়ি,'
বিবর্ত্ত করহ ভাই দূর।
ঘুচিবে সকল কষ্ট, লভিবে পরম ইষ্ট,
প্রেমময় হবে অন্তঃপুর ॥

—শ্রীঅবৈদান্তিক-চপেটিকা বর্ম্মা

ভক্তরাজ ধ্রুবের উপাখ্যান

লোক-পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মনু; এই মনু জীব-কল্যাণার্থ যে সংহিতা লিখিয়াছেন, তাহার নাম 'মনু-সংহিতা'। এই প্রজাপতি মনুর প্রসিদ্ধ দুইটী পুত্র। একটীর নাম প্রিয়ব্রত, দ্বিতীয়টীর নাম উত্তানপাদ। উত্তানপাদ রাজ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটী মহিষী ছিল; একজনের নাম সুনীতি ও দ্বিতীয়ের নাম সুরুচি। জ্যেষ্ঠা-মহিষী সুনীতিদেবী সরলা এবং ধার্ম্মিকা ছিলেন; দ্বিতীয়া পত্নী উগ্র-স্বভাবা এবং অভিমানিনী ছিলেন। রাজা উত্তানপাদ কনিষ্ঠা মহিষী সুরুচির রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠা মহিষী সুনীতি-দেবীকে অবজ্ঞা করিতেন।

একদিবস, সুরুচির কু-পরামর্শে রাজা উত্তানপাদ পরমা-ধার্ম্মিকা সুনিতী-দেবীকে দোলায় চড়াইয়া বনবাস দিলেন। রাজ্ঞী অনন্যোপায় হইয়া, সেই বিজন-বনে নিরাশ্রয় অবস্থায় আকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া তপোবনবাসী ঋষিবৃন্দ মহিষীর এই বিপদ-সময়ে দয়া করিয়া তাঁহাদের বসতিস্থানে একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এবং তাঁহার আহারের নিমিত্ত ফল-মূলাদি অন্যান্য ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপ দৈন্য-সহকারে কোনপ্রকারে রাজ-মহিষী সুনীতি কালযাপন করিতে লাগিলেন।

বহুদিনের পর একদিবস রাজা উত্তানপাদ মহাসমারোহে হস্তী, ঘোটক, বাদ্য-ভাণ্ড-সহকারে, অসংখ্য সৈন্য লইয়া মৃগয়ায় বাহির হইলেন। দৈব-ঘটনায় সহসা ঝড়, বৃষ্টি করকাপাতে, ঘূর্ণিবায়ুতে রাজার সৈন্যসামন্ত, সমস্ত ঐশ্বর্য্য কোথায় ভাসিয়া গেল— তাহার কোন কূল-কিনারা নাই;—রজনীর ঘন অন্ধকারে রাজা একাকী পথ হারাইয়া ঘুরিতেছেন—শীতে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—তাহার উপর দারুণ শিলাবৃষ্টি, রাজার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অকস্মাৎ বিজলীর উজ্জ্বল ছটায় রাজা অদূরে অরণ্যমধ্যে একটী পর্ণ কুটীর দেখিতে পাইয়া প্রাণের আশা জাগিয়া উঠিল; তিনি দ্রুতগতিতে ঐ পর্ণ-কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইলেন; কাতর-স্বরে রাজা দরজায় আঘাত করিয়া বলিলেন—"ওগো! কুটীরে কে আছ, আমি রাজা, আমার প্রাণ রক্ষা কর। এই দুর্য্যোগে আমি ভীষণ বিপদে পড়িয়াছি।" কুটীরের অভ্যন্তরে সুনীতি রাজার আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। এবং দরজা খুলিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অগ্নির তাপে রাজাকে সুস্থ করিলেন এবং তাঁহার পরিহিত বসন ছিন্ন করিয়া তাহার

অর্দ্ধেক অংশ রাজাকে পরিতে দিলেন; পরে কিছু ফল-মূল ও দুগ্ধাদি প্রদান করিয়া রাজার জীবন রক্ষা করিলেন। পরিশেষে রাজাও নিজ মহিষীকে চিনিতে পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন। ইহাকেই বলে দৈবের বিচিত্রগতি।

পরদিবস প্রাতঃকালে ঋষিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে বলিয়া রাজা উত্তানপাদ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যাইবার সময় এই কথা বলিয়া গেলেন,—"আমি শীঘ্রই দোলা পাঠাইয়া তোমাকে (সুনীতিকে) রাজধানীতে লইয়া যাইব।" কিন্তু রাজা রাজধানীতে গমন করিয়া, সুরুচির ভয়ে নিজের বাক্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। এদিকে সুনীতিদেবীর গর্ভে রাজার ঔরসে যথাকালে একটী সুন্দর পুত্র প্রসূত হইল। শশীকলার ন্যায় ঐ পুত্র বাড়িতে লাগিল এবং অপূর্ব্ব বল এবং কান্তি লাভ করিল। সুনীতি বালকের নাম রাখিলেন —'ধ্রুব'।

একদিন পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব নিকটস্থ অরণ্যে ঋষি-বালকগণের সহিত বাল্য-খেলায় প্রমত্ত ছিল। ঋষি-বালকগণ কৌতুহলবশতঃ ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—হে ধ্রুব! আমরা শুনিয়াছি, তোমার পিতা এই রাজ্যের রাজা; চল আমরা সকলে তোমাকে লইয়া রাজধানীতে গমন করি। তুমিও তোমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। এই কথায় ধ্রুব সম্মত হইলে সকলে আনন্দসহকারে রাজার জয়ধ্বনি করিতে করিতে রাজসমীপে উপস্থিত হইল।

রাজা উত্তানপাদ রাজসভায় রাজ-সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার বামে রাণী সুরুচি তাঁহার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দ করিতেছিলেন; এমন সময়ে ঋষি-বালকগণ রাজাকে কহিল,—"হে রাজন্! আপনার এই পুত্র 'ধ্রুব'—বন হইতে আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে।"

পঞ্চম-বর্ষীয় বালকের রূপ-লাবণ্য দেখিয়া স্নেহে রাজার হৃদয় বিগলিত হইল। পুত্র ধ্রুব দুই হস্ত তুলিয়া রাজার ক্রোড়দেশে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইল; তাহা দেখিয়া বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল, "হে ধ্রুব! তুমি কোন্ সাহসে ভিখারী হইয়া রাজ-সিংহাসনে বসিবার অভিলাষ করিতেছ—একটুকু লজ্জা নাই! যদি তুমি এই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা কর, তবে বনে যাইয়া শ্রীহরির আরাধনা করত আমার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে, নতুবা নহে।" রাজা ধ্রুবকে কোলে লইতে সঙ্কুচিত হইলেন; তিনি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন; সুরুচির ভয়ে রাজার এমন স[illegible] হইল না যে, তিনি ধ্রুবকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন।

ধ্রুব অপ্রতিভ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঋষি-বালকগণ-সঙ্গে পুনরায় বনে গমন করিয়া, মাতার নিকট এই নিদারুণ দুঃখের কথা বলিলেন। ঋষি-বালকগণ বলিল, —"আমরা ধ্রুবকে রাজসভায় লইয়া গিয়া অন্যায় করিয়াছি।"

পুত্রের এই দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া মাতার হৃদয় দুঃখে ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি পুত্রকে বলিলেন,—"বাছা! তোমার বিমাতা সত্যই বলিয়াছেন। আমি দুঃখিনী—তুমি যখন এই হতভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার রাজ-সিংহাসনে বসিবার ইচ্ছা পোষণ করা উচিত হয় নাই।"

মাতাকে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া ধ্রুব বলিল,—"হে মাতঃ! আমাদের এই দুঃখ দূর করিবার কি কেহই নাই?" তখন সুনীতিদেবী পুত্রকে বলিলেন,— "বৎস ধ্রুব! এক 'পদ্ম-পলাশ-লোচন শ্রীহরি' ভিন্ন দুঃখ দূর করিবার আর কেহই নাই। বনে গিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়।" মাতার কথা শুনিয়া অসীম সাহসী ক্ষত্রিয়-নন্দন ধ্রুব মাতাকে কহিল,—"মাতঃ! আমি তবে বনে যাইয়া শ্রীহরিকে আরাধনা করিব।"

পুত্রের এই কথায় ভয় পাইয়া তাহার মাতা বলিলেন,—"সে কি! তুমি এই অল্প বয়সে বনে গমন করিও না, সেখানে ভীষণ হিংস্র জন্তু, ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সর্পাদি আছে। তুমি বিষম বিপদে পড়িবে।"

ধ্রুব কিন্তু মাতার নিষেধ-বাক্য শুনিল না। তাহার অন্তর ভগবানের আরাধনার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সহসা একদিন গভীর রাত্রে মাতাকে ত্যাগ করিয়া সেই পঞ্চমবর্ষীয় শিশু নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া মথুরা-সন্নিহিত মধুবনে যাইয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব, শুধু জল ও ফল ভক্ষণ করিয়া, একপদে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর-স্বরে চোখের জলে বক্ষ ভাসাইয়া ডাকিতে লাগিলেন—"হে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি! আমায় দর্শন দাও! আমি মাতার মুখে শুনিয়াছি, 'তুমি পরম দয়াল'।" তাঁহার আর বহির্দ্দৃষ্টি নাই; বনস্থ ভীষণ-মূর্ত্তি সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিয়া, শ্রীহরির কৃপাপ্রভাবে, চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে ধ্রুবকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল; সেই ক্রূর হিংস্র বন্য-পশুসকলও সহসা মাতৃ-বৎসলা সন্তানের ন্যায় স্নেহে অভিভূত হইয়া পড়িল। ধ্রুবের সেই কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান্, শ্রীনারদকে দীক্ষার জন্য তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

দেবর্ষি শ্রীনারদ বীণা-যন্ত্র-সহকারে শ্রীহরির নামগুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে

বনমধ্যে ধ্রুব যে-স্থানে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই-স্থানে উপনীত হইলেন। ধ্রুব ঋষিকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন--"তুমিই কি আমার পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি?" শ্রীনারদ কহিলেন—'না বৎস! আমি হরি নই। গুরুকৃপা-বলে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কখনও শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করা যায় না; আমি তোমার কর্ণে দীক্ষামন্ত্র দান করিতেছি, শ্রবণ কর।" এই বলিয়া নারদ ধ্রুবের কর্ণে দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন।

বালক ধ্রুব একাগ্র চিত্তে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; ধ্যানের প্রভাবে ধ্রুব হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন, এবং জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বাহিরেও ভগবানের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি অনিমেষ-নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন,—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী ভগবান্ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। ইন্দ্রনীলমণি স্বরূপ কি অপূর্ব্ব নীল-জ্যোতিঃ তাঁহার বদন-মণ্ডলে শোভা পাইতেছে। বদনে মধুর হাসি; পীতবসন পরিধানে, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ; বক্ষে কৌস্তুভমণি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে; হস্তে কেয়ূর, নিতম্বে মেখলা, নাসিকায় গজমুক্তা, ললাটে কস্তূরী-তিলক, গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা শোভা পাইতেছে। সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন, শ্রীচরণে নূপুরের মধুর-ধ্বনি। ভগবান্ সহাস্যে ধ্রুবকে বলিলেন—"বৎস! বর গ্রহণ কর।" ধ্রুব বলিলেন,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্র-গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং, স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

"আমি সামান্য রাজসিংহাসন লাভের জন্য তপস্যা করিয়া দেব-মুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে পাইয়াছি। তুমি সমস্ত ঐশ্বর্য্যেরই মালিক, আমি সামান্য সিংহাসন-রূপ কাচ খুঁজিতে খুঁজিতে দিব্যরত্ন-স্বরূপ তোমাকে পাইয়াছি—আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আর কোন বর প্রার্থনা করি না।"

ভগবান্ বলিলেন—"হে ধ্রুব! আমার দর্শন কখনও বিফল হয় না। তুমি প্রথমে ষাট-হাজার বর্ষ রাজ্য-সুখ ভোগ করিবে; পরে, পরমপদ-স্বরূপ যে স্থান তোমাকে দান করিলাম, তাহা তোমারই নামানুসারে ধ্রুবলোক নামেপ্রসিদ্ধি লাভ করিবে। উহা সিদ্ধ মহাজনেরও অপ্রাপ্য। এই বলিয়া ভগবান্ ধ্রুবকে বর প্রদান করত বৈকুণ্ঠে শুভবিজয় করিলেন। ধ্রুবও তপস্যান্তে মাতার নিকট গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীনারদ-ঋষি উত্তানপাদ রাজার নিকট গমন করিয়া, সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া বলিলেন,—"হে রাজন্! তুমি শীঘ্রই ঐ পরম ভক্ত ধ্রুবকে

ফিরাইয়া আনিয়া রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত কর।"

শ্রীহরি তুষ্ট হইলে সমস্ত জগৎই প্রসন্ন হয়। নারদের বাক্যে রাজার আর আনন্দের সীমা নাই। এতদিন পুত্র-বিরহে তিনি মনে মনে দারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন। সুরুচিরও মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহারও ধ্রুবের প্রতি পুত্র-স্নেহের উদয় হইল।

যথাসময়ে রাজা উত্তানপাদ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নানা রাদ্যভাণ্ড-সহকারে ধ্রুবকে আনিতে বনে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মহিষী সুরুচি-দেবীও চলিলেন। সহসা সেই বন-মধ্যে সৈন্য-কোলাহল, সাঁনাই, বংশী প্রভৃতির ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুনীতিদেবী বিস্মিতা হইলেন। অবিলম্বে রাজা আসিয়া ধ্রুবকে হস্তী-পৃষ্ঠে উঠাইলেন। সুরুচি ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রুজলে তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের মাতাও সঙ্গে চলিলেন, আনন্দের আর সীমা নাই।

ধ্রুবকে রাজা করিয়া তাঁহাকে রাজ-সিংহাসনে বসাইয়া, বৃদ্ধকালে রাজা বনে প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে সুরুচির পুত্র উত্তম মৃগয়া করিতে যাইয়া যক্ষ-হস্তে নিধন-প্রাপ্ত হইলেন। তাহার মাতা সুরুচি-দেবী পুত্র অন্বেষণে বনে গমন করিয়া, দাবানলে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

মহাত্মা ধ্রুব ভ্রাতার শোকে ধনুর্ব্বাণ লইয়া, অরণ্যে গমন করত ক্রোধে বহু-সহস্র যক্ষকে নিধন করিলেন; তাহা দেখিয়া তাঁহার পিতামহ মনু আসিয়া ধ্রুবকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি মহাভাগবত, ভাগবত-ধর্ম্মে জীব-হিংসা নাই; নিজ-কর্ম্ম-দোষে উত্তম প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তুমি বৃথা যোগেশ্বর শম্ভুর প্রিয়-সেবক কুবের-রাজের বহু যক্ষসেনা বিনাশ করিয়াছ। তোমার পক্ষে ইহা উপযুক্ত হয় নাই; তুমি স্তব করিয়া কুবেরকে প্রসন্ন কর।" পিতামহের উপদেশে ধ্রুব তদনুযায়ী কুবেরকে প্রসন্ন করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন।

এইরূপ ধ্রুব মহারাজ বহুকাল রাজত্ব করিয়া পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাবর্গ সুখ-শান্তিতে কাল-যাপন করিতেন। ক্রমে বৃদ্ধকালে অন্তিম-দশায় ধ্রুব মহারাজ দেখিতে পাইলেন,—শূন্য হইতে জ্যোতির্ম্ময় এক দিব্য রথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছে। তাহার মধ্যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি-বিশিষ্ট বিষ্ণুদূত চারিজনকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ধ্রুবকে বলিলেন,—"আপনি এই রথে আরোহণ করুন। ভগবানের আদেশে আপনাকে বৈকুণ্ঠলোকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" এই [illegible]

ধ্রুব রথকে পরিক্রমা করিয়া বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়কে সম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া যেমন রথে উঠিবেন, এমত সময় বিকটাকার ঘোর-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর 'মৃত্যু'কে দেখিতে পাইলেন। মৃত্যু কাহাকেও ভুলিয়া থাকে না, কিন্তু হরিভক্তের নিকট মৃত্যু কোনও বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। ধ্রুব মহারাজ মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া দিব্য-রথে উঠিলেন।

পথে যাইতে যাইতে ধ্রুব মহারাজ মাতার জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—"হায়! আমার দুঃখিনী মাতা এমন সময়ে কোথায় রহিলেন?"—এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে বিষ্ণুদূতগণ ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস! তুমি ক্রন্দন করিও না; ঐ দেখ, তোমার মাতা দিব্য-রথে আরোহণ করিয়া তোমার অগ্রেই দিব্যস্থানে গমন করিতেছেন। যে জননী তোমা হেন পুত্র গর্ভে ধারণ করেন, তাঁহার কি কখনও অমঙ্গল হইতে পারে? এই বাক্য শুনিয়া ধ্রুব মহারাজ শান্ত হইলেন। ক্রমে রথ প্রবলবেগে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতে লাগিল; পিতামহ মনু ধ্রুবকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। স্বর্গ হইতে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 'জয় জয়' ধ্বনিতে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। বালকের এই ঊর্দ্ধগতি দেখিয়া দেবতাবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রথ জ্যোতিশ্চক্র ভেদ করত শিশুমার অতিক্রম করিয়া সপ্তর্ষি-মণ্ডলও পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া চিরস্থির "ধ্রুবলোকে" গমন করিল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অধোক্ষজ-শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ

জগতে বিবিধ শিক্ষকগণের বিবিধ শিক্ষা প্রচলিত আছে। যাঁহারা সেই সকল বিদ্যায় শিক্ষিত হন, তাঁহাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাক্রমে তাঁহারা মনে করেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাও তাদৃশ শিক্ষার অন্যতম; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে শিক্ষণীয়-বিষয়ে পার্থক্য থাকায় সম প্রণালীতে মহাপ্রভুর শিক্ষা গৃহীত হইতে পারে না। মোটামুটি একটী কথা এই যে, জগতের বিভিন্ন শিক্ষার শিক্ষকগণ শিক্ষণীয় বিষয়ে যে ধারা অবলম্বন করেন, তাহা ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে অধিষ্ঠিত

এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু-বিষয়ক শিক্ষা মাত্র—"অর্থকরী জ্ঞান"। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষণীয় বিষয়টী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রাকৃত বিষয় না হওয়ায়, তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কতিপয় বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা না করিয়া প্রাকৃত জ্ঞানাবলম্বনে বিচার করিতে গেলে তাঁহার শিক্ষায় প্রবেশ করা তো হয়ই না, বরং ভুল ধারণা-বশে বস্তু-সান্নিধ্য লাভ হয় না। সে কারণ পূর্ব্বেই বিশেষভাবে উক্ত বিষয় আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

প্রথমতঃ, এই জগতে শব্দশক্তি অপ্রাকৃত বস্তু-বোধিকা না হওয়ায় 'লক্ষণা' করিবার জন্য একটা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আমাদিগকে অধোক্ষজ-বস্তু-(যাহা জড় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না) বিজ্ঞানে বঞ্চিত করিতে পারে। আমাদের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব,—এই সহায়-চতুষ্টয় অধোক্ষজ-বস্তুকে অক্ষজ-বস্তু (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাম্যে ভোগের উপাদান মাত্র মনে করায় বটে, প্রকৃতপ্রস্তাবে অধোক্ষজ বিষয়টী তাহা নহেন। জীব-স্বরূপের ধারণা-বিপর্য্যয় অনেক স্থলে নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল অচিদ্-বস্তুর গ্রহণোপযোগী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়-সাহায্যে মানস ও শারীর চেষ্টাসমূহকে আত্ম-চেষ্টা-জ্ঞানে "বিবর্ত্ত" উপস্থিত করায়। কিন্তু শ্রৌত-পথের শিক্ষা-প্রণালী সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করিতে পারিলেই জীবের স্বরূপ-প্রাপ্তি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। প্রাকৃত স্থূলদেহ ও প্রাকৃত সূক্ষ্ম-দেহ যেখানে জীব-স্বরূপকে আবরণ করে,সেইখানেই তাহার বিরূপ ধারণা-বশে সত্য-গ্রহণে অসামর্থ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—অনাত্ম-বিরূপের কবল হইতে আত্ম-রক্ষাত্মিকা। শ্রৌতপথে শরণাগত হইয়া ঐ শিক্ষা গ্রহণ না করিলে, দেহ ও মনের বিক্রমাধীন স্বরূপভ্রান্ত জীবের উহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হয় না। চেতনময় জীব—অবিমিশ্র-চিন্ময় ভাবযুক্ত। চেতনের ধর্ম্মে অচিদালোচনা-প্রবৃত্তি নাই। অচিদ্ বস্তুই চিন্ময় জীবের আলোচ্য,—এরূপ ভ্রমপূর্ণ ধারণা যে-স্থলে উপস্থিত হয়, সেস্থলে তাহা অনাত্ম-বৃত্তি-পর্য্যায়ে পরিগণিত। সর্ব্বাগ্রে জীবের নিজ-স্বরূপের পরিচয় হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই প্রভুর শিক্ষা-বিষয়ে সহজে অনুসরণ করিবার বল সঞ্চারিত হইবে। জীবগণের স্বরূপের সংখ্যাগত বহুত্ব ও অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতে ভেদ থাকিলেও তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবার শক্তি তাহাদের নাই।

জীব-স্বরূপ—অধোক্ষজ বস্তুর শক্তি-বিশেষ। সেই অধোক্ষজের বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রভাবে জীবের অনধিকার-চর্চ্চায় তাৎকালিক অধিকার আছে বটে, কিন্তু অনধিকার-চর্চ্চা পরিহার করিলেই তিনি অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া

আত্ম-বৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। ভক্তি—নিত্যা, আর অভক্তি—অনিত্যা। ভজনীয়-বস্তু অধোক্ষজের সর্ব্বক্ষণ সেবনই জীব-স্বরূপের একমাত্র কৃত্য। শক্তিতত্ত্ব জীব শক্তিমানের সেবা-বর্জ্জিত হইয়াই স্বীয় অধিকারের অপব্যবহার করেন। স্বীয় স্বরূপ-জ্ঞান উদিত হইলেই তাঁহার আর দুর্গতি ঘটে না। মহাপ্রভুর শিক্ষা হইতেই জীবের সেই অধোক্ষজ প্রীতিরূপ চরম কল্যাণ লাভ ঘটে।

চিচ্ছক্তি জীবের স্বভাবে চেতনধর্ম্ম অবস্থিত। চেতনধর্ম্ম অচিৎ-প্রতীতির আশ্রয়ে স্তব্ধ হইয়া যায়। চেতন হইতেই চেতন ধর্ম্মের সামঞ্জস্য। যেখানে অচিদ্‌ধর্ম্ম চেতনকে সাহায্য করে না, সেইখানেই চেতন একদেশ-দর্শনে সত্যের উপলব্ধি হইতে ন্যূনাধিক বঞ্চিত হয়। চিদ্ধর্ম্ম স্তব্ধ হইয়া আপনাকে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনোধর্ম্মরূপে পরিণত করিলে তাহার বাস্তব সত্য গ্রহণে অযোগ্যতা হয়। মনোধর্ম্মী জীব পরিবর্ত্তনশীল অসদ্ বস্তুকে সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিলেও তাহার ঐ দৃঢ়তা আবার কালক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে। শ্রৌতজ্ঞানের পথ ছাড়িয়া সেই সময় জীব নানা প্রকার অন্য চেষ্টা করে। তৎকালে তাঁহার সেই সকল চেষ্টাকে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানোত্থ "তর্কপন্থা" বলা হয়। তর্কপন্থা—সীমাবিশিষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন, তদ্দ্বারা পূর্ণ-বৈকুণ্ঠ বস্তুকে আয়ত্ত বা অধীন করা অসম্ভব; তবে, সেই মায়াধীশ বস্তুর স্বতন্ত্রেচ্ছা বা কৃপা ক্রমে তাঁহার স্বরূপ স্পর্শ-যোগ্যাধিকার লাভ হইতে পারে। যে-স্থলে শ্রৌতপথের আদর নাই, সেই স্থলেই জীব নিজের শ্রেয়ঃপন্থা বা মঙ্গল প্রার্থনার পরিবর্ত্তে প্রেয়ঃ-পন্থাকেই আদর করেন। সেই প্রেয়ঃপন্থিগণ ইন্দ্রিয়-চালনের দ্বারা ভোগময় মায়িক রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে বিফল-মনোরথ হইয়া আবার ত্যাগের পথকেই শ্রেয়ঃপন্থা বলিয়া মনে করেন। আবার ত্যাগের পথেও ভোগের ক্ষুধা নিবৃত্ত না হওয়ায়, সেই পথও পরিত্যাগ করিবার বুদ্ধি পোষণ করেন। স্বরূপ-বোধের অভাব হইতেই চৈতন্য সেবা-বিমুখ জীবের ভগবদ্দর্শনাভাব-ফলে দৃশ্য-জগৎকে ভোগায়তন মাত্র বলিয়া দর্শন লাভ ঘটে। যে-দিন তিনি ভোগ ও ত্যাগ-রাজ্যের অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করেন, সেই দিনই তাঁহার কর্ণ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-শ্রবণে অধিকার লাভ করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার ধারাবাহিক আলোচনা করিবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহারা মহাপ্রভুর একান্তানুগত-সম্প্রদায়ের আনুগত্য করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের লিখিত '**শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত**'-ও '**শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা**'

গ্রন্থ আলোচনা করিলে বিশেষ জানিতে পারিবেন। উক্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গ-প্রভাবেও এইসকল কথা হৃদয়ে ক্রমশঃ উজ্জ্বলভাবে দেখা দেয়। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' পাঠ করিয়া কাহারও কাহারও আবার মহাপ্রভুর প্রতি বিদ্বেষ-ভাবও ফুটিয়া পড়ে। কেহ কেহ বা তাঁহার আনুগত্যকেই সকল মঙ্গলের আকর জানিয়া নতশীর্ষে উহা গ্রহণ করেন। কেহ কেহ তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীকে স্বীয় মনোধর্ম্মের বিরুদ্ধজ্ঞানে কঠিন বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য মনে করেন। আমরা উপরোক্ত ত্রিবিধ পাঠককেই একান্ত শরণাগত হইয়া শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-প্রণালীর অনুধাবন করিতে বলি।

তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে প্রথমতঃ প্রমাণ-তত্ত্ব; পরে সেই প্রমাণ দ্বারা নয়টী প্রমেয়তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণাবলী—প্রাকৃত রাজ্যের বিশেষ উপযোগী, কিন্তু যেস্থলে প্রকৃতির অতীত বস্তুর ধারণা প্রয়োজন, সেস্থলে শ্রৌত-প্রমাণ ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের প্রামাণিকতার সম্ভাবনা নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় অপর ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের সাহায্যে শ্রুতবিষয়ের সমর্থন করিতে পারে। যেস্থলে শ্রবণেন্দ্রিয় সেবোন্মুখী বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া অপর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রুত অধোক্ষজ-বিষয়ের অনুগমন করে না, সেস্থলে শ্রবণের বিষয়টী—প্রাকৃত মাত্র; কিন্তু যেস্থলে অপ্রাকৃতভাব-দ্যোতক শব্দ স্বরূপগত অভিধাবৃত্তির আশ্রয়ে 'লক্ষণা' বৃত্তিকে অপেক্ষা না করিয়া শব্দের স্বতঃ-প্রমাণতা সংস্থাপন করে, সে-স্থলে অশ্রৌত বা তর্কপন্থার অকর্ম্মণ্যতাই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রৌত-বিষয়ামৃতধারা নানাপ্রকার কুতর্ক-নালিকায় প্রবাহিত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক নির্ম্মলতা হইতে বিচ্যুত হইয়া মিশ্র নৈসর্গিকভাবাপন্ন হয়। তজ্জন্য প্রাকৃত-ভোগময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয়-নির্দ্দেশক ভাবগুলি শব্দের লক্ষণাবৃত্তি সাহায্যে আমাদিগকে সত্যের নিরন্তকুহক-ধারণা হইতে বিপথগামী করায়। যে-স্থলে উপমাটী--প্রাকৃত বিষয়ে আবদ্ধ সে-স্থলে বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাব; সুতরাং বৈকুণ্ঠ নাম যে শব্দশক্তিতে বিভাবিত, তাহাতে 'লক্ষণা' করিয়া জড়ের সৌসাদৃশ্য আরোপ করিতে গিয়া বদ্ধজীব পরিশেষে নির্ব্বিশিষ্ট, এবং চিন্ময়ী শব্দশক্তির ধারণা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। অপ্রাকৃতের সহিত প্রাকৃতের সমতা-স্থাপন প্রয়াস শ্রৌত-পথের প্রকৃত অন্তরায়, তাহাতে শ্রোতার শরণাগতির অভাব বিদ্যমান।

শ্রীমদ্ভাগবত অমল শাস্ত্র—শ্রৌতপথের প্রবল দুর্ভেদ্য দুর্গ, তাহাকেই একমাত্র অমল 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার না করিলে তর্কপন্থীকে 'অজহৎস্বার্থা',

'জহৎস্বার্থা', 'জহদজহৎস্বার্থা', 'নিরূঢ়া', 'আধুনিকা' প্রভৃতি লক্ষণার আশ্রয়ে বিবর্ত্তে পতিত হইতে হয়। কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ নির্ব্বিশিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে 'লক্ষণা' করিবার চেষ্টা—গ্রামের অভাবে গ্রামসীমা নির্দ্দেশ করিবার ন্যায় বাতুলতা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ শ্রৌত-প্রমাণ-ভিত্তিই বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী প্রাকৃত তর্কশাস্ত্র সমূহ পদে পদে নিজ নিজ নির্ব্বুদ্ধিতা গ্রন্থিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে; সুতরাং নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র অমল প্রমাণ ও ব্রহ্মসূত্রের অদ্বিতীয় অকৃত্রিম ভাষ্য জানিয়া শ্রৌতপন্থায় অগ্রসর হইলে সুষ্ঠুভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা জানিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যের লীলাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয় আলোচনা করুন; তখন মহাবদান্য মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রভাবে যাবতীয় ভোগময়ী ধারণা তিরোহিত হইবে এবং প্রকৃত শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারিবেন।

—সম্পাদক

পরলোকে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তাশ্রম প্রভু

মাননীয় শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ দাস মহোদয় বিগত ২৬শে চৈত্র ১৩৫৯) তারিখে একখানা পত্রদ্বারা একটী নিদারুণ সংবাদ জানাইয়াছেন। তাঁহার পত্র বিলম্বে পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া নিম্নে আমাদের বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীমদ্ বসন্তকুমার ভক্তাশ্রম মহোদয় অনুমান ৭৬ বৎসর বয়সে বিগত ২৫শে চৈত্র, ৮ই এপ্রিল (১৯৫৩ খৃঃ), বুধবার কৃষ্ণা-নবমী তিথিতে কৃষ্ণের মাধ্যাহ্নিকী-লীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল যাবৎ তাঁহার অনুগত শিষ্য সেবকগণকে সেবা-সুযোগ প্রদানের জন্য উৎকট ব্যাধির আশ্রয় গ্রহণ করার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥ দৃষ্টৈঃস্বভাব জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্ব-মিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"।

ভক্তাশ্রম প্রভু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একনিষ্ঠ স্নিগ্ধ সেবক। তিনি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে উপনয়ন সংস্কার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমেই বৈষ্ণব মাত্রেরই অন্তরে ব্রাহ্মণত্ব-সতঃসিদ্ধ জানিয়া যজ্ঞসূত্রাদি ধারণ নিতান্ত আবশ্যকবোধে তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্য মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা স্থাপন করা যে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরই প্রচার্য্য বিষয় ছিল তাহা জ্ঞাপন করেন। এমনকি

ভক্তাশ্রম প্রভু তাঁহার নিজ শিষ্যগণকেও উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছেন। তিনি ইঁচড়ে-পাকা সাউড়ির সহজিয়া সম্প্রদায়ের গুরুদ্রোহী বিচারের কোন প্রশ্রয় দিতেন না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিরপেক্ষ আদর্শ আমরা ভক্তাশ্রম প্রভুর স্নিগ্ধ আচার-ব্যবহারে প্রস্ফুটিত দেখিয়াছি। তিনি আকুমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া নবদ্বীপের অন্তর্গত কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম-দ্বীপেই তাঁহার ভজনের সর্ব্বোত্তম অনুকূল স্থান জ্ঞান করিয়া তাহাতে একটী কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া ভগবদ্ ভজনে কালাতিপাত করিতেন।

আচার্য্যকুল মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল কেন্দ্র নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে গৌর-জন্মোৎসব ও নবদ্বীপ পরিক্রমা উৎসবে প্রতিবৎসর যোগদান করিতেন। এমনকি তিনি তাঁহার শিষ্য ও অনুগত জনগণকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তিনি সমিতির আচার্য্যবরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ব্যবহার করিতেন। উক্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক হইয়া ধারাবাহিক ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহা পাঠ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি আমাদের ১০০৮ নম্বর গ্রাহক তিনি অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা-সমূহের সহিত তুলনা করিয়া শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকাই সমস্ত পত্রিকার আদর্শ পারমার্থিক পত্র ইহা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিতেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত সংক্ষেপ দিন-পঞ্জিকা এবং ব্রতাদি নির্ণয় সম্বন্ধে বিচার তিনি সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন ও প্রশংসা করিতেন। তিনি বর্ত্তমান বৎসরে অসুস্থ-লীলার অভিনয় করায় গত পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসবে যোগদান করিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপত্রিকার নিয়ামক মহারাজ গত ফাল্গুন মাসের শেষভাগে তাঁহার দর্শনের জন্য গোদ্রুমে (স্বরূপগঞ্জে) তাঁহার ভজনস্থলীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। তখন তিনি আচার্য্যবরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার শুভাগমনের প্রতি দৈন্যবশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এবং নবদ্বীপ মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীমায়াপুর পঞ্জিকা' ও শ্রীল ঠাকুরের 'জৈবধর্ম্ম' প্রকাশিত হইয়াছে জানিয়া প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করেন। এবং বিশেষ আগ্রহ সহকারে উক্ত গ্রন্থদ্বয় তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। আমরা তাঁহার নিকট পত্রিকা ও জৈবধর্ম্ম তৎপরক্ষণেই প্রেরণ করিয়াছি। গ্রন্থাদি মুদ্রনের জন্য মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপনের কথা জানিয়া প্রচুর আনন্দ প্রকাশ

করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার বার্দ্ধক্য জীবনে অত্যন্ত পরিশ্রমলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক সূচি প্রস্তুত করিতেছিলেন। এবং উহা প্রকাশের সম্পূর্ণ ভার নিয়ামক মহারাজের নিকট অর্পণ করেন। দুঃখের বিষয় উহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। আমরা মাননীয় দেবেন বাবুকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তিনি যেন ভক্তাশ্রম প্রভুর পরিশ্রমলব্ধ গ্রন্থাদি সযত্নে রক্ষা করেন এবং উহা প্রকাশের জন্য আচার্য্যবরের নিকট পাঠাইয়া দেন।

যশোহর জেলার অন্তর্গত বাড়গোবিন্দপুর নামক একটী পল্লীগ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান উক্ত জেলার অন্তর্গত ঝুমঝুমপুর। ইহা তাঁহার জন্মভূমি ও মাতুলালয়। "যেথায় বৈষ্ণবগণ সেইস্থান বৃন্দাবন" এই ঝুমঝুমপুর পল্লীটী এই বৈষ্ণব মহাজনের প্রভাবে একটী বৈষ্ণব পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অবর্ত্তমানে অত্যন্ত সহায়-হীন বলিয়া মনে করিতেছি। কলির প্রভাব যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তদুপরি শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ লীলা-সম্বরণ করিয়া আমাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা ইহ-জগতের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কথা। আমরা তাঁহার অনুগত সেবক ও শিষ্যগণকে প্রকৃত গুরু-পাদপদ্মের বিরহ ব্যথায় সর্ব্বতোভাবে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা তাঁহাদের অনুক্ষণ দর্শন পাই নাই। ভক্তাশ্রম প্রভুর কথা আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া আমাদিগকে তাঁহার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সুযোগ প্রদান করিবে। পরিশেষে আমরা গুরু-সেবক মাননীয় দেবন বাবুকে তাঁহার আদর্শ গুরুসেবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত বামন মহারাজ

চালনী ও সূচ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠার পর)

ভাই চালনি! ভাল জিনিষ ছাড়িয়া দেওয়া যাহার অভ্যাস এবং ছাইপাঁস বুকে করিয়া রাখা যাহার স্বভাব, তাহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকের ছাইপাঁস অর্থ ছাড়া ভাল অর্থ প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া। তন্মধ্যে তুমি ভাই সংস্কৃতের 'স'ও জাননা; পঞ্চম শ্রেণীর বিদ্যায় আর কত হইবে। অল্প বিদ্যা হইলেও সংস্কৃত টোলে পড়িলে কিছু শিখিতে পারিতে। যাহা হউক 'আলোচনা-প্রসঙ্গ,

লিখিতে গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ জানা কোন পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া লিখিলেই ভাল হইত। অথবা তুমি যদি কাহারও সাহায্য লইয়া থাক, সে তোমার দ্বারা একটা তামসা সৃষ্টি করিবার জন্য হরিভক্তিবিলাসের পঞ্চদশ বিলাসের ১৩শ শ্লোকটির একটি হাস্যোদ্দীপক অর্থ লিখাইয়া দিয়াছে। আমি ক্রমশঃ তোমাকে তাহা দেখাইয়া দিতেছি। এইজন্য নিশ্চয়ই তোমার মূর্খতা প্রকাশ পাইবে, তাহাতে লজ্জিত হইলেও চটিওনা। যদিও আমি জানি—তুমি চটিবে; কারণ নীতিশাস্ত্র বলে "উপদেশোহি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে"।

সূচের ধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন বস্তুকে সূত্রের দ্বারা এক করা। সুতরাং পরস্পর মিলন সঙ্গতি প্রভৃতি কার্য্য সূচের দ্বারা হইয়া থাকে। বেদান্ত-সূত্রের দ্বারা ব্যাসদেব সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গতি ও মিলন করিয়াছেন। হরিভক্তিবিলাসের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মর্ত্তবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতিমর্ত্ত পরমহংস গুরু-পাদপদ্মের প্রতি যাহারা অযথা জাতি বুদ্ধি করে, তাহারা তাঁহার গৌড়ীয় ভাষ্যের ভুল ধরিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি! ধন্য ভাই তোমার গুরু-ভক্তি। তুমি নির্ল্লজ্জ বেহায়ার মত কেমন করিয়া লিখিতে সাহস পাইলে যে, 'প্রমেয় রত্নাবলীর' (শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত) 'গৌড়ীয় ভাষ্য' ভুল হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছি নিজেদের দলের মত পোষণের জন্য অঘটন ঘটাইতে পার। সম্পত্তির লোভে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে শূদ্রে পরিণত করা বা পরমহংস মহাভাগবত বৈষ্ণবকে কোন জাতির অন্তর্গত করা তোমাদের একটা পেশা। ভাই, ইহার দ্বারা তোমাদের কোন মঙ্গল হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নারদকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ভগবদ্-বিরোধী ব্যক্তিগণেরই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। তাহার ফলে নানা দোষ আসিয়া পড়ে। যাহা হউক এক্ষণে সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ করিতে গিয়া তুমি যে মূর্খ পঞ্চাননের পরিচয় দিয়াছ, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

ভাই তোমার কি হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থখানি আছে? না থাকিলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিরাট গ্রন্থাগারে উহার কয়েকটী সংস্করণ দেখিয়া যাইবে।—

স্নানে বাচমনে চৈব বজ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্-ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।১৩)

আমি উক্ত শ্লোকের স্বাভাবিক অর্থ যাহা লিখিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদিত। সুধী পাঠকবর্গের নিকট আমি আমার প্রকাশিত ঐ শ্লোকের অর্থ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ২৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আমি উক্ত শ্লোকের অর্থ করিয়াছি—

স্নানে বা আচমনেও পণ্ডিত ব্যক্তি জল বর্জ্জন করিবেন। এবং অপর সকল প্রকার উপভোগই ত্যাগ করিবেন,নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে।

উক্ত অর্থই সংস্কৃত সাহিত্য অনুযায়ী ও ব্যাকরণ-সঙ্গত অর্থ হইয়াছে কিনা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমার ঐ প্রকার অর্থের অনুমোদনে আরও দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিতের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।—

(১) বঙ্গাব্দ ১৩০৪ সালে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ২৮৯ পৃষ্ঠায় উক্ত 'স্নানে বাচমনে' শ্লোকের যেরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

স্নানে বা আচমনেও জল ত্যাগ করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য,অপর সকলপ্রকার ভোগই বর্জ্জন করিবে নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে।

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার ভূমিকার ৵০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"পণ্ডিত প্রবর **শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন** মহোদয় বহু পরিশ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক এই মহাগ্রন্থের আদ্যোপান্ত **অনুবাদ** ও স্থানে স্থানে আবশ্যকীয় টিপ্পনি প্রভৃতি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

(২) বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রসিদ্ধ অনুবাদক **শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্ন** মহাশয়-কৃত উক্ত শ্লোকের অনুবাদ যাহা ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসে বহরমপুর রাধা-রমণ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধার করিলাম।—

স্নানে বা আচমনেতেও পণ্ডিত ব্যক্তি জল বর্জ্জন করিবেন, অন্য কোন উপভোগ করিবেন না, করিলে ব্রত ভঙ্গ হইবে।"

পাঠকবর্গ মৎকৃত অনুবাদের সহিত উক্ত পণ্ডিতগণের উল্লিখিত অনুবাদদ্বয় মিলাইয়া দেখিবেন। আমার অনুবাদ হইতে ইহাঁদের অনুবাদে কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হইবে না।

আমাদের সমালোচক শ্রীযুত পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত "শ্লোকটির সরল সহজ অবিতর্ক্য অনুবাদ" নাম দিয়া যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের সমক্ষে তাঁহার 'দেবভাষা জ্ঞানের' পরিচায়ার্থ নিম্নে উদ্ধার করিতেছি।

স্নান ও আচমনার্থ জল ব্যতীত বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্য কিছু উপভোগ করিবেন না, অন্যথায় ব্রত ভঙ্গ হইবে।

এস্থলে পরমানন্দ প্রভুর অনুবাদ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের যে হাস্য আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই! হরিভক্তিবিলাসের ১৫শ

বিলাসের নির্জ্জলা একাদশী প্রসঙ্গে এই শ্লোকটী পদ্ম-পুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'নির্জ্জল' বলিলে কি বুঝাইবে, তাহাই গোপালভট্ট গোস্বামীর বক্তব্য বিষয়। উক্ত শ্লোকের উদ্দেশ্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে জল বর্জ্জন করা আবশ্যক তাহাই প্রকাশ করায়। 'স্নান' বা 'আচমনের' মহিমা তত্তৎ সম্বন্ধে কি কৃত্য তাহা প্রকাশ করা এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। এই প্রসঙ্গ নির্জ্জলা উপবাস সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে। প্রতিবাদক মহোদয় ইহা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়া এই শ্লোকের সদর্থ পরিত্যাগ করিয়া দেব-ভাষানভিজ্ঞ কাণ্ডজ্ঞান-রহিত ব্যাকরণ জ্ঞান শূন্য মূর্খের ন্যায় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভায়া হে! ভাল করিয়া লিখা-পড়া শিখিয়া প্রতিবাদ করা ভাল নয় কি? আগামীতে উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে তুমি যে নানা প্রকার, এমন কি ব্যাকরণ-গত ভুল করিয়াছ; তাহা প্রদর্শন করিয়া তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত
উৎসব-তালিকা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ঃ—

শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

১। ১৩৫৬ সাল ৫ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০, সোমবার হইতে ২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত।

২। ১৩৫৭ সাল ৪ঠা চৈত্র, ১৮ই মার্চ্চ ১৯৫১, রবিবার হইতে ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত।

৩। ১৩৫৮ সাল ২২শে ফাল্গুন, ৬ই মার্চ্চ ১৯৫২, বৃহস্পতিবার হইতে ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত।

৪। ১৩৫৯ সাল ১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩, সোমবার হইতে ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে ঃ—

(ক) শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিরহ ও শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব

১। ১৩৫৬ সাল ১২ই আষাঢ়, ২৬শে জুন ১৯৪৯, রবিবার হইতে ২১শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

২। ১৩৫৭ সাল ৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই ১৯৫০, রবিবার হইতে ৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

৩। ১৩৫৮ সাল ১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই ১৯৫১ বুধবার হইতে ২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই শনিবার পর্য্যন্ত।

৪। ১৩৫৯ সাল ৮ই আষাঢ়,২২শে জুন ১৯৫২ রবিবার হইতে ১৮ই আষাঢ় ২রা জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত।

(খ) শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

১। ১৩৫৪ সাল ১৪ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ শুক্রবার হইতে ১৬ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত।

২। ১৩৫৫ সাল ৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ বুধবার হইতে ৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত।

৩। ১৩৫৬ সাল ২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ রবিবার হইতে ২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

৪। ১৩৫৭ সাল ১২ই ফাল্গুন ; ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ শনিবার হইতে ১৪ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত।

৫। ১৩৫৮ সাল ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫২, বৃহস্পতিবার হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত।

৬। ১৩৫৯ সাল ১৯শে মাঘ, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩ সোমবার হইতে ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীউর্জ্জব্রত ও পরিক্রমা

১। ১৩৫৬ সাল ১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর ১৯৪৯, বুধবার হইতে ২১শে কার্ত্তিক,৭ই নভেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত **শ্রীঅযোধ্যা ও শ্রীনৈমিষারণ্য-ধামে।**

২। ১৩৫৭ সাল ৯ই কার্ত্তিক, ২৬শে অক্টোবর ১৯৫০, বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত **দাক্ষিণাত্যের শ্রীরামেশ্বর-কন্যাকুমারী-অনন্তপদ্মনাভ প্রভৃতি স্থানে।**

৩। ১৩৫৮ সাল ৩০শে আশ্বিন, ১৭ই অক্টোবর ১৯৫১ বুধবার হইতে ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত **৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডলে।**

৪। ১৩৫৯ সাল ১৭ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর, ১৯৫২ শুক্রবার **হৃষীকেশ হইতে উর্জ্জব্রত আরম্ভ** হইয়া ১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর, শনিবার **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে সমাপ্ত** হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।



অ... ক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্‌সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | বাসুদেব, ১৭ ত্রিবিক্রম, ৪৬৭ গৌরাব্দ
রবিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০; ইং ১৪।৬।৫৩ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

[শ্রীশ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

উপাসিত-পদাম্বুজস্তমনুরক্ত-রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্রাজিতঃ।
সমস্ত-নত-মণ্ডলী-স্ফুরদভীষ্ট-কল্পদ্রুমঃ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্॥১॥

নু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।
পরোভবতু তত্র কঃ পটুরতো নমস্তে পরং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥২॥

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্‌গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥৩॥

নিজ প্রণয়বিস্ফুরন্নটনরঙ্গ বিস্মাপিত
ত্রিনেত্র নতমণ্ডল প্রকটিতানুরাগামৃত।
অহঙ্কৃতি কলঙ্কিতোদ্ধতজনাদি দুর্ব্বোধ হে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥৪॥

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিত-দুষ্কুলোৎপত্তয়-
স্ত্বমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর-চারু-কারুণ্যতঃ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্ত্বামহং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥৫॥

মুখাম্বুজ-পরিস্খলন্মৃদুলবাঙ্ময়ধুলীরস
প্রসঙ্গ-জনিতাখিল-প্রণত-ভৃঙ্গরঙ্গোৎকর।
সমস্ত-জনমঙ্গল-প্রভব-নাম-রত্নাম্বুধে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥৬॥

মৃগাঙ্কমধুরানন-স্ফুরদনিদ্র-পদ্মেক্ষণ
স্মিতস্তবক-সুন্দরাধর বিশঙ্কটোরস্তট।
ভুজোদ্ধত-ভুজঙ্গম-প্রভ মনোজ-কোটিদ্যুতে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥৭॥

অহঙ্কৃতি-কেতকী-কুসুমগৌরদুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষ-পূর্ণেঽপি তে।

অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ত্বাং ভজে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাম্ ॥৮॥
ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব ভবৎপদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্ট-মনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকম্।
শচীহৃদয়নন্দন প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্রপ্রভো
নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেবতেভ্যঃ শুভম্ ॥৯॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

ভক্তিরসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবকে দর্শন করিয়া এইরূপ স্তব করিতেছেন।—হে শচীনন্দন! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! তুমি আমাকে কৃপা কর। প্রকট স্বরূপ তোমাকে অন্যত্র অন্বেষণ করিতেছিলাম অতএব আমি মন্দ। তোমার অনুরক্ত রুদ্রাদি দেবতা আচার্য্যাদি-রূপে তোমার পাদপদ্ম উপাসনা করিতেছেন। পুরুষোত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়া তুমি অতি শ্রেষ্ঠরূপে বিরাজমান্ হইয়াছ। তুমি সমস্ত প্রণত জীবের অভীষ্টদাতারূপ কল্পবৃক্ষ হইয়া স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥১॥

দত্তাত্রেয়, বাদরায়ণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মুনিগণের অবতার স্বরূপ যাঁহাদের আচরণ, সেই পরম বুদ্ধিশালী সার্ব্বভৌমাদি তোমার স্তব বর্ণনে যখন শক্ত হন নাই, তখন অন্য কাহারই বা সেই কার্য্যে সামর্থ্য হইবে? অতএব হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! আমি প্রণতিপূর্ব্বক তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাকে কৃপা কর ॥২॥

বেদ শাস্ত্রে উপনিষদগণও যে বিশুদ্ধ ভক্তিরত্নের স্পষ্ট বর্ণন করেন নাই এবং স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও ব্যাসাদি গুরুতরাবতারে যাহার স্পষ্ট বিবরণ করেন নাই, সেই অতি গোপনীয় রসসমুদ্রের ভক্তিরত্ন তুমি পৃথিবীতে ধান্যরাশির ন্যায় নিক্ষেপ করিতেছ, অতএব তোমার তুল্য আর কৃপালু কেহই নাই। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজীব যে আমি, আমাকে কৃপা কর ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যে তুমি তোমার নিজ প্রণয় দ্বারা উদিত নৃত্যরঙ্গ দৃষ্টি করিয়া শিবাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। সমস্ত ভক্তমণ্ডলের নিকট অনুরাগামৃত স্বরূপ প্রকট হইয়াছ। জাতিবিদ্যাদি অহঙ্কারজনিত লাঞ্ছনাদ্বারা

যাহারা মোহিত তুমি তাহাদের বোধগম্য নও। এমন যে শচীনন্দন তুমি হে প্রভো! হে মুকুন্দ! ক্ষুদ্রবুদ্ধিস্বরূপ আমাকে কৃপা কর ॥৪॥

জগতে যাঁহারা দুষ্কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তুমি প্রচুর কমনীয় কারুণ্যবশতঃ তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেছ। এই সম্বাদদ্বারা অত্যন্ত আনন্দিত অন্তঃকরণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অতি মন্দ যে আমি আমাকে কৃপা কর ॥৫॥

তোমার মুখাব্জ হইতে স্খলিত কোমল বাক্য-মকরন্দ দ্রব প্রসঙ্গ দ্বারা অখিল ভক্ত ভৃঙ্গদিগের বিস্ময়পদরূপে উদিত হইয়াছ। তুমি সমস্ত জনগণের মঙ্গলপ্রসূ নাম-রত্নের সমুদ্র স্বরূপ। হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! অত্যন্ত মন্দ যে আমি আমাকে কৃপা কর ॥৬॥

তোমার আনন্দ বিস্তারি মুখচন্দ্র হইতে প্রফুল্ল কমল নেত্রদ্বয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে। তোমার মন্দ মন্দ হাসযুক্ত সুন্দর অধর ও বিশাল বক্ষঃস্থল শোভা পাইতেছে। উদ্ধত ভুজঙ্গের ন্যায় ভুজদ্বয় নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। হে কোটি-চন্দ্রদ্যুতিমান শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! মন্দ রূপ আমাকে কৃপা কর ॥৭॥

হে কনক কেতকী কুসুম গৌর! পৃথিবী মধ্যে কাম ক্রোধাদি দ্বারা আমি দুষ্ট। বিবিধদোষপূর্ণজনেও তোমার দোষ লব দর্শিত হয় নাই। সমস্ত দোষ ক্ষমাপূর্ব্বক তুমি দুষ্ট জীবকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছ। অতএব আমার সহিত তোমার সম্বন্ধ বিশেষ আছে। নম্রবুদ্ধির দ্বারা আমি তোমাকে ভজন করি। হে কৃপণ বৎসল! হে শচীসুত! হে প্রভো! হে মুকুন্দ! এই মন্দজন স্বরূপ আমাকে কৃপা কর ॥৮॥

হে ধরণিমণ্ডলোৎসব! হে শচীনন্দন! হে প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্র! হে প্রভো! যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণ চিহ্নে নিবিষ্টমনা হইয়া এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন তাঁহাদিগকে মঙ্গলাত্মক স্বপ্রেম প্রদান কর ॥৯॥

হরিনাম মহামন্ত্র

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নাম-রূপাদির পার্থক্য

বস্তুর আদিম নিদর্শন সংজ্ঞা বা নাম। জড়বস্তুর রূপের সহিত, গুণের সহিত ও ক্রিয়ার সহিত বস্তুসংজ্ঞা বা নামের ভেদ আছে। নাম কিছু রূপ নহে, নাম কিছু গুণ নহে, অথবা নাম কিছু ক্রিয়া নহে। নাম রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার অন্তরালে

মায়া অবস্থান করে বলিয়া আমরা বস্তুর নাম রূপাদির ব্যবধান বুঝিতে পারি। দ্বৈতজ্ঞান নিবন্ধন একই বস্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর পরিচয় মধ্যে মায়িক বা মাপিয়া লইবার উপযোগিতা বর্ত্তমান। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান মায়াতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর নাম রূপ গুণ ও লীলাদির মধ্যে মায়িক ভাব অবস্থান করিতে পারে না। তাহা অদ্বয়জ্ঞান বলিয়া প্রকৃতির অতীত বস্তুতে মায়িক ব্যবধানঘটিত রূপগুণাদিতে ভেদ উৎপন্ন হয় না। হরি-বস্তুটি অপ্রাকৃত, ইহা প্রকৃতির সৃষ্টবস্তু সমূহের অন্যতম নহে। পক্ষান্তরে হরি হইতেই প্রকৃতির উদয় মাত্র। হরি প্রাকৃত বস্তু না হওয়ায় নাম ও নামীর মধ্যে প্রাকৃত মাপিয়া লইবার যোগ্যতাবসর নাই। অপ্রাকৃত হরিনাম ও প্রাকৃত মায়িকবস্তুসমূহের নাম পরস্পর ভিন্ন পরিচয়াশ্রিত।

'মন্ত্র' হইতেই মনোধর্ম্মের ত্রাণ হয়

মনকে যাহা ত্রাণ করে তাহাই মন্ত্র। মন বাহ্য জগতের ভোক্তৃরূপে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বস্তুসমূহ উপভোগে সমর্থ। যে-অনুষ্ঠান মনকে বাহ্য-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হইতে রক্ষা করে তাহা মন্ত্র। বাহ্য-বস্তুর ভোক্তা মন অন্তঃস্থিত বস্তুতে নিযুক্ত হইলে তাহার বাহ্য-বস্তু উপভোগ করিবার অবকাশ হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্য-জগতে ভ্রমণশীল হইলে মনের দ্বারা ভোগ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়-দেবগণ উপাস্য-বস্তুতে পরিণত হইলে তাহাদের বিষয়-ভোগ অর্থাৎ বাহ্যরূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শাদি গ্রহণ হয়। তাহারা সংযত হইয়া অন্তর-বস্তু সমূহের আনুগত্যে নিযুক্ত হইলেই মনের পরিত্রাণ হয়। মনের পরিত্রাণ সমূহই সাধন। মন্ত্রকেই সাধন বলা হয়। অসিদ্ধমন নিগৃহীত হইলে মন্ত্রসিদ্ধি। অন্তর-বস্তু সমূহের বহুত্ব ঐকান্তিকতার বিরোধী। বহুত্ব নিবন্ধন বহু বস্তুর সেবক হওয়া মন্ত্রসিদ্ধির ব্যাঘাতমাত্র।

'নাম' মুক্তের গ্রহণীয়; বদ্ধের পক্ষেও মুক্তির জন্য নাম

অসিদ্ধজন অসংযত মনকে শাসন করিতে মন্ত্র গ্রহণ করেন। তখন তিনি সাধন-কার্য্যে রত বলিয়া সাধক নামে কথিত হন। অনর্থযুক্ত-ভাবসমূহ তাঁহাকে যে-কালে উদ্বেলিত করে, সেই কালে অনর্থ হস্ত-হইতে মুক্তি-লাভের জন্য তাঁহার মন্ত্র গ্রহণ। উন্নত অবস্থায় অনর্থ-নিবৃত্তোন্মুখ হইলে হরি-নিষ্ঠ মুক্তমন 'হরিনাম' গ্রহণে উপযোগী হন। **মুক্তানর্থ ব্যক্তিই শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে পারেন।**

'মন্ত্র' অনর্থযুক্ত জীবকে অনর্থমুক্ত করে; নাম অনর্থমুক্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণপ্রাপ্ত করায়।

'নাম' ও 'মন্ত্রের' পার্থক্য

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবের সংসার হইতে উদ্ধার করেন। সংসারমুক্ত বিষয়-বাসনা-রহিত মুক্তকুল শ্রীরূপানুগত্যে হরিনাম গ্রহণে উপাসনা করিতে সমর্থ হন। 'নামে' সম্বোধনের পদ; 'মন্ত্রে' (অবস্থিত) নামে চতুর্থ্যন্ত যুক্ত জড়াহঙ্কার-নিরোধক সম্বন্ধ-জ্ঞান পরিস্ফুট। সম্বোধনকারী সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট, সম্প্রদানকারী অহঙ্কার-নির্ম্মুক্ত হইয়া সম্বন্ধ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী।

জপ্য 'মন্ত্র' অপেক্ষা কীর্ত্তনীয় 'নাম' শ্রেষ্ঠ

চতুর্থ্যন্ত প্রণবযুক্ত স্বাহা, স্বধা বা নমঃ সম্বলিত মন্ত্রে 'নাম' আছে তথাপি তাহার সহিত **'নামে'**র ভেদ এই যে, 'নাম' নাম-ভজনে সম্বোধনের পদমাত্র। **নামে সম্বোধন ব্যতীত অন্য বিভক্তি নাই।** নামের নিকট আত্ম-সমর্পণ বা অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ভাব-ব্যঞ্জনই মন্ত্রের উদ্দেশ্য। সম্বন্ধ জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বোধনই যথেষ্ট। যেকালে জীব সাধনরাজ্যে প্রবেশ করেন, তাহার মন্ত্রজপই প্রধান অনুষ্ঠান। জপ দুইপ্রকার মানস জপ ও উপাংশু জপ। জপবিচারে উচ্চারিত শব্দ অপরের কর্ণগোচর হইলে, নিজের জপের সফলতা হয় না। সেজন্য স্বল্প বা লঘুউচ্চারণ যুক্ত উপাংশু জপ অপেক্ষা মানসজপ অর্থাৎ যেখানে উচ্চারণকার্য্য মনে-মনে সম্পাদিত হয়, তাহার শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কথিত হয়। জপ-দ্বারা কেবল জপকারীর স্বার্থ সিদ্ধি হয়, পরের তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না কিন্তু জপ-বিচারে উপাংশু জপাপেক্ষা মানস জপ মন্ত্র সিদ্ধির অধিক সফলতা। জপ ও কীর্ত্তনের মধ্যে ভেদ এই যে, জপকারী নিজ স্বার্থপর, কিন্তু কীর্ত্তনে'জীবে দয়ার' প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেদীপ্যমান। **যদি কীর্ত্তন না থাকে, তাহা হইলে জাপক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির অভাব ঘটে।** মন্ত্রের আকর্ণন কীর্ত্তনমুখেই হয়, পরে তাহাই শিষ্যের জপের অবলম্বন হয়।

জপ অপেক্ষা কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

'জপকর্ত্তা' হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী'।
শতগুণ অধিক পুরাণে কেনে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে গোষণ॥
উচ্চকরি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥

কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে॥ (চৈঃ ভাঃ ২৮৪-২৯০)

নারদীয় পুরাণে প্রহ্লাদবাক্য—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মনঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতূন্ পুনাতি চ॥

উচ্চ 'নাম' কীর্ত্তনের উপদেশ

কীর্ত্তনের সংজ্ঞানিরূপণে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন ঃ—

নামরূপগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।
মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ এই যে (চৈতন্যভাগবত মধ্য ২৩ অধ্যায়)

প্রভু বলে কৃষ্ণভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণগুণ 'নাম' বই না বলিহ আর॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ 'বল' ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে 'হাতে তালি' দিয়া॥
হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

শ্রীনামের অসংখ্যাত উচ্চ কীর্ত্তন

মহামন্ত্রের মানস জপ হইতে পারে, মহামন্ত্রের উপাংশু জপ হইতে পারে, আবার মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইতে পারে। উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনের কথা ক্রম-সন্দর্ভ ৭স্ক ৫ অধ্যায়ে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন যে—"নাম-কীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব

প্রশস্তম্। অত্র যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা। অতএব **যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যাভক্তিসংযোগেনৈব।**" সুতরাং চতুঃষষ্টি প্রকার সাধনভক্তির অন্যতম **'জপকার্য্য' কীর্ত্তন-যোগেই করিতে হইবে;** ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার অভিপ্রায়েই "সর্ব্বক্ষণ বল" এইরূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। উপাংশু বা মানসজপাদি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিযোগেই কর্ত্তব্য ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের অভিমত।

'সর্ব্বক্ষণ বল' এই বাক্যে প্রকৃত অর্থ

'বল' এই বাক্য ও 'সর্ব্বক্ষণ বল' প্রভৃতি বাক্যে জপ কিরূপে করিতে হইবে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পুনরায় 'কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া' উক্তিতে মহামন্ত্র জপ কীর্ত্তন করিহ। 'সবে হাতে তালি দিয়া' উক্তিতে মহামন্ত্র জপ কীর্ত্তন এবং অনেকে একত্র হইয়া ঘরে এবং নগরে করতালি সহ কীর্ত্তনের স্পষ্ট আদেশ থাকিতে অন্য মন্ত্রের ন্যায় কেবল জপের ব্যবস্থা নিরাকৃত হইয়াছে।

চরণদাসীয়া, সুন্দরানন্দ ও বাসুদেবীয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তন বিরোধী মতের খণ্ডন

আধুনিক সারগ্রাহিতাহীন ভারবাহিসম্প্রদায়ের মহামন্ত্রে কেবল জপপ্রথা প্রচারটী কুপ্রচার ও অসৎসিদ্ধান্ত মূলে উদ্ভাবিত বলিয়া অগ্রাহ্য জানিতে আর কাহারও বাকী নাই। এই সকল কুপ্রথা ও সিদ্ধান্ত বিরোধ হইতেই মহামন্ত্রের পরিবর্ত্তে নবীন ছড়া সমূহের কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। ছড়া কীর্ত্তনে মনুষ্যের রচিত সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ অসম্বন্ধ নামসমূহ মহাপ্রভুর মত-বিরোধী। অনর্থযুক্তজীব মন্ত্র রচনা করিতে অধিকারী নহেন। মন্ত্র শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে প্রাপ্তব্য। যে গুরু-সজ্জায় সজ্জিত জীব নিজ অহঙ্কার বুদ্ধির জন্য কল্পিত নাম মন্ত্র রচনা করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অবহেলা করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠান কোন ব্যক্তিই আদর করিতে পারেন না। **"ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।"**

—শ্রীল প্রভুপাদ

ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব

ব্রাহ্মণত্ব বৈষ্ণবত্বের সোপান

অনেকে মনে করেন যে ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম। সেই বিশ্বাস হইতে মূঢ়লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণবত্বের পক্ষপাতী হইয়া ব্রাহ্মণত্বের নিন্দা করেন। কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণত্বের পক্ষপাতী হইয়া বৈষ্ণবত্বের

নিন্দা করেন। শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরা তাহা করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"সহজ নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসতি এই যোগ্যস্থান হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডালে কেন ইহা বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥"

জীবের নির্ম্মল হৃদয়ের নাম ব্রাহ্মণত্ব। কৃষ্ণভক্তি নির্ম্মল হৃদয়েই বসতি করেন।

মাৎসর্য্য প্রেমের বিরুদ্ধ এবং মাৎসর্য্যপর-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নহেন

সেই হৃদয়ে যদি মাৎসর্য্য চণ্ডাল স্থান-লাভ করে, তাহা হইলে কৃষ্ণভক্তি তিরোহিত হন। তখন আর সেই ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। পর সুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম মাৎসর্য্য। মাৎসর্য্য ও প্রেম পরস্পর বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই। যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই। মাৎসর্য্যশূন্য হৃদয় ব্রাহ্মণত্বের একমাত্র পরিচয়। তাহা প্রেমের অবশ্য বসতি-ভূমি।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রাহ্মণত্বের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন,

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥"

যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার এই একাদশটী লক্ষণ অবশ্য আছে। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুত-ভক্তি ও সত্য যে-ব্যক্তিতে নাই, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। এই প্রকার ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করেন। যাঁহার কৃষ্ণভক্তি হইল না, তাঁহার সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই।

গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণের পরিচয়, জাতির দ্বারা নহে

নারদ বলিয়াছেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

এই শ্লোকটীর টীকায় শ্রীধর স্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্‌যদি অন্য

বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেৎ তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ ॥

এই সমস্ত পারমার্থিক শাস্ত্রবচন এবং মন্বাদি সংসারনির্ব্বাহী স্মৃতিবচন অনুশীলন করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ দুইপ্রকার, অর্থাৎ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিনিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণ-নিবন্ধন।

পারমার্থিক ব্রাহ্মণ না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না

বৃহদারণ্যকে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন ;—

এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।

অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥

নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশবিধ ব্যবহার ক্রিয়া। সেই সকল ক্রিয়াতে ব্যবহারিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা স্মৃতি-শাস্ত্রে লিখিয়াছেন। দীক্ষা, উপাসনা, সন্ন্যাস, ও ভজনাঙ্গ ব্রতাদি সম্বন্ধে পারমার্থিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা। **পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না।** তৎসম্বন্ধে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন,—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।

চিদচিদীশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন করিবেন।

এই সমস্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিতেছি যে, উন্নতিগর্ভ ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বে ভেদ নাই। **ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত উদিতশ্রদ্ধ হইলেই জীব কৃত-কৃত্য হইয়া ভক্তি লাভ করেন।**

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে জাতি-ব্রাহ্মণ হইবার আবশ্যক নাই

অনেকের মনে জড়ভরতাদির উদাহরণ দৃষ্টি করিয়া একটী সংশয় হয় যে, নীচ বর্ণের ভক্তি হইলেও পরাগতি লাভের জন্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মের প্রয়োজন হয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীভগবদ্গীতার সিদ্ধান্ত বাক্যই সর্ব্বদা আলোচনীয়। তদযথা ;—

মাং হি পার্থ! ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় জন্মে যদি তীব্র ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে যে জীব উদ্ধার হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি ? কেন না স্ত্রীলোক,বৈশ্য,শূদ্র ও অন্ত্যজ পাপযোনি-প্রাপ্ত চণ্ডালাদি সকলেই আমার শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়া পরাগতি লাভ করে।

ভজন-প্রভাবে দুর্জ্জাতিত্ব নষ্ট হইয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণ হয়

যে দুইটী বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বস্থিত দুইটী বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

অপি চেৎ **সুদুরাচারো** ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই, সাধারণতঃ জীবগণ ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন হইয়া ভক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি সাধুসঙ্গ-বলে ব্রাহ্মণত্ব সম্পত্তির পূর্ব্বেই অনন্যভক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেও সাধু বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেননা, মৎকৃপায় অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ধর্ম্মাত্মা **অর্থাৎ ভক্ত্যধিকার-যোগ্য ব্রাহ্মণত্ব ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল** ক্রমেই লাভ করিবেন। হে কৌন্তেয়! তাঁহার পুনর্জ্জন্মাদি-রূপ পতন কখনই হইবে না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। এই জন্মেই আমি তাঁহাকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে বিশুদ্ধ পারমার্থিক **ব্রাহ্মণত্ব** দিয়া প্রেম প্রদান করিব।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ

হে পাঠকবর্গ! ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্বের ভেদ করিবেন না। ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী। এতন্নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শুদ্ধ-ভক্ত্যধিকারী ব্রাহ্মণ-দিগকে এতদূর সম্মান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসকলের একান্ত কৃপা লাভ করিলে আমরা শুদ্ধ হইতে পারি। ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারে না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না। অতএব ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের যেরূপ স্বভাব-সিদ্ধ ভ্রাতৃত্ব, তাহাই জগতে প্রোদীপ্ত হউক। স্বার্থপরতা ও মূর্খতা প্রবেশ করত যেন তাঁহাদের মধ্যে বৈর-ভাব উৎপন্ন না করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ-সম্মান জগতে বিস্তৃত করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-চরণামৃত পান দ্বারা স্বীয় জর-লীলার অন্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে কৃপা করুন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগুরু-পাদপদ্মে নিবেদন

হে গুরুদেব ! —তব পদ-যুগে মোর এই নিবেদন।
অপরাধী জেনে প্রভু করগো তারণ ॥
বহু ভাগ্যফলে মুই পেয়েছি চরণ।
কামাদি রিপুর বশে হারানু এখন ॥
ত্রিতাপে জ্বলিত আমি হেনু দিবানিশি।
কৃপা করি' কর মোরে শ্রীচরণের দাসী ॥
ষড়্‌রিপু হ'তে পাপী কেমনে এড়াবে ?
তুমি দেব ! গতি মাত্র যদি না রক্ষিবে ॥
আমার শকতি নাই মায়া খণ্ডাইতে।
তুমি পতিতের বন্ধু এই বিপদেতে ॥
লক্ষ লক্ষ অপরাধ (প্রভো) ক'রেছি চরণে।
ক্ষমা করি' স্থান দেহ জীবনে-মরণে ॥
(তুমি) 'পতিত-পাবন,' গায় বেদাদি পুরাণে।
অধম-পতিতে তবে বঞ্চিবে কেমনে ?
কোনও যোগ্যতা নাই (প্রভো !) তুমি সারাৎসার।
দীন-হীন এ' পামরে করগো উদ্ধার ॥
উদর, উপস্থ আর ক্রোধ, জিহ্বারেগ।
অহর্নিশ দেয় মোরে অত্যন্ত উদ্বেগ ॥
এসব প্রভাব মোর মায়ার বন্ধনে।
তুমিই তারিতে প্রভো আছহ ভুবনে ॥
'মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।'
তোমার করুণা 'বিনা না দেখি উপায় ॥'
যদি তুমি না করিবে অধমেরে দয়া।
দেহ তেয়াগিব তবে আত্মঘাতী হৈয়া ॥
কি ব'লে জানাব প্রভো ! হৃদয়ের ব্যথা।
অন্তর্যামী-রূপে তুমি জানিছ সর্বথা ॥

কৃষ্ণপ্রেমে ধনী তুমি সত্য জেনেছিনু।
অজ্ঞান তিমিরে ডুবি' সকলি ভুলিনু॥
কত কত জীব উদ্ধার পাইল,
সেবিয়া তোমার চরণ-দ্বয়।
মো'সম পতিত নাহিক সংসারে,
তারহ দীনে ওহে কৃপাময়॥
এবে উপায় বিহীন এ দাস অধম।
কেশে ধরি' সঙ্গে লহ কর আত্মসম॥
বল প্রভো কবে মোর হইবে সে-দিন।
তোমার সেবাতে মগ্ন র'ব চিরদিন॥

—শ্রীসুদামসখা ব্রহ্মচারী

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন

বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর রাজধানী কৈলাসের একপ্রান্তে তাঁহার পারিষদ-ভক্ত কুবেরের বাস। শ্রীকুবের শিব-ভক্ত ছিলেন; ইনি পৃথিবীস্থ সমস্ত ধন-রত্নের মালিক; সহস্র সহস্র যক্ষ ইহাঁর ধন সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে। 'যক্ষের ধন' বলিয়া একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে। কুবেরের দুইটী পুত্র; একটীর নাম মণিগ্রীব, অপরটীর নাম নলকুবর। পুত্র দুইটী ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া, কৈলাস পর্ব্বতের সানুদেশে যে একটী সুরম্য সরোবর আছে, তাহার স্বচ্ছ জলে 'মৈরেয়' নামক স্বর্গীয় সুরা পান করত উন্মত্ত হইয়া অপ্সরী-সহ জল-ক্রীড়ায় মত্ত ছিল। কুমুদ, কহলার, নীল-পদ্ম, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্পদ্বারা ঐ সরোবর শোভা পাইতেছিল। সুরাপানে মত্ত নলকুবর এবং মণিগ্রীব উলঙ্গ হইয়া নির্লজ্জ ভাবে সেই সরোবরে জলকেলি করিতেছিল। এমত সময় শ্রীনারদঋষি বীণাযন্ত্র-যোগে সুমধুর হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ সরোবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীনারদকে দেখিয়া অপ্সরীসকল সলজ্জ-চিত্তে নিজ নিজ বসন পরিধান করিল, কিন্তু ঐ দুই ভ্রাতা সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবেই রহিল। মদের মত্ততায় এইরূপই হইয়া থাকে। ঋষিবর নারদ তাহাদের এই ধৃষ্টতা দেখিয়া অভিশাপ দিলেন—"তোমরা দুই ভ্রাতা বৃক্ষ-যোনি প্রাপ্ত হও।" শাপ শ্রবণে

দুই ভ্রাতার চৈতন্যের উদয় হইল। তাহারা তখন মুনিবরের পদদ্বয় ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। ইহাতে শ্রীনারদের দয়া হইল, তিনি বলিলেন—'তোমরা বৃন্দাবনে কিছুকাল বৃক্ষরূপে অবস্থান কর, পরিশেষে গোপালরূপী ভগবান্ শ্রীনন্দদুলাল বৃক্ষ ভগ্ন করিলে তাঁহার পাদস্পর্শে তোমাদের উদ্ধার হইবে। সেই অবধি বহুকাল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে দুই ভ্রাতা বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদের বর্ত্তমান নাম হইল—যমলার্জ্জুন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা

"ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং, গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরং।

* * * *

শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং, চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।"

শ্রীনন্দ-দুলাল ব্রজে নবনীত চোর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন; গোপাঙ্গনাদের একুল ওকুল দুকূলই চুরি করিয়াছেন। শ্রীরাধিকার হৃদয় পর্য্যন্ত চুরি করিয়াছেন। হে চোরের অগ্রগণ্য অথবা চোর-শিরোমণি! তোমাকে নমস্কার করি।

একদিন শ্রীদাম, সুবল, মধুমঙ্গল, প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রিয় সখাগণ কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'ভাই কানাই! যশোমতী মা বলেন—"আমার ঘরে কি কিছু অভাব আছে? দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, মাখন প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। লক্ষ লক্ষ গাভীতে অমৃতসার দুগ্ধ প্রসব করে। এসব থাকিতে কানাই কেন গোপীর ঘরে চুরি করে? সুবল তুই গোপালকে বারণ করিস্। সে যেন আর কোন গোপীর ঘরে চুরি না করে।" ভাই তুই আর চুরি করিস্ না'—সুবল এই কথা বলিলে, কৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন "ভাই সুবল! আমি চুরি করিয়া খাইতে না পারিলে আমার আনন্দ হয় না। গোপীগণ আমার নিত্যসিদ্ধ ভক্ত; ভক্ত তাঁহার দ্রব্য আমাকে না দিলেও আমি কাড়িয়া কিম্বা চুরি করিয়া খাই; ইহাতেই আমার আনন্দ। মা ইহা জানে না বলিয়াই তোদের ঐরূপ বলে। চল্ ভাই! আজ মাখন চুরি করিতে যাই।" সখাসকল এইরূপ পরামর্শ করিয়া গভীর রাত্রিতে গোপীগণ নিদ্রিত হইলে, কোনও এক গোপীর ঘরে প্রবেশ করিয়া মাখন, ক্ষীর, দুগ্ধ যে যাহা পাইল পরস্পর কাড়াকাড়ি করিয়া খাইল এবং ফিরিবার সময় ছোট বৎস (বাছুর) সকলকে ছাড়িয়া দিল; তাহারা ছুটিয়া গিয়া গাভীর দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। এইরূপ প্রত্যহ নানা গোপীর ঘরে অত্যাচার করায়, তাহারা যশোমতী মায়ের নিকট নালিশ করিল। "হে যশোদা রাণীমা! তোমার গোপাল আমার ঘরে গিয়া ছেলেকে খোঁচা মারিয়া কাঁদায়।

আমার বাছুর ছাড়িয়া গরুর দুগ্ধটুকু সব নষ্ট করিয়া দেয় ; মাখন, ছানা, দধি, দুগ্ধ সখাগণকে সঙ্গে লইয়া চুরি করিয়া খায়—এইরূপ প্রতিদিনই করিয়া থাকে।"

যশোমতী মা গোপীদিগকে মিষ্ট বচনে বলিলেন,—"মা! তোমরা আজ ঘরে চলিয়া যাও, গোপাল আসিলে সমুচিত শাস্তি দিব— আর যেন এইরূপ অত্যাচার না করে।" পাড়ায় সখীদের নালিশ শুনিয়া যশোমতী দৈন্যবশে সন্দেহ করিলেন যে, তাহার ঘরের ঝি-চাকররা মাখন বোধহয় ভাল করে না—সেইজন্য গোপাল অন্যত্র চুরি করিতে যায়। এবার আমি নিজেই মাখন করিব। এই-রূপ মনে করিয়া তিনি দধি মন্থন করিতেছেন,এমন সময় গোপাল তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া স্তন্য পান করিতে লাগিল। ওদিকে রান্নাঘরে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হইতে-ছিল। তাহা উথলিয়া পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মা গোপালকে কোল হইতে নামাইয়া দুগ্ধ রক্ষা করিতে গেলেন। এই সুযোগে মা কার্য্যান্তরে ব্যস্ত আছেন দেখিয়া গোপাল নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া যত পারিলেন দুগ্ধাদি ভক্ষণ করিয়া বড় বড় মটকী,হাঁড়ি,ও ঘড়া যাহার মধ্যে দধি, দুগ্ধ ও মাখনাদি ছিল তাহা হাতুড়ী দিয়া ভগ্ন করিলেন। মাখন, দধি প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা নিকটস্থ বানরদিগকে প্রদান করিতেছেন—এমন সময়ে গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া যশোমতী মা আসিয়া দেখিলেন, গৃহের যাবতীয় দ্রব্যাদি ভগ্ন হইয়াছে। গৃহের মধ্যে দধি, দুগ্ধাদির ছড়াছড়ি। মাতা অনুমান করিলেন—ইহা গোপালেরই কার্য্য, আর কাহারও নহে।

কৃষ্ণের দামবন্ধন

নানাকারণে যশোমতীর রাগ বাড়িয়া উঠিল,—কি ঘরে—কি বাহিরে সর্ব্বত্রই জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছে। আজ আর নিস্তার নাই! মাতা একখানি প্রকাণ্ড যষ্টি লইয়া গোপালকে খুঁজিতে লাগিলেন। দেখিলেন, গোপাল গৃহমধ্যস্থ থামের এক কোণে লুকাইয়া রহিয়াছে। গোপাল যষ্টি-হস্তে মাতাকে আসিতে দেখিয়া ভয়ে দ্রুতগতিতে পলাইতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ ছুটাছুটীর পর মাতা গোপালকে ধরিয়া ফেলিলেন।

এখন গোপীদের আদেশ করিলেন, "বন্ধন-রজ্জু লইয়া আইস, আমি গোপালকে বন্ধন করিব।" রাণীর আদেশে গোপীগণ বহু গাভী-বন্ধন রজ্জু আনয়ন করিল।

মাতা ঐ সকল রজ্জু একেএকে জোড়া দিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যতই বাঁধিতে থাকেন, দুই অঙ্গুলী ফাঁক থাকিয়া যায়। বাঁধিতে বাঁধিতে তাঁহার

সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেল, জোরে জোরে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল; মস্তকস্থ কবরী-বাঁধা চুল এলাইয়া পড়িল—কবরীর মধ্যস্থ ফুলগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল, তবুও নিস্তার নাই।

মাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া ভক্ত-বৎসল ভগবান্ স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়িলেন।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃ শ্বাসকম্প ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥

মাতার ভয়ে গোপালের মুহুর্মুহু শ্বাস এবং কম্প হইতে লাগিল। হস্ত-যুগলদ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করাতে নয়নবারি ও কাজলে তাঁহার দুই গণ্ড কালিমাবর্ণ ধারণ করিল। অবশেষে তিনি ভক্তিমতী মাতার বন্ধন স্বীকার করিলেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই দৃশ্য দেখিয়া হস্ত যোড় করিয়া বলিলেন—"হে ভগবন্! তুমি ভয়েরও ভয়, অর্থাৎ যমকে সকলেই ভয় করে, সেই ধর্ম্মরাজ যম তোমাকেও ভয় করিয়া থাকেন। সেই তুমি, তোমার মাতার ভয়ে ভীত হইয়া এই অবস্থা লাভ করিয়াছ—দেখিয়া আমারও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় হইতেছে। **ধন্য প্রেমের মহিমা**"! —এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। মাতা যশোমতী সম্মুখস্থ উদূখলের সহিত গোপালের কোমরে রজ্জু বাঁধিয়া আটকাইয়া রাখিলেন। গোপালকে বদ্ধাবস্থায় রাখিয়া দ্রুত-গতিতে চলিয়া গেলেন।

যমলার্জ্জুন উদ্ধার

নন্দগোপাল সম্মুখস্থ যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের উদ্ধার-মানসে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিলে,—তেরছাভাবে উদূখলটী বৃক্ষে বাধিয়া গেল। তখন এমনভাবে গোপাল রজ্জু আকর্ষণ করিলেন যাহার ফলে ভীষণ শব্দে ঐ বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঐ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে কুবের-নন্দন মণিগ্রীব এবং নল-কুবর যোড়-হস্তে গোপালকে স্তব করিলেন—

নমস্তেঽস্তু দাম্নে, স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥

—স্তব করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় বলিলেন—"হে গোপালদেব! আমরা দুই ভ্রাতা বহুকাল ধরিয়া শ্রীনারদ ঋষির অভিশাপে এই বৃক্ষরূপে ছিলাম। আপনার কৃপায় আজ আমাদের উদ্ধার হইল। আপনার জয় হউক।" এই বলিয়া তাঁহারা গোপালদেবকে ভক্তিভরে পরিক্রমা এবং প্রণাম-পূর্ব্বক স্ব-স্থানে দেব-লোকে প্রস্থান করিলেন।

ভীষণ শব্দ শুনিয়া শ্রীনন্দরাজ, রাজ-মহিষীগণ, গোপগণ, সখাগণ সকলে

সসব্যস্তে আসিয়া দেখিলেন যে পুরাতন বৃক্ষ দুইটী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে গোপাল নির্ভয়ে খেলা করিতেছেন। মাতা যশোমতী গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং গৃহদেবতা নারায়ণের চরণামৃত পান করাইলেন। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—শ্রীনারায়ণের কৃপায় এই বালক এইরূপ ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৬ পৃষ্ঠার পর)

বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মনে করেন, পদ্মপুরাণে ঐ প্রকার উক্তিসমূহ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ঈর্ষামূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য-যোগী বা সমন্বয়বাদী বিজ্ঞান-ভিক্ষু তাঁহার সাংখ্য ভাষ্যের ভূমিকায় পদ্মপুরাণের ঐ প্রকার উক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

অস্তু বা পাপিনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধার্থমাস্তিকদর্শনেষ্বপ্যংশতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থ-ব্যবস্থাপনম্। তেষু তেষ্বংশেষ্বপ্রামাণ্যং চ। শ্রুতিস্মৃত্যবিরুদ্ধেষু তু মুখ্যবিষয়েষু প্রামাণ্যমস্ত্যেব। অতএব পদ্মপুরাণে ব্রহ্মযোগদর্শনাতিরিক্তানাং দর্শনানাং নিন্দাপ্যুপপদ্যতে। যথা তত্র পার্ব্বতীং প্রতীশ্বরবাক্যম্—

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্।
মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্ব্বিপ্রৈঃ সংপ্রোক্তানি ততঃ পরম্॥
কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ।
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥

বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্।
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা।
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতম্॥
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে॥
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে।
ব্রহ্মণোঽস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥
সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশকারণাৎ॥

ইতি—অধিকং তু ব্রহ্মমীমাংসাভাষ্যে প্রপঞ্চিতমস্মাভিরিতি।

(সাংখ্যদর্শনম্—বিজ্ঞানভিক্ষু-বিরচিত ভাষ্য—শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত—২য় সংস্করণ, ভূমিকা—৫-৬ পৃঃ)

সকল দর্শনের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই বিজ্ঞান ভিক্ষুর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শঙ্করের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন না, বরং নিরপেক্ষভাবে তাঁহার গুণ ও দোষ উভয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। বাস্তবদর্শী মহাজনগণ সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়াই জানেন; সত্যকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য বলিয়া জানেন না। কাহারও কল্পিত মতের দোষ প্রদর্শন করাকেই যদি ঈর্ষামূলক ব্যবহার বলিতে হয়, তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্করও তদ্দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না। তিনি শাক্যসিংহ বুদ্ধকে 'পাগল' আখ্যায় আখ্যাত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে—**"সুগত বুদ্ধ**, অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি অর্থাৎ মতিচ্ছন্নের ন্যায় প্রলাপ বকিয়াছেন"—এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বাহ্যার্থ-বিজ্ঞান-শূন্যবাদত্রয়-মিতরেতর-বিরুদ্ধমুপদিশতা **'সুগতেন'** স্পষ্টীকৃতমাত্মনোঽ**সম্বদ্ধপ্রলাপিত্বং।**" (ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য—২।২।৩২)

সুগতের প্রতি শঙ্করের ঐ প্রকার শ্লেষ-উক্তি দেখিয়া কেহ মনে না করেন, শঙ্কর বৌদ্ধমতের বিদ্বেষকারী। সুগত-বুদ্ধের বিজ্ঞানাত্মবাদ, বাহ্যাত্মবাদ-খণ্ডনকল্পে তাঁহার যে প্রকার চেষ্টা ও যুক্তি প্রদর্শন দেখা যায়, শূন্যবাদ নিরাশের সময় সেরূপ যত্ন পরিদৃষ্ট হয় না। শঙ্করের অন্তরে অন্তরে বুদ্ধের প্রতি ও তাঁহার

শূন্যবাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে শ্রদ্ধাই ছিল; ইহার নিদর্শন পরে প্রদর্শিত হইবে। ব্যাসোক্তিতে জানা যায়, আচার্য্য শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বুদ্ধের বেদ-বিরুদ্ধ মতবাদ তিনি বেদের ছাঁচে ঢালিয়া ইহজগতে প্রচুরভাবে প্রচার করিয়াছেন।

বুদ্ধ সম্বন্ধে মতভেদ

বিষ্ণুবুদ্ধ ও শাক্যসিংহ বুদ্ধ

(পুরাণের বিভিন্ন স্থানে মায়াবাদকে বৌদ্ধমতবাদ বলিয়াও বর্ণন দেখা যাইতেছে।) এক্ষণে বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। (বুদ্ধদেবের মতবাদই বৌদ্ধমতবাদ।) সুতরাং বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও শাস্ত্রে কিরূপ বিচার আছে, তাহাও পাঠকবর্গের জানা আবশ্যক। (শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম।) শ্রীল জয়দেব গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে॥
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥"

তিনি অন্যত্র দশাবতার-স্তোত্রের ৯ম স্তোত্রে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

(এই বুদ্ধদেব যদি বিষ্ণুই হন, তবে শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ,) তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। শঙ্কর-মতবাদকে যদি বৌদ্ধ-মতবাদ বলিতে হয়,তাহা হইলেও উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায় তাহার অনুসন্ধান করা দরকার। অতএব বুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধারণা, এই প্রবন্ধে তাহা কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

(আচার্য্য শঙ্কর বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাও বিশুদ্ধ বিচার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বলিতে চান—বৈষ্ণবগণের উপাস্য বুদ্ধ ও শাক্যসিংহ বুদ্ধ একই। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।) পরমপূজ্য আচার্য্য-কুলশিরোমণি জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন—"**শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিজ্ঞানী 'জীব মাত্র'।**" সুতরাং তাঁহাকে ভগবদবতার বুদ্ধের সহিত সমান জ্ঞান করায় শাক্য-

সিংহ বুদ্ধের প্রতিও আচার্য্য শঙ্করের যে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, ইহা তাহারই পরিচয়। তাঁহাকে তিনি "অসম্বদ্ধ প্রলাপকারী" বলিয়া শ্লেষোক্তি করিলেও উহা লোক বঞ্চনার জন্য 'বাহ্যে রোষা'ভাস-প্রদর্শন মাত্র।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শঙ্কর এরূপ কথা কোথায় বলিয়াছেন, যাহা হইতে গৌতম বুদ্ধ ও আদিবুদ্ধ ভগবানকে একই বলিয়া গণ্য করিয়াছেন? উত্তরে আমি পাঠকবর্গকে শঙ্করের শারীরক ভাষ্য আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। এই সম্পর্কে আমার পূর্ব্ব প্রদর্শিত ভাষ্যধৃত-অংশে 'সুগতেন' শব্দের দ্বারা তিনি আদি বুদ্ধকে না বুঝিয়া শুদ্ধোদন ও 'মায়া'-পুত্র গৌতম-বুদ্ধকেই বুঝিয়াছেন। বুদ্ধের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—"সর্ব্বথা অপি অনাদরণীয় অয়ংসুগত-সময়ঃ শ্রেয়স্কামৈঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ।" এই বাক্যে তিনি মায়াপুত্র বুদ্ধকেই 'সুগত বুদ্ধ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। 'সময়' শব্দে সিদ্ধান্ত বুঝায়। 'সুগত-সময়' বলিলে 'সুগত-সিদ্ধান্ত' বা 'গৌতম-সিদ্ধান্ত' বুঝায়। **আদি বুদ্ধ বা বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের অপর নাম 'সুগত'।** এই নাম বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে। 'অমরকোষ' তাহার প্রমাণ। শূন্যবাদী বৌদ্ধ অমরসিংহ এই কোষগ্রন্থের রচয়িতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। অমরসিংহের আবির্ভাবকাল শঙ্করাবির্ভাবের ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনুমিত হয়। তিনি দ্বিজ শবরস্বামীর শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্র। এই সম্পর্কে পণ্ডিত-সমাজে বহু প্রাচীনকাল হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রচলিত আছে,—

"ব্রাহ্মণ্যামভবদ্ বরাহমিহিরো জ্যোতির্ব্বিদামগ্রণীঃ
রাজা ভর্ত্তৃহরিশ্চ বিক্রমনৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়ামভূৎ।
বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্রো বৈদ্যতিলকো জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী
শূদ্রায়ামমরঃ ষড়েব **শবরস্বামিদ্বিজস্যাত্মজাঃ**॥

অমরকোষোক্ত দুই বুদ্ধ

অমরসিংহ বৌদ্ধধর্ম্মের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় গ্রন্থ আচার্য্য শঙ্করের হস্তে পতিত হওয়ায় তিনি কেবলমাত্র তাঁহার 'কোষ-গ্রন্থ'খানি রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় গ্রন্থই দগ্ধ করিয়া ফেলেন। তাঁহার সুরক্ষিত সেই অমরকোষেই বুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আপনাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিতেছি—"সর্ব্বজ্ঞঃ **সুগতো** বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥

ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃশ্রীঘনঃ শাস্তামুনিঃ" (৬) "শাক্যমুনিস্তু যঃ ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌমতশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ ॥" (৭)

উক্তশ্লোকে 'সর্ব্বজ্ঞঃ' হইতে 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত ১৮টী নাম বুদ্ধ অর্থাৎ (৬) আদি বুদ্ধকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। (৭) "শাক্যমুনিস্তু" হইতে "মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ" পর্য্যন্ত শাক্যসিংহ বুদ্ধকে বুঝাইতেছে। উক্ত অষ্টাদশ নামে পরিচিত বুদ্ধ ও পরের সপ্তনামে পরিচিত বুদ্ধ কখনও এক নহেন। এই সম্পর্কে শ্রীল রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা আলোচ্য। আমি তাঁহার প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধার করিয়া পাঠকবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উক্ত শ্লোকত্রয়কে চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত একটী ভাগ এবং অবশিষ্টাংশ আর একটী ভাগে বিভক্ত করিয়া স্বর্গবর্গে '৬' ও '৭' সংখ্যাদ্বয়ে টীকা করিয়াছেন। ৬ সংখ্যা যথা—

"মুনিঃ পর্য্যন্তম্ অষ্টাদশ বুদ্ধেঃ"

অর্থাৎ 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দ হইতে 'মুনিঃ' পর্য্যন্ত বুদ্ধবাচক। সুতরাং **সুগত-শব্দও বিষ্ণুবুদ্ধবাচক।** এবং ৭ সংখ্যার টীকা যথা—

"এতে সপ্ত শাক্যবংশাবতীর্ণে **বুদ্ধমুনি বিশেষে**" অর্থাৎ 'শাক্যসিংহ' শব্দ হইতে "মায়াদেবী সুতশ্চ" পর্য্যন্ত ৭টী শব্দে শাক্যবংশাবতীর্ণ **শাক্যসিংহ মুনি বা বুদ্ধমুনিকে** বুঝায়। উক্ত শ্লোক ও টীকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, **সুগত বুদ্ধ ও শূন্যবাদী মুনিবুদ্ধ এক নহেন।** এস্থলে পাঠকবর্গকে মাননীয় Mr. CAREY সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও Mr. H. T. COLEBROOKE মহাশয়ের ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত 'অমরকোষ' গ্রন্থ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। ঐ গ্রন্থের (২) ও (৩) পৃষ্ঠায় বুদ্ধ শব্দের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ২ পৃষ্ঠায় Marginal noteএ প্রথমোক্ত অষ্টাদশ নাম সম্বন্ধে "AJINA or BHUDHA" এইরূপ লিখিত আছে এবং শেষের নাম সপ্তকের Marginal noteএ 'BUDD'HA এইরূপ লিখিত হইয়াছে এবং এই শেষোক্ত বুদ্ধ শব্দটীর (b) Foot noteএ লিখিয়াছেন, (b) The founder of the religion named from him. Mr. H. T. Colebrooke যে যে টীকা অবলম্বন করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহা ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মাননীয় রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা ব্যতী আরও পঞ্চবিংশতি টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে তাহাদের

নাম উল্লেখ করিলাম না। গৌতম বুদ্ধই বাহ্যাত্মবাদ, জ্ঞানাত্মবাদ ও শূন্যবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। **'সুগত'-বুদ্ধে ঐরূপ কোন নাস্তিকতা প্রকাশ পাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।** শূন্যবাদী সিদ্ধার্থ কপিল-বংশের গৌতম মুনির শিষ্য; তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম 'গৌতম'। "গুরু গোত্রাদতঃ কৌৎসাস্তে ভবন্তি স্ম গৌতমাঃ"—সুন্দরানন্দ-চরিত। (ক্রমশঃ)

চালনী ও সূচ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৯ পৃষ্ঠার পর)

ভায়া হে! হরিভক্তিবিলাস-ধৃত "স্নানে বাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ" শ্লোকটীর অন্বয় করিয়া তোমার অর্থের সহিত মিল করিয়া দিতে পারিবে কি? 'স্নান ও আচমনার্থ জল' যদি অনুবাদ করিতে হয়, তাহা হইলে 'স্নানে' বা 'আচমনে'বাক্যে সপ্তমী বিভক্তি রাখিবে কেমন করিয়া? স্নান ও আচমনে সপ্তমী বিভক্তি থাকায় ইহার অধিকরণ ব্যতীত কোন অর্থই সঙ্গত হইতে পারে না। সাধারণ ব্যাকরণে কারক,বিভক্তির অধ্যায়ের পাতা উল্টাইলেই ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত 'বর্জ্জয়িত্বা' শব্দটী সকর্ম্মক ক্রিয়া; 'জলম্' উক্ত ক্রিয়ার কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। উহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তোমার যদি ব্যাকরণ-জ্ঞান থাকিত, অথবা দেব-ভাষায় কিছুমাত্র অধিকার থাকিত, তাহা হইলে তুমি ঐরূপ অর্থ কখনই করিতে পারিতে না। তোমার ঐরূপ অর্থ করা দেখিয়া পণ্ডিত সমাজ তোমাকে যে বিদ্রূপ করিতেছে, তাহা বুঝিয়া উঠিবার ক্ষমতা তোমার আছে কি? তোমার অর্থ বড় চমৎকার হইয়াছে; উহা পুনরায় উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। যথা—

"স্নান ও আচমনার্থ জল ব্যতীত বিচক্ষণ ব্যক্তি অন্য কিছু উপভোগ করিবে না। অন্যথায় ব্রত ভঙ্গ হইবে।" তোমার এই অনুবাদ হইতে দুইটী রহস্যের কথা মনে হইতেছে। তাহা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি—স্নানে ও আচমনে তুমি জল ব্যতীত আর অন্য কি কি বস্তু ভোগ করিয়া থাক? যাহা পরিত্যাগ না করিলে ব্রত ভঙ্গ হইবে? তোমার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে স্নানে ও আচমনে, জল ব্যতীত অন্য কিছু ভোগ করিবে না —ইহাই উক্ত শ্লোকের দ্বারা বিধি ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। আমার মনে হয়, তুমি গ্রাম্য ন্যায় অনুসরণ করিয়া ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছ। সাধারণ লোকে বলিয়া

থাকে—'ডুব দিয়া জল খায়, একাদশীর বাবাও জানিতে পারে না।' এই বাক্যটী স্নান-কর্ম্মে প্রযুক্ত। আর একটী কথা মনে পড়ে—'ঠাকুর ঘরে কে?—কলা খাই নাই।'—এই ব্যক্যটী লক্ষ্য করিয়া আচমনার্থ প্রয়োগ করিয়াছ। আমরা ভাই, অর্চ্চনক্ষেত্রে জানি—আচমনের সময় জল ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই কেহ কোনদিন উপভোগ করে না। তবে তুমি যদি ঠাকুর ঘরে কলা মুখে দিয়া আচমনের ব্যবস্থা তোমাদের দলে করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার 'আচমনার্থ জল ব্যতীত অন্য কিছু উপভোগ করিবে না'—এইরূপ অর্থের সার্থকতা হয়। স্নানের সময়ও জল ব্যতীত অন্য কি উপভোগ সাজে, যাহা পরিত্যাগ করা বিশেষ প্রয়োজন? তোমরা কি স্নান করিতে করিতেও অনেক কিছু উপভোগ করিয়া থাক? শাস্ত্রে অনেক প্রকার স্নানের উল্লেখ আছে। তুমি কি জলস্নান ব্যতীত অপর প্রকার বৈধ স্নানগুলিকে নিষেধ করিতেছ? ভাই! সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ করা তোমার দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না। ঐরূপ করিতে গেলেই তুমি যে কিরূপ বিদ্যারত্ন, তাহা ধরা পড়িয়া যাইবে।

আরও একটী কথা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তুমি লিখিয়াছ—শ্লোকটীতে **'বর্জ্জয়িত্বা'** পদের অর্থ এখানে **বিনা** বা **ব্যতীত**। বিনা শব্দটী অব্যয়; ভাবে ইহার বর্জ্জন অর্থটী করা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী ঐ শ্লোকের টীকায় 'বর্জ্জয়িত্বা বিনা ইত্যর্থ' লিখিলেন না কেন? এইরূপ লিখিলেও তোমার কৃত অনুবাদ কোন প্রকারেই 'সরল সহজ অবিতর্ক্য অনুবাদ' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পূজ্যপাদ টীকাকার উক্ত শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত—ইহা আমি মূল প্রবন্ধে জানাইয়াছি। তবে তিনি 'স্নানাচমনয়োর্যদুদকং তদ্ বিনা ইত্যর্থ' এইরূপ টীকা করিয়া মূল শ্লোকের সরলার্থ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপ অর্থ করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান; কি-কারণে তিনি ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আবশ্যক হইলে পরে আলোচনা করিব।

পাঠকবর্গের নিকট আমার নিবেদন,—শ্লোকের সরলার্থ বিচার করিতে গিয়া আমার নিজ-কৃত অর্থের স্বপক্ষে শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুত রাম-নারায়ণ বিদ্যারত্ন পণ্ডিত মহাশয়-দ্বয়ের অনুবাদ মিল করিয়া দেখিবেন; তাহাতে কিছুমাত্র পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। মূল শ্লোকের অনুবাদ করিতে হইলে পূর্ব্বাপর শ্লোকগুলির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই অনুবাদকের অনুবাদ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে আমি হরিভক্তিবিলাসের পূর্ব্বাপর কয়েকটী শ্লোক পাঠক-

বর্গের নিকট উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, আমি সরলার্থ গ্রহণ করিয়াছি। প্রতিবাদী ভায়া আমার, সরলার্থ গ্রহণ করেন নাই।—

অথ নির্জ্জলৈকাদশী

শ্রীভীমসেন উবাচ।

পিতামহ হ্যশক্তোঽহমুপবাসে করোমি কিম্।
অতো বহুফলং ব্রূহি ব্রতমেকমপি প্রভো ॥১১॥

ব্যাস উবাচ।

বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লা হ্যেকাদশী হি যা।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা ॥১২॥
স্নানে বাচমনে 'চৈব' বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ ॥১৩॥
উদয়াদুদয়ং যাবদ্বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
সপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশী-ফলম্ ॥১৪॥
"ততঃ প্রভাতে বিমলে দ্বাদশ্যাং স্নানমাচরেৎ ॥১৫॥ ইত্যাদি

"অনন্তর নির্জ্জলা একাদশীর বিষয় কথিত হইতেছে।—পদ্মপুরাণে ভীমের উক্তি আছে, হে পিতামহ! আমি উপবাসী থাকিতে অসমর্থ, অতএব কি করি? হে প্রভো! বহু-ফলপ্রদ একটী মাত্র ব্রত মৎসকাশে কীর্ত্তন করুন ॥১১॥ ব্যাস বলিলেন, বৃষরাশি বা মিথুনরাশিগত আদিত্যে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লা একাদশীতে জল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যত্নসহকারে উপবাসী থাকিবে ॥১২॥ **স্নানে বা আচমনেও জল ত্যাগ করা বিচক্ষণের কর্ত্তব্য, অপর সকল প্রকার উপভোগই বর্জ্জন করিবে, নচেৎ ব্রত ভঙ্গ হইবে** ॥১৩॥ সযত্নে এক সূর্য্যোদয় হইতে অন্যোদয় পর্য্যন্ত জল ত্যাগ করিলে দ্বাদশ দ্বাদশীর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥১৪॥ তৎপর কৃতকৃত্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দ্বাদশীর সুপ্রকাশিত প্রাতঃকালে স্নান করিবেন ॥১৫॥" (কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-কৃত অনুবাদ)

উক্ত শ্লোকসমূহের অনুবাদ আলোচনা করিয়া দেখিলেই মৎকৃত অনুবাদের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রতিবাদী উক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকে 'এব' এই শব্দের কোন অর্থই করেন নাই। 'স্নান এবং আচমনে 'ও' জল বর্জ্জনীয়, ইহাই ব্যাসের উক্তি। ভায়া যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 'এব' শব্দের অর্থ পরিত্যাগ না করিলে তাহার মতবাদ স্থাপিত হয় না।

যাহা হউক, নির্জ্জলা একাদশী-প্রসঙ্গে জল বর্জ্জনের কথাই উক্ত শ্লোকের

পূর্ব্বাপর সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। সুতরাং জল ছাড়া অন্য বর্জ্জন করিতে হইবে অথবা অন্য বর্জ্জন করিয়া জল গ্রহণ করিতে হইবে—ইহা হরিভক্তিবিলাসের নির্জ্জলা একাদশীর প্রসঙ্গে বর্ণনীয় নহে। অবশ্য টীকাকারগণ অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত অসামঞ্জস্য দেখিলে টীকার দ্বারা তাহার সঙ্গতি রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই টীকাকারগণের পাণ্ডিত্য ও মাধুর্য্য। সনাতন গোস্বামী তাহাই করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া মূল শ্লোকের সাধারণ অর্থ পরিবর্ত্তন করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুতরাং কোন বিধি-ব্যবস্থা-ক্ষেত্রে শাস্ত্রে পূর্ব্বাপর এবং বিরোধ বাক্যাদি-সমূহের সঙ্গতি করাই বিচারকের প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা জন্মাষ্টমীক্ষেত্রে সেইরূপ সঙ্গতি করিয়াছি। প্রতিবাদী মাননীয় পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয় যদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া প্রতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইতাম এবং পণ্ডিতবর্গও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রসংশা করিতেন।

জন্মাষ্টমী-প্রসঙ্গে আমি আমার বক্তব্য বিষয় সর্ব্বতোভাবে স্থাপন করিয়াছি। এমন কি, তাঁহারা যে দুইটী বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া জন্মাষ্টমীর সূর্য্যোদয়ের বিদ্ধত্ব স্থাপন করিতে চাহেন, আমি তাহারও অন্যান্য বিরোধ-বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া অরুণোদয়-বিদ্ধত্ব স্থাপন করিয়াছি। কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষ আমার প্রদত্ত প্রমাণ বাক্যগুলির একটীরও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সঙ্গতিমূলে স্থাপন করিতে পারেন নাই; উপরন্তু তাঁহারা প্রভুপাদের গৌড়ীয় ভাষ্যের উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে জানাইলেও এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা উপযুক্তক্ষেত্রে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়বিদ্ধাং পরিত্যজেৎ' এই বাক্যের সহিত হরিভক্তি-বিলাসের সঙ্গতি করিয়াই অর্থ করিতে হইবে এবং এই বাক্যটী গোপালভট্ট গোস্বামীর পরিপন্থী নহে বা তাঁহার মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে রচিত নহে। সুতরাং 'জন্মাষ্টম্যাদিকং' বাক্যের অর্থ 'জন্ম বিনা অষ্টম্যাদিকং' হইবে। এই অর্থই ব্যাকরণ ও সিদ্ধান্তযুক্ত। ভায়ার ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকায় তিনি এই অর্থটী বুঝিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে, তিনি যে হরিভক্তিবিলাস পড়েন নাই, এমন কি বৈষ্ণব-ব্রতাদি সম্বন্ধে জ্ঞান-হীন তাহারও পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন, উপবাস ব্যতীত বৈষ্ণবের আর কোন ব্রত নাই। অর্থাৎ ব্রত বলিলেই উপবাস বুঝাইবে—ইহা তিনি কোন্ স্মৃতির অনুগত হইয়া সাব্যস্ত করিলেন? চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে বা

উর্জ্জব্রতে চার মাস বা একমাস উপবাস করিতে হয় না,' তথাপি উহা বৈষ্ণব-ব্রত। আরও তিনি লিখিয়াছেন, 'জন্ম বিনা অষ্টম্যাদিকং' অর্থাৎ জন্ম ব্যতীত কোন্ অষ্টমীতে বৈষ্ণবগণ উপবাস করিয়া থাকেন? এস্থলে অষ্টম্যাদি বলিলে কেবল অষ্টমীকেই কি বুঝাইবে? আদি শব্দের কি কোন অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে না? প্রমেয়রত্নাবলীর উক্ত শ্লোকে ব্রত-পালন সম্বন্ধেই লিখিত হইয়াছে। যে-ব্রত উপবাসের দ্বারা পালনীয়, তাহা উপবাস করিয়া পালন করিতে হইবে। এবং যে ব্রত উপবাস ব্যতীত অন্যান্য পাঠ, পূজাদি দ্বারা পালন করিতে হইবে, তাহাতে সেইরূপই করিতে হইবে। ব্রত শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ নিয়ম-তন্ত্রকেই লক্ষ্য করা হয়। যে ব্রতে যাহা নিয়ম, তাহাই গ্রহণীয়। প্রতিবাদী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ সাধারণ বিচারও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির মধ্যে দেখিতে না পাইয়া বিশেষ দুঃখিত। তিনি কি, অষ্টম্যাদি বাক্যের 'আদি' শব্দ পরিত্যাগ করিয়া কোন অষ্টমীতেই বৈষ্ণব-ব্রতাদি খুঁজিয়া পাইতেছেন না? হরিভক্তি-বিলাস খুলিয়া দেখিলে তিনি বহু অষ্টমী তিথি পাইতে পারেন,—যাহাতে বৈষ্ণব-গণ ব্রতোপবাস করিয়া থাকেন। গোপাষ্টমী, গোষ্ঠাষ্টমী, **রাধাষ্টমী** প্রভৃতি ব্রতের কথা কি তিনি অবগত নহেন? ব্রজে এই সমস্ত ব্রতগুলি অতি সমারোহে পালিত হইয়া থাকে। রাধাষ্টমী-ব্রতে বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অধিকাংশই উপবাস করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশেও স্মার্ত্ত-সমাজের মধ্যে মহিলাগণকে রাধাষ্টমী ব্রতে উপবাসাদি পালন করিতে দেখা যায়। পদ্মপুরাণ সাত্ত্বিক পুরাণ ও বৈষ্ণব-সদাচারের নির্দ্দেশক; উহা রাধাষ্টমী-ব্রতে উপবাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন। প্রতিবাদী কোন অষ্টমীতেই বৈষ্ণব-ব্রতের সন্ধান পান নাই। ইহাতে তাহাকে আমরা কোন্ পর্য্যায়ে ধরিব? হরি-বাসর ব্যতীত অন্যান্য ব্রতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাই পালনীয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। এই সম্বন্ধে হরিভক্তি-বিলাসে স্পষ্ট উক্তি আছে। কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও একাদশী হরিবাসর বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং গৌড়ীয়ের কৃত্য নিরূপণ করিতে গিয়া '**একাদশ্যাদি** হরিবাসর ব্রত পালন' প্রথম সংখ্যাতেই নিরূপণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত উক্ত কৃত্যটী ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছি। **একাদশ্যাদি** হরি-বাসর বলিলে কেবল একাদশীই হরি-বাসর, জন্মাষ্টম্যাদি হরি-বাসর নহে,—এরূপ বুঝাইবে কি? সুতরাং একাদশ্যাদি হরি-বাসর ব্যতীত অন্যান্য ব্রতের সূর্য্যোদয়-বিদ্ধাই গ্রহণীয়।

পরমানন্দ-ভায়া যদি তাঁহার আশ্রিত স্মার্ত্ত শ্রমণের সহিত পরামর্শ করিয়া

এ-সম্বন্ধে প্রতিবাদ লিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতেও ইহার সদুত্তর পাইতেন ; কারণ শ্রমণ মহারাজের প্রকাশিত পঞ্জিকায় উক্ত অষ্টমী তিথি-সমূহে ব্রতাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবাদী ইহার সন্ধান রাখেন না ; তাঁহার দলের বিচারও তিনি বলিতে পারেন না।

প্রতিবাদী কি বলিতে চাহেন যে, একাদশীতে অরুণোদয়,কেবল জন্মাষ্টমীতে সূর্য্যোদয় এবং অন্যান্য ব্রতে কোন বিদ্ধাই মানিতে হইবে না? অবশ্য শ্রমণ মহারাজের বর্ত্তমান গৌরাব্দের পঞ্জিকায় তিনি যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা সময়ান্তরে তাহা প্রদর্শন করিব। তবে সনাতন গোস্বামী বলেন, বৈষ্ণব-ব্রত মাত্রেই বিদ্ধা বিচার করিতে হইবে। তাঁহারা কি ইহা মানিতে চান না? (ক্রমশঃ)

শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গ শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত সম্বন্ধে অবগত আছেন। আমরা **শ্রীপুরুষোত্তম-মাস ও মাহাত্ম্য** ও **শ্রীপুরুষোত্তম-মাস ও কৃত্য**-সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ শ্রীপত্রিকায় ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৬ পৃষ্ঠায় ও ঐ বর্ষে ৫ম সংখ্যা, ১৬৯ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে প্রকাশ করিয়াছি। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেরই এই পুরুষোত্তম-ব্রত মাঘ ও কার্ত্তিক-ব্রতের ন্যায় পালন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, স্মার্ত্ত পঞ্জিকাকারগণ এবিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন। এমন কি, মাননীয় শ্রমণ মহারাজও শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা নাম দিয়া শ্রীমায়াপুর হইতে যে পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি এই ব্রতের উল্লেখ করেন নাই; ইহা একপ্রকার স্মার্ত্তানুগত্য। তিনি যে অন্তরে অন্তরে স্মার্ত্ত-মতই পোষণ করেন, আমরা তাঁহার পঞ্জিকা হইতেই বেশ বুঝিতে পারি। তিনি চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত সমাপণ বা কার্ত্তিক-ব্রত সমাপণ দিবস নির্ণয় করিতে গিয়াও স্মার্ত্ত-পঞ্জিকাকারগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন।

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছি, আমাদের প্রকাশিত ৪৬৭ গৌরাব্দের **শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকার** অনুসরণ করিয়া অনেকেই এ'বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে বৈশাখ (১৩৬০) পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম-ব্রত যথাশাস্ত্র পালন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-প্রতিষ্ঠিত রূপনারায়ণপুর ষ্টেশনের নিকট সিধাবাড়া গ্রামে **শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠে** শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত যথাশাস্ত্র কীর্ত্তনমুখে পালিত হয়। এই ব্রতে বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীসমিতির আশ্রিত বিহার প্রদেশের গৃহস্থভক্তগণ সপরিবারে যোগদান করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুত ভাগবতপ্রসাদ দাসাধিকারী ও শ্রীযুত পরমেশ্বর রাজ প্রভৃতি ভক্তগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম দর্শন

আশা মোর অনুক্ষণ, জগতের শ্রেষ্ঠধন,
গৌরভক্ত-চরণ লভিতে।
বিশ্ব-মাঝে মূঢ় আমি, 'নাম' লৈতে নাহি জানি,
আশা জাগে কীর্ত্তন করিতে ॥১॥

দেবানন্দ মঠে যাই, ভক্ত কৃপাকণা পাই,
পরম আনন্দে ভরে মন।
ষোলক্রোশ পরিক্রমা, কীর্ত্তন-নাম-মহিমা,
করিয়াছি শ্রবণ, দর্শন ॥২॥

লইয়া নয়টি দ্বীপ, নাম হৈল নবদ্বীপ,
সাধুগণ করিল বর্ণন।
মধ্য, ঋতু, মোদদ্রুম, রুদ্র, কোল, শ্রীগোদ্রুম,
সীমন্তান্তঃ, জহ্নুদ্বীপ হন ॥৩॥

গঙ্গা, সরস্বতী নীরে, নয় দ্বীপে ভাগ করে,
ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত।
পূরব, পশ্চিম পারে, অনুপম মনোহরে,
বৃন্দাবন অভেদ কথিত ॥৪॥

অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর, সুষমায় ভরপুর,
যোগপীঠ অতীব সুন্দর।
প্রেম-অবতার গোরা, ঔদার্য্য গুণেতে ভরা,
প্রকটিত নদীয়া ভিতর ॥৫॥

নিজগুণে কৃপাকরি, হরিনাম দান করি,
উদ্ধারিলা জগাই মাধাই।
জীবের দুঃখ-কারণ, গৃহত্যাগে ব্রতী হন,
হেন প্রভু কভু হেরি নাই ॥৬॥

ভক্তপদ শিরে ধরি, ত'রে যা'ব ভববারি,
ভজিব শ্রীচৈতন্য-নিতাই।
শ্রীধাম-কীর্ত্তন গাই, ধামরজঃ অঙ্গে পাই,
ধাম-কৃপা মাগিছে 'কানাই' ॥৭॥

—শ্রীকানাইলাল অধিকারী, নারমা।

শ্রী শ্রীরথযাত্রা উৎসবে আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ,
জেঃ হুগলী (পশ্চিম বঙ্গ)
২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০ ; ইং ৯।৬।৫৩

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যকুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী **২৭শে আষাঢ়, ১৩৬০, ইং ১১ই জুলাই, ১৯৫৩,** শনিবার হইতে **৫ই শ্রাবণ, ১৩৬০, ইং ২১শে জুলাই, ১৯৫৩,** মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্ট-গোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ** বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট্ মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব** মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **২৭শে আষাঢ়,** ১১ই জুলাই, শনিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২৮শে আষাঢ়,** ১২ই জুলাই, রবিবার—**নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ, ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন,** গঙ্গা স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা।

৩। **২৯শে আষাঢ়,** ১৩ই জুলাই, সোমবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **৩০শে আষাঢ়,** ১৪ই জুলাই, মঙ্গলবার হইতে ৩২শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **১লা শ্রাবণ,** ১৭ই জুলাই, শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **২রা শ্রাবণ,** ১৮ই জুলাই, শনিবার হইতে **৪ঠা শ্রাবণ,** ২০শে জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত তিনদিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **৫ই শ্রাবণ,** ২১শে জুলাই, মঙ্গলবার—সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**—অপরাহ্ণ ৪ঠা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত। পরে আরাত্রিকান্তে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠার পর)

নরেন্দ্র—পূর্ণ-দর্শনকারীর নিকট মুক্তাবস্থায়ও বস্তুর চিন্ময় বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে—ইহা তুমি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত করিলেও, আমার মনে হয় মুক্ত জীবের নিকট ঐরূপ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হয় না; কারণ, ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া বহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে ভূপৃষ্ঠস্থ পর্ব্বত, প্রান্তর, বৃক্ষ, অট্টালিকা প্রভৃতির বন্ধুরতা আর দৃষ্ট হয় না—সবই সমান ও একাকার দেখায় কোন ভেদ থাকে না।

দেবেন্দ্র—ভাই, তোমার যুক্তিটী আপাত-দর্শনে সত্য ও চমৎকার বলিয়া সাধারণ লোকের মোহ উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু সৎসঙ্গসেবীর নিকট উহার ছিদ্র অপ্রকাশিত থাকে না। বাজারে এরূপ আপাত সত্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাদ্বারা অজ্ঞ-সাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন। তুমি যে যুক্তি দেখাইতেছ—ইহাদ্বারা তোমার বিচারটী সমর্থিত হয় না; পরন্তু উহা আমার বিচারেরই সমর্থক। অসম্যক্ বা আংশিক দর্শন যেরূপ বাস্তবতার পরিচায়ক নহে, তদ্রূপ উক্ত ঊর্দ্ধাকাশস্থিত ব্যক্তির দর্শনও বাস্তব নহে। ঊর্দ্ধাকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠস্থ বন্ধুরতা বা উচ্চ-নীচতা সে দর্শন করিতে পারে না বলিয়া, ভূপৃষ্ঠ হইতে বন্ধুরতা তিরোহিত হয় না। সু-উচ্চ পর্ব্বত, বৃক্ষ, অট্টালিকা প্রভৃতি তাহাদের স্বরূপগত উচ্চতা বা নীচতা পরিত্যাগ করিয়া সমতল হইয়া পড়িবে না, পরন্তু দ্রষ্টার চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের অপটুতাহেতু সে হস্তী ও পিপীলিকা প্রভৃতির উচ্চতা ও নীচতা দর্শন করিতে পারে না। উপযুক্ত দর্শনশক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা দূরবীক্ষণ যন্ত্রধারী ব্যক্তি যেমন দেখেন যে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতির রূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই—পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তদ্রূপ পূর্ণদর্শন-বিশিষ্ট ব্যক্তি বস্তুর বৈশিষ্ট্যযুক্ত বাস্তব স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। তবে মুক্ত পুরুষ যে বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন, তাহা মায়িক বৈশিষ্ট্য হইতে পৃথক্। বৈশিষ্ট্য বলিলে, বদ্ধজীব মায়িক ধারণাগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত মায়াতীত বৈশিষ্ট্যের কোনরূপ ধারণা করিতে পারে না। সেই কারণে তাহারা অপ্রাকৃত তত্ত্বটীকে বৈশিষ্ট্যহীন বলিতে এত আগ্রহান্বিত। কিন্তু অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্য যে কত মধুর এবং কত উপাদেয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সন্ধান পাইলে তত্ত্ব-বস্তুটীকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলিতে তাহাদের আর আপত্তি থাকিবে না। ভাই, মূলে যদি বৈশিষ্ট্য না থাকিত, তবে এই জগতেও বৈশিষ্ট্যের সম্ভব হইত না।

ছায়াতে হস্ত ও অঙ্গুলী দৃষ্ট হইলে কায়াতেও হস্ত ও অঙ্গুলী অবশ্যই বর্ত্তমান—ইহা অস্বীকার করা কখনও সম্ভব নহে।

অপটু এবং অযথা মুক্তাভিমানী ব্যক্তি চক্ষুদ্বারা ভূপৃষ্ঠকে একাকাররূপে দর্শন করিয়া তাহাকে বাস্তব সত্য মনে করিলেও তাহা যেমন মিথ্যা ও কল্পনা মাত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মের নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ধারণাটীও তাহাদের মিথ্যা ও কল্পনা মাত্র। তাহা প্রকৃত সত্য নহে; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় পাওয়া যায়—

"জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি **মানে**।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

'মুক্ত' বলিলে নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীকেই প্রকৃত 'মুক্ত' বলা যায় না; পরন্তু কৃষ্ণভক্তই প্রকৃত **মুক্ত**। বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ এই 'মুক্তি' শব্দের ব্যাখ্যা **"মোক্ষং বিষ্ণুপদী লাভং"**—এইরূপ করিয়াছেন। যে মোক্ষে বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ না করিয়া নিরাকারত্ব ও নির্ব্বিশেষত্ব অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ নহে। ঋগ্বেদ বলেন—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" সুতরাং মুক্ত পুরুষ তাঁহাদেরই বলে, যাঁহারা বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রেমযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা দর্শন করেন ও তাঁহার সেবায় রত থাকেন। সেব্য-সেবক-সেবা-শূন্য নির্ব্বিশেষ বিচার কখনও তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান লাভ করে না।

নরেন্দ্র—আচ্ছা ভাই, তোমরাও ত ভগবানের অনন্তরূপ স্বীকার কর। তবে আমাদের রুচিমত যে-কোন একটী রূপ অঙ্গীকার করিলে আর দোষ কোথায়?

দেবেন্দ্র—ত্যাখ নরেন, তোমার বিচারের ত্রুটীটি কোথায় তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। ইহা খুব সূক্ষ্ম; একটু অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমরা ভগবানের অনন্তরূপ নিশ্চয়ই স্বীকার করি; এবং সেই অনন্ত-রূপের যে-কোন একটী রূপের সেবা লাভ করিতে পারিলে চরিতার্থ হওয়া যায়, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু আপত্তি এই—বদ্ধজীব যে-রূপের সেবা করিবে, তাহা ভগবানের সেই অনন্তরূপের মধ্যে যে-কোন একটী রূপ হওয়া চাই। শ্রীভগবানের যে অনন্তরূপ আছে, তাহা মুক্ত পুরুষের হৃদয়েই তিনি প্রকাশিত করিয়া থাকেন। সেই মুক্তপুরুষ কৃপাপূর্ব্বক বদ্ধজীবের নিকট তৎতৎ রূপের বর্ণন করিয়া থাকেন। সুতরাং বদ্ধজীবকে ঐরূপ অপ্রাকৃত সাধু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রূপ-গুলির মধ্যে যে-কোন একটী গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিজ বদ্ধ-রুচি অনুসারে ঈশ্বরের যে কোনও একটী রূপ কল্পনা করিলেই চলিবে না। অনন্তরূপ বলিলে তাঁহার রূপের অন্ত নাই বুঝায়। পরন্তু সব কিছুই তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ—সুতরাং

ঢেঁকিও তাঁহার রূপ, কুকুরও তাঁহার রূপ, যে-কোন মানুষের আকারও তাঁহার রূপ —এরূপ বুঝায় না। ঢেঁকি, কুকুর অথবা যে-কোনও মানুষ প্রভৃতি জড়ীয় আকার-যুক্ত বস্তু কখনও অপ্রাকৃত নহে। জড়ের অনুশীলন দ্বারা কখনও চেতনকে পাওয়া যায় না। জড়ের অনুশীলনে জড়কে এবং চেতনের অনুশীলন দ্বারাই চেতনকে লাভ করা যায়। জড়ীয় মন সীমাবিশিষ্ট; সে কখনও সীমাতীত অপ্রাকৃত রাজ্যের কল্পনা করিতে পারে না। সে যাহা কল্পনা করিবে, তাহা অবশ্যই প্রাকৃত হইবে। তজ্জন্য তাহার কল্পিত রূপ কখনও ভগবদ্ রূপ নহে। তাঁহার কল্পনার 'কৃষ্ণ' এবং তত্ত্বদর্শীর বর্ণিত 'কৃষ্ণ' এক নহে। এই কারণ শ্রীগুরুদেব যে বিগ্রহের সেবা করেন, তাহাই অপ্রাকৃত বলিয়া সাধকের একমাত্র সেব্য। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে যে 'কৃষ্ণ-নাম' প্রদান করেন, তাহাই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বস্তু। কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতে হইলে তজ্জন্য শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করত তাঁহার নিকট হইতে সেই নাম-কৃষ্ণকে দীক্ষার দ্বারা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা থাকে। পরন্তু যদি এরূপ ধারণা থাকে যে, 'কৃষ্ণ-নাম' গ্রহণের জন্য গুরুকরণের আবশ্যকতা কেন? আমরা সকলেই নিজে নিজে নাম গ্রহণ করিলেই ত' হয়; তা'হলে উহা বৈকুণ্ঠ-নাম হইবে না। মায়িক প্রাকৃত ব্যোমস্থ বায়ু-বিলোড়ন-জনিত শব্দ-সামান্য মাত্র হইবে। উহার সেবা দ্বারা কখনও অপ্রাকৃত পূর্ণ চেতন শ্রীকৃষ্ণ-সেবা লাভ হইবে না। গুরুদেব বা মুক্তপুরুষ কখনও মানুষ, কুকুর ও ঢেঁকিকে ভগবান্ বলেন না। তিনি কখনও মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ঢেঁকি বা কুকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের সেবা পূজার প্রবর্তন করেন না। তিনি বলেন—মানুষ, কুকুর ও ঢেঁকিকে লক্ষ কোটী বৎসর ধরিয়া পূজা করিলেও কখনই তাহারা (ঢেঁকি বা কুকুরাদি) ভগবান্‌রূপে কাহাকেও কৃপা করিতে পারিবে না। মানুষের শরীর ও মন, কুকুরের শরীর ও মন এবং ঢেঁকি প্রভৃতি জড় বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু নহে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহারা কখনও চেতন নহে। ভাই, রাস্তার শুড়কীগুলিকে যেরূপ ঘানিতে উত্তমরূপে পেষণ করিলেও তাহা হইতে কখনও তৈল পাওয়া যায় না, তদ্রূপ জড়ের অনুশীলন অর্থাৎ জড়ীয় দেহ ও মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান দ্বারা কখনও পূর্ণ-চৈতন্য ভগবানের সেবা হইতে পারে না। দেহ-মনের সুখ-বিধানদ্বারা অণু-চৈতন্য আত্মারও সুখ বিহিত হয় না। সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার বিপরীত ধারণা পোষণ করেন বটে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। কারণ শুদ্ধ চেতন 'আত্মা' দেহ-মন হইতে বিজাতীয় বস্তু-বিধায় জড়ীয় সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। আত্মার মায়িক সূক্ষ্ম আবরণ মন; মনই সেই সুখ-দুঃখ অনুভব করে। অণু-চেতন জীবাত্মা পূর্ণ-চৈতন্য শ্রীভগবানের সেবা দ্বারাই কেবল মাত্র সন্তোষ-লাভ

করিতে পারে। যথা শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অর্থাৎ—"সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥"

সুতরাং জীবাত্মার প্রসন্নতা অধোক্ষজ-ভগবানের সেবা দ্বারাই সম্ভবপর; আহার-বিহারাদির উন্নতি-বিধান দ্বারা কখনও সম্ভবপর নহে।

শ্রীকৃষ্ণ পরাৎপর মূল-পূর্ণবস্তু। রাম, নৃসিংহাদি অবতারগণ ও নারায়ণাদি বিলাস-বিগ্রহগণ সেই পরম পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-বস্তু হইতে প্রকাশিত পূর্ণ-বস্তু; তজ্জন্য তাঁহারাও ভগবৎ শব্দবাচ্য। যদিও তাঁহাদিগকে 'অংশ' বলা হয়, তথাপি তাঁহারা প্রাকৃত 'অংশ' নহেন। উপনিষদ্ বলেন—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

অর্থাৎ, ঐ অবতারী পুরুষ পূর্ণ ও তাহা হইতে এই অবতারও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ আবির্ভূত হয়েন এবং পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। কোন প্রকারেই পরমেশ্বরের হানি হয় না।

ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাবৃন্দ ঐরূপ পূর্ণবস্তু নহেন। জীবাত্মাও বিভিন্নাংশ-হেতু কিরণ-কণ-স্থলীয় অণু-চৈতন্য। তাঁহারা কখনও পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না। তজ্জন্য ইহাঁরা ভগবানের অনন্তরূপ নহেন এবং ইহাঁদের সেবা ও ভগবৎ সেবা এক নহে। শ্রীগীতা স্পষ্টভাবে ইহাঁদের সেবার পরিণতির পার্থক্য দেখাইয়াছেন। যথা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্। (গীঃ ৯।২৫)

অর্থাৎ, দেবতাদের উপাসনা দ্বারা দেবতা, পিতৃভক্তির দ্বারা পিতৃলোক এবং ভূতপূজা দ্বারা ভূতলোকই লাভ হয়। এইগুলির দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যাইবে না। কৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে 'মদ্‌যাজী' হইতে হইবে, অর্থাৎ কৃষ্ণকেই সেবা করিতে হইবে। দেবতাগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের কোন একটীর সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে—এরূপ নয়; সকল ক্রিয়ারই ফল কখনও এক নহে। সুতরাং কৃষ্ণ অনন্ত-রূপী বলিয়া যাহার হউক সেবা করিলেই কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

পরলোকে শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় ঐহিক লীলা সম্বরণ করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, সরল ক্রিয়াকলাপ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা, ভগবৎসেবায় একাগ্রতা, শুদ্ধাচার সংরক্ষণে সুদৃঢ় চেষ্টা বৃন্দাবনবাসী সকল ভক্তগণেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি হঠাৎ দেহত্যাগ করায় ব্রজবাসী সকলেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তন্মধ্যে আমাদের বিরহ-বেদনা বিদূরিত করিবার জন্য শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, পরমেশ্বরদাস বাবাজী মহারাজ, গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, নীলরতন ব্রহ্মচারী ও মদনগোপাল ব্রহ্মচারী প্রভুগণ সমবেদনা জানাইয়া আমাদের সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পত্র পাইয়া যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি; তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।



দেরাদুন সহরে অবস্থানকালে কবিরাজ শ্রীযুত প্রফুল্লরতন রায় মহাশয়ের সহিত শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী প্রভুর ব্যাধি নিরাময়ের ছলে পরিচয় হয়। উক্ত কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, ভগবৎসেবায় আগ্রহ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ১৯৪৫ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। ইং ২৬।২।৪৫ তারিখে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক-আচার্য্যবরের নিকট হইতে গোবর্দ্ধন প্রভু শ্রীহরিনাম প্রাপ্ত হন। এবং তৎপরবৎসর ইং ২৫।৩।৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট পাঞ্চ-রাত্রিকী দীক্ষা লাভ করিয়া উপনয়ন সংস্কারাদি গ্রহণ করেন।

শ্রীপাদ গোবর্দ্ধন প্রভুর পূর্ব্ব পরিচয় আমরা সর্ব্বতোভাবে অবগত নহি। তবে এইমাত্র আমরা জানি, তিনি সুদূর হিমালয়-পর্ব্বতের উপর কেদার-বদ্রী-নাথের পথে টিহিরী (গোড়োয়াল) এর নিকটবর্ত্তী 'নায়েল-কাঠোর' জিলার অন্তর্গত উত্তর-কাশী পোষ্ট-আফিসের সন্নিকট শালীং গ্রামনিবাসী পরলোকগত বেনোবা কেদ্‌রাণা মহোদয়ের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসা অত্যন্ত প্রবলা হওয়ায় তিনি আত্মীয়বর্গের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত সমিতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সমিতির প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা সর্ব্বত্র কীর্ত্তনমুখে প্রচার করাই জীবনের সর্ব্বোত্তম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। হরি-কীর্ত্তনই কলিহত জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং এই কীর্ত্তন-প্রচার সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করিতে হইলে দেবভাষায় সংরক্ষিত শাস্ত্রাদি সাধুসঙ্গে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনধামে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী-রচিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এবং 'আদ্য' পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। উক্ত ব্যাকরণের 'মধ্য' পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার মুখে তিনি দিল্লীতে কাব্যের আদ্য পরীক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাস্য হরিদাসবর্য্য শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজের সেবায় তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। তাঁহার দেহরক্ষার কয়েকমাস পূর্ব্বেই তিনি গোবর্দ্ধন-শিলা অর্চ্চনের অধিকার আকাঙ্ক্ষা করিয়া তাঁহার গুরু-পাদপদ্মের নিকট অনুমতি-পত্র প্রেরণ করেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ব্রত নিকটবর্ত্তী হইলে এই ব্রত উদ্‌যাপন-কল্পে ব্রজবাসীজগণের ভজনাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে যান। উক্ত পরিক্রমা সমাপনান্তে রাধাকুণ্ডে দুই একদিন অবস্থান করিয়া তথাকার নিত্য সনাতন সেবকগণের অনুকম্পা লাভ করত তাঁহার নিত্য অবস্থিতি ক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন-ধামে ফিরিয়া আসেন। এই স্থানে আসিয়াই দুর্দ্দান্ত ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, বৈষ্ণবগণকে উদ্বেগ দেওয়া

কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া, কোন চিকিৎসালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তিন দিন অবস্থিতির পর গত ১৫ই মে শুক্রবার ১৯৫৩, বেলা তিন ঘটিকার সময়, অনুমান ২৫ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি গুপ্ত বসন্তরোগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এইরূপ প্রকাশ। আমরা তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইলেও, তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনধাম-প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের প্রভূত প্রশংসা করিতেছি।

—শ্রীমধ্ববিজয় ব্রহ্মচারী

প্রচার-প্রসঙ্গ

বৈষ্ণবাটী, সেওড়াফুলী, শ্রীরামপুর, রিসড়ায় ঃ—

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩, ২৫শে মাঘ, ১৩৫৯ রবিবার হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ হুগলী-জিলার অন্তর্গত বৈষ্ণবাটী, শ্রীরামপুর, রিসড়া প্রভৃতি স্থানে সনাতন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গত ১।২।৫৩ তাংএ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

২৪ পরগণা-জিলার বিভিন্ন স্থানে—সরবেড়িয়ায় ঃ—

বিগত ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫২, ২রা পৌষ, ১৩৫৯ বুধবার—শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ অন্যান্য কয়েকমূর্ত্তিসহ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সরবেড়িয়া গ্রাম-নিবাসী ভক্তপ্রবর শ্রীযুত দ্বিজোত্তম দাসাধিকারী মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে তথায় প্রচারোপলক্ষে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহারা কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও প্রহ্লাদ চরিত্র প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করিয়া তদ্দেশবাসীকে ধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছেন। তথা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী যোগাড়ে গ্রামেও তাঁহারা ভাগবত-ধর্ম্মের বিশেষভাবে প্রচার করেন।

কলারচকে ঃ—গত ২২শে ডিসেম্বর, ৭ই পৌষ, সোমবার—কলারচক্ গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে স্বামিজী তথায় ছায়াচিত্রযোগে ধ্রুব ও প্রহ্লাদ-চরিত্র আলোচনামুখে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকেই ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করেন। শ্রীযুত নরেন্দ্র বাবু, তাঁহার একান্ত অনুগতা ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী আতরবালা

দাসী ও পুত্রগণ প্রচারকবর্গের সেবাযত্ন ও সহায়তা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

একতারায় ঃ—বিগত ২৪শে ডিসেম্বর,৯ই পৌষ, বুধবার—উক্ত প্রচারকগণ শ্রীযুত পদ্মনাভ দাসাধিকারীর সেবাচেষ্টায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া একতারা গ্রামে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া তথায় প্রবলভাবে ধর্ম্মপ্রচার করেন।

সরাচীতে ঃ—গত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৪ই পৌষ, সোমবার—প্রচারকগণ গ্রামবাসিগণের বিশেষ আহ্বানে তথায় পৌঁছিয়া শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতাদি প্রদান করেন। তদ্দেশবাসী ভক্তবৃন্দ শাস্ত্রযুক্তিমূলে অপূর্ব্ব তত্ত্বপূর্ণ বিচারাদি শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হন ও শুশ্রূষু হইয়া বহুবিধ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লন। স্থানীয় শ্রীযুত পালানচন্দ্র রায়, শ্রীযুত অজিতকুমার হাজরা ও শ্রীযুত গুণসিন্ধু হাজরা মহোদয়ের সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

আনন্দপাড়া, ঠাকুরনগর ও চান্দাপাড়ায় ঃ—

বিগত ৩রা জানুয়ারী, ১৯শে পৌষ, শনিবার হইতে ১১ই জানুয়ারী, ২৭শে পৌষ, রবিবার পর্য্যন্ত ৯ দিবস প্রচারকগণ আনন্দপাড়া, ঠাকুরনগর, চান্দাপাড়া প্রভৃতি স্থানে পাঠ ও ধর্ম্মবিষয়িনী বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া সকলেরই ধর্ম্মভাব জাগ্রত করেন। এতদঞ্চলে শ্রীযুত গৌরেন্দু দাসাধিকারী মহোদয় প্রচারের সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করায় আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

মথুরাপুর,চণ্ডীপুর,কৃষ্ণচন্দ্রপুর,নালুয়া,গম্ভীরনাথ প্রভৃতি স্থানে ঃ—

গত ১৭ই জানুয়ারী, ৩রা মাঘ, শনিবার—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীপত্রিকার প্রচার-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ কয়েকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীসহ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত উল্লিখিত স্থানগুলিতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ইত্যাদি দ্বারা সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সুসূক্ষ্ম বিচারধারা বিশ্লেষণমুখে তদ্দেশবাসী জনগণকে বিশেষভাবে ভক্তিপথে আকৃষ্ট করেন।

কাশীনগর, খাড়ী, পাকুড়তলা, বটীশ্বর প্রভৃতি স্থানে :—

বিগত ২৪শে জানুয়ারী,১০ই মাঘ,শনিবার--প্রচারকবৃন্দ উক্ত স্থানসমূহে শুভ-বিজয় করিয়া বিপুলভাবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী ও ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচার করিয়া গত ৩০শে জানুয়ারী, ১৬ই মাঘ, শুক্রবার চুঁচুড়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাশীনগর গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত মধুসূদন দাসাধিকারী মহাশয় এতদঞ্চলে

প্রচারের সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বর্দ্ধমান জিলায়ঃ—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীপাদ পূর্ণানন্দ দাসাধিকারী প্রভু প্রভৃতি প্রচারকগণ গত ৫ই পৌষ, ২০শে ডিসেম্বর, শনিবার হইতে ১৩ই পৌষ, ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত পাটুলী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ওকরসাহা, সিঙ্গী প্রভৃতি গ্রামেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবলী বিপুলভাবে প্রচার করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতাদি দ্বারা সমাগত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, তথা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিচারধারা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করেন। ওকারসাহা ও সিঙ্গী গ্রাম দুইটী বিশেষ আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-প্রধান বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামস্থ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, চতুষ্পাঠীর বয়ঃপ্রবীণ অধ্যাপকবৃন্দ, অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী, আইনজীবী ও উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এতাদৃশ প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সর্ব্বত্রই ইহার বহুল প্রচার কামনা করেন।

মেদিনীপুর জিলায়ঃ—অতঃপর গত ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও শ্রীপাদ পূর্ণানন্দ প্রভু প্রভৃতি সবং থানার নিকটবর্ত্তী কতিপয় পল্লীগ্রামে কিছুদিন প্রচার করেন। ২।৩ দিনের জন্য তিনি মহিষাদল-কল্যাণপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থানান্তে ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় যোগদান করেন।

বেগমপুর, মণিরামপুর প্রভৃতি স্থানেঃ—গত ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ, শুক্রবার হইতে ১২ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত স্বামিজী পুনরায় শ্রীরামপুর সব-ডিভিসনের অধীনস্থ বেগমপুর, মণিরামপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিযোগে ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করেন। স্বামিজীর শ্রীমুখ হইতে সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীবৃন্দ অপধর্ম্ম ও নিত্য সনাতন-ধর্ম্মের পার্থক্য উপলব্ধি করেন।

—প্রকাশক

বাঙ্গালার বাহিরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার

গত ১৬ই মে তারিখে শ্রীশ্রীঅক্ষয়-তৃতীয়া-তিথিবরায় **শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত** কর্ত্তৃক সংযোজিত **'দি লীগ অব ডিভোটিজ্'**-স্থ শ্রীসার্ব্বভৌম ভাগবত-সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। উক্ত সমাজ ঝাঁসীতে আঁতিয়াতাল সিপ্রি রোডস্থিত 'ভারতী ভবনে'ই রেজিষ্টার্ড আফিস স্থাপিত করিয়াছেন। যাহাতে সকলেই এই সমাজে যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এক-যোগে রূপ-রঘুনাথের কথা সমগ্র জগতে বিতরণ করিতে পারেন, সেইভাবেই ইহা প্রবর্ত্তন করিয়া লক্ষ্ণৌয়ে 'রেজিষ্ট্রেসন অব্ এসোসিয়েসন্ আণ্ডার এক্ট নং ২১ অব্ ১৮৬০' বিধান অনুসারে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

'শ্রীভারতী-ভবন' নামক প্রশস্ত অট্টালিকায় লেক্‌চার হল এবং মন্দির হইয়াও বহু জায়গা আছে, যেখানে সমাজের বহু কার্য্য হইতে পারে এবং বহু সেবক বাস করিতে পারেন।

ঐ দিন সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত ধারাবাহিক পাঠ, কীর্ত্তন এবং প্রসাদ বিতরণ কার্য্য সমাধান হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের স্তব-স্তুতি পাঠান্তর শ্রীভগবদ্গীতার পারায়ণ হয়। ভবনটী পত্র-পুষ্প এবং নব-ঘটাদিদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর একটি পারমার্থিক সভার আহ্বান করা হয়। ঐ সভায় সকলের সমক্ষে ব্রহ্মসংহিতাদি বেদপাঠ, শব্দ-ব্রহ্মের সহিত মহাযজ্ঞ-হোমাদি এবং নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ বিধি-মত সমাধান করা হয়। ভক্তিবেদান্ত প্রভুর আনুগত্যে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন— আচার্য্য শ্রীমান্ প্রভাকর মিশ্র শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থ, B. I. M. S, M. Sc. A. মহোদয়। ইনি স্থানীয় বেদ-বেদাঙ্গ ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল এবং "দি লীগ্ অব্ ডিভোটিজের" সহকারী সম্পাদক, সভায় স্থানীয় থিওসফিক্যাল্ সোসাইটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ রাজপালি এম, এ, বি, এল্ উপস্থিত ছিলেন। ইনি ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও ভক্তিবেদান্ত প্রভুর কার্য্যে প্রচুর সহানুভূতি-সম্পন্ন। সভাস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।—

শ্রীরেবতীরাম চৌবে, ঠাকুর রণপতি সিংহ, সঙ্গীতার্য্য স্বামী খুবী সিংহ, শ্রীমথুরাপ্রসাদ চৌবে, শ্রীযুক্ত রাজপালিজী ইত্যাদিগণ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হন।

এই সভার উদ্বোধন-কার্য্য এবং বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা পরে হইবে, এরূপ সূচনা আছে। উদ্বোধন-কার্য্যে যাহাতে **রাজ্যপাল শ্রী কে, এম, মুন্সী** সভাপতিত্ব করেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। অদ্যকার সভায় শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘপতি শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত প্রভুই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি গীতার নবম অধ্যায় হইতে রাজগুহ্যযোগ সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়াছিলেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা-কর্ত্তৃক প্রেরিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

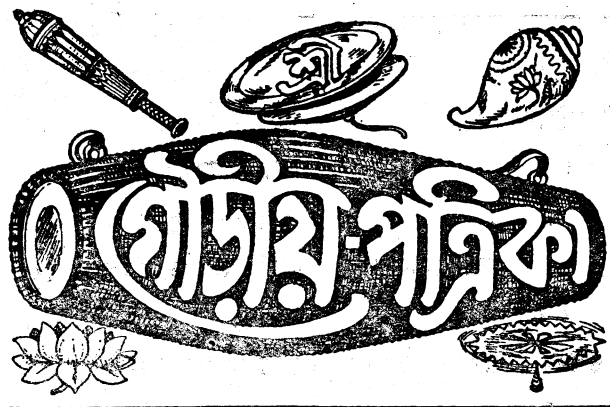

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ১৯ বামন, ৪৬৭ গৌরাব্দ | ৫ম সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৬০; ইং ১৬।৭।৫৩

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুবরাষ্টকম্

[ত্রিদণ্ডিস্বামি-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদেশিক-আচার্য্য-বিরচিতম্]

(১)

শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠং মহতাং মহিষ্ঠং
রাগাধ্বনিষ্ঠং গুণবদ্‌গরিষ্ঠম্।
দয়ার্ণবং তত্ত্ববিচারজীবং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্॥

(২)

আচার্য্যবর্য্যং পরহংসধুর্য্যং
ভূতুল্যধৈর্য্যং পরশান্তিকার্য্যম্।
ভবাব্ধিনাবং হৃতদুঃখদাবং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্॥

(৩)

বেদান্তদক্ষং পরিধৃতমোক্ষং
সৎসঙ্গরক্তং কুকথাবিরক্তম্ ।
দীনৈকবন্ধুং হরিপ্রেমসিন্ধুং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥

(৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃপৈকবিত্তং
তন্নামসঞ্চারসুব্যগ্রচিত্তম্ ।
স্বাচারবন্তং সুপ্রচারচিন্তং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥

(৫)

শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনভক্তিলগ্নং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণরসাব্ধিমগ্নম্ ।
স্রবজ্জলাক্ষং শ্রিতভাবলক্ষং
বন্দে প্রভুং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥

(৬)

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীন্দু-
র্যস্তেহ মূর্ত্তঃ সুপ্রসাদসিন্ধুঃ ।
তনোতি সর্ব্বত্র হরিপ্রভাবং
নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥

(৭)

মহাপ্রভোঃ প্রেরণয়া প্রলুপ্তং
তদ্ধাম-প্রাকট্যমিহ প্রণীতম্ ।
রূপানুগং ভাগবতানুরাগং
নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥

(৮)

শ্রীগৌরধাম ব্রজধাম চৈকং
জ্ঞাত্বা বিরেজে নিরবধ্যতর্ক্যম্ ।
শ্রীগোদ্রুমে কুঞ্জগৃহে সুভব্যং
নমামি তং ভক্তিবিনোদদেবম্ ॥

(৯)

হে কৃষ্ণপাদাব্জপ্রমত্তভৃঙ্গ !
হে শাস্ত্রসংবিদ্ ! বুধসঙ্গরঙ্গ !
জগদ্গুরো ! ভক্তিবিনোদদেব !
প্রসীদ মন্দে ময়ি বৈ সদৈব ॥

(১০)

পদ্যাষ্টকং ভক্তিবিনোদসুপ্রভোঃ
পঠেদ্ য উচ্চৈরিহ রাধিকাবিভোঃ ।
রমেত প্রেমাম্বুনিধৌ মহাশয়ঃ
ব্রজাশ্রয়ং প্রাপ্য সদা ন সংশয়ঃ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুবরাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়তম, মহৎগণের মধ্যে অতীব মহৎ, রাগমার্গনিষ্ঠ, গুণিশ্রেষ্ঠ, করুণাসিন্ধু এবং তত্ত্ববিচারদক্ষ, সেই প্রভুবর শ্রীভক্তিবিনোদদেবকে বন্দনা করি ॥১॥

যিনি আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, পরমহংসপ্রধান, পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালী, পরাশান্তি-দাতা, ভবসমুদ্রের নৌকা-স্বরূপ ও দুঃখ-দাবাগ্নি-নির্ব্বাণকারী, সেই প্রভুবর শ্রীভক্তিবিনোদদেবকে বন্দনা করি ॥২॥

যিনি বেদান্তশাস্ত্রে সুদক্ষ, নির্ব্বিশেষ মোক্ষ-পরিত্যাগকারী, সৎসঙ্গে অনুরক্ত, জড়বিষয়-কথায় উদাসীন, দীনব্যক্তিগণের একমাত্র বন্ধু ও কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রস্বরূপ, সেই প্রভুবর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বন্দনা করি ॥৩॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কৃপাধনের একমাত্র মহাজন, যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-প্রচারে অতীব ব্যগ্রচিত্ত, সদাচারী ও মঙ্গল-প্রচারে সতত চিন্তিত, সেই প্রভুবর শ্রীভক্তিবিনোদদেবকে বন্দনা করি ॥৪॥

যিনি শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনাখ্য ভক্তিতে রত, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসসিন্ধুতে নিমজ্জিত, রাধাভাবে বিভাবিত থাকায় সর্ব্বদা অশ্রু-বিগলিত-নেত্র, সেই প্রভুবর শ্রীল ভক্তিবিনোদদেবকে বন্দনা করি ॥৫॥

যাঁহার মহৎকৃপাসিন্ধুর মূর্ত্তি-স্বরূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী সর্ব্বদেশে ভগবন্মহিমা প্রচার করিতেছেন, সেই ভক্তিবিনোদদেবকে আমি নমস্কার করি ॥৬॥

যিনি মহাপ্রভুর প্রেরণা লাভ করিয়া তাঁহার লুপ্ত আবির্ভাব-স্থলী লোক-সমক্ষে পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি রূপানুগ ভাগবতগণের প্রতি অনুরাগী, সেই ভক্তিবিনোদদেবকে আমি নমস্কার করি ॥৭॥

যিনি তর্কাতীত গৌরধাম ও ব্রজধামকে অভিন্ন জানিয়া শ্রীগোদ্রুমে (স্বানন্দ-সুখদ) কুঞ্জভবনে নিরবধি বিরাজিত, সেই পরম সাধু ভক্তিবিনোদদেবকে আমি নমস্কার করি ॥৮॥

হে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অত্যাসক্ত ভ্রমর! হে সম্যক্ শাস্ত্রজ্ঞ-প্রধান! হে পণ্ডিত-সঙ্গামোদী! হে জগদ্‌গুরো! হে ভক্তিবিনোদদেব! আমার ন্যায়মন্দের প্রতি সতত প্রসন্ন হউন ॥৯॥

যিনি শ্রীরাধা-বৈভব শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রভুবরের এই পদ্যাষ্টক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন, সেই মহাশয় ব্যক্তি ব্রজধামের আশ্রয় লাভ করিয়া সতত প্রেমসমুদ্রে রমণ করিবেন—ইহাতে সংশয় নাই ॥১০॥

———

গৌড়াচলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-ক্ষেত্রের পূর্ব্বাবস্থা

শ্রীনদীয়াচাঁদের আবির্ভাব-ভূমি উখড়াপরগণার শ্রীধাম মায়াপুর হইতে দশ-ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে যে স্থানে মহাদেব বারুইএর বরোজের নিকট কর্ত্তা-ভজাদলের আদিগুরু আউলেচাঁদশিশু পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সেই স্থানে যাবতীয় ভ্রান্তিময় বিদ্ধ-মতবাদ নিরাস করিয়া জাগতিক জ্ঞানে বিভোর মানব-মতিকে পরমার্থ-পথে চালিত এবং শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের আনীত বিশুদ্ধ ভক্তি-প্রবাহকে পুনরায় বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রবাহিত করিবার জন্য ভক্তিপথের এক দ্রুত-গমনশীল পুরুষ আবির্ভূত হন।

বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর-ছন্দের আদিলেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের জন্মস্থান—'উলা'গ্রামের নির্দ্দেশ

তাঁহার আবির্ভাবের কয়েকবর্ষ পরেই **উলানগর** মহামারীতে জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ মহামারীর ভীষণ প্রকোপ উপলক্ষ করিয়া উলানগরে আবির্ভূত নিত্যসিদ্ধ সাহিত্যিকবর বঙ্গভাষায় **সর্ব্ব প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বিজনগ্রাম' নামক একটী মহাবাক্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনা-কাল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ।** এই উলাগ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত উখড়া পরগণার মধ্যে। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৫১ মাইল। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের মুর্শিদাবাদ লাইনের রাণাঘাট ষ্টেসনের অব্যবহিত পরেই যে **বীরনগর ষ্টেশন,** তাহারই নামান্তর সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন **উলাগ্রাম।** এই নগরীর যে-স্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই জন্মভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের গৌরব-গীতি গান করিতেছে।

ঠাকুরের আবির্ভাব কাল

সপার্ষদ শ্রীনদীয়াপ্রকাশ, শ্রীমায়াপুরচন্দ্র ভীষণ কলিকল্মষদুষ্ট জীবের ভোগ-বুদ্ধির বিপরীত প্রগতি-সেবার বিচার উন্মেষণার্থ যে-সময় প্রপঞ্চে স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ-ত্রিশতবর্ষ পরে অর্থাৎ **৩৫২ গৌরাব্দ, ১৭৬০ শকাব্দ, ১৮৯৫ সম্বৎ, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ ও ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর এবং বাংলা ১৮ই ভাদ্র ত্রয়োদশী তিথিতে** সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত পুরুষরূপে শ্রীশ্রীমায়াপুর-চন্দ্রের এক পরমপ্রিয় নিজ-জন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ, ও তাঁহার স্বরূপ নির্ণয়

ভুবনমঙ্গল অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তম স্বয়ং মহাবদান্য-লীলা বিস্তারের জন্য যে সুবিমলা ভক্তির পথে বিচরণ নিত্য-বিজ্ঞানসম্মত আনন্দলাভের নিদর্শনরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার পরস্পর বিবদমান-শক্তিসমূহের বিকাশক্রমে বিমল প্রেমধর্ম্মের সুশীতল-রশ্মি হীনপ্রভ ও মলিনতা-জলধিতে আবৃত হইবার আতঙ্ক জগজ্জীবকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই প্রেম-সূর্য্যাংশুকে সুবিমল-স্নিগ্ধ-সৌন্দর্য্যে অনাবৃত করিতে তাঁহার নিজ-জন পুরুষোত্তম-সেবাপর পুরুষবর শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-বিষয়ের আশ্রয়বিগ্রহরূপে জগতে সমাগত হইয়াছিলেন।

কর্ম্মজড় পঞ্চোপাসক-কুলে আবির্ভূত হইলেও তাহার উৎসাদন-কল্পেই তাঁহার আবির্ভাব

যখন তিনি আগত হইলেন, লোকে বাহ্য-দর্শনে দেখিতে পাইলেন যে, পঞ্চোপাসকের কুলে, পঞ্চোপাসকের গৃহে এক প্রপঞ্চাতীত উপাসক আসিয়াছেন। ভোগ-বিহ্বল দুর্ব্বলপ্রাণ মানব নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম-ভূমিতে বিচরণপূর্ব্বক যেরূপ নানাপ্রকার সদসৎ-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে, সেইরূপ কর্ত্তৃত্বে উদাসীন, শুদ্ধ জীবাত্মার স্বরূপ ও কৃত্যের আদর্শরূপে কোন ভগবচ্ছক্তি বা ভগবৎ-প্রকাশতত্ত্ব জগতে প্রকাশিত হইলেই জগন্মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

বিবিধ দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি অপধর্ম্মের নিরাসকল্পে ঠাকুরের আবির্ভাব

মানস-চাঞ্চল্য বদ্ধজীবের কৃষ্ণেতর বিষয়ে পুনঃ পুনঃ নিযুক্ত করিয়া যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়। সৎকর্ম্মভূমি ব্রহ্মাবর্ত্তের বহির্ভাগে তাদৃশ যথেচ্ছাচারিতাপূর্ণ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বশৈলে গৌড়াকাশে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-নির্ম্মুক্ত কোন আদর্শ ঋক্ষ উদিত হইতে পারেন না—এরূপ ভ্রান্তির অপনোদনকল্পে—অধন্য দেশকেও ধন্য করিবার নিমিত্ত—অপূত ভূমিকেও পূত করিবার জন্য—অবদ্য-কলিকালকেও নিরবদ্য সত্যযুগে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে, জগতের অকল্যাণ-সমূহ নিরাস করিয়া কল্যাণ আবাহনার্থ গৌড়-শশধর ও তৎপারিষদ নক্ষত্র-মণ্ডলীর উদয়-বিষয়ে ঐ ভাগ্যহীন দেশবাসী অযোগ্য, অপুণ্য জনগণেরই অধিক দাবী। তামস-তন্ত্র-প্লাবিত গৌড়দেশে যোগিপাল, ভোগিপালের গীত এবং মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরির ছড়া-গানের ঝিল্লি-রবে মুখরিত তিমির-রাশিকে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" শ্রীমুখ-গাথার উজ্জ্বল আলোক সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত

করিয়াছিল। ভূতসিদ্ধি, বশীকরণ, পঞ্চপক্ষিসাধন, পঞ্চদেবাবাহন প্রভৃতি বিচার-সমূহ যে-দেশে, যে-কালে, যে-সকল কর্ম্মবীর-পাত্রপুঞ্জে প্রবল ছিল, সেই সময়ে, সেই দেশে, সেই সকল পাত্রের নিকট একজন অতিমর্ত্ত্য মূর্ত্তমঙ্গলের আগমন—অহৈতুক দয়াময় ভগবানের অমন্দোদয়-দয়ারই পরিচয়।

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের পর শ্রীল ঠাকুরই একমাত্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলা-সংগোপনের পরবর্ত্তিকালে আচার্য্য শ্রীনিবাস, ঠাকুর নরোত্তম ,এবং প্রভু শ্যামানন্দ প্রপঞ্চে সেই প্রেম-বারিধারা-বর্ষণের দেবতাত্রয় হইয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুর শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সঞ্চার করিয়াছিলেন। বহুবর্ষের অনাবৃষ্টি-অল্পবৃষ্টি-বশতঃ জীবের হৃদয়-মরু প্রেমাঙ্কুর-উদ্ভেদনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং কালের প্রচণ্ড প্রতাপ হইতে অন্যাভিলাষী কর্ম্মিকুলের উদ্ধারের জন্য বিহিত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। আসব সেবা, নৈতিক-উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়োত্থ চেষ্টা, উৎকট-তর্ক-পিপাসা, অবৈধ-জড়োন্নতি-কামনা প্রভৃতি আময়-সমূহের আনুষঙ্গিক ঔষধিস্বরূপ প্রেমার অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষা সময়োপযোগী বলিয়াই বিচারিত হয়। সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দবস্তু পুরুষোত্তম তদানীন্তন প্রপঞ্চে **সচ্চিদানন্দ** সেবকের সেবা-বিধান অনুমোদন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পুনঃ প্রবাহকারী

শ্রীনিবাসাদি ত্রিধারা ব্রজ-বাস-রত গোস্বামি-ষট্‌কের অনুকূল সেবাস্রোতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া অখিলরসামৃত-সাগর-সঙ্গমে গমনকালে শতধারায় প্রবাহিত হইবার পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে শুষ্কতা,—নিরম্বুতা প্রভৃতি বাধা লাভ করিয়াছিল। এই সময় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের একটী অলৌকিকী কৃপাশক্তি শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিয়া দিয়া **কল্যাণ-কল্পতরুকে** সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। ঘন তিমিরের মধ্যে উজ্জ্বল তারকাদ্বয় পূর্ণভাবে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিতে অসমর্থ হয়। পশ্চিমগগনে সূর্য্যালোক অন্তর্হিত হইলে তারকামণ্ডলী নৈশ-তিমির-অপসারণে দর্শকগণের সাহায্য করে। প্রদোষকালেও কিছুকাল আলোকছায়া পথিকের ন্যূনাধিক সাহায্য করিয়া থাকে। পুনরায় নিশানাথের আগমনে জীবের চিত্ত আশাভরে উল্লসিত হয়।

কৈবলাদ্বৈতবাদ-বিপথ হইতে উদ্ধারকারী ভক্তিবিনোদ

নিত্য-জীবনের সন্ধান দেওয়া দূরে থাকুক, কর্ম্ম-কোলাহলমত্ত জীবগণ শান্তি-পিপাসায় যে কেবলাদ্বৈতবাদের ঘোরতর তমিস্রে প্রবেশাকাঙ্ক্ষা করেন, তাই বিপথ—এরূপ সতর্ক করিবার লোকের অভাব হইলে প্রপঞ্চাগত সামাজিকগণ নানাপ্রকার মতবাদে বিপন্ন হন। ক্লেশতপ্ত জীব-নিচয় স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত মতবাদীর উচ্চকণ্ঠরব শ্রবণ করিয়া যখন কাল্পনিক শান্তির আকাশ-কুসুমের অনুসন্ধানে কৈবল্যের অনুসন্ধান করেন, তখন নিষ্কপট ভজনশীলের দৈন্যময় ক্ষীণস্বর কেবলাভেদবাদীর তারস্বরের যে অপ্রয়োজনীয়তার বিজ্ঞাপন প্রচার করে, তাহা কল্যাণকল্পতরুর সুকল্যাণ-ফল লাভের অনুকূল।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি কুপথ হইতে একমাত্র রক্ষাকারী ভক্তিপথের প্রদর্শকরূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভোগ ও ত্যাগের কণ্টক-ভূমিকায় জীবের সর্ব্বক্ষণ ক্লেশ পাইবার যোগ্যতা আছে। অসতর্ক খর্ব্বদৃষ্টিসম্পন্ন বিচার আত্যন্তিক মঙ্গল-বিধানে অসমর্থ। এজন্য আশ্রয়ানুগত ভক্তির বিচারই আমাদের নিত্য অবলম্বনীয় হওয়া আবশ্যক। আময়োচিত ঔষধরূপে বৃন্দাবনীয় ভক্তিলতা পূর্ব্বশৈলেও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববোধক উপাস্য-বিগ্রহগণ যাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন, তাঁহারাই নিরন্তকুহক সত্য-গ্রহণে অগ্রগামী হইতে পারেন, ইহারই নাম সুকৃতি। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতিকে সরণীজ্ঞানে যে-সকল পথিক পথহারা হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বিপথে গমন করেন, তাঁহাদিগের জন্যই নিষ্কপট পথপ্রদর্শকের আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র তদাশ্রিত জনগণকে উৎসাহান্বিত করিয়া জীবকুলের প্রপঞ্চ হইতে অপ্রাকৃত-পথে যাইবার ভক্তি-সরণী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই পথও দুর্গম-কণ্টকপূর্ণ বলিয়া আতঙ্ক পোষণ করায় জীবন-পথের পথিকগণের স্থানে স্থানে বিপৎসঙ্কুলতা উপলব্ধি হইয়াছিল; সরল সহজ ভক্তি-সুপথের আশ্রয়ে পরমলভ্য আনন্দ প্রয়োজন-তত্ত্ব অসমোর্দ্ধত্ব প্রতিপাদন করে, ইহা জানাইবার আদর্শ-জীবনের অভাব ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সকল অভাব কি পরিমাণে পূরণ করিয়াছেন, শুদ্ধজ্ঞানোন্মেষে তাহাই লক্ষিতব্য বিষয়।

ঠাকুর জীবের বিশুদ্ধ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের নির্দ্দেশক

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জৈব ও জড় জগতের উদ্দেশ প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবৎ-সেবাই অভিধেয়, জড়ভোগ-বাসনা উহার

অন্তরায়—এই সকল কথা আচার-প্রচারের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। শান্তি, ভুক্তি ও আনন্দ—পরা শান্তি ও সুষ্ঠু কৃষ্ণভক্তিতেই পর্য্যবসিত—ইহা জানাইয়া **প্রয়োজন**-তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত ইতরকথা-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির মহত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাঁহারা অমন্দোদয়-দয়ার সন্ধান দিতে পারেন না, তাঁহাদিগের মহত্ত্বের আশা-ভরসা করা কল্যাণ-কামিগণের আদৌ প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।

ঠাকুরের কৃপা-শিক্ষা ও জীবনী—তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবে কীর্ত্তনীয় ও তাহাই আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা

শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় শুদ্ধভক্তগণ যেরূপ কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, তাদৃশী কৃপার অসমোর্দ্ধতা প্রতিপাদনকল্পে আচার-প্রচার-মুখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কারুণ্য তাঁহার বার্ষিক (তিরোভাব)-আবির্ভাব-কালের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের বিষয়। শাস্ত্র বলেন,—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গে বসতি স্থাপনপূর্ব্বক ভুক্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের দ্বারাই মুক্ত হওয়া যায়। আমরা যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-অনুষ্ঠানত্রয়ে ভগবান্ ও তদীয়-জনগণকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হই, তাহা হইলেই পরমগোপ্তা জগন্নাথের অবশ্য নিত্য-কৃপাভাজন হইতে পারিব। যিনি আমাদিগের এই ভবসাগরে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অকৈতবে কৃপা বিতরণ করেন, সেই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিতের বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধি আমাদের জীবন-পথের ধ্রুবতারারূপে আমাদিগকে পরিচালনা করুন।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মাৎসর্য্য

'মাৎসর্য্য'-শব্দের অর্থ ও নির্ম্মৎসর প্রেমধর্ম্মের অধিকারী নির্ণয়

মাৎসর্য্য শব্দটী অনেকস্থানে অনেক অর্থ সংযুক্ত হয়। পরশুভ-দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা, অসূয়া ও ঈর্ষা ইত্যাদি নানা অর্থ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে যে-যে স্থলে মাৎসর্য্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তদ্দ্বারা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবকে বুঝিতে হয়। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরম-নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্"—এই ভাগবত-বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পরম ধর্ম্মের অধিকারী নিরূপিত হইয়াছে। প্রেম-রসই ঐ শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট পরম ধর্ম্ম। যিনি নির্ম্মৎসর, তিনি ঐ ধর্ম্মের

অধিকারী। মাৎসর্য্যশূন্যতার নাম নির্ম্মৎসরতা। যদিও টীকাকার মহোদয় পরের সুখে দুঃখী ও পর দুঃখে সুখী হওয়াকে মৎসরতা বলিয়া অর্থ করিয়াছেন, তথাপি উক্ত শব্দের বিস্তীর্ণরূপ অর্থ প্রকাশ না করিলে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয় না।

কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ এবং তাহাদের পরস্পর উৎপত্তির কারণ

অবিদ্যাবদ্ধ জীব ষড়্‌বর্গ-রূপ রজ্জু দ্বারা জড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টীকে ষড়্‌বর্গ বলে। ইহারা অবিদ্যা, অস্মিতা, অভিনিবেশ, রাগ ও দ্বেষরূপ পঞ্চ ক্লেশের অবস্থান্তর। জড়-বস্তুতে অভিনিবেশ হইতে কামের উৎপত্তি। কাম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ (গীঃ ২।৬২-৬৩)

বিষয়াভিনিবেশ-রূপ সঙ্গ হইতে **কাম** উৎপত্তি হয়। কাম হইতে **ক্রোধ**, ক্রোধ হইতে **সম্মোহ** অর্থাৎ অন্যায়রূপে বিষয় **লোভ**, বিষয় লোভ হইতে **স্মৃতি-বিভ্রম** অর্থাৎ **মোহ**, মোহ হইতে **বুদ্ধিনাশ** অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য **মদ**, মদ হইতে **বিনাশ** অর্থাৎ জীবের স্বরূপ-বিকৃতিরূপ **মাৎসর্য্য** হয়।

রিপু-দমনের উপায়

উপদেশ-স্থলে কথিত হইয়াছে ;—

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্ ॥ (গীঃ ৩।৪৩)

বুদ্ধির অতীত যে চিদ্ঘন জীব, তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া নিশ্চয়াত্মিকা সিদ্ধান্ত দ্বারা মনকে বশীভূত করত দুর্দ্ধর্ষ কামরূপ শত্রুকে জয় কর।

অন্য সমস্ত রিপুই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত

এই সমস্ত উপদেশদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, স্ব-স্বরূপ-ভ্রম হইতে কামরূপ অঙ্কুর ক্রমশঃ মাৎসর্য্যরূপ বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়া 'জৈবধর্ম্ম' যে প্রেম, তাহাকে সুদূরবর্ত্তী করিয়াছে। **কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ—এই পাঁচটীই মাৎসর্য্যের অন্তর্ভুত।** ক্রোধে কাম আছে। লোভে ক্রোধ ও কাম আছে। মোহতে লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মদে মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মাৎসর্য্যে মদ, মোহ লোভ, ক্রোধ ও কাম আছে। মদ শব্দে ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ প্রভৃতি ছয় প্রকার মদই বুঝিতে হইবে।

যাবতীয় ক্লেশই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত ও 'জীবে দয়া'-হীন ব্যক্তি মাৎসর্য্যপর

জীবের সমস্ত ক্লেশই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। অবিদ্যা, পাপবাসনা ও পাপ, তথা **অবিদ্যা, পুণ্যবাসনা ও পুণ্য—এই সমস্তই মাৎসর্য্যের অন্তর্গত। 'জীবে দয়া', 'নামে রুচি', 'বৈষ্ণবসেবা'-রূপ বৈষ্ণবধর্ম্ম একদিকে এবং মাৎসর্য্য একদিকে অবস্থিতি করে। যিনি পরসুখে দুঃখী, তিনি কখনই জীবে দয়া করেন না।** ভগবানের প্রতিও তাঁহার সরস ভাব উদয় হয় না। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহার নিসর্গজনিত ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে।

মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তিই 'তৃণাদপি' শ্লোকের তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ

যিনি মাৎসর্য্যশূন্য, তিনিই তৃণাদপি শ্লোকের তাৎপর্য্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন ;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ (শিক্ষাষ্টক—৩)

মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তির ধনমদ, রূপমদ, জাতিমদ, বিদ্যামদ ও জড়ীয় বল-মদ থাকে না ; অতএব তিনি আপনাকে **তৃণ অপেক্ষা হীন** বলিয়া জানেন। মাৎসর্য্যশূন্য ব্যক্তির ক্রোধ, তীব্রতা ও পরহিংসা থাকে না। অতএব তিনি **বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু** অর্থাৎ পরম দয়ালু। জাতি-বিদ্যা-মদাদি-রহিত নির্ম্মৎসর পুরুষ সমস্ত গুণ-সম্পন্ন হইলেও প্রতিষ্ঠাশা-শূন্য, অতএব তিনি **অমানী**। নির্ম্মৎসর পুরুষ পর-সুখে সুখী ও পর-দুঃখে দুঃখী ; অতএব সর্ব্বজীবে তিনি যথাযোগ্য **মান** বিধান করিয়া থাকেন। **সাধারণতঃ দয়া দ্বারা সর্ব্বজীবে সম্মান, সম্মানের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবপ্রায়-ভদ্রজীবে তর্পণ ও চরণ পূজাদ্বারা বৈষ্ণব সেবা বিধান করেন।**

নির্ম্মৎসর পুরুষের ১০টী লক্ষণ

১। নির্ম্মৎসর পুরুষ স্বভাবতঃ সাধু নিন্দা করেন না।

২। কৃষ্ণৈকান্তিক বুদ্ধি সহকারে অন্যদেবে পৃথগীশ্বর জ্ঞানশূন্য হইয়াও তত্তদেবের প্রতি অবজ্ঞা করেন না।

৩। গুরুজনের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা করেন।

৪। শ্রুত্যাদি ভক্তি-শাস্ত্রের সম্মান করেন।

৫। বৃথা তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক নাম ও নামীর একত্ব বিশ্বাসে নামকে পরমার্থ বলিয়া স্থির করেন।

৬। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি করেন না।

৭। ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ প্রভৃতি অন্য শুভ-কর্ম্মকে নামের তুল্য শুভ মনে করেন না।

৮। শ্রদ্ধা-শূন্য ব্যক্তির শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিবার যত্ন করেন কিন্তু যতদিন শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহাকে নামোপদেশ করেন না।

৯। নাম-মাহাত্ম্য যাহা কিছু শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

১০। জড় সম্বন্ধে অহংতা-মমতা-শূন্য থাকেন।

হে পাঠকবর্গ! নির্ম্মৎসরতাই জীবের মুক্তি এবং মাৎসর্য্যই জীবের বন্ধন। অতএব শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ;—

চৈতন্য-চরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া, মুখে বল 'হরি' 'হরি'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।৩৬১)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তি-সাধন-মহিমা (৫)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯২ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয় শরণাগতি

তৃতীয় শরণাগতি সাধন-উল্লাস।
হরিই রক্ষক সদা—এ দৃঢ় বিশ্বাস॥
পতিত-জনের যেরূপ ভূমিই আলয়।
দীন জনের সেইরূপ হরিই আশ্রয়॥
তাহার প্রমাণ শুন প্রহ্লাদ, গজেন্দ্র।
দ্রৌপদী আদি সাক্ষী সুরেশ মহেন্দ্র॥
এ সবে বিপদ্ হ'তে করিল উদ্ধার।
অতএব রক্ষাকর্ত্তা হরি সে সবার॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন-সংহার॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি, নিপাত, দুঃখ, সুখ-সংঘটন॥
এখন বুঝিনু তাই তোমার চরণ।
অশোক অভয়ামৃতপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ-কমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদ-তলে॥
তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে॥
আমি নিত্য তব দাস জানিনু এবার।
আমার পালন ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ বরণে॥

যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিল।
যে পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিল॥
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল।
যে পদ নারদ মুনি হৃদয়ে ধরিল॥
সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম আনন্দে নাচি পদ-গুণ গাইয়া॥

চতুর্থ শরণাগতি

চতুর্থ শরণাগতি সাধক-আবাস।
হরিই পালক সদা—এ দৃঢ় বিশ্বাস॥
ওহে হরি, তুমি ছাড়া আমিত অনাথ।
পালক হইলে তুমি, হইব সনাথ॥
ভুবনের পিতা তুমি তারক-নায়ক।
দয়িত, পূজিত তুমি আমার পালক॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি

দারা, পুত্র, নিজদেহ, কুটুম্ব-পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ যশ কিসে পাব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব॥
এবে আত্ম-সমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভো সংসার তোমার॥
তুমি ত'পালিবে মোরে নিজ দাস জানি'
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি' সেত' সত্য নয়
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে
আশা মাত্র জীব করে তব ইচ্ছাফলে॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায়॥

পঞ্চম শরণাগতি

পঞ্চম শরণাগতি আত্ম-নিক্ষেপণে।
হরি-সুখ-তরে যাহা জাগে আক্ষেপণে
হরি-সুখ ছাড়ি' সদা দেহ-সমর্পণে।
সকল ইন্দ্রিয় দিয়া শ্রীহরি-সেবনে॥
সতত অখিল চেষ্টা যার চিত-মনে।
তাহারি হ'য়েছে জানো আত্ম-নিবেদনে
না হই বর্ণের কোন না হই আশ্রমী।
শ্রীহরির দাস, অনুদাস সদা আমি॥
কোটি কোটি অপরাধী আমি নিরন্তর।
মোরে আত্মসাৎ কর হ'য়ে দয়াপর॥
আলিঙ্গন, পেষণ কিবা দুঃখ দাও হরি।
তবু যেন কভু নাথ তোমা না পাসরি॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্তি

বস্তুতঃ সকলি তব জীব কেহ নয়।
'অহং-মম' ভ্রমে ভ্রমি তাই শোক ভয়॥
'অহং-মম' অভিমান—এই মাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি' জানে মনে মন॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া॥
তোমার অভয়-পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্ম-নিবেদন॥
'অহং-মম' অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায়॥
এই মাত্র বল প্রভু দিবে হে আমারে।
অহংতা- মমতা দূরে পারি রাখিবারে॥
আত্ম-নিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান সম যেন ক্ষণিক না হয়॥

ষষ্ঠ শরণাগতি

ষষ্ঠ শরণাগতি সদা নিজ দৈন্য।
কাতর বিজ্ঞপ্তি যাহা হরিতে অনন্য॥
হে হরি! তোমার তুল্য দয়াময় নাই।
শোচনীয় মম সম আর কেহ নাই॥

হে যদুনাথ! তাই বিচারিয়া মনে।
যে উচিত মম প্রতি করহ বিধানে॥
কোথায়! আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র।
কোথায় সে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ দয়ার্দ্র॥

আমা হেন জীবাধমে জানিয়াও যিনি।
আলিঙ্গন করিল আশ্চর্য্য মানি॥

এই ব্রহ্ম-জন্মেই বা অন্য কোন ভবে।
পশু-পাখী হ'য়ে ফিরি তোমার বিভবে
এই মাত্র আশা তব ভক্তগণ-সঙ্গে।
থাকি' তব পদসেবা করি নানা রঙ্গে॥

হে কৃষ্ণ! কি বলিব ব্রহ্মাদি ঈশ্বর।
নত হই স্তুতি যবে করিল বিস্তর॥
সে-কালে বানরে সব সখায় বরিলে।
ব্রহ্মাদির স্তব তুমি কিছু না শুনিলে॥
অতএব ব্রজবাসীর হইয়া অধীন।
দেখাবে কি আশ্চর্য্য বলহ নবীন॥

তোমার প্রতিজ্ঞা জানে সুধীজন যারা।
তোমারই দয়াপাত্র এ ধরাতে তারা॥
বল বল ওহে নাথ! কিবা তব আজ্ঞা।
আমারে বর্জ্জিবে তুমি এই কি প্রতিজ্ঞা

দীনবন্ধু নামেতেই পাইনু যে আশা।
তাহাতেই গেল মোর সকল নিরাশা॥
কি ভরসা আছে পুনঃ ভকতবৎসলে।
কহিবার ভাষা নাহি মোর কল্পকালে॥

ব্রহ্মা স্তবকারী তব, শিব ধ্যানকারী।
শতক্রতু আদি তব ভৃত্য আজ্ঞাকারী॥
এ হেন উত্তম যাঁরা তোমার কিঙ্কর।
আমরা তোমারে কে বলহে সুন্দর॥

বঞ্চিত বঞ্চিত আমি নিশ্চয় বঞ্চিত।
বিশ্ব গৌর-রসে মগ্ন, আমিই বর্জ্জিত॥

কৃষ্ণপদে কোনরূপ প্রেমগন্ধ নাই।
তবু আমি কেঁদে মরি সৌভাগ্য বালাই
কৃষ্ণ-দর্শন বিনা বৃথা অভিমান।
এ ছার পরাণে ধরি এই ত' প্রমাণ॥

তুমি দয়ার সাগর তারিবারে প্রাণী।
নাম অনেক তুমি শিখাইলে আনি॥
সকল শক্তি দিয়া নামেতে তোমার।
গ্রহণে না রাখিলে কালের বিচার॥
এ হেন তোমার দয়া পরম উদার।
অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ্য আমার॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দীনতা

রসেতে রসনা টানে, উপাদ্য কদর্থে।
উদর ভোজনে টানে, বিনা অনর্থে॥
স্পর্শ টানে বিছানায়, শ্রবণ কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে, আঁখি রূপে ধায়॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে টানে বহুপত্নী যথা।
গৃহপতি আকর্ষয় মোর মন তথা॥
এমত অবস্থা মোর যশোদানন্দন।
কিরূপে তোমার লীলা করিব স্মরণ॥

নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে।
পতিত অধম আমি জানে ত্রিভুবনে॥
আমা সম পাপী নাহি জগত-ভিতরে।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে॥
সেই সব পাপ, আর অপরাধ আমি।
পরিহারে পাই লজ্জা সব জান তুমি॥
তুমি বিনা কার আমি লইব শরণ।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
জগৎ তোমার নাথ! তুমি সর্ব্বময়।
তোমা প্রতি অপরাধ তুমি কর ক্ষয়॥
তুমি ত' স্খলিতপদ-জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কেবা আছে দয়াময়॥
সেইরূপ তব অপরাধী জন যত।
তোমার শরণাগত হইবে সতত॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

অপর বৌদ্ধ-গ্রন্থোক্ত দুই বুদ্ধ

বৌদ্ধ-শাস্ত্রে অর্থাৎ শঙ্করের আদৃত অমরকোষ ব্যতীত প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, অষ্টসাহস্রিক প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র, শত-সাহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, 'ললিত-বিস্তার' প্রভৃতি আলোচনা করিলেও আমরা মনুষ্য-বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধ ও আদি-বুদ্ধ, এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধের কথা জানিতে পারি। মনুষ্য-বুদ্ধ মধ্যে গৌতম একজন। ইনি জ্ঞান-লাভের পর 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের মধ্যে 'সমন্ত-ভদ্র'কে উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষ কথিত ভগবান্ বুদ্ধের অপর নাম 'সমন্তভদ্র' এবং 'গৌতম' মনুষ্য-বুদ্ধ। অমরকোষোক্ত অবতার বুদ্ধের অষ্টাদশ নাম ব্যতীত উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে আরও অনেক বুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তার গ্রন্থের ২১শ অধ্যায়ে ১৭৮পৃঃ লিখিত আছে, পূর্ব্ববুদ্ধের স্থানে গৌতম-বুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিলেন।

"এষ ধরণীমণ্ডে পূর্ব্ববুদ্ধাসনস্থঃ"
সমর্থ ধনুর্গৃহীত্বা শূন্য-নৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপুং নিহত্বা দৃষ্টিজালঞ্চভিত্ত্বা-
শিব বিরজম শোকাং প্রাপ্স্যতে বোধিমগ্র্যাং ॥"

উক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শাক্যবুদ্ধ পূর্ব্ববুদ্ধের আবির্ভাব স্থানকে তাঁহার সিদ্ধির অনুকূল হইবে মনে করিয়া সেই স্থানে একটী অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নে বসিয়া তপস্যা করেন। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম 'বুদ্ধগয়া', প্রাচীন নাম কীকট। এইস্থানে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি এখনও শঙ্করসম্প্রদায়ের গিরিসন্ন্যাসি-গণের অধিনায়কত্বে সেবিত হইতেছেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, বুদ্ধগয়া স্থানটী "পূর্ব্ববুদ্ধ" বা আদিবুদ্ধ বা বিষ্ণু-বুদ্ধেরই আবির্ভাব স্থান। এই স্থান শাক্য-সিংহ বুদ্ধের মুক্তি লাভের উপাসনা-ক্ষেত্র মাত্র। প্রাচীন 'অবতার-বুদ্ধ' ও বর্ত্তমান 'গৌতম বুদ্ধ' এক নহেন।

'লঙ্কাবতারসূত্র' একখানি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতেও যে বুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায়, তিনি এই শাক্যসিংহ বুদ্ধ নহেন। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগেই লঙ্কাধিপতি রাবণ জিনপুত্র ভগবান্ পূর্ব্ব বুদ্ধকে এবং ভবিষ্যতেও যে যে বুদ্ধ বা বুদ্ধসুত আবির্ভূত হইবেন তাঁহাদিগকেও স্তব করিয়াছেন। পাঠকবর্গের

অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

অথ রাবণো লঙ্কাধিপতিঃ তোটকবৃত্তেনানুগায্য পুনরপি গাথাগীতেন অনুগায়তি স্ম। * * *

লঙ্কাবতারসূত্রং বৈ পূর্ব্ববুদ্ধানুবর্ণিতং।
স্মরামি পূর্ব্বকৈঃ বুদ্ধৈর্জিনপুত্রপুরস্কৃতৈঃ ॥৯॥
সূত্রমেতন্নিগদ্যন্তে* ভগবানপি ভাষতাং।
ভবিষ্যন্ত্যনাগতে কালে বুদ্ধা বুদ্ধসুতাশ্চ যে ॥১০॥

—[লঙ্কাবতারসূত্রম্—1st Edtn.Fasc 1—by S.C.Das, C.I.E.& S.C. Acharya Vidyabhusan, M. A.; M. R. A. S.; Published by the Buddhist Text Society of India under the patronage of Government of Bengal. Printed at the Government Press, in January, 1900.]

অঞ্জনসুত বুদ্ধ ও শুদ্ধোদন বুদ্ধ পৃথক্

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষা বৈষ্ণবগণই বুদ্ধের প্রতি অধিক সম্মান ও আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং বৈষ্ণবগণকেও বৌদ্ধ বলা হউক। এই স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, লিঙ্গ পুরাণোক্ত, ভবিষ্য পুরণোক্ত, বরাহ পুরাণোক্ত দশাবতার-বর্ণনে নবম অবতার-স্বরূপ যে বুদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই বুদ্ধ শুদ্ধোদন-পুত্র বুদ্ধ নহেন। বৈষ্ণবগণ শূন্যবাদীর পূজক ন'ন। তাঁহারা "নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে" (শ্রীভাগবত ১০।৪০।২২) বলিয়া শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবকে অর্থাৎ বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্না 'অঞ্জনসুতঃ' 'কীকটেষু' ভবিষ্যতি ॥" (ভাঃ ১।৩।২৪)

এই শ্লোকে যে বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি **'অঞ্জনে'র পুত্র**, মতান্তরে 'অজিনে'র পুত্র এবং **'কীকট' নামক স্থানে** গয়া প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী উহার এইরূপ টীকা করিয়াছেন—

"বুদ্ধাবতারমাহ তত ইতি। অঞ্জনস্য সুতঃ। অজিনসুত ইতি পাঠে

* "নিগদ্যতে is corret."

অজিনোঽপি স এব। 'কীকটেষু' মধ্যে গয়া-প্রদেশে।"

অদ্বৈতবাদিগণ ভুলবশতঃই হউক বা যে-কোনও কারণেই হউক, শ্রীধরস্বামিপাদকে তাঁহাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া জানেন। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি মায়াবাদিগণের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। তিনি বলেন—অঞ্জনসুত-বুদ্ধ ভাগবত-সম্প্রদায়ের পূজ্য এবং গয়া-প্রদেশে তাঁহার জন্মস্থান। কলির সম্যক্ আগমনকালে বা প্রারম্ভে তাঁহার আবির্ভাব হয়। নৃসিংহ পুরাণে ৩৬ অধ্যায়, ২৯ শ্লোকে এইরূপ আছে। যথা—

"কলৌ প্রাপ্তে যথা বুদ্ধো ভবেন্নারায়ণ-প্রভুঃ"।

ইহা হইতেও জানা যায়, ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব ন্যূনকল্পে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে, জ্যোতিষের মতে ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে। তাঁহার জন্মদিন সম্বন্ধে নির্ণয় সিন্ধু'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইরূপ আছে।—

"জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধজন্ম ভবিষ্যতি"।

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা-পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইবে। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র বুদ্ধের পূজা সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

"পৌষ শুক্লস্য সপ্তম্যাং কুর্য্যাৎ বুদ্ধস্য পূজনম্"।

অর্থাৎ পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বুদ্ধদেবের পূজা করিবে। বুদ্ধ সম্বন্ধে উক্ত প্রকার পূজা, নমস্কার এবং অর্চ্চন-বিধি যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধকেই লক্ষ্য করিতেছে। বিষ্ণু-পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের বহুস্থানে তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। দেবী-ভাগবত নামক একখানি আধুনিক গ্রন্থে ও শাক্তপ্রমোদ গ্রন্থেও জনৈক বুদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; তিনি শাক্যসিংহ-বুদ্ধ—বিষ্ণু-বুদ্ধ ন'ন। দেবদেবী-সেবকগণ অথবা পঞ্চোপাসকগণ শূন্যবাদী শাক্যসিংহ-বুদ্ধের যদি কোনও পূজা ও সম্মানাদি করেন, তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ভাগবতগণের কিছু আসে যায় না। মোক্ষমূলার (Maxmuller) মতে শাক্যসিংহ-বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৭ (?) অব্দে কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনী বনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন কপিলাবস্তু নগর নেপালের নিকটবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ জনপদ। গৌতমের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ সত্য। অঞ্জনের পুত্র এবং শুদ্ধোদনের পুত্র—উভয় পুত্রের নাম এক হইলেও ব্যক্তিত্বে এক নহেন। একের আবির্ভাব-ক্ষেত্র কীকট প্রদেশে গয়া—যাহা 'বুদ্ধগয়া' নামে প্রসিদ্ধ, অপরের জন্মস্থান কপিলাবস্তু নগর। সুতরাং বিষ্ণুবুদ্ধের আবির্ভাব স্থান ও তাঁহার পিতামাতা

প্রভৃতি সমস্তই গৌতম-বুদ্ধের জন্মস্থান ও পিতামাতা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সাধারণ ধারণায় যাহাকে 'বুদ্ধ' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ ন'ন। আচার্য্য শঙ্করের এ সম্বন্ধে যে বিচার, তাহার সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। অবশ্য ঐতিহ্যমূলক বিচারের মধ্যে এইরূপ মতভেদ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। তথাপি গুরুতর বিষয় লইয়া নিরপেক্ষ আলোচনা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বুদ্ধের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন একপ্রকার এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত ও বিচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি পূজা ও সম্মান জ্ঞাপন অন্য প্রকার। সে যাহা হউক, আমার বিশ্বাস—পাঠকবর্গ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বুদ্ধ একজন নহেন। শাক্যসিংহ-বুদ্ধ ও অবতার সম্পূর্ণ পৃথক্। যদিও উভয়ের মধ্যে কোনও কোনও অংশে হয়ত সাম্যও ছিল, তথাপি এক বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না।

আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধত্ব

বৌদ্ধমতেও শঙ্কর বৌদ্ধ

বৌদ্ধ-মতাবলম্বী কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রকাশিত "প্রজ্ঞা-পারমিতাসূত্রে"র—১৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—**"বৌদ্ধের এই 'শূন্য', হিন্দুর (শঙ্করের) 'ব্রহ্ম' ভিন্ন নয়। অতএব বৌদ্ধের 'শূন্যবাদ'ও (শাঙ্কর) হিন্দুর 'ব্রহ্মবাদ' একার্থ-প্রতিপাদক বিভিন্ন শব্দ মাত্র"**। তিনি যে একজন প্রধান বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। আচার্য্য শঙ্করের মত ও বুদ্ধের মত যে একই, তাহা তিনি উক্ত গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু-প্রমুখ সাংখ্য-দার্শনিকগণ, পাতঞ্জল-দার্শনিক যোগি-গণ, বেদান্ত-দার্শনিক শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীবলদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ, এমন কি বৌদ্ধগণও শঙ্করকে বুদ্ধ-চিন্তাস্রোতের পরিপোষকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর স্বয়ংও আমার পূর্ব্ব-প্রদর্শিত যুক্তি-অনুসারে বুদ্ধের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। বিবিধ পুরাণে শঙ্কর-বাদকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণোক্তিসমূহ অকাট্য বলিয়া শাঙ্করগণের অনেকে ঐ শ্লোক-গুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কপট যুক্তি প্রদর্শন করিতে চাহেন। বাস্তবিক উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। (ক্রমশঃ)

দুই বন্ধুর আলাপ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৪ পৃষ্ঠার পর)

নরেন্দ্র—ভাই দেবেন্দ্র, তুমি "যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্……মাম্॥"—শ্লোক-দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণোপাসনা দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায় এবং বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতা ও প্রাণীর উপাসনা দ্বারা সেই সেই দেবতা বা ভূতগণকে পাওয়া যায়—ভগবান্‌কে পাওয়া যাইবে না—ইহা তুমি প্রতিপন্ন করিয়াছ। কিন্তু ঐ গীতাতেই আবার অন্যত্র দেখা যায় যে, যাঁহারা অন্য দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারা কৃষ্ণেরই আরাধনা করেন। যথা—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩)

সুতরাং তোমার কথাই যে একমাত্র সত্য, তাহা কিরূপে গ্রহণ করা যায়?

দেবেন্দ্র—ভাই নরেন, তুমি গীতার শ্লোকগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরিতে পারিতেছ না। ঐ দুইটী শ্লোকে কোনরূপ বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশিত হয় নাই। গীতা কেন, সমস্ত বেদানুগ সাত্বত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এক। তাঁহারা সকলেই শ্রীহরিকেই সম্বন্ধরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
অদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥"

সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞান লইয়া বদ্ধ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রানুশীলনে কখনও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। তজ্জন্য গীতা-শাস্ত্র বলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিন বৃত্তি-সহকারে **তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদিগের** শরণ লইলে তাঁহারা তদ্বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বাসীকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১-১৩২)

তুমি নিজ বিদ্যাবুদ্ধির ভরসা পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বদর্শীর নিকট গমন করিলে জানিতে পারিবে যে, ঐ শ্লোকের **'মামেব'** শব্দে অন্যান্য দেবতাগণ পূর্ণবস্তু স্বয়ং ভগবান্ নহেন, পরন্তু তাঁহারা তাঁহার বিভূতি-স্বরূপ। দীব্ ধাতু হইতে 'দেবতা' শব্দ হইয়াছে। 'দীব্' ধাতুর অর্থ দীপ্তি, 'প্রভা' বা বিভূতি। বিভূতি কখনও বস্তু হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। অর্থাৎ তাঁহারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র হইতে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা সকলেই পরাৎপর মূল-বস্তু শ্রীকৃষ্ণের দাস-দাসীস্বরূপ। বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ইত্যাদি অংশ যেরূপ বৃক্ষ হইতে অপৃথক্, সেইরূপ দেব-দেবী ও অনন্ত জীবগণ সমস্তই ভগবানে আশ্রিত। বৃক্ষের পত্রে অথবা শাখায় জল সেচন করিলে তাহাতে কোনও সময়ে যেরূপ বৃক্ষেরই সেবা হইতে পারে, তদ্রূপ অন্য দেবতার পূজায়ও কোনও সময়ে ভগবানের পূজা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু পত্রে বা শাখা-প্রশাখায় জলদানে যেরূপ জলদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ মূলদেশে জলদান না করিয়া শাখা-পত্রে জল দিলে তদ্দ্বারা যেরূপ বৃক্ষটীকে সঞ্জীবিত রাখা যায় না, তদ্রূপ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতাদির সেবা দ্বারা ভগবৎ-সেবা বা মোক্ষলাভ হয় না। এইজন্য ঐ শ্লোকটীতে **"যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্"** অংশটী প্রদত্ত হইয়াছে। এই **"অবিধিপূর্ব্বকম্"** কথাটী তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। 'অবিধি-পূর্ব্বকম্' বাক্যের অর্থ—"মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা"—শ্রীধরস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীগীতায় অন্যত্র ৭ম অধ্যায়ে ২০শ ও ২৩শ শ্লোকে ইহা বেশ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"

নানাপ্রকার কামনা-বাসনাদ্বারা হৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ অন্য দেবতার শরণাপন্ন হয়। 'হৃতজ্ঞান' শব্দে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম-সেবাই যে প্রকৃত কর্ত্তব্য, তাহা বিস্মৃত হওয়াকেই লক্ষ্য করিতেছে এবং 'অন্যদেবতা' শব্দে গীতার বক্তা স্বয়ং কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যদেবতাকে বুঝাইতেছে। সুতরাং ভগবান্ কৃষ্ণের সেবা ও অন্যান্য দেবতার আরাধনা—এক নহে; তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা নিম্নের শ্লোকটীতে আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ (গীঃ ৭।২৩)

অর্থাৎ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অন্যদেবতার আরাধনাদ্বারা যে-যে ফল লাভ করেন, তাহা বিনাশশীল। কিন্তু কৃষ্ণসেবার ফল সেরূপ বিনাশশীল নহে—

তাহা নিত্য। দেবযাজিগণ তাহাদের আরাধ্য দেবতাগণকেও লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হন, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তগণ তাঁহার নিত্যধাম শ্রীগোলোক-বৈকুণ্ঠে গমন করেন; তাঁহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হন না এবং নিত্যকাল সেবাসুখে নিমগ্ন থাকেন; যেহেতু মহাপ্রলয়ে শ্রীকৃষ্ণধাম গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি নষ্ট হয় না। অন্য-দেবতার উপাসককে ও শ্রীভগবৎ-ভক্তকে গীতা এই শ্রেণীভুক্ত করিয়া একইরূপ সম্মান দেন নাই। অন্য দেবতার উপাসককে **'অল্পমেধা'**-বিশিষ্ট এবং ভক্তগণকে প্রকৃত **'জ্ঞানী'** আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু ও অন্য দেবতা এবং তৎতৎ আরাধনা যদি একই হয়, তবে তৎতৎ ভক্ত সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ-নীচ আখ্যা প্রদান করার সার্থকতা কি?

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মযি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ (গীঃ ৭।৭)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব আর কিছুই নাই। সূত্রকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ মণিগণ গ্রথিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ যাবতীয় সমস্ত তত্ত্বের আশ্রয়। সমস্ত তত্ত্বই তাঁহাতে আশ্রিত। তিনি 'আধার' এবং যাবতীয় কিছু 'আধেয়'। 'আধার' 'আধেয়'-অপেক্ষা বৃহৎ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং আধার ও আধেয় সমান বলা—অজ্ঞানতা বা জ্ঞান-শূন্যতা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্রেও ঠিক এই কথাই উক্ত হইয়াছে। যথা—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)

ভগবানের কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, সুতরাং প্রাকৃত কার্য্যও তাঁহার নাই এবং **তাঁহার সমান এবং তাঁহা হইতে অধিক বা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই।** সুতরাং তিনিই অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব।

ভাই নরেন, শাস্ত্র-প্রমাণ যতই উদ্ধৃত করা যাউক না কেন, আসুরিক চিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ে এই বিচার কিছুতেই স্থান পায় না। শ্রীগীতা সেই জন্যই বলিয়াছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (গীঃ ৭।১৫)

আসুর-ভাবাশ্রিত, মায়াকর্ত্তৃক অপহৃতজ্ঞান, দুষ্কৃতিপরায়ণ, মূঢ়, নরাধম-গণই আমাতে অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রপত্তি স্বীকার করে না। কিন্তু যাঁহারা নিষ্পাপ ও পুণ্যবান্ (ভক্ত্যুন্মুখী পুণ্য), তাঁহারাই সেই পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপ-সম্বন্ধে

যথার্থ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দৃঢ়ভাবে সেই শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হন। যথা—

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ (গীতা ৭।২৮)

ভাই! ভগবান্ বাসুদেবই যে সর্ব্বকারণকারণ, তাঁহা হইতে সমস্ত উদ্ভূত, তাঁহাতেই সমস্ত অবস্থিত ও তাঁহাকর্ত্তৃকই সমস্ত রক্ষিত, এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তি অতীব দুর্ল্লভ। যথা—বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ (গীঃ ৭।১৯)

অর্থাৎ—[জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করে, অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার প্রথমে তাহারা জড়ত্যাগকালীন কিয়ৎপরিমাণ অদ্বৈতভাব অবলম্বন করে; তখন জড়ীয় বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত অপ্রাকৃত বিশেষ-ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য-ধর্ম্মে একটু অবস্থিত হইলেই, চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ-ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে তাহারা অনুরক্ত হয় এবং অনুরক্ত হইয়া পরমচৈতন্য-রূপ আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) প্রপত্তি স্বীকার করে; তখন তাহারা এই মনে করে যে, 'এই জড়জগৎ স্বতন্ত্র নয়, চৈতন্য-বস্তুর একটী হেয় প্রতিফলন মাত্র, ইহাতেও বাসুদেব সম্বন্ধ আছে; অতএব সমস্তই বাসুদেবময়।' এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎপ্রপত্তি, তাঁহারা—মহাত্মা ও সুদুর্ল্লভ। —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ]

তোমার **'মামেব'** ও এই শ্লোকের **'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি'** বাক্যাংশটী একই তাৎপর্য্যপর। যাবতীয় সবকিছুই বাসুদেব—ইহার অর্থ 'সব কিছুই বাসুদেবের'। এতদ্দ্বারা তাঁহার মালিকত্বের পরিচয় দিতেছে। পরন্তু তাঁহার অসমোর্দ্ধত্ব অবমাননাকারী সমত্বের সমর্থন করে না। যদি সব কিছুই সমান হইত, তাহা হইলে আর বিধি-নিষেধের আবশ্যকতা হইত না। কারণ, যাহা কিছু 'সবই ভগবান্' হইলে তুমি নিজেও ভগবান্, তোমার পুত্র, কন্যা ও পত্নী—সকলেই ভগবান্। অতএব তোমার পরিবারবর্গকে তুমি কত যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রতিপালন করিতেছ; তাহাদের সুখী করিবার জন্য তোমার চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি নাই। অতএব ইহাদ্বারাই তোমার ভগবৎ-সেবা হইয়া যাইতেছে (?)। অধিক কি, তুমি নিজেও যখন ভগবান্, তখন তুমি নিজে ভাল করিয়া ভোগ করিলে, তাহাতেই কি ভগবৎ-সেবা হইয়া যাইবে না?—কি বল? ভাই! তাহা হইলে 'ভোগ' ও 'সেবা'রও একই অর্থ প্রকাশ পাইবে! এরূপ বিচার করিলে আর শাস্ত্রগুলিরও আবশ্যকতা থাকিবে না; ঐগুলি পুঁটুলি বাঁধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেই মিটিয়া যাইবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতার সার

স্থান—মটুকপুর ও ক্ষীরকুণ্ডী, পোঃ পাণ্ডুয়া, জেলা—হুগলী।

তারিখ—ইং ৭।৬।৫৩—ইং ১৪।৬।৫৩।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ পরতত্ত্ব-বস্তু। সেই অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব-বস্তু-দর্শনের ত্রিবিধ প্রতীতি বর্ত্তমান। সেই প্রতীতি ক্রমশঃ 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' নামে অভিহিত হয়। ভগবৎ-দর্শনই পূর্ণ-দর্শন। সেই অখণ্ড-তত্ত্বের আংশিক দর্শনের নাম—ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-দর্শন। ব্রহ্ম ভগবানের পদ-নখজ্যোতি-স্বরূপ। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামি পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।

অর্থাৎ উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গ-কান্তি; যাঁহাকে যোগশাস্ত্র অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিলে এইসকল তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়।

'সৎ'-শব্দের অর্থ--নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট অথবা যাঁহার নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। আর সদ্‌গুরুর অর্থ—যে-গুরুর নিত্য রূপ, আকারাদি বর্ত্তমান অর্থাৎ যিনি পৃথক্‌ভাবে নিজে নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট থাকিয়া নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভগবানের সেবা করিয়া জীবগণকে তাহাদের নিত্য অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলেন,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"। এখানে বহু বচনান্ত 'সূরয়ঃ' শব্দে মুক্তগণ, 'সদা' শব্দে নিত্যকাল; অর্থাৎ দিব্যসূরিগণ (মুক্তগণ) নিত্যকাল বিষ্ণুর পরম-পদ দর্শন করেন। বিষ্ণু নিত্য, সূরিগণ নিত্য, তাহাদের দর্শনও নিত্য—ইহাই পূর্ণ-দর্শন। আবার অন্যত্র—"নিত্যো নিত্যানাম্" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, ভগবান্ বিষ্ণু নিত্যবস্তু-সমূহের মধ্যেও নিত্য-স্বরূপ। অতএব "একোঽহং বহু স্যাম্" অর্থাৎ একই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বহুরূপে প্রকাশিত এবং তাঁহারা সকলেই নিত্য—ইহাই জানা যায়। অন্যদিকে যাহারা মুক্তিতে তাহাদের সত্তা লোপ করিয়া ব্রহ্মে মিশিয়া যাইতে চাহেন, তাহারাই "অসৎ"। কেননা, পরে তাহাদের কোন সত্তাই থাকিবে না। সত্তাহীন বস্তুই অসৎ অর্থাৎ যাহা থাকে না বা থাকিবে না—তাহাই অসৎ।

শাস্ত্রে অসৎসঙ্গ ত্যাগের যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উপরিউক্ত

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের বিষয়ই বলা হইয়াছে। সৎ ও অসৎ বলিলে বৈদান্তিকগণ ও সাহিত্যিকগণ পরস্পর যে যে ধারণাতে উপনীত হন, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। সাহিত্যিক এবং সাধারণ লোক এই অসৎ বলিতে চোর, ডাকাত, মিথ্যাবাদী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করেন এবং তাহার বিপরীত ভাবকেই "সৎ" বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু বৈদান্তিক বা পৌরাণিকগণ 'সৎ' শব্দে নিত্য-সত্তা-বিশিষ্ট বস্তু বা ভাবকেই লক্ষ্য করেন এবং 'অসৎ' শব্দে যাহার সত্তা নাই তাহাকেই বুঝিয়া থাকেন। অতএব বিচার করিলে দেখা যায় যে, যাহারা উপাস্য-তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিকাদি আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহাদের সঙ্গই অসৎ-সঙ্গ। যাহারা মুক্তির পর নিজের সত্তা সেই নিঃশক্তিক ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে Immerge (লয়) করাইয়া নিজ-সত্তা লোপ করিতে চাহেন, তাহাদিগকেই অসৎসঙ্গ বলা হয়। 'সৎ'-শব্দের উৎপত্তি 'অস্' ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। অস্ ধাতু সত্তা অর্থে প্রয়োগ হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টী আরও স্পষ্ট হইবে। এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছে। সেই এক গ্লাস জলের একটী পৃথক্ সত্তা বর্ত্তমান। সেই জল নদীতে ঢালিয়া দিলে তাহা যেমন আর পাওয়া যাইবে না, অর্থাৎ তাহা নদীর জলেই পরিণত হয়, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ঐ গ্লাসের জলকে পৃথক্ করিয়া নদী হইতে বাহির করিবার উপায় নাই। যুক্তির খাতিরে ধরা যাক্, মুক্তির পরে এই অবিদ্যাগ্রস্ত জীব ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, 'Complete Annihilation to Brahma'-এর একটীও প্রমাণ-শাস্ত্রে আছে কি? যদি বলা যায়,—অঘাসুর, শিশুপালাদি তাহার প্রমাণ। তবে তাহার উত্তর এই যে, সে বিচারটীও আসুরিক চিন্তাস্রোত হইতে জাত হইয়াছে। অধিকন্তু এই মত-প্রবর্ত্তক আচার্য্য শঙ্করেরও Complete Annihilation (ব্রহ্মে লয়) কি হইয়াছিল? যদি ধরা যায়, শ্রীশঙ্করের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্যারণ্য ভারতীকে শঙ্করের অবতার বলা হয় কি-প্রকারে? শঙ্করেরও পৃথক্ সত্তা নাই। তিনিই অর্থাৎ সেই ব্যক্তিত্বই পুনরায় আসিলেন কেমন করিয়া? অন্যদিকে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার পরমগুরুদেব গৌড়পাদের রচিত মাণ্ডুক্যকারিকা গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদকে দিয়া শ্রীগৌড়পাদের দ্বারা সমর্থিত করাইয়াছিলেন। ইহা শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। ইহাই বা কি-প্রকারে সম্ভব? যদি শ্রীগৌড়পাদের Complete Annihilation (ব্রহ্মে লয়) স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌড়পাদের সহিত শ্রীগোবিন্দপাদের পুনঃ

সাক্ষাৎ কি-প্রকারে সম্ভব হয়? তাই মায়াবাদ-প্রচারিত ব্রহ্মে লয় নিতান্ত প্রমাণহীন, সুতরাং অযৌক্তিক। পদ্মপুরাণ বলেন,—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্" এবং শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"। সেইজন্য যাহারা নিত্য-সত্তার বিরোধী, তাহাদেরই দুঃসঙ্গ বলা হইয়াছে, এবং তাহাদের সঙ্গই বর্জ্জনীয়।

ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ই নারদ গোস্বামীকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন; এমন কি, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে আপত্তি করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে,—

গোবিন্দ-ভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ॥

অর্থাৎ নারদ গোস্বামী কৃষ্ণোপাসনাতে লালসাযুক্ত হইয়া দ্বারকা-পুরীতে বাসুদেব-গৃহে নিরন্তর আসিতেন। এখন বিচারের বিষয় এই যে,—নারদ গোস্বামী 'মুক্ত' কিনা। যদি মুক্ত হন, তবে মুক্তির পরেও তাঁহার কৃষ্ণ-উপাসনাতে লালসা হইয়াছিল, এরূপ দেখা যায়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তির পরেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটী বিনাশ হয় না। শাস্ত্র বলেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে," "রসো বৈ সঃ", সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি। এইসকল শ্রুতিবাক্য মুক্তিতেও উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যসত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু মায়াবাদিগণ এইসকল বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ", নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং," "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" প্রভৃতি শ্লোকে ভগবদ্ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞান ধিক্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ ঐকান্তিক ভক্তিরই বশ—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"। এইজন্য নিখিল শাস্ত্র ভক্তিরই অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্তি দ্বারাই ভগবদ্ দর্শন সম্ভব, অন্যথা খণ্ড-দর্শন অবশ্যম্ভাবী। আর একটি কথা এই যে, মায়াবাদি-গণ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য-সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীব্যাসদেবের বেদোক্ত পৌরাণিক বাক্যগুলিকে ভ্রান্তিময় বলেন। কিন্তু অপর-দিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবসকল তাঁহার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করত পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য-সকলের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন।

উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার তত্ত্ব নিরূপণই শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুখ-প্রাপ্তি, আর দুঃখ-নিবৃত্তি সকলেরই প্রয়োজন। শ্রীভগবৎপ্রেমে আত্যন্তিক

সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অন্য উপায়ে সুখ লাভ হইলেও সে সুখ অফুরন্ত নহে; দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিলেও সমূলে দুঃখ বিনষ্ট হয় না, আবার দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে। শ্রীভগবৎ-প্রেমে যে সুখপ্রাপ্তি, তাহা অফুরন্ত। তাহাতেই সম্যক্ দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে; কখনও দুঃখ-স্পর্শ-লেশের সম্ভাবনা থাকে না। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, তথা মায়াবাদ-মতে যে মুক্তির কথা বলা হয়, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সুখই সকলের কাম্য। সকলের যাবতীয় চেষ্টার মূলে দুঃখ দূর করিয়া সুখই একমাত্র প্রয়োজন। এস্থলে উদাহরণস্বরূপ ধরা হউক,—একটি লোকের হাতে ঘা হইয়াছে। সুতরাং তাহার নিরাময়ই প্রয়োজন। একজন ডাক্তার আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রয়োজন জানিয়া তাহার হাতখানা কাটিয়া দিতে প্রস্তাব করিলেন। কেন না, যদি হাতখানা থাকে তাহা হইলে আবার তাহাতে 'ঘা' হইতে পারে। 'হাত' না থাকিলে হাতে আর কখনও 'ঘা' হইতে পারিবে না; আর কখনও 'ঘা'এর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। রোগী ইহা শুনিলে কখনই ইহাতে রাজি হইবে না, বরং ডাক্তারকে মূর্খ বলিয়া বিদায় দিবে। তাই মুক্তিতে দুঃখ-বিনাশ করিতে গিয়া যদি কেহ আত্ম-বিনাশ বা আত্মার লয়-সাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সুখপ্রাপ্তি বলিয়া কোনও বস্তু তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। ব্রহ্ম আনন্দময় বা নিরানন্দময় বলিবার সার্থকতাই বা কি থাকিল? তাহার ভোক্তা বা অনুভবকারীও কেহ থাকিল না। অর্থাৎ আমি যদি 'চিনি' হইয়া গেলাম, তবে চিনি মিষ্ট, টক্, কি তিক্ত, কি tasteless, ইহা বুঝিবে কে? সেখানে ত' আস্বাদকের কোনও পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং তাহার আত্যন্তিক অভাব হইল। বস্তুর অভাব হইলেই তাহাকে অনিত্য বলে,—অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য বস্তুকে লাভ করিতে পারে না; পক্ষান্তরে অনিত্য কখনও নিত্য হয় না। তাই এই বিচার নিতান্ত অযৌক্তিক।

যদি ধরা যায়, একটি ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে। সে আত্মহত্যা কেন করিল?—তাহার কারণ, সে জীবিত থাকা অপেক্ষা আত্মহত্যাকেই অধিক সুখ বলিয়া মনে করিয়াছে। এখানে সুখই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এইজন্য আনন্দ-প্রাপ্তিই সকলের একমাত্র প্রয়োজন। আত্মহত্যাকারী কখনও আত্মহত্যা করিয়া সুখ পায় না। তজ্জন্য তাহাকে পাপী বলিয়া গণ্য করা হয়। এমন কি, সেই ব্যক্তি ডাক্তারদিগের ঔষধ প্রয়োগাদি দ্বারা জীবন লাভ করিলেও

তাহাকে Penal Code এর আইন অনুসারে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কেন না, আত্ম-হত্যা করা Crime, sin and unlawful; তাহাতে তাহার অধিকার নাই। এই কারণে যাহারা নিজের সত্তা ব্রহ্মে মিশাইয়া দিয়া আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে চান, ভগবান্ তাহাদের চেতনতা আচ্ছাদিত ও আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শোধন করিবার জন্য রাজদ্রোহীদের মত intern (অন্তরীণ) করিয়া রাখেন। অতএব ভগবান্ উপাস্য, (শুদ্ধ) জীব উপাসক ও ভক্তিই উপাসনা। ইহাদের কখনও ধ্বংস হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

ভগবান্ ব্যাসদেব বেদের চারিটি বিভাগ করিয়া আবার সমস্ত উপনিষদ্-সকলের সঙ্কলন করেন। সেই সমস্ত বেদ-উপনিষদ্ ও পুরাণের প্রতিপাদ্য-স্বরূপে বেদান্ত-সূত্র রচনা করেন। তাহা বৈয়াসিক সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। পুনঃ বেদান্ত-সূত্রগুলি সাধারণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া তাহার ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। গরুড়পুরাণ বলেন,—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্"। দ্বাদশস্কন্ধ-সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আবার দশম স্কন্ধই সারাৎসার। তাহাতে কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বর্ণিত আছে; সেই লীলার মধ্যে দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। একটী অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধনপর্য্যায়ে আলোচনার জন্য, অর্থাৎ বদ্ধজীবের অনর্থ-নিবৃত্তিকল্পে আলোচ্য, অন্যটী অনর্থ-নির্ম্মুক্তির পর আলোচ্য। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণের বাল্যলীলা, অসুর বধ, গোবর্দ্ধনধারণ-লীলার উপযোগিতা আছে; কিন্তু কৃষ্ণের বস্ত্র-হরণ, নৌকাবিলাস, রাসলীলাদি সম্বন্ধে ব্যাসদেব অনধিকারীকে তাহার আলোচনা নিষেধ করিয়া তত্তৎ অধিকারীকে আলোচনার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

অর্থাৎ—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

তবে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, এখানে ত' 'আচরণের' কথা নিষেধ করা হইতেছে, শ্রবণের কথা ত' নিষেধ করা হয় নাই। আচরণ শব্দে কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের দ্বারা আচরণকেই লক্ষ্য করা হয়। মনের দ্বারা চিন্তা বা মননাদি কার্য্য

স্বীকার না করিলে বাকী দশটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচরণ হইতে পারে না। সুতরাং 'আচরণ নিষিদ্ধ' স্বীকার করিলে শ্রবণাদিও নিষিদ্ধ বুঝাইবে। তাহা ছাড়া "মনসাপি" শব্দের দ্বারা মনের বা মানসিক ক্রিয়া পর্য্যন্তও বর্জ্জন করা হইয়াছে। মনের ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির আচরণ কি-প্রকারে সম্ভব? অতএব, রাসলীলাদি অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে শ্রবণ-কীর্ত্তন করা ত' দূরের কথা, মনের দ্বারাও চিন্তা ও মননাদি নিষেধ করা হইয়াছে। অনর্থগ্রস্ত জীব তাহাদের অনর্থ-নিবারণোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চরিতাদি শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া পরে সেই লীলা-শ্রবণের অধিকারী হইয়া চরম প্রয়োজন 'কৃষ্ণপ্রেম' প্রাপ্ত হন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ
প্রচার-সম্পাদক

সতীর্থপ্রবর শ্রীগোবর্দ্ধন প্রভুর প্রয়াণে

প্রয়াণে চিনিনু তব রূপ সেবাময়।
প্রকটে পেয়েছি যাহা, তাহা তুমি নয়॥
মোর ভোগী-চিত্ত তোমা করিয়াছে ভোগ।
অপরাধ ক্ষম মোর, জয় তব হো'ক্॥
আজি মনে পড়ে তব সেবার মাধুরী।
ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে নব রূপ ধরি'॥
তুমি ছিলে সর্ব্বকাল সুহাস্য বদন।
নিষ্কপট ব্যবহার অতি অনুপম॥
হিমালয় শিরোপরি গাড়োয়াল দেশ।
তথায় জনম তব—মহাপুণ্য শেষ॥
স্নিগ্ধ সরল বলি' শ্রীসিদ্ধান্ত-বাণী।
আকর্ষি দানিল তোমা শ্রীকেশব দানী॥
তুমিও চিনিলে তব পরাণের নাথ।
নিষ্কপটে পদে তাঁর বিকাইলে মাথ॥

নানাভাবে সেবা করি' তুষিলে তাঁহারে।
যার ফলে আজি তাঁর আঁখি দুটী ঝরে॥
শ্রীহস্তে রন্ধন তব অনুরাগ ভরে।
নব নব উদ্ভাবন সেব্য-সুখ তরে॥
অকৃত্রিম গুরুনিষ্ঠা মৃত্যু-ভয়-শূন্য।
নিদ্রালস্য পরিহরি সদা সেবামগ্ন॥
আদর্শ রাখিলে তুমি আমা সব মাঝে।
তোমারে চিনেছি আজ তব-কৃত কাজে॥
গিয়াছিলে বৃন্দাবনে বিদ্যাভ্যাস লাগি'।
হরিকথা কীর্ত্তনের উপযোগী ভাবি'॥
উপযুক্ত দিন লভি' চলিলে ফেলিয়া।
আমা হেন অধমেরে কাঙ্গাল করিয়া॥
ধন্য প্রভু গোবর্দ্ধন! ধন্য তব নাম।
গোবর্দ্ধন অন্তে তাই লভিলে বিশ্রাম॥
শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে ব্রত-উদযাপনে।
গোবর্দ্ধন পরিক্রমি' রাধাকুণ্ড স্থানে॥
মনোভীষ্ট সেবা লভি' তন্ময় হইলে।
বাহ্যজ্ঞান বাহ্যালাপ রুদ্ধ করি' দিলে॥
রাধা-ঠাকুরাণী-কৃপা লভিলে প্রচুর।
ধন্য ধন্য কৃষ্ণভক্ত অতীব চতুর॥
কিন্তু একে দুঃখ মনে রহিল জাগিয়া।
চুপে চুপে চ'লে গেলে নিদয় হইয়া॥
বৈষ্ণবের এই রীতি কভু নাহি ভায়।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এ অধমে হায়॥

সেবকাধম—

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ?

কোনও মানবকে ব্রাহ্মণ বলার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তাহা বিচার করা আমাদের কর্ত্তব্য। লক্ষণ বিচার না করিলে জন্মের বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়। লক্ষণ-বিহীন ব্রাহ্মণ—নাম-ধারী ব্রাহ্মণ মাত্র ; কাম-ধারী নয়। নাম-ধারীর নিকট 'কাম' আশা করিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্ম-সূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে-সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল ব্রহ্মসূত্রের বলে অহঙ্কার প্রকাশ করেন, অত্রিসংহিতায় তাহারা পশু-বিপ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মণ্য-বৃত্তি লাভ করিতে না পারিলে কেহ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

পরতত্ত্ব 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। কেবল সম্বিৎ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম', সম্বিৎ ও সন্ধিনী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যোগিগণ 'পরমাত্মা', এবং সম্বিৎ, সন্ধিনী ও আনন্দ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভক্তগণ 'ভগবান্' প্রতীতি লাভ করেন। পরতত্ত্বের ভগবৎ-প্রতীতিতেই পূর্ণ অভিব্যক্তি ও পূর্ণ-প্রতীতি।

শাস্ত্র বলেন,—'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ', এবং 'বিষ্ণুং জানাতীতি বৈষ্ণবঃ'। ব্রাহ্মণ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানময়, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-জ্ঞানময়। যোগী জড়-সিদ্ধি-কামনাময়, জ্ঞানী জড়কাম-ত্যাগী এবং ভক্ত হরিসেবায় শ্রদ্ধাবান্। হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইলেই মানব জ্ঞানী অথবা যোগী হয়। জ্ঞানী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ এবং যোগী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যোগী উচ্চ অধিকার লাভ করিলে ভক্ত হন এবং নিম্ন অধিকারে নামিয়া আসিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন।

শৌক্র-পন্থায় পবিত্রতার দাবী করা নিতান্ত অসঙ্গত এবং পরমার্থ-বিরুদ্ধ। বর্ত্তমানে শৌক্র-ব্রাহ্মণ-সমাজ যোনি-নির্দ্দিষ্ট পবিত্রতার দাবী করায় হিন্দু-সমাজকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছেন। 'ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণো বেতি'। আমরা বলিতে পারি না—আমরা ব্রাহ্মণ, কি অব্রাহ্মণ। শ্রীমহাভারতের টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠই এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া, সত্যপ্রিয় ঋষিগণের চিত্তে এই সম্বন্ধে

যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বের ১৮০ অধ্যায়ে সর্প-যোনিপ্রাপ্ত নহুষের সঙ্গে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
শঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সমস্ত বর্ণতেই একই প্রকার; এবং সমস্ত বর্ণের মানব সমস্ত বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন। কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত, ইহা নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। কলিকালে এইরূপ শ্রৌক্রধারা প্রায় সর্ব্বত্রই বিপর্য্যস্ত দেখা যায়। সুতরাং জন্মদ্বারা জাতি-বিচারে বিশুদ্ধতার দাবী অত্যন্ত অসঙ্গত।

গোস্বামী-বৈষ্ণবই হউন বা অন্য কেহই হউন, ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম না লইলে কাহারও পবিত্রতা স্বীকার করা হইবে না—এরূপ উক্তিতে দাম্ভিকতার পরিচয় আছে—কিন্তু বিচার-বুদ্ধির পরিচয় নাই। প্রারব্ধ কর্ম্ম-বশতঃ পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম পাইয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্যভিচার-পরায়ণ বা পতিত হয় কেন? —অবশ্য আরব্ধ কর্ম্মেরও প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। এই কর্ম্ম-শক্তির প্রভাবে ব্যক্তিগত পতন ও উত্থান অনিবার্য্য। **আরব্ধ কর্ম্মবশতঃ ব্রাহ্মণ-সন্তানের যেভাবে পতন হয়, শূদ্র-সন্তানেরও সেই ভাবে উত্থান হইতে পারে।** সুতরাং জাতিগত হিসাবে কাহারও পবিত্রতা বিচার না করিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে পবিত্রতা বিচার করা উচিত। 'জাতি' লক্ষণ দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (ভাঃ ৬।১১।৩৫)

অর্থাৎ :— মানবের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সব লক্ষণের কথা বলা হইল, সে-সমস্ত লক্ষণ যাহার ভিতরেই দেখা যাইবে, তাহাকেই সেই সেই বর্ণে নিরূপিত করিতে হইবে। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থ-দীপিকায় এই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ; **ন জাতিমাত্রাৎ।** যদ্যদি **অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত,** তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, **নতু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।**"

শমাদি লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করা উচিত। জাতির দ্বারা বর্ণ নির্দ্দেশ করার প্রথা দোষাবহ।

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।৮)

অর্থাৎ—শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখা যায়, এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই শূদ্রও শূদ্র নয় এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে ১৬৩ অধ্যায়ে শ্রীমহেশ্বর শ্রীউমাদেবীকে বৃত্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি-কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপি আগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ॥

হে দেবি! জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যায়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ হইতে পারে না। বৃত্তিই দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ। স্বভাবের দ্বারা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শূদ্রও ব্রহ্মণ্য-বৃত্তিতে অবস্থিত হইলে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিগণিত হইবেন। নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও ব্রহ্ম-কর্ম্মের ফলস্বরূপে আগম-সম্পন্ন হইয়া দ্বিজ-সংস্কার লাভ করেন। যে-ভাবে শূদ্র ব্রাহ্মণ হন এবং ব্রাহ্মণও ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্র হন, সেই গোপনীয় কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ মহাভারত বনপর্ব্বের ১৮০ অধ্যায়ের ২৩-২৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপ্যস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ.....শূদ্রলক্ষ্ম-কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি নাপি ব্রাহ্মণ-লক্ষ্ম-শমাদিকং ন শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।—সত্যাদি লক্ষণযুক্ত শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ এবং কামাদি লক্ষণ-যুক্ত ব্রাহ্মণকেও শূদ্র বলিয়া অবধারিত করিতে হইবে।

কতিপয় বৈদিক আখ্যায়িকা হইতেও লক্ষণ অনুযায়ী বর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তির

কথা প্রমাণ করিতে পারা যায়। এখানে দুই-চারিটীর কথা উল্লেখ করিলাম।

(১) জাবাল-নন্দন সত্যকাম শৌক্র বিপ্র না হইয়াও নিজ জননী জাবালার ব্যভিচার সম্বন্ধে সত্য-কথা বলার জন্য, গৌতম ঋষির দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিলেন।

(২) কান্যকুব্জাধিপতি গাধির তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও, তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(৩) ক্ষত্রিয়-কুলজাত মহারাজ বীতহব্য ভৃগুর কৃপায় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রসিদ্ধ গৃৎসমদ বংশের উৎপত্তি। বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদ, গৃৎসমদের পুত্র সুচেতা, সুচেতার পুত্র বর্চ্চাঃ, বর্চ্চার পুত্র বিহব্য, বিহব্যের পুত্র বিতত্য, বিতত্যের পুত্র সত্য, সত্যের পুত্র সন্ত, সন্তের পুত্র ঋষিশ্রবা, ঋষিশ্রবার পুত্র তম, তমের পুত্র প্রকাশ, প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমিতি, প্রমিতির পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র ভাগবত-প্রসিদ্ধ শৌনক।

(৪) মনুর তনয় করুষ, করুষ হইতে কারুষ এবং ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট নামে দুই ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব হয়। পরে ধার্ষ্টগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (ভাগবত ৯।২।১৬-১৭)

(৫) মনুর তনয় নরিষ্যন্ত। তাহার দশম অধস্তন দেবদত্ত। দেবদত্ত ক্ষত্রিয়। তাঁহার পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ কুলের সৃষ্টি করেন। (ভাঃ ৯।২।১৯-২২)

(৬) চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে কণ্বঋষি আবির্ভূত হন। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হয়। (ভাঃ ৯।২০।৭)

(৭) পুরুর ত্রয়োদশ অধস্তন অজিনাব, অজিনাবের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, ভরতের দত্তপুত্র বিতন্ব, বিতন্বের পুত্র মন্যু, মন্যুর পুত্র গর্গ, গর্গের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন।

(৮) মহাবীর্য্যের পুত্র দুরিতক্ষয়, তাঁহার পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(৯) বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, তাঁহার পুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অভ্যুদয় হয়।

 প্রিয়ব্রতের পুত্র নাভিরাজ, নাভিরাজের পুত্র ঋষভ। ঋষভদেবের একশত পুত্র। ভরতাদি নয়জন ক্ষত্রিয় হন, কবি-হবি প্রভৃতি নয়জন নবযোগেন্দ্র হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন। অবশিষ্ট পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ

"বৃত্তমেব তু কারণম্"—বৃত্তিই দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ। হরিভজনই আত্মার বৃত্তি বা স্বভাব। আত্মার স্বভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ব্রাহ্মণ। এখানে কোন জাতি-বিশেষের পারমার্থিক অধিকার স্বীকার করা যায় না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডালের ভিতরে কোন পার্থক্য থাকে না।—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।" (পদ্মপুরাণ)

পূজ্য বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরবুদ্ধি, এবং **বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা** নারকীর স্বভাব।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ (পদ্মপুরাণ)

ভগবানের ভক্ত শূদ্রকুলে জন্মিলেও শূদ্র নন। তিনি যে-কোন বর্ণে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে।
সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ (পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও প্রণম্য। "বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহ্যেঽপি পুনাতি ভুবন-ত্রয়ং।" (নারদপঞ্চঃ)—বর্ণের বিচারে অতিহীন হইলেও বৈষ্ণব ত্রিভুবন পবিত্রকারী। সুতরাং বৈষ্ণবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবই পারমার্থিক গুরু।

জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা॥ (আদিপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে,—আমি ভক্তের গুরু এবং ভক্ত জগতের গুরু। "বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্য-দেবতান্।" (আদিপুরাণ)। —হে কৌন্তেয়! তুমি বৈষ্ণবেরই ভজনা কর। অন্য দেবতার ভজন করিও না। কারণ বৈষ্ণবগণ দেবতাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা ও পূজা পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন-বিহীন শৌক্র-ব্রাহ্মণের সেবা ও পূজা করেন, তিনি কখনই ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন না। তাই বৈষ্ণব-কবি তুলসীদাসও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কলিকা ব্রাহ্মণ মসকরা, তাহি ন দীজে দান।
কুটুম্ব সহিত নরকে চলা, সাথ নিয়ে যজমান॥

অর্থাৎ—কলির ব্রাহ্মণ অতি পাপী, দানের পাত্র নন। তিনি কুটুম্ব ও যজমানের সহিত নরকে গমন করেন।

তাই বলি—সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ হইতে যাহাতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন, সেইজন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন।

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ
(আসাম)

কলির চেলা বা শয়তান!

প্রকাণ্ড ভণ্ড, কি শয়তান! যে পাতে খায়, সেই পাতই ফোঁড়ে। খোল-মোল্, ঢাক-মাক্, একতারা-ম্যাকৃতারা বাজিয়ে, হেঁসে-নেচে-কেঁদে, লোক দেখিয়ে বেড়ায় যে, সে "তাঁরই নামে" পাগল। যে-নাম প্রচার ক'রে শিকার ধ'রে বেড়ায়, সেই নাম উচ্ছেদ ক'রে পাষণ্ড নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

কোনও দিন এক ভূতক পাঠকের ভাগবত পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা হ'চ্ছিল,—'তাঁ'র ভাগবত পড়া বড়ই মধুর, আহা! তিনি কি চমৎকার' ইত্যাদি। ভাগবত যে মধুর, তা' চুলোয় গেল; পাঠক যে মধুর, সেইটীই আলোচ্য বিষয় হ'য়ে উঠ্‌ল। চারিদিকে দালালসব ছুট্‌ল—শিষ্য ভাঙ্গাবার জন্য! নচেৎ দালালমহাশয়ের ভাতাটা জুটে না এবং পাঠক প্রভুরও কামিনী-কাঞ্চনের যোগাড় হয় না।

এমন বিশুদ্ধ নির্ম্মল ধর্ম্ম প্রচার ক'রে কামিনী-কাঞ্চনের ব্যবস্থা ক'রে লওয়া বা অর্থের বিনিময়ে পারমহংস্য-ধর্ম্ম বিক্রয় করা কোনমতেই সঙ্গত নয়। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ভাগবতের ব্যবসা ছাড়া অন্যান্য অনেক উপায় বর্ত্তমান আছে। সেই সকল সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করলেই ত বেশ চল্‌তে পারে? কিন্তু তা না ক'রে, সত্য ধর্ম্মকে আশ্রয় করার ভাণ ক'রে অসত্যের প্রতিষ্ঠা, মঠ-মন্দিরাদি আখ্‌ড়া ক'রে উদর পূর্ত্তি করার ন্যায় এরূপ সহজ ও সরল উপায় কি আর কোথাও মিল্‌ল না? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা-পয়সা রোজগার এক কথা, আর 'শুকের কথা' দু'টা কপ্‌চায়ে যদি দেহের ও মনের আরামটা ষোল আনা বজায় রেখে টাকাকড়ি এসে পড়ে বা লুটিয়ে পড়ে, সে ত এক মজার উপায়! বিধবার পচ্ছিত টাকা বাজে ব্যয় না হ'য়ে হরিসেবায় ব্যয় হয়, সে'জন্য সকল সময়ই চিন্তা!

'পরের ধনে পোদ্দারী' শয়তান কলির চেলা যেমন কর্‌তে পারে, তেমন ত আর কেউ নয়!

ঈশ্বরের জগৎ—ঈশ্বরের বিভূতি, ঈশ্বরের জীব, তাই নিয়ে শয়তানের বা কলির চেলার খেলা! এজগতে শয়তানের ত কিছুই নাই। যদিও কিছু থেকে থাকে, সেটা তার পাপটা, আলোর অপর পৃষ্ঠা—অন্ধকারটা, স্বর্গের অপর দিক্—নরকটা। কলির চেলা বা শয়তানেরা মনে করে,—সবই Negative এর উপর, Positive আর কিছুই নাই। যা কিছু দেখ্‌তে পাই, Negative (অসৎ) এর উপর প্রতিষ্ঠিত! কিন্তু ঈশ্বরের বিভূতি ও স্বয়ং ঈশ্বর দুইই সৎ, এঁদের অস্তিত্ব আছে। কলির চেলা শয়তান, অসৎ—সে এই সৎস্বরূপ ঐশ্বরিক বিভূতির অধিকার কি ক'রে পেল, সেইটিই ভাব্‌বার কথা! জীবের উপর এত প্রভুত্ব তার কি ক'রে এ'ল—এর উত্তর এখন খুঁজে লওয়া দরকার! এই শয়তানের প্রভুত্ব লোপ কর্‌বার জন্যই, সৎ-সম্প্রদায়ের সহিত অসৎ-সম্প্রদায়ের চির সংগ্রাম।

সহস্র চেষ্টা ক'রেও যদি একটা জীব শয়তানের হাত থেকে কোনওরূপে একটু ছুটী পেল, অমনি শয়তান আর একদিক্ দিয়ে তাকে ধ'রে বিপন্ন করে। তখন সে তার দ্বারা ধর্ম্মের কাচ কাচাতে থাকে। "The devil can quote scriptures"—এখানেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে; শয়তান ভাগবত আলাপ করে। জগৎ-জোড়া এক সার্ব্বভৌমি (?) উদার ইঁচড়ে পাকা সহজিয়া ধর্ম্মের ভাব প্রচার করে। তার মতে—স্ত্রী-জাতি এই উদার ধর্ম্মের বিশেষ অধিকারিণী। এর মধ্যে সব স্ত্রী নয়, বৃদ্ধাগুলো শয়তানের এই ভৈরবীচক্র হ'তে বহিষ্কৃতা; ষোড়শী যুবতী, তাহাতে আবার কুমারী হ'লে ত কথাই নাই; এ ছাড়া বিধবা হ'লেও বিশেষ অধিকারের যোগ্যা—অবশ্য তিনি যদি নিঃসন্তান হন, তা'হলে সোণায় সোহাগা। ব্রজগোপীর ভাগ্যও এই বিধবাদের সহিত তুলনা হ'তে পারে না! ইহার উপর যদি বিধবার কিছু সম্পত্তি, সোণার গহনা থাকে, তাহ'লে ত কৃষ্ণ-দাস্য (?) পরম বর্দ্ধমান হ'বে—বাম-পন্থীরা ঝাড়ে জঙ্গলে যাবে। এরূপ 'শিকার' যদি শয়তানের জীবনে ২।৪ টা জুটে যায়, তা' হ'লেই শয়তানের মিশন বা মেসিন সফল হ'ল। অনেক শয়তানের তা হ'য়েও যাচ্ছে।

পরম পবিত্র ভাগবতধর্ম্ম এবং তা'র নির্ম্মল নামের ধুয়া ল'য়ে শয়তানের দল নির্ব্বিঘ্নে মনুষ্য-সমাজে বিচরণ ক'র্‌ছে। এই পারমহংস্য-ধর্ম্ম প্রচারের সহিত যে, শয়তানের কখনও কোনও সম্বন্ধ হ'তে পারে না, তা ভাগবত-ধর্ম্ম-যাজনকারী ভক্তজনগণ সকলেই স্বীকার করেন। কোথায় নির্ম্মল শুদ্ধ হরিগুণ-

গান (?)—আর কোথায় কলির চেলা শয়তানের ব্যাসাসনে ব'সে অসদুদ্দেশ্যের অবাধ সাধন! কোথায় আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জীবন্মুক্ত মহাভাগবত 'শুক'—যাঁ'র মুখ-বিগলিত অমৃত-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, আর কোথায় মৎলব-বাজ শয়তান সেই গ্রন্থ সম্মুখে ক'রে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট এবং গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে ব্যস্ত! মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভীত হয় না, তা'র হৃদয় কম্পিত হয় না। এইরূপ কলির চেলা পারমহংস্য-ধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত কখনই হ'তে পারে না। যতক্ষণ তা'র ভিতরে অসৎ মৎলব আছে, ততক্ষণ সে ঐ ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ বাইরে এবং তার এই ধর্ম্মপ্রচার-প্রচেষ্টায় সমাজের অমঙ্গল বই মঙ্গল কখনও হ'তে পারে না। নিরপরাধের মুখের হরিকথায় জগৎ, জীব ও স্থাবর-জঙ্গম পবিত্র হয়। যতক্ষণ স্বেচ্ছাকৃত মৎলববাজী অপরাধ আছে, ততক্ষণ শয়তানের প্রচারের কোন অধিকার নাই। প্রচার ক'র্ত্তে ব'স্‌লেও পলকে পলকে তার আভ্যন্তরীণ পাপস্মৃতি ঠে'লে ওঠে, এবং নিছক সত্য কথায় বাধ্য জন্মিয়ে দেয়। কাচ নির্ম্মল না হ'লে যেমন আলোক তা'র ভেতর দি'য়ে স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ দেহ-মন-বুদ্ধি শুদ্ধ না হ'লে হরিকথার নির্ম্মল জ্যোতি উপদেষ্টার মুখ দিয়ে কখনই ফুটে বেরোয় না।

আমরা অনেক বিখ্যাত পাঠকগণকে পাঠ ক'র্‌বার সময় ব'ল্‌তে শুনেছি—'আমাদের মত পাপী ও পাষণ্ডের কি কখনও হরিপ্রেম হয়?'—ইত্যাদি ভণিতা ক'রে তিনি প্রমাণ কর্ত্তে চান, তিনি পাপী বা পাষণ্ড ন'ন—যেহেতু তাঁ'র প্রেম হ'য়েছে। শয়তানের দৈন্যেও চালাকি। হরিকথা (?)-প্রসঙ্গে তা'র অন্তঃস্থ অভদ্রভাব যখন বেরিয়ে পড়ে, তখন শয়তান আর শয়তানি চেপে রাখ্‌তে পারে না, আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলে। তবু সমাজ তা'কে চি'ন্‌তে পারে না! দুর্ভাগা লোক শয়তানের বুদ্ধির কাছে সদাই পরাভূত। হরিজন যাঁ'রা, তাঁ'রা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বাউল-সঙ্গীত স্মরণ ক'রে শয়তানের কাছ হ'তে দূরে স'রে পড়েন। যথা—

এও ত' এক কলির চেলা।
মাথা নেড়া, কপ্নি পরা, তিলক নাকে, গলায় মালা ॥১॥
দেখ্‌তে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা।
সহজ-ভজন কর্‌ছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা ॥২॥
সখীভাবে ভজ্‌ছেন তা'রে, নিজে হ'য়ে নন্দলালা।
কৃষ্ণদাসের কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছেন শলা ॥৩॥

নবরসিক আপনে মানি', খাচ্ছেন আবার মন-কলা।
বাউল বলে,—দোহাই, ও-ভাই, দূর কর এ লীলাখেলা ॥৪॥

—সম্পাদক

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, ২রা জুন ১৯৫৩, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ প্রভুপাদ হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈঁচিগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত মদনমোহন দাসাধিকারী মহাশয়ের ভবনে শুভ বিজয় করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি কুশল নারসিংহ মহারাজ, প্রচার-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত পরমার্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং আরও কয়েকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী তাঁহার সহিত তথায় গিয়াছিলেন। সভাপতি-মহারাজ তথায় ৩ দিবস স্থলে গ্রামস্থ ভদ্র-মহোদয়গণের অনুরোধে—৫ দিবস অবস্থান করেন। শ্রদ্ধালু গ্রামবাসীগণ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও বক্তৃতামুখে প্রত্যহ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করত প্রচুর সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করেন।

বিশ্বভারতী শিক্ষায়তনের Vice-Principal Dr. S. Bhattacharjea—(ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য) M. A. (Hons.), D. Litt. (Lille.), Ph. D. (London), Bar-at-law (London), Ex-Lecturer, School of Oriental Studies, London—মহাশয় শ্রীআচার্য্যদেবের শুভাগমন সংবাদ পাইয়া গত ৪ঠা জুন বৃহস্পতিবার সকালে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং আচার্য্যদেবের সহিত অনুমান ২ ঘণ্টা কাল শঙ্কর-বেদান্ত বা মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে আচার্য্যদেব মায়াবাদের অসারতা প্রদর্শনমুখে **শঙ্করাচার্য্য-প্রতিপাদিত মুক্তির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন**। এমন কি,আচার্য্য শঙ্কর নিজেও তাঁহার প্রতিপাদিত মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই—প্রমাণিত হইলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় বিস্মিত ও নির্ব্বাক্ হইয়া পড়েন; এবং তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি এ'রূপ যুক্তি পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই। একটু ব্যস্ত হইয়া সময়ান্তরে পুনরায় আসিয়া তিনি আলোচনা করিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু পুনরায় তাঁহার সঙ্গ-লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীল গুরু-মহারাজের পাঠ-

বক্তৃতার পর ২ দিবস ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা আলোচনা করেন।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ৭ই জুন তারিখে আচার্য্যদেব সদলে বৈঁচিগ্রাম হইতে পাণ্ডুয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মটুকপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের ভবনে শুভাগমন করেন। তথায় শ্রীল সভাপতি-মহারাজ ৬ দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাণ্ডুয়া হইতে আগত ও স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আচার্য্যদেবের পাঠ-বক্তৃতার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিচার ও সর্ব্ব-শাস্ত্রে অসাধারণ অধিকার দর্শন করিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ পাল ও শ্রীযুত শিবসুন্দর পাল (ক্ষীরকুণ্ডী বিদ্যালয় কমিটির সভাপতি) মহোদয়গণের সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত শিবসুন্দর পাল মহাশয়ের উদ্যোগে ক্ষীরকুণ্ডী গ্রামের বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে আরও ২ সন্ধ্যায় পাঠ ও বক্তৃতাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই স্থানের পাঠ ও বক্তৃতার সারমর্ম্ম "শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের পাঠ ও বক্তৃতার সার" শীর্ষক পৃথক্ প্রবন্ধে (এই সংখ্যার ১৮২ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষীরকুণ্ডী গ্রামের বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে শ্রীগুরু-মহারাজের পাঠ-বক্তৃতার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে ২ দিবস কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা করেন। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ বহুল পরিমাণে জন-সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

১৩ই আষাঢ়, ২৭শে জুন শনিবার দিবসে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবেব স্নানযাত্রা মহোৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। উষঃ-কাল হইতেই মঠবাসী ভক্তবৃন্দ বিশেষ উদ্দীপনা সহকারে যথারীতি পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিতে থাকেন। অতঃপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানের সময় উপস্থিত হইলে আচার্য্যদেবের অনুজ্ঞা লইয়া সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও প্রতিবেশী সেবকবৃন্দ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানের জল আনিবার জন্য একটী বৃহৎ তাম্র-কুম্ভসহ গঙ্গার ঘাটে উপনীত হন। তথায় স্নানান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ স্বয়ং উক্ত জলপূর্ণ কলস স্বীয় স্কন্ধে উত্তোলন করিয়া লইলে অন্যান্য সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ মৃদঙ্গ করতাল-সংযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের জয়গান করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে থাকেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্

ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজের নির্দ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণে সেবকগণ যথাসময়ে স্নানের জল লইয়া শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। অতঃপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কৃপা-পূর্ব্বক গর্ভমন্দির হইতে শ্রীজগমোহনে শুভবিজয় করিলে সমবেত ভক্তবৃন্দ সশ্রদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা ও মৃদঙ্গবাদ্য-সহযোগে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। যাবৎকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাবৎকাল সেবকগণ সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। "জয় মহাপ্রভু জয়, জয় জগন্নাথ জয়" কীর্ত্তনের ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠে। পূজ্যপাদ শ্রীল নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ পঞ্চামৃত ও ১০৮ রৌপ্য কলসপূর্ণ গঙ্গাজল দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে স্নান করাইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব পুনরায় গর্ভমন্দিরে নিজ সিংহাসনে উপবেশন করিলে বিচিত্র ভোগ-সামগ্রী নিবেদন করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে ঐ প্রসাদ সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিতরিত হয়। অপরাহ্নে শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ স্কন্দপুরাণ উৎকলখণ্ড হইতে **স্নানযাত্রা প্রসঙ্গ** পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত

উৎসব-তালিকা

অন্যান্য উৎসব-সমূহ

১। ১৩৪৮ সাল ১৮ই শ্রাবণ, ৩রা আগষ্ট ১৯৪১, রবিবার শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজিউর ঝুলনযাত্রারম্ভ হইতে ১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব দিবস পর্য্যন্ত কলিকাতায় বাগবাজার বোসপাড়া লেনস্থ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে **হরিস্মরণ-মহোৎসব**।

২। ১৩৪৮ সাল ২১শে অগ্রহায়ণ, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১, রবিবার হইতে ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪ই ডিসেম্বর, রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পঞ্চম-বার্ষিক-**বিরহ-মহোৎসব**।

৩। ১৩৫০ সাল ২৩শে বৈশাখ, ৭ই মে ১৯৪৩, শুক্রবার হইতে ৩০শে বৈশাখ, ১৪ই মে, শুক্রবার পর্য্যন্ত হুগলী জেলার চুঁচুড়া সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ**

গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মহামহোৎসব।

৪। ১৩৫০ সাল ৮ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪৩, শুক্রবার চুঁচুড়া সহরস্থ উক্ত মঠে **শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে বিরহোৎসব।

৫। ১৩৫৯ ৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন ১৯৫২, মঙ্গলবার হইতে ২১শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, শনিবার পর্য্যন্ত রেমুণা, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, আলালনাথ পরিক্রমান্তে **শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন।**

৬। ১৩৫৯ সাল ১৯শে ভাদ্র, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫২, বৃহস্পতিবার হইতে ২২শে আশ্বিন, ৮ই অক্টোবর, বুধবার পর্য্যন্ত **শ্রীকেদার-বদরিকাশ্রম পরিক্রমা।**

শ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব

১। ১৩৫১ সাল ১১ই কার্ত্তিক, ২৮শে অক্টোবর ১৯৪৪, শনিবার হইতে ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর, রবিবার পর্য্যন্ত—**বৃন্দাবনস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আশ্রমে।**

২। ১৩৫২ সাল ৩০শে কার্ত্তিক, ১৬ই নভেম্বর ১৯৪৫, শুক্রবার হইতে ১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর, শনিবার পর্য্যন্ত—**সাক্ষীগোপাল ধর্ম্মশালায়।**

৩। ১৩৫৩ সাল ১৯শে কার্ত্তিক, ৫ই নভেম্বর ১৯৪৬, মঙ্গলবার হইতে ২০শে কার্ত্তিক, ৬ই নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত।—**কাশীস্থ পুরুষোত্তম ভগবান্ মন্দির ধর্ম্মশালায়।**

৪। ১৩৫৪ সাল ৮ই অগ্রহায়ণ, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪৭ সোমবার হইতে ৯ই অগ্রহায়ণ, ২৫শে নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।—**বৈদ্যনাথ-দেওঘরস্থ হরির বাঙ্গালী ধর্ম্মশালায়।**

৫। ১৩৫৫ সাল ২৬শে কার্ত্তিক, ১২ই নভেম্বর, ১৯৪৮ শুক্রবার হইতে ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩ই নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত।—**গোমতি দ্বারকা ষ্টেশন ধর্ম্মশালায়।**

৬। ১৩৫৬ সাল ১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর, ১৯৪৯ মঙ্গলবার হইতে ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত।—**নৈমিষারণ্যস্থিত** বড় ধর্ম্মশালায়।

৭। ১৩৫৭ সাল ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর, ১৯৫০ সোমবার হইতে ৫ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।—**পাল্‌নী-হিল্‌স্** ধর্ম্মশালায়।

৮। ১৩৫৮ সাল ২২শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর ১৯৫১ শুক্রবার হইতে ২৩শে কার্ত্তিক, ১০ই নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত।—**শ্রীবৃন্দাবনস্থ** মির্জ্জাপুর ধর্ম্মশালায়।

৯। ১৩৫৯ সাল ১২ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর ১৯৫২ বুধবার হইতে ১৩ই কার্ত্তিক, ৩০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।—**চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে।** (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২২ শ্রীধর, ৪৬৭ গৌরাব্দ | সোমবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৬০; ইং ১৭।৮।৫৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি-গৌরভা
পীতনাব্জিতাব্জ-গন্ধকীর্ত্তি-নিন্দি-সৌরভা।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা॥১॥

কৌরবিন্দ-কান্তি-নিন্দি-চিত্র-পট্ট-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্ল-পুষ্প-বাটিকা।
কৃষ্ণ-নিত্য-সঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা॥২॥

সৌকুমার্য্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্ত্তি-নিগ্রহা
চন্দ্র-চন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৩॥

বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্য-যৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ্দ লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৪॥

রাস-লাস্য-গীত-নর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদ্‌গুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্ব-নব্য-গোপ-যোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৫॥

নিত্য-নব্য-রূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগ-বন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা।
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৬॥

স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদগদাদি-সঞ্চিতা-
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।
কৃষ্ণ-নেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৭॥

যা ক্ষণার্দ্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেক-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৮॥

অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণ-বল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাম্।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্ ॥৯॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যাঁহার অঙ্গের গৌরকান্তি কুঙ্কুমলিপ্ত স্বর্ণ-কমলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে, যাঁহার অঙ্গের সুসৌরভ কুঙ্কুমযুক্ত পদ্মের গন্ধ-জনিত কীর্ত্তি ধ্বংস করিতেছে এবং যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥১॥

যাঁহার পট্টশাটী অর্থাৎ পাটের শাড়ী প্রবালের কান্তিকেও নিন্দা করিতেছে, যিনি-কৃষ্ণ-রূপ মত্ত ভ্রমরের বিলাসের জন্য পুষ্পোদ্যান-স্বরূপা এবং যিনি কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিবার জন্য নিত্য সূর্য্যদেবের আরাধনা করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥২॥

যাঁহার সুকোমল অঙ্গ পল্লব-শ্রেণীর কীর্ত্তি বিলোপ করিতেছে, যাঁহার সুশীতল অঙ্গকে চন্দ্র, চন্দন, কমল ও কর্পূরাদি নিখিল শীতল বস্তু সেবা করিতেছে এবং যিনি নিজাঙ্গ-স্পর্শ-সুধা দ্বারা গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কাম-তাপ দূরীভূত করিতেছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৩॥

যে লক্ষ্মীদেবীর অভূতপূর্ব্ব রূপ ও নবযৌবনাদি দর্শনে এবং অতি মধুর-স্বভাব-জনিত প্রেমলীলা দর্শনে বিস্মিত হইয়া নিখিল বিশ্ববন্দ্য যুবতীবর্গও তাঁহার বন্দনা করেন, সেই পরম ভাগ্যবতী লক্ষ্মীদেবীও যে শ্রীরাধিকার সমান নহেন, এবং যে শ্রীরাধিকা হইতে অধিকতর গুণসম্পন্না রমণী কুত্রাপি আর কেহ নাই, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৪॥

যিনি রাস-ক্রীড়ায় নৃত্য, গীত ও পরিহাসাদি অত্যুৎকৃষ্ট রসকলা-সমূহে পরম পণ্ডিত, যিনি প্রেম-মণ্ডিত মনোহর রূপ ও বেশ এবং বিবিধ সদ্‌গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত, তথা যিনি বিশ্ববন্দিতা নবীন যৌবন-সম্পন্না গোপ-ললনাগণের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৫॥

যিনি নিত্য নব নব রূপ, কেলি ও কৃষ্ণ-ভাব—এইসমস্ত স্বীয় সম্পত্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে বদ্ধানুরাগা স্বপক্ষ গোপ-যুবতীগণের হর্ষ-জনিত ও বিপক্ষ যুবতীগণের কাতরতা-জনিত কম্প উৎপাদন করিতেছেন এবং যাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ, বেশ ও কেলি-বিষয়ে সর্ব্বদা একাগ্রভাবে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৬॥

যিনি স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু ও গদ্গদাদি সাত্ত্বিক বিকার-সমূহে পরিশোভিতা, যিনি ক্রোধ, হর্ষ, বামতাদি ভাব-ভূষণে বিভূষিতা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর রত্ন-ভূষণসমূহে সুসজ্জিতা হইয়া রহিয়াছেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৭॥

যিনি ক্ষণার্দ্ধকালও শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে তজ্জনিত দৈন্য, চাপল্যাদি ভাব-সমূহের দ্বারা ব্যথিত হইয়া পড়েন এবং যিনি তৎকালে স্বকৃত বা কৃষ্ণ-কৃত দূতী-প্রেরণাদি কার্য্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিয়া সমুদায় মনঃকষ্ট দূরীভূত করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে নিজ-পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৮॥

যাঁহার দর্শন পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণের পক্ষেও সুদুর্ল্লভ, সেই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে যে ব্যক্তি এই অষ্টক দ্বারা স্তব করেন, শ্রীরাধিকা প্রফুল্লিতা সখীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গে আনন্দিতা হইয়া সেই ব্যক্তিকে শীঘ্র আপনার দাস্যামৃত প্রদান করেন ॥৯॥

ভাই সহজিয়া

তুমি মনে কর, তুমিই বৈষ্ণব। তুমি মনে কর, তুমিই ভাবুক। তুমি মনে কর, তুমিই রসিক। তুমি মনে কর তোমার জড়বুদ্ধিতে কৃষ্ণ আটকাইয়া আছেন, তোমার প্রাকৃত ভোগ-বুদ্ধিতে কৃষ্ণভক্তিরস আবদ্ধ। তুমি কৃষ্ণ গড়িতে পার, তুমি কৃষ্ণ-ভক্তিতে পারঙ্গত। তোমার নিকট রূপ, রঘুনাথ ভক্তি শিখিতে পারে, তুমি জড়রস রসিকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাকে প্রাকৃত করিতে পার, অনর্থবিশিষ্ট হইয়া রসিকতা প্রভাবে জয়দেব, চণ্ডীদাসকে হারাইয়া দিয়াছ, নামপরায়ণ হরিদাস ঠাকুর তোমার ক্রীড়াপুত্তলি। ঠাকুর নরোত্তম তোমার রসিকতা বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন, তোমার প্রতিষ্ঠা ব্যাঘাত করিয়াছিলেন। জড়ভোগময় নব রসিকদল তোমার পৃষ্ঠপোষক।

তোমরাই নাচিয়া গাইয়া সিদ্ধি একচেটীয়া করিয়াছ, প্রাকৃত রসের সব ঝুড়িগুলি তোমাদের মাথায় আছে। এ হেন ধনে ধনী তুমি। অকিঞ্চনের কথায় কাণ দিবে না।

ভাই সহজিয়া! তুমি ব্রজভাব-লুব্ধ হইয়া অন্তরের ভাব বাহিরে ফুটাইয়া দিয়াছ, বাহিরের দৃষ্টিতে সব কথা ফুটিয়া উঠায় ভিতরে আর তোমার কিছুই নাই। এই কুকুরে শেয়ালে খাওয়া দেহটিকে তুমি অপ্রাকৃত গোপতনয়া করিয়াছ। হৃদয়ে পৌরুষ ভাব পোষণ করিয়া বাহিরে অবগুণ্ঠনবতী সখী হইয়াছ, নাকে নোলক পরিয়াছ। সেমিজের উপর পাছা পেড়ে কাপড় পরিতে শিখিয়াছ। অপ্রাকৃত বনফুলের মালার পরিবর্ত্তে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া নাগর অন্বেষণ করিতেছ। তোমার ভাব শুদ্ধ বৈষ্ণবে বুঝিতে পারিবে না। অন্তরঙ্গ ভক্তেরও বুদ্ধির অগোচর। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, তোমাদের বাক্যে সকল স্ত্রী-ধর্ম্ম জড় দেহেই প্রকাশ হয়। কেবল ভিতরে পুরুষ ভাব, বাহিরে স্ত্রীবেশ। ইহা কি রসিকের ধর্ম্ম? মহাপ্রভু বাহিরে পুরুষ ছিলেন, অন্তরে কৃষ্ণ-সেবিকা গোপীর চিত্ত-ভাব পোষণ করিয়াছিলেন। আর ভাই সহজিয়া, তুমি হৃদয়ে পুরুষ-ভাব, পুরুষদেহ, বাহিরে গোপীর বেশ। মহাপ্রভু যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ তোমার। প্রভু বলিলেন, আত্মার ধর্ম্ম গোপীভাব, তুমি বুঝিলে দেহের ধর্ম্ম গোপীভাব। "অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার"। প্রভুর ভক্ত তুমি তাহা উল্টাইয়া দিয়া জড় ভোগে প্রবৃত্ত হইলে! তবে তুমি বলিতে পার, ইহা কলিকাল। প্রভু যাহা বলিবেন তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিলে প্রভুর অনুগত বলিয়া বাহিরে প্রকাশ করা যাইবে।

প্রভু ঈশ্বর, জীব বশ্য; সুতরাং জীবের আচরণ প্রভুর ঠিক উল্টাই করা চাই। কৃষ্ণ কি তোমার ন্যায় প্রাকৃত বস্তু, যে তুমি প্রাকৃত সখী-ভেক লইলে কৃষ্ণ অপ্রাকৃত ছাড়িয়া দিয়া তোমার করস্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন? কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া স্ত্রীবেশমণ্ডিত তোমার পুরুষ শরীর লইয়া কি প্রকারে বস্ত্র হরণ করিবেন? যদি তোমার ভাগ্যে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাহ্যবসন অপহৃত হয়, তাহা হইলে তোমার কপটতা ধরা পড়িয়া যাইবে। আর যদি রূপের অনুগত হইয়া অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধ দেহ দ্বারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মানস-সেবা কর, তাহা হইলে বস্তুসিদ্ধি কালে ঘৃণিত প্রাকৃত দেহটা পড়িয়া যাইত। ভাই সহজিয়া! অনাত্মদেহে কেন আত্মবুদ্ধি করিতে গিয়া সখীভেকী সাজিলে? আমরাও তো তোমার মতলব বুঝিয়া তোমাতে আকৃষ্ট হইতে পারিলাম না।

ভাই সহজিয়া ! তুমি কেন কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে তোমার জড় ধর্ম্মের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া জড়সুখ অর্জ্জন করিলে ? তুমি ভাই ! অর্চ্চনের নাম করিয়া চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা জড় দেহের থলিটাতে পুরিলে ? কেন ভাই, ধনীর দ্বারে গিয়া কৃষ্ণের প্রসাদের ছলনায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিয়া লইলে ? কেন ভাই, ঠাকুরের সেবায় ঠাকুরের অর্থগুলি নিজের বিলাসিতায় লাগাইলে ? কেন ভাই, ঠাকুরের অর্থে প্রাকৃত স্ত্রীলোকের মল গড়াইয়া দিলে ? কেন ভাই, গুরু সাজিয়া শিষ্যকে নরকে পাঠাইলে ? কেন ভাই, গুরুর উপদেশ ছাড়িয়া জড় ভোগে মন দিলে ? কেন ভাই, বহু শিষ্য করিয়া দল বাঁধিলে ? আমরা তো তোমাকে নানা স্থানে দেখিতে পাইতেছি, তুমি কখনও রাগানুগীয় সাধকাগ্রগণ্য হইয়া কনিষ্ঠাধিকারে ঘণ্টা নাড়িতেছ, কখনও পুষ্পাদির ঘ্রাণ গ্রহণে পুলকিত হইতেছ, কখনও বা লোকের মুখ বন্ধ করিবার জন্য ভিক্ষা দিতেছ ; কেন ভাই, ছাগলের মুখে দই দেওয়া ? এ সকল করিয়া তোমার কি ফল হইবে, আমাকে বুঝাইয়া দেও। আমি কি তবে বুঝিব যে, তুমি দোকান খুলিয়া লোক-বঞ্চনায় ব্যস্ত হইয়াছ ?

ভাই সহজিয়া ! তুমি যাবতীয় লম্পটকে প্রাকৃত লাম্পট্য অবশ্য শিখাইতেছ। সংযত ব্যক্তিকে প্রাকৃত ব্যভিচার-রত করাইতেছ। ধর্ম্মের আচরণে বিপথে লওয়া কি তোমার উচিত ? কৃষ্ণ পরম রসময়, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে তাঁহার অবস্থিতি। তোমার জড়ভোগময় ধারণায় তিনি আটক পড়িয়াছেন—মনে করা তোমার বাতুলতা মাত্র। তুমি জড়ের চিত্র লইয়া গোপীজন বল্লভের লীলা আঁকিবে, ইহা তোমার অপরাধের ফল মাত্র। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত লীলাময় ; তাঁহার বিকৃত প্রতিফলন এই জড়জগতে আসিয়া সত্য ধর্ম্মের উৎসাদন করিয়াছে, তোমাকে দণ্ডবিধি আইনের শাসন-যোগ্য করিতেছে। তুমি কেন ছলনাকে আশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্বকে জীবের ভোগময় ঘৃণিত চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করিতেছ ? তুমি কেন কৃষ্ণের পারকীয় বিষয়াদির কথা না বুঝিয়া জীবকে পাপ-পঙ্কিলে নিমগ্ন করিতেছ ? আমি জানি, তুমি পার্থিব অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনে প্রমত্ত হইয়া নারদাদির দুর্ল্লভ হরিপ্রেমকে পাপের আকর করিয়া তুলিতেছ। আমি জানি, তোমার দলে অনেক লোক আছে। তোমার পাপের সাহায্য করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইবে না। হরিবিমুখতা পাইয়াই তোমার এইদশা হইয়াছে। আমি তোমার জন্য অনুতাপ করি এবং তোমার সৎবুদ্ধি হ'ক-- গোপীজন-বল্লভের চরণে প্রার্থনা করি।

ভাই সহজিয়া! তোমার ধর্ম্ম কখনই রামানন্দ রায়ের নির্ম্মল সহজ ধর্ম্ম নহে। তোমার ধর্ম্ম কখনই গোপীগণের হৃদ্গত ভাব নহে। সাধকোত্তম উদ্ধব মহাশয়, লক্ষ্মীদেবী এবং শ্রুতিগণ, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ যাঁহার পরম রমণীয় সুশীতল আনুগত্য লাভের আশায় সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত, সেই বৃষভানুনন্দিনীর কৃপা পাইয়া তাঁহার পদরেণুকে কবে তুমি রূপানুগ ভক্তগণের ন্যায় অপ্রাকৃত রস দ্বারা সেবা করিবে! কৃষ্ণচন্দ্র রসময়; বৃষভানুকুমারী নিজ গণে যে কাল পর্য্যন্ত না তোমাকে অপ্রাকৃত রসময়ী পরিচারিকা করিবেন, তৎকালাবধি তোমার অপ্রাকৃত লীলায় অধিকার নাই। ভোগময় জড়বুদ্ধি দ্বারা রসময়ীর রসসেবা-অধিকার পাওয়া যায় না।

ভাই সহজিয়া! তুমি অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত সম্ভোগের আদর বাড়াইয়াছ। প্রাকৃত সম্ভোগ রস তোমাকে হরিবিমুখ করাইবে। যখন তুমি সত্য সত্যই বৃষভানুনন্দিনীর চরণ আশ্রয় করিবে, তোমার জড়ের ইন্দ্রিয়ের সুখগুলি একেবারে বিদগ্ধ হইবে। জড়রসের পোড়া ছাই তোমার প্রাকৃত অভিমান-রূপ মানবৃক্ষের তলায় পরিত্যাগ করিয়া নিরভিমানী হইয়া হরিনাম কর। অপ্রাকৃত রসকে প্রাকৃত রসের সহিত মিশাইয়া ফেলিবে না। শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস তোমার প্রাকৃত সুখ-স্বচ্ছন্দতা ধ্বংস করুক, তুমি প্রাকৃত সহজিয়া-সঙ্গ দূরে বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ ভক্ত হও। তুমি রূপানুগের চরণাশ্রয় করিয়া অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ রস উদ্দীপিত কর, তাহা হইলে প্রাকৃত প্রতিষ্ঠা আসিয়া তোমাকে নিরয়গামী করিতে পারিবে না। ভাই প্রাকৃত সহজিয়া! তোমার সহিত রূপানুগের কোন দিন কোন সম্বন্ধ হয় নাই। তবে তুমি যে সম্বন্ধ মনে করিয়াছ, তাহা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার মত। যে-কাল পর্য্যন্ত তোমার প্রাকৃত সম্ভোগ রস তোমাকে বঞ্চনা না করিবে, সেই পর্য্যন্ত তুমি অপ্রাকৃত বস্তুগুলিকে তোমার নিজের প্রাকৃত ভোগের বস্তু মনে করিবে। উহা কখনই কৃষ্ণসেবা নহে। যদি কৃত্রিম অভিনয়ের কৃষ্ণ কৃষ্ণ হইতেন, তাহা হইলে অপ্রাকৃত গোপী তাহার করতলগত হইত; যদি গোপীসাজে সজ্জিত বিষয়ী অভিনয় করিতে গিয়া যথার্থই কৃষ্ণসেবা করিত, তাহা হইলে তাহার গোপীভাব ছাড়িয়া যাইত না। অভিনয় কালে সজ্জিত গোপীর হৃদয়-বৃত্তি যদি স্থায়ীভাবে সামগ্রী সম্মিলন হইত, তাহা হইলে অন্তরঙ্গ রসে নিত্যকাল রসিক হইয়া যাইত। মাটীয়া বুদ্ধির দ্বারা মাটীয়া অভিমানে মাটীয়া রসের সেবা করিলে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বুঝা যায় না। ভাই সহজিয়া, তুমি তোমার

মাটীয়া বুদ্ধি ত্যাগ কর, অবশ্যই রূপানুগের অপ্রাকৃত প্রেমালিঙ্গন তুমি লাভ করিবে। প্রাকৃত-সহজিয়া দল তোমাকে মাথায় করিয়া নাচিলেও তুমি নিজ ভোগময়ী মাটীয়া বুদ্ধি ছাড়িতে পারিবে না। চিন্ময় বুদ্ধিতে চিন্ময় দেহে চিন্ময় রস দ্বারা চিন্ময়ীর পাল্য দাসী হইয়া নিরন্তর সেবা কর। তাহা হইলেই তোমার হৃদয়-কটাহের চিদ্রস উথলিয়া উঠিবে।

ভাই সহজিয়া! তুমি মনে করিয়াছ, আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি সংসারে প্রবেশ না করায় তোমার মত জড় রস না বুঝিতে পারিয়া কোন দিনই রসিক হইতে পারেন নাই; তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে লোকসংগ্রহে পটু হইয়া শিব-ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ অপ্রাকৃত রাধাকৃষ্ণ-রসকে উজ্জ্বল করিয়াছ! ভাই তোমাকে আর কি বলিব, আমি আশীর্ব্বাদ করি—তুমি তোমার জড়ীয় তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া সহজিয়া-মণ্ডলীকে তাহাই শেখাও। তোমার আর নীরস হইয়া জড়রস ছাড়িয়া অপ্রাকৃত রস-সেবার আবশ্যক নাই। অপ্রাকৃত রস-সেবার ভারটা রূপানুগের প্রতি ন্যস্ত কর।

ভাই সহজিয়া! রাই-কানুর ক্রীড়া-রহস্য তুমি আপামর সাধারণের নিকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া গান গাহিয়া বেড়াও। কত মাতাল, কত লম্পট তোমার গান শুনিয়া অপ্রাকৃত রসকে ঘৃণিত জড়রস বোধ করুক! তুমিও চাঁই হইয়া হাটে-বাজারে-মাঠে খোল-করতালের যোগে প্রাকৃত রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দেও। তোমার সহিত দুগ্ধপোষ্য শিশু অমুদ্গত-শ্মশ্রু বালক জড়রসে পণ্ডিত হইয়া গোবিন্দ-লীলা গান করিবার নামে বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী না পড়িয়া বসে! মহাপ্রভুর "যঃ কৌমারহরঃ" গান শুনিয়া প্রাকৃত যুবক-যুবতী স্ব স্ব প্রাকৃত ধর্ম্মে উন্মত্ত না হয়। পিতা পুত্রে একত্রে সমাসীন হইয়া আজ-কালকার সভ্যতার অনুকরণে বৈঠকখানার নগ্নচিত্র বিশেষ সুনীতি-পুষ্ট হইতে পারে, রাই-কানুর গান প্রাকৃত কাণে শুনিতে পারে, এবং সহজিয়া-বংশ বিস্তার করিয়া বৈষ্ণব-গোষ্ঠী বৃদ্ধি হইল, মনে করিতে পারে। আপন ভজন-কথা প্রচার করিয়া, প্রতিষ্ঠার লোভে ঢক্কা বাজাইয়া রসগান করা কি ভাই ভাল হইল?

ভাই সহজিয়া! তোমার চোখটী সর্ব্বদা ছল ছল, নাসিকায় নাসামল সর্ব্বদা লম্বমান; খোলে ঘা দিবার পূর্ব্বেই পুলকোদ্গম, প্রেমে ঢল ঢল হইয়া হাত দুইটি অপরের স্কন্ধে সর্ব্বদাই লগ্ন; যাবতীয় স্ত্রীলোকের পদরেণুতে মস্তকটি ভূষিত, স্ত্রীলোকেরাই বড়ভক্ত প্রভৃতি বিচার সমূহে তুমি বড়ই পারদর্শী। কীর্ত্তন করিতে করিতে সংজ্ঞাহীন হওয়া তোমার ধর্ম্ম; আপনাকে রসিকেন্দ্র

মুকুট মৌলি, রাগানুগীয়, সিদ্ধাগ্রগণ্য, রসে ডগমগ প্রভৃতি জড়ভাবে বিভোর জানিতেছ। তোমার চাতুরী ভক্তাভক্ত সকলেই বুঝিতে পারে। তুমি গোদাস হইয়া গোস্বামী হইতে চাও, অজাতরতি হইয়া রসিক হইতে চাও, সাধনে অনর্থ অতিক্রম করিতে না পারিয়া সিদ্ধির ভাণে প্রেমিক হইতে চাও, তোমার দেবদাসীর মুখে গান শুনিতে ভাল লাগে, নর্ত্তকীর কণ্ঠে হরিগুণগান শুনিতে তোমার আপত্তি নাই, পেশাদার গায়কের রস গানেও রসাভাসযুক্ত আখরে তুমি বিভোর। তোমাকে আমি বেশ জানিয়াছি, কিন্তু তোমাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারি নাই।

তোমার বেরসিক ভাই—

—রূপানুগ (শ্রীল প্রভুপাদ)

সহজিয়া-মতের হেয়ত্ব

শ্রীহট্টদেশস্থ কোন ভক্ত জিজ্ঞাসু আমাদিগকে তিনটী প্রশ্ন করিলে আমরা তাঁহাকে যে উত্তর লিখিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। আশা করি, ইহা পাঠ করিয়া অনেকের সুজ্ঞান উদয় হইবে।—

আপনার পত্রে তিনটী প্রশ্ন পাইলাম। প্রশ্ন তিনটীর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উত্তর লিখিতেছি, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। যাঁহারা কদর্য্যমত বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে হটাৎ দেখাইবেন না। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধু উপদেশ ও সাধু চরিত্রের বিকার সৃজন করত তদাশ্রয়ে পরমার্থে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন। **মহাপ্রভুর মতে জড়েন্দ্রিয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। জীবের সিদ্ধদেহ চিন্ময়। চিন্ময় দেহে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সকল কৃষ্ণসেবার উপযোগী।**

১ম প্রশ্নের উত্তর :—বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই **সহজিয়া বলিয়া একটী ঘৃণিত-মত গোপনে গোপনে চলিতেছে। ঐ মতের কার্য্য-সকল অত্যন্ত হেয়।** সহজ ধর্ম্ম বলিয়া যাহা শাস্ত্রে উক্ত আছে, তাহা পৃথক্। চিন্ময় জীবের চিন্ময় কৃষ্ণসেবাই সহজ-ধর্ম্ম। যদিও এই ধর্ম্ম আত্মার পক্ষে সহজ অর্থাৎ আত্মার সহিত জাত হইয়াছে, তথাপি জড়-বদ্ধাবস্থায় তাহা সহজ নয়। সেই **বিশুদ্ধ কৃষ্ণরতিকে বঞ্চিত ও বঞ্চকগণ জড়ের সহজধর্ম্ম যে স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ, তাহাতেই পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে।** বস্তুতঃ তাহা

সেরূপ নয়। **আত্মার সহজ-ধর্ম্মে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ শরীরের সংযোগ নিতান্ত হেয় ও অনুপযুক্ত। সম্প্রতি যে-ধর্ম্মকে 'সহজিয়া ধর্ম্ম' বলে, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সে ধর্ম্মে বৈষ্ণবদিগের প্রবেশ করা উচিত নয়।** সে-ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া বাম কর্ণে মন্ত্র লইবার প্রথা যে করিয়াছে, তাহা নিতান্ত অনাদরণীয়।

২য় প্রশ্নের উত্তর ঃ—ব্রজেন্দ্রনন্দন-প্রাপ্তির জন্য প্রকৃতি-সঙ্গ করা কোন শাস্ত্রের বা সাধুর উপদেশ নয়। **অণুচৈতন্যরূপ জীব মধুর রসে প্রবেশ করিলে স্বয়ং প্রকৃতিত্ব লাভ করেন। তাঁহার পক্ষে আর জড়ীয় প্রকৃতি-সঙ্গের প্রয়োজন নাই।** ছোট হরিদাস স্বয়ং প্রকৃতি হইয়া পুরুষ-ভাবে অপর প্রকৃতির সম্ভাষণ অপরাধে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। **ধূর্ত্ত-লোকেরা "প্রকৃতি হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ"** এই পদ্যের দুষ্ট অর্থ করিয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের পন্থা সৃজন করিয়া থাকে। সাধু-বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। **গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত স্ত্রী-সঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়।** অতএব কেবল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য তাহা (বৈধভাবে স্ত্রীসঙ্গ) নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

৩য় প্রশ্নের উত্তর ঃ—পুরুষ প্রকৃতি একত্র হইয়া ভজনের জন্য যে ব্রজ-মণ্ডল সৃজন করেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবিরুদ্ধ। বোধহয় কলি জগতে মনুষ্যের ভাল হইতে দিবে না বলিয়া এইরূপ বুদ্ধি দিয়া থাকে। **শুদ্ধবৈষ্ণব-মতে পুরুষ-সাধকগণ স্ত্রী-সাধক হইতে পৃথক্-মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন। স্ত্রী-সাধকগণ কোন পুরুষকে তাঁহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না।** ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয়। "দেহতত্ত্ব" ইত্যাদি নিতান্ত অহিতকর প্রক্রিয়া। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ তাহা কখনই গ্রাহ্য করেন না।

মহাশয়! আপনার দেশে ঐ সকল দুষ্টমত যদি থাকে, আপনি সেইসকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিবেন। ইহাতে ধূর্ত্ত ও তঞ্চক লোকের সহিত যদি মনোবাদ হয়, তাহাও শ্রীমহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিবেন। মনুষ্যদেহ দুর্লভ, ইহার একদিনও যেন অপব্যয় না হয়। আমি কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিতেছি,—আপনি এই গুরুতর বিষয়ে বিশেষরূপে বিচারপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইবেন। শ্রীমদ্গোস্বামিগণ, বিশেষতঃ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এ বিষয়ে জীবগণকে বিশেষ সতর্ক

করিয়াছেন। আমি অধিক কি বলিতে পারি। যদি আমার কথায় আপনার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে **কলি-নির্ম্মিত সহজিয়া-বাউলমত-সকল দূর করিয়া** জীবের সহজ-ধর্ম্ম যে কৃষ্ণরতি, তাহাই আশ্রয় করিবেন। আমাকে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা আমি যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া দিব।

যদি শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাকে অবকাশ ও শক্তি দেন, তবে কোন সময় আমি আপনার লিখিত মত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। "সজ্জন-তোষণীতে" যে-সকল তত্ত্ব বিচারিত হইতেছে, তাহা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

—(সজ্জনতোষণী—৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠা
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৭; বাং ১২৯৯; ইং ১৮৯৩)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয়মঠে ঠাকুরের বিরহ উৎসব উপলক্ষে প্রাপ্ত)

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায়তে॥
জয় জয় জয় শ্রীল **ভকতিবিনোদ**।
রাতুল চরণে করি কোটী দণ্ডবৎ॥
বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু কভু নাহি হয়।
আবির্ভাব-তিরোভাব মাত্র বেদে কয়॥
আজিকার দিনে সব শুদ্ধভক্ত মিলে।
তোমার বিরহ-গীতি গাহিছে সকলে॥
অশেষ কল্যাণকর ও' কমল পদ।
শুদ্ধভক্তি-রসসিন্ধু ভকত সম্পদ॥
গোলোকের বার্ত্তা সব তোমার কৃপায়।
লভিয়াছে মর্ত্ত্যজীব তাদের হিয়ায়॥
তোমার মহিমা-সিন্ধু অসীম বর্ণন।
(তাহে) অবগাহন কৈল যত মহাজন॥
তব অনুকম্পা লভিয়াছেন যে জন।
আত্ম শোধিবারে বন্দি তাঁহার চরণ॥
গোলোকে নিবাস তব নিত্যকাল হয়।
জীব দুঃখ হেরি কৈলে প্রপঞ্চে বিজয়॥
মহান্ হইতে তুমি অতীব মহান্।
গৌড়ীয় জগতে তুমি মহাগরীয়ান্॥
তোমার মহিমা-সিন্ধু-বিন্দু নাহি জানি।
তব গুণ-কণা মুঞি কিরূপে বাখানি॥
বামন হইয়া যাই চাঁদ ধরিবারে।
কীটাণু হইয়া চাহে সিন্ধু মথিবারে॥
জীবের দুর্দ্দশা দেখি' অতি দুঃখ পাঞা।
কলিহত **জীবোদ্ধার** সঙ্কল্প করিয়া॥
অদ্বৈত আচার্য্য **যথা** বিষ্ণু অবতরি'।
হুঙ্কারে প্রকটাইল গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

গোলোক হইতে কৃষ্ণ যাঁর আকর্ষণে।
সাঙ্গোপাঙ্গে আসিলেন এ'মর ভুবনে ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ **তথা** মাতা ভগবতী।
পুত্র রূপে আনিলেন **প্রভু সরস্বতী** ॥
তোমার মহিমা এবে বিশ্বে ভরপুর।
যেইহেতু এনেছিলে আচার্য্য ঠাকুর ॥
জয় জয় জগদ্‌গুরু **শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত।**
সরস্বতী নামধারী পরম মহান্ত ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ-গৃহে যাঁর অভ্যুদয়।
জয় জয় জয় প্রভু সেই মহাশয় ॥
রূপ-রঘুনাথ আর শ্রীজীবের বাণী।
এনে দিলে ধরাধামে মৃতসঞ্জীবনী ॥
গোস্বামী সনাতনের ভকতি-সিদ্ধান্ত।
প্রকাশিয়া প্রশমিলে কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত ॥
শ্রীগোপালভট্ট আর রঘুনাথ কথা।
বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা শিখাইতে যথা ॥
সকল শাস্ত্রের সার বহু গ্রন্থ কৈলা।
সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব সব নিরূপিলা ॥
বৈধী-রাগানুগা-ভক্তি স্বকীয়-পারকীয়।
(শান্ত)-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য মধুর-আশ্রয় ॥
বৈষ্ণবের সদাচার আর অনাচার।
অনধিকারী, অধিকারী কৈল সুবিচার ॥
রামানন্দ রায় কৃষ্ণরস-তত্ত্বখনি।
অধিকারী জনে তাহা কহিলে বাখানি ॥
ব্রজের উজ্জ্বল সেবা পারকীয় রস।
যেই রসে ব্রজগোপী কৃষ্ণে কৈল বশ ॥
ঈশিতা গৌরব যত সব পর-পারে।
বিধিভক্ত্যে ব্রজলীলা পরশিতে নারে ॥
রাগ-অনুরাগ, আর ভাব-মহাভাব।
সবারে শিখালে তুমি করিয়া বিচার ॥

সেই সব রসগ্রন্থ সুসরল করি'।
প্রদান করিলে যেই জনে অধিকারী ॥
লুপ্ততীর্থ মায়াপুর করিলে উদ্ধার।
তথা হ'তে ভক্তি-গ্রন্থ করিলে প্রচার ॥
অগণিত কত শত গ্রন্থ-রত্ন হয়।
কেবল শ্রীকৃষ্ণভক্তি যাতে লভ্য হয় ॥
মহাভাগবত তুমি বৈষ্ণব ঠাকুর।
গ্রন্থ-ভাগবতাভিন্ন শুদ্ধ কলেবর ॥
তাঁহা হ'তে যত সারশ্লোক আহরিয়া।
'ভাগবত-মরীচিমালা' রাখিলে লিখিয়া ॥
জৈব-ধর্ম্ম, তত্ত্ব-সূত্র, আর শিক্ষামৃত।
(হরি)নাম-চিন্তামণি, গীতি শত শত ॥
কঠিন সংস্কৃত শ্লোক সুললিত করি'।
'অমৃত-প্রবাহভাষ্য' কিবা চমৎকারী ॥
গৌরশক্তি স্বয়ং প্রভু বৈষ্ণব ঠাকুর।
জীবের মঙ্গল চিন্তা করিয়া প্রচুর ॥
বামন দ্বাদশী গতে ত্রয়োদশী দিনে।
এধরায় অভ্যুদয় অতি শুভক্ষণে ॥
ধরণী হইলা ধন্যা তোমা ধনে ধনী।
ধন্য ধন্য বসুন্ধরা ধন্য করি' মানি ॥
হ'য়েছেন, হইবেন যত কৃষ্ণদাস।
তব শিক্ষা লভিবেক পূরি অভিলাষ ॥
সহজিয়া, বাউলিয়া অপসম্প্রদায়।
ইন্দ্রিয়-তর্পণমূলে রাসলীলা গায়॥
এইসব দুষ্টমত, আর মায়াবাদ।
তোমার শিক্ষায় সব গণিল প্রমাদ॥
স্মার্ত্ত-কর্ম্ম-জ্ঞানবাদ নিরাস করিয়া।
সংখ্যাতীত ভক্তিগ্রন্থ রাখিলে লিখিয়া ॥
মহাপ্রভুর মুখোদ্গীর্ণ অষ্টশ্লোক-মর্ম্ম।
আরো কত জানাইলে শরণাগত-ধর্ম্ম ॥

আষাঢ় মাসের অমাবস্যা আগমনে।
আপন ইচ্ছায় কৈলে লীলা সংগোপনে॥
পণ্ডিত গোসাঞির তুমি অভিন্ন-হৃদয়।
গদাধর-ভাবে গোরা ভজিতে সদায়॥
তাই গদাধরপণ্ডিত-তিরোভাব-দিনে।
নিত্য নিকেতনে গেলে অতি সংগোপনে॥
ব্রজলীলায় ছিলে তুমি **কমল-মঞ্জরী**।
তোমার লেখনী সাক্ষী আছয়ে তাহারি॥
তোমার মহিমা-সিন্ধু অতল অপার।
স্পর্শিবার যোগ্য নহে সেবিকা তোমার॥
বহু যুগ-যুগান্তর কালস্রোতে ভাসি'।
এ'মর জগতে শুধু যাই আর আসি॥

সুকৃতি-সৌভাগ্য মোর বিন্দুমাত্র নাই।
তবে বল কিপ্রকারে গুরুকৃপা পাই॥
মহা-পতিতপাবন বৈষ্ণব গোসাঞি।
অধমে করহে দয়া তোমার দোহাই॥
অহৈতুকী কৃপা বিনা গত্যন্তর নাই।
শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু ওপদে জানাই॥
দয়া করি' কর মোর **সুবুদ্ধি** উদয়॥
কৃপাকরি' অপরাধ তুমি কর ক্ষয়॥
তোমার রাতুল পদে মাগি এই ভিক্ষা।
জন্ম-জন্মান্তরে যেন ধরি তব শিক্ষা॥
জয় জয় জয় **ভক্তিবিনোদ ঠাকুর**।
সর্ব্বাধম জেনে দয়া করহে প্রচুর॥

—শ্রীসরোজবাসিনী দেবী
সাং শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীপ্রহ্লাদের উপাখ্যান

সত্যযুগে কশ্যপ-ঋষির পত্নী দিতির গর্ভে মহাপরাক্রমশালী দুইটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হিরণ্যাক্ষ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হিরণ্যকশিপু। অসুরেরা স্বভাবতঃই দেব-দ্বেষী; দেবগণকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য এই ভ্রাতাদ্বয় মন্দার-পর্ব্বতে যাইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিল।

তপস্যায় তুষ্ট হইয়া লোক-পিতামহ ব্রহ্মা হিরণ্যাক্ষকে একটী বৃহৎ গদা দিলেন এবং বলিলেন—'তুমি এই গদা-প্রভাবে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে।' হিরণ্যাক্ষ এই ভীষণ গদা লইয়া 'যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি' বলিয়া সর্ব্বত্র অত্যাচার করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। এমনকি, দেবগণের প্রতিও ঐরূপ করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। ব্রহ্মার বর পাইয়াছে শুনিয়া ভয়ে কেহই আর তাহার সম্মুখে আসিতে সাহসী হইলেন না।

হিরণ্যাক্ষ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিয়া না পাইয়া, একদিন শ্রীনারদ ঋষির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বিষণ্ণবদনে বলিল,—"ঠাকুর! আমি আমার সমকক্ষ যোদ্ধা

চাই, কোথায় পাই, বলুন দেখি ?" শ্রীনারদ বলিলেন—'হে আসুরবর্য্য ! তুমি পাতালে গমন কর, সেখানে তুমি তোমার সমকক্ষ যোদ্ধা পাইবে।' এই কথা শুনিয়া সে পৃথিবীদেবীকে জয় করিয়া আনন্দে পাতালপুরীতে প্রবেশ করিল।

ভগবান্ বিষ্ণু ঐ দেব-দ্বেষী অসুরকে সংহার করিবার নিমিত্ত পাতালে এক প্রকাণ্ড বরাহ-মূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিরণ্যাক্ষ তাঁহাকে দেখিয়া ঐ দিব্য বরাহের পৃষ্ঠদেশে গদার আঘাত করিল। শ্রীবরাহদেবও তাঁহার ভীষণ দশন-আঘাতে অসুরের নাড়ীসকল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন এবং পৃথিবীদেবীকে অসুরের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

দেবগণের যুদ্ধযাত্রা

এদিকে হিরণ্যকশিপু তপস্যার জন্য বনে গিয়াছেন শুনিয়া দেবগণ সকলে পরামর্শ করিলেন,—'এই সুযোগে দৈত্যপুরী আক্রমণ করা যাউক ; যে-সকল রক্ষক আছে, আমরা অনায়াসে সেই সেনাপতিদিগকে পরাজিত করিয়া অসুর-পুরী লুণ্ঠন করিয়া আনিব।' এ প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া একদিন নিশাভাগে সমস্ত দেববৃন্দ দৈত্যপুরী আক্রমণ করত অসুরকুলকে বিনাশপূর্ব্বক তাহাদিগের ধন-রত্ন ও বিলাসের যাবতীয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া দৈত্যপুরীর ধ্বংসসাধন করিলেন।

দেববরাজ ইন্দ্র যাইবার সময় দৈত্যরাজের গর্ভবতী মহিষী কয়াধূকে হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। শূন্যপথে দেবরাজ অগ্রসর হইলে, পথিমধ্যে মহামুনি শ্রীনারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শ্রীনারদ বলিলেন,—'হে ইন্দ্র ! তুমি কাহার পত্নীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ ?' এই কথা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন,—"এ দুষ্ট অসুর হিরণকশিপুর মহিষী ; ইহাকে লইয়া যাইব—পুত্র প্রসব করিলে বিনাশ করিব ; কারণ বড় হইলে এ' নিশ্চয়ই দেবদ্বেষী হইবে।" শ্রীনারদ-ঋষি ক্রোধ-কম্পিতস্বরে ইন্দ্রকে বলিলেন—"তুমি এখনই ইহাকে পরিত্যাগ কর—তুমি অজ্ঞ, জাননা এই রাণীর গর্ভে এক মহাভাগবতসন্তান আছে।" নারদের বাক্যে ইন্দ্র ভয়ে ভয়ে রাণীকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাসাদে—ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন।

রাজপত্নী কয়াধূ ক্রন্দন করিতে থাকিলে নারদ-ঋষি বলিলেন—"মা ! তুমি ক্রন্দন করিও না ; যে-পর্য্যন্ত তোমার স্বামী তপস্যা করিয়া ফিরিয়া না আসেন, ততকাল পর্য্যন্ত আমার আশ্রমে বাস করিবে। তোমার থাকিবার জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিব।" রাজমহিষী বলিলেন—"ঠাকুর ! আমি গর্ভবতী. আপনার আশ্রমে প্রসব করিলে আশ্রম কলঙ্কিত হইবে।" ইহা শুনিয়া শ্রীনারদ

বলিলেন—"মা! ভয় নাই, আমি বর দিতেছি,—যে-কাল পর্য্যন্ত তোমার স্বামী তপস্যা করিয়া ফিরিয়া না আসেন, সে-পর্য্যন্ত তোমার প্রসব হইবে না।" রাজ-মহিষী কয়াধূ এইরূপে শ্রীনারদের আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ রাণীকে যে শ্রীহরিকথা বলিতেন, গর্ব্ভস্থ সন্তান সেইসকল অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। গর্ব্ভস্থ সন্তানের শ্রীনারদ গোস্বামীই গুরু হইলেন এবং তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তিনি মহাভাগবত হইলেন।

এদিকে হিরণ্যকশিপুর কঠোর তপস্যায় সকলেই কম্পিত হইতে লাগিল, এবং তাহার মস্তকস্থিত ধূমে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। অকালে প্রলয়-লক্ষণ দেখা দিল, দেববৃন্দ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন,—অসুর না জানি কি বর গ্রহণ করে! শ্রীব্রহ্মা দেখিলেন,—অসুরের রক্ত-মাংস কিছুই নাই, শুধু অস্থি সম্বল করিয়া বহুবর্ষ অনাহারে অনিদ্রায় কঠিন তপস্যা করিয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার হস্তস্থিত কমণ্ডলুর জল তাহার গাত্রে প্রক্ষেপ করিলে হিরণ্যকশিপু স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া সম্মুখে ব্রহ্মাকে উপস্থিত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

ব্রহ্মা বলিলেন—"বৎস! তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর গ্রহণ কর।" হিরণ্যকশিপু বলিল,—"দেব! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে 'অমর বর' দান করুন।" ব্রহ্মা অসুরকে এই বর দিতে স্বীকার না করায়, দৃষ্টমতি অসুর মনে মনে বলিল—আমি তবে এমন 'বর' গ্রহণ করিব যাহাতে প্রকারান্তরে অমরই হইব। এই ভাবিয়া হিরণ্যকশিপু এইরূপ বর প্রার্থনা করিল—"প্রভো! আমি যেন কোন অস্ত্রের দ্বারা হত না হই; কি দিবা, কি রাত্রিমধ্যে প্রাণত্যাগ না করি; কোন নর-বানর, যক্ষ-রক্ষ, পশু-পক্ষী, দেব-দানব কাহারও হস্তে না মরি; কি গৃহে, কি বাহিরে, কি ভূপৃষ্ঠে বা শূন্যে না মরি।" এইরূপ বহু কৌশলপূর্ণ বর চাহিলে ব্রহ্মা 'তথাস্তু, তথাস্তু' বলিয়া বর দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হিরণ্যকশিপু রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীনারদ-ঋষি তাহার মহিষীকে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়া সমস্ত বিবরণ অবগত করাইলেন। দেবতাদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অগ্নিবর্ণ ধারণ করিল। বিশেষতঃ তাহার ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইয়াছে—শুনিয়া ভ্রাতার শোকে বিস্তর রোদন করিল এবং তাহার বিধবা মহিষীকে প্রচুর তত্ত্বজ্ঞান উপদেশান্তে সান্ত্বনা করিল। দৈত্য ভীষণ বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া পড়িল। হিরণ্যকশিপু তাহার বজ্র-সদৃশ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া বলিল—'আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমার ভ্রাতৃ-হত্যাকারী বিষ্ণুর

অনুসন্ধান করিব। যদি তাহার সন্ধান পাই, এই নখর দ্বারা তাহার নাড়ী-ভুড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব।' এই বলিয়া ক্রোধে পৃথিবীতে পদাঘাত করিতে লাগিল। এবং তাহার অধীনস্থ দৈত্যদিগকে আজ্ঞা করিল, –'আজ হইতে বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তগণকে পাইলে তাঁহাদের নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিবে। গো, ব্রাহ্মণের হিংসা করিবে। আমার রাজ্যে কেহ যেন বিষ্ণুপূজা, হরিনাম না করে। বৈষ্ণব দেখিলেই 'শ'কার-'ব'কার গালাগালি করিবে।' হিরণ্য-কশিপু এইরূপে ভ্রাতার শোকে বিষ্ণু-বিদ্বেষী হইয়া নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্য বলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে কয়াধূর গর্ভে চারিপুত্র জন্মিয়াছিল—তাহারা হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সহ্লাদ এবং **ছোটটীর নাম প্রহ্লাদ।** এই প্রহ্লাদ দৈত্যবালক হইলেও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ইনি মাতার গর্ভে শ্রীনারদের মুখে 'হরিনাম' শ্রবণ করিয়া পরম ভাগবত হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে খুব স্নেহ করিতেন। বালক যে বিষ্ণুভক্ত, তাহা জানিতেন না। প্রহ্লাদ বাল্যকালে খেলাধূলার সময়ও বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণু-চিন্তার সহায়ক ভিন্ন অন্য কোন খেলা করিতেন না। একদিবস প্রহ্লাদ বাল-স্বভাববশতঃ ধূলিদ্বারা শ্রীহরির মূর্ত্তি গঠন করত তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিজের মনে হরিনাম গাহিতেছেন। সেই সময়ে সহসা রাণী হিরণ্যকশিপুকে আসিতে দেখিয়া শশব্যস্তে হরিপূজার উপকরণ-গুলি কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিলেন। কারণ এইসব দেখিলে অসুর-স্বভাব পিতা বালকের উপর অত্যাচার করিতে পারে।

পরমারাধ্যতম জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর দার্শনিক ভাষায় 'হিরণ্যাক্ষ' ও 'হিরণ্যকশিপু' শব্দদ্বয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেন,—'হিরণ্য' হইয়াছে 'অক্ষি' যাহার (বহুব্রীহি সমাস) অর্থাৎ যাহারা কেবল টাকা টাকা চিন্তা করে এবং অর্থই যাহাদের একমাত্র দ্রষ্টব্য বা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণজন্য কাম্য—তাহারাই হিরণ্যাক্ষ। আর 'কশিপু' শব্দের অর্থ উত্তম সজ্জা; এবং স্রক্, চন্দন, পুষ্প-মাল্যাদি ও কামিনীসকল কেবল আমার ভোগের উপকরণ—বলিয়া মনে করাই 'কশিপু' শব্দের তাৎপর্য্য। ভগবান্ যে কনক-কামিনী সকলের মালিক এবং ভোক্তা, অসুরেরা ইহা স্বীকার করে না। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিই যে 'স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম' এবং তিনিই যে প্রভু ও ভোক্তা—এইসব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারাই হিরণ্যাক্ষ এবং

হিরণ্যকশিপুর দল। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ সমস্ত বেদ-বেদান্তাদি বৈষ্ণবশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া যে অপ্রাকৃত শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা এই—

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন,—ভাল ভাল চাকুরী কর বা অবকাশ-বর্ত্তন লাভ কর, বড় বড় ব্যবসা কর, প্রচুর অর্থ সংগ্রহ কর, বিরাট্ চাষী বা বিরাট্ জমিদার হও—তাহাতে বহু অর্থের মালিক হইতে পারিবে, ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কেবল সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রকারে উপার্জ্জিত অর্থের যেন এক কপর্দ্দকও হরি-সেবায় না লাগে—সমস্তই আপন আপন ইন্দ্রিয়-তর্পণে, স্ত্রী বা বারবনিতার অলঙ্কার-গঠনে এবং ভরণ-পোষণে যেন ব্যয় হয়! কখনও যেন উহা হরি-সেবায় বা হরিসেবকগণের সেবায় না লাগে! আবার কাহারও কাহারও সম্বন্ধে শুনা যায় যে, তাহাদের হাতে অর্থস্পর্শ হইলে হাত বাঁকিয়া যায়! এই শ্রেণীর এঁচড়েপাকা সহজিয়ারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে হিরণ্যকশিপু বা হিরণ্যাক্ষ। তাহারা জানে না যে—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

একদিন রাজমহিষী কয়াধূ হিরণ্যকশিপুকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"হে দৈত্যরাজ! আপনি বালক প্রহ্লাদকে শুভদিন দেখিয়া হাতে খড়ি দিয়া পুত্রকে গুরুগৃহে অক্ষর পরিচয় ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রেরণ করুন। মূর্খকে কেহ আদর করে না এবং চিরকাল সে দুঃখে কাল কাটায়।" রাজা বলিলেন, "রাণি! ভালই বলিয়াছ; আমি শীঘ্রই কুমারের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি।' —এই বলিয়া দৈত্যরাজ গুরু-পুত্রদ্বয় ষণ্ডাচার্য্য ও অমর্কাচার্য্যকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। এই শুভ সংবাদ শুনিয়া ষণ্ড ও অমর্ক ভ্রাতৃদ্বয় রাজ-দরবারে আসিয়া হাজির হইলেন। রাজা গুরুদ্বয়কে বিনয়ের সহিত বলিলেন—"আপনারা আমার পুত্রকে লইয়া যান, এবং যত্নের সহিত রাজনীতি,—সাম, দাম, ভেদ, দণ্ড প্রভৃতি শিক্ষা দিবেন।

এই কথায় স্বীকৃত হইয়া গুরুপুত্রদ্বয় বালক প্রহ্লাদকে লইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। রাজ-আজ্ঞায় দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সন্দেশ, আঠা, চাল, ডাল ইত্যাদি বহু দ্রব্যসম্ভার একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা গুরুগৃহে প্রেরিত হইল। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ
(শ্রীধাম-মায়াপুর মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সন্ন্যাসগুরু)

তীর্থ-ভ্রমণ

দর্শনের তারতম্যানুসারে তীর্থ-ভ্রমণ দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়। প্রণয়ি-ভক্তজন-সঙ্গে "অপার করুণাসিন্দু শ্রীভগবানের লীলাস্থলী-সমূহের মধুরিমা" অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সেবকসূত্রে সন্দর্শন ও পর্য্যটনাদি একপ্রকার ভ্রমণ, জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি-বাসনায় স্থান-সন্দর্শন-পর্য্যটনাদি দ্বিতীয় প্রকার ভ্রমণ। প্রথমতঃ আমাদের জানা উচিত—তীর্থ কি? এবং কেনই বা তথায় ভ্রমণ করিতে হয়। ভ্রমণ না করিলেই বা কি লাভ, অথবা কি ক্ষতি হইতে পারে?

'তৃ'-ধাতু (কর্ম্মবাচ্যে 'থক্'-প্রত্যয় করিয়া তীর্থ-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তৃ'-ধাতু 'প্লবন' ও 'তরণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'তীর্থ' এমনই পবিত্র যে, যে-স্থান সাধুসঙ্গে দর্শন করিলে, তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে অথবা তথায় মজ্জন করিলে জীবমাত্রই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া অপার করুণাসিন্ধুর চরণতলে সেবকসূত্রে নিত্যকালের জন্য স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইহাকে বলে—তীর্থ বা তীর্থ-ভ্রমণের প্রকৃষ্ট ফল। তীর্থ বলিতে কেবল জড়-ভোগবিলাসীর চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সফলতা সম্পাদনের স্থান, অথবা কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পাপ-মলিন চিত্ত ধৌত করিবার স্থান মাত্র নহে। কারণ তীর্থ—তীর্থ, তাহা সহজে অতীর্থ হইতে পারে না। ধাতুগত অর্থ আলোচনা করিলে 'তীর্থ'-শব্দের 'প্লবন' ও 'তরণ' অর্থই স্বীকার করিতে হয় এবং তাহার নিষ্কৃষ্টার্থ বিচার করিলে 'সন্তরণপূর্ব্বক **উত্তীর্ণ হওয়াকে**' বুঝায়।

সন্তরণপূর্ব্বক 'উত্তীর্ণ হওয়ার' পরিবর্ত্তে তীরে উঠিতে না পারিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মাঝ-দরিয়ায় হাবুডুবু খাইয়া প্রাণ বিপন্ন করাকে 'প্লবন' বা 'তরণ' বলা যায় না। কারণ অন্যাভিলাষী ইতর দেবযাজী মানববৃন্দ তীর্থ স্নান করত পাপ-বিমুক্ত হইতেছেন, সত্য; কিন্তু তাদৃশ তীর্থ-দর্শন ও স্নান দ্বারা তাঁহাদের পাপ-বীজ ও পাপ-বাসনা হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না। পরন্তু পুনরায় পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতেই লিপ্ত হইতেছেন ও ভবসমুদ্রে পড়িয়া অনন্তকাল হাবুডুবু খাইতেছেন। কাজেকাজেই এরূপ ধরণের তীর্থ-স্নান, তথায় গমন, দর্শন ও মজ্জনকে সাধুগণ প্রকৃতপক্ষে তীর্থ-ভ্রমণ আখ্যা দেন না। সাধু-গণের ও সাধুর অনুগমনে ভক্তগণের তীর্থ-দর্শন, আর কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির তীর্থ-দর্শন বাহ্যতঃ একই ধরণের পরিদৃষ্ট হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান

রহিয়াছে। স্বেন্দ্রিয়-তর্পণ-রত জড়-বিলাসী মানববৃন্দ জন্ম হইতে প্রকৃতির আবহাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত, প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া থাকেন বলিয়া প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া পড়েন। এইজন্যই প্রকৃতি-জাত জীব প্রকৃতির অতীত পুরুষোত্তমের অনুসন্ধানে বিরত হন এবং সেই জীব প্রাকৃত রাজ্যে প্রকৃতির সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের ভোগ-বাসনায় উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা কোথায় কতপ্রকার প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সম্পদ, কতপ্রকার রসভাণ্ডার, কতপ্রকার সৌগন্ধ-সম্ভার ও কতপ্রকার স্পর্শ-প্রাচুর্য্য বিদ্যমান, তাহার সন্ধানে মরীচিকালুব্ধ মৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ আরম্ভ করেন। এইরূপ বিষয়-ভোগ-পিপাসা হইতেই দেশ-ভ্রমণ-স্পৃহার উত্তেজনা হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ ও মনীষীবৃন্দ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নদ-নদী, গিরি-কান্তার, মরুভূমি, বন-উপবন-পরিপূর্ণ স্থান-সমূহের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত এবং এই বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তুষারাচ্ছন্ন স্থান, পাদপবিহীন পর্ব্বতরাজি, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-সম্পদসম্ভারে পরিপূর্ণ মহানগরীসমূহের অপরিমেয় ইন্দ্রিয়-তর্পণপর দৃশ্যসমূহের সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তৎতৎ-স্থানকে তীর্থ মনে করত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর ভ্রমণকে আমরা সার্থক ও নিরর্থক ভেদে দুই পর্য্যায়ে পরিগণিত করিতে পারি। কেবলমাত্র জড়েন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা ও কৌতূহল চরিতার্থে বিভিন্ন প্রকারের পরিভ্রমণকে নিরর্থক বা নিষ্ফল ভ্রমণ বলা যাইতে পারে। মানবসমাজ ধর্ম্মার্থ-কাম-লোভে দেশ-ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং মোক্ষকামী হইয়া নিরালম্ব-নিরাকার আকাশ-বাতাসে ভ্রমণ করিতে থাকেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত মহাভাগবতগণ এতাদৃশী কামনামূলে কোনও তীর্থ বা দেশ ভ্রমণ করেন না। তাঁহারা পরের মঙ্গলের জন্য ঐ প্রকার ভ্রমণকে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করাইয়া, স্ত্রী-পুত্রাদির কথায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে তত্তৎ-কথা হইতে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করত হরিকথার শ্রবণানুকীর্ত্তনকারীরূপে আত্মসঙ্গী করিয়া লয়েন। মহাভাগবতগণ তীর্থ-ভ্রমণোপলক্ষে বদ্ধ জীবসমূহকে নিজসঙ্গ দ্বারা শোধন করিয়া সেই দেশে লইয়া যান যে-দেশের কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, রমণীগণ তাঁহার কান্তা, ভূমি—চিন্তামণি, কৃষ্ণ—কল্পতরু, জল—অমৃত, কথা—গান, গমন—নৃত্য, গাভী—কামধেনু এবং সে-দেশের সকল বস্তুই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবোপকরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সাধুগণ তীর্থপর্য্যটন-স্থলে যাত্রিগণকে সেই অপ্রাকৃত দেশের সন্ধান দিয়া তাহাদের সেই দেশে ভ্রমণ-

কৌতূহলে অধিকতর উৎসাহিত করিয়া থাকেন। আচার্য্যানুগমনে এতাদৃশ ভ্রমণের নামই সার্থক-ভ্রমণ।

তীর্থ-ভ্রমণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে জানিয়া জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমন্-নিত্যানন্দ প্রভু দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ-পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তীর্থ-পর্য্যটনের ফল যে কেবলমাত্র জড়েন্দ্রিয়-তৃপ্তি নহে, তাহা যে কেবল নিষ্কিঞ্চন ভাগবত-সঙ্গ ও কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুকৃপালাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ, ইহাই নিজ আচরণ দ্বারা তিনি জগজ্জীবগণকে জানাইয়া গিয়াছেন—

এইমত নিত্যানন্দপ্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হইল মিলন॥
নিত্যানন্দ বলে, তীর্থ করিলাম যত।
সম্যক্ তাহার ফল পাইলাম তত॥

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও একদিন কর্ম্মকাণ্ডীয় গয়া-শ্রাদ্ধাদি নিরাসকল্পে গয়া-শ্রাদ্ধের ছলনা প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধুসঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপন করিয়াছেন। এবং গুরুবৈষ্ণবের দর্শনই সর্ব্বতীর্থ দর্শনের সম্যক্ ফল, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন,—

প্রভু বলে,—"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥"

এইলীলা দ্বারা জানা যায় যে, তীর্থপদ শ্রীভগবানের দাস অভিমান যাঁহাদের, তাঁহারা স্বয়ং তীর্থ-স্বরূপ, যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৩।১০) বলেন,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে তীর্থপদ শ্রীভগবান্ সতত বিরাজ করেন বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্বয়ং তীর্থ-স্বরূপ। মজ্জনাদি দ্বারা পাপ-মলিনতা-প্রাপ্ত তীর্থকে বৈষ্ণব-গণ পবিত্র করেন বলিয়া বৈষ্ণব-দর্শন সর্ব্বতীর্থ-ভ্রমণের একমাত্র মূল-কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥

জগদ্‌গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির

তীর্থ-ভ্রমণলীলা দ্বারা জানা যায় যে, আচার্য্যানুগমনে তীর্থ-দর্শন দ্বারা শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী-ধারা জীব-হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং তাঁহারা অতীর্থকে তীর্থীভূত করিবার জন্যই ভ্রমণ করিতেন।

কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, নাস্তিক, মায়াবাদী, ইতর দেবতাযাজী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি সহজিয়াগণের দেশ-ভ্রমণ বা তীর্থযাত্রা কেবল যে পরিশ্রম মাত্র তাহা নহে, পরন্তু উহা তাহাদের মনেরও ভ্রম-স্বরূপ হইয়া থাকে। তাহাদের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ॥"

প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি অপ-সম্প্রদায়ের ঐ প্রকার তীর্থ-ভ্রমণের পাণ্ডাগিরি হইতে রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধভাবে ভক্তির প্রচার ও ভগবানে শরণাগতি লাভের উপায়-স্বরূপ যে তীর্থ ভ্রমণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহাই এই প্রবন্ধের একমাত্র আদর্শ—

গৌর আমার, যে-সব স্থান,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥" (শরণাগতি)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

(পদ্মপুরাণাবলম্বনে লিখিত)

অম্বরীষ মহারাজ একদা বিষ্ণুধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করত তথায় চিরবাসী জিতেন্দ্রিয় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, —"হে প্রভো! আপনি আমাকে অপার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন। যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ পরব্রহ্ম এবং মুনিগণ যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন, সেই চিন্ময়তত্ত্বে আমার মন কিরূপে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বলুন।"

বেদব্যাস বলিলেন,—"হে হরিপ্রিয় মহারাজ অম্বরীষ! তুমি যে অতি নিগূঢ় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা আমি পূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই, তোমাকে লিতেছি। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বে যেরূপে যে অবস্থায় অবিনাশী অবিকৃত হইয়া অবস্থিত ছিল, ভগবদিচ্ছায় প্রকটিত সেই বিশ্বের কথা সর্ব্বাগ্রে বর্ণনা করিতেছি।—

"আমি পূর্ব্বে ফল-মূল, জল ও বায়ুমাত্র আহার করিয়া বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া শ্রীহরির দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। জগদীশ্বর আমাকে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে মহামতে! তুমি কি অভিপ্রায়ে এইরূপ করিতেছ, তত্ত্বজ্ঞানের কামনায় কি? তাহা বল, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমায় সত্য বলিতেছি, আমার দর্শন পাইলে জীবের আর সংসার-ক্লেশ ঘটে না।'

"তখন আমি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে বলিলাম,—'মধুসূদন! যিনি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং যিনি জগৎপতি ও জগতের প্রকাশ-স্বরূপ, সেই আপনাকে আমি সাক্ষাৎ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।'

"তখন **শ্রীভগবান্** কহিলেন,—'পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ও প্রার্থিত হইয়া তাহাকে যেরূপ বলিয়াছি, এক্ষণে তোমাকেও তাহাই বলিতেছি। —কতকলোকে আমাকে 'প্রকৃতি' বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কেহ বা পরমপুরুষ 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকে, কেহ বা আমাকে 'ধর্ম্ম' বলে; কেহ বা নশ্বর ধনকেই ঈশ্বর বলে, কাহারও মতে মুক্তিই ঈশ্বর; কতকলোকে শূন্যকে, কেহ বা সত্তাকে এবং কেহ বা মঙ্গলময় সদাশিবকে 'পরমেশ্বর' বলেন। আবার অন্যলোকে বেদের শীর্ষদেশে অবস্থিত একমাত্র 'সনাতন পুরুষ' বলিয়া আমায় নির্দ্দেশ করেন। হে মহাভাগ! আজি আমি তোমাকে সেই নির্ব্বিকার বেদগোপিত চিদানন্দময় সৎস্বরূপ অপরূপ রূপ প্রদর্শন করিতেছি।"

মহর্ষি বেদব্যাস বলিলেন, "হে বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজ! ভগবানের এই-প্রকার বাক্যাবসানে আমি দেখিলাম,—সেই আমার নবজলদ-কান্তি প্রভু গোপ-বালকবেশে পীত বসন পরিধান করত **গোপ-কন্যাগণে পরিবৃত হইয়া** কদম্ব-তরুমূলে বসিয়া গোপ-শিশুদিগের সহিত বাল-সুলভ হাস্য করিতেছেন। আরও দেখিলাম,—সম্মুখে সেই নবপল্লব-শোভিত, ভ্রমর-কোকিল-রবে গুঞ্জিত কাম-মনোমোহন বৃন্দাবন; তথায় মেঘের ন্যায় শ্যামলা যমুনা **প্রবাহিতা** হইতেছে এবং দেবরাজের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-হস্তোদ্ধৃত সেই গোপ ও

গোবৃন্দের সুসম্পদ গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকেও দেখিলাম। আমি সর্ব্বভূষণেরও ভূষণভূত সেই বেণুবাদনকারী, গোপালবেশী ভগবানকে দেখিয়া সমধিক আনন্দিত হইলাম।

"বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'বৎস! তুমি যে আমার এই শান্ত সচ্চিদানন্দময় পদ্মপলাসলোচন **দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্যামসুন্দর সনাতন দিব্যরূপ** দেখিতেছ, **ইহার পর আর অবশিষ্ট কিছুই নাই।** বেদ-চতুষ্টয় এই রূপকেই 'সর্ব্বকারণ-কারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই সত্য পরমানন্দ-স্বরূপ, চিদ্‌ঘন ও নিত্য-মঙ্গলময়। হে বৎস! এই মথুরাপুরী, যমুনা-নদী, গোপ-রমণীগণ ও গোপ-বালকগণ—এ সমুদয় আমার নিত্য-সহচর-সহচরী জানিও এবং অবতারী হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণ'রূপে আমার লীলা ও 'পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ' রূপও নিত্য—ইহাতে সংশয় করিও না। রাধিকা আমার সর্ব্বদা প্রিয়তমা, এবং আমাকে সর্ব্বজ্ঞ, পরাৎপর, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বানন্দময়, সর্ব্বকাম-স্বরূপ মদনমোহন বলিয়া জানিও; এই বিশ্ব-সংসার আমারই মায়াবশে প্রকাশমান হইলেও আমাতেই অবস্থিত আছে জানিবে।'

"অনন্তর লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবানকে আমি বলিলাম,—'হে জগতের কারণেরও কারণস্বরূপ প্রভো! এই গোপকন্যারা ও গোপবালকেরা কে? এই কদম্বতরুই বা কে? বনই বা কি? কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমেরাই বা কে? আর যমুনা ও গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনই বা কে? আর ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-ধ্বনিই বা কি?—তাহা আমাকে বলুন।'

"ভগবান্ প্রীত হইয়া প্রসন্নবদনে আমাকে বলিলেন,—'বৎস! গোপিকারা শ্রুতি-ভিন্ন কিছুই নহে, আর শ্রুতি-মন্ত্রসমূহই গোপকন্যকা এবং তপস্যানিরত বৈকুণ্ঠ-বাসী মুক্ত মুনীগণই গোপবালক; কল্পবৃক্ষই পরমানন্দাস্পদ কদম্ব-বৃক্ষ হইয়াছে ও আমার গোলোকের নিত্য-বিহারস্থলীকেই বৃন্দাবনরূপে দেখিতেছ; সিদ্ধ,সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণই কোকিলাদির মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। নিখিলশাস্ত্র এই যমুনাকে আনন্দময়েরই মূর্ত্ত্যন্তর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শান্তহৃদয় তপস্বী সত্যনিষ্ঠ 'বেদব্রত'নামে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই বেণুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মহাভাগ বেদব্যাস! ইহাতে কিছু সংশয় করিও না। আমি তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা সমস্ত বেদেরও অতি নিগূঢ়-রহস্য বলিয়া জানিবে।"

উক্ত উপাখ্যানের শিক্ষা

অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই যে সর্ব্বোত্তম এবং ব্রজদেবীগণ যে মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত আখ্যায়িকা হইতে প্রতিপাদিত ও প্রমাণিত হইবে। সর্ব্ববেদান্তসার পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্", "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" প্রভৃতি শ্লোকদৃষ্টে অনেকে মনে করিতে পারেন—ভগবান্ যে গোলোকগত অপ্রাকৃত রাসাদিক নিগূঢ় লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বোধহয় অধিকার-নির্ব্বিচারে সকলেরই আলোচ্য ও শ্রবণ-কীর্ত্তনীয়। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ পরদুঃখদুঃখী মঙ্গলময় শ্রীবেদব্যাস পূর্ব্বেই ইহার আশঙ্কা করিয়া রাস-পঞ্চাধ্যায়-শেষে "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" শ্লোকের দ্বারা অনধিকারীর পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর-রসাত্মক লীলাদি আচরণ করা দূরের কথা, মনে মনেও চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। টীকাকারগণ ও বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ সকলেই উক্ত বাক্যের সমর্থন করিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এঁচড়েপাকা প্রাকৃত-সহজিয়াশ্রেণী হাটে-ঘাটে-মাঠে উন্নতোজ্জ্বল-রসতত্ত্ব আলোচনামুখে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি দ্বারা অনধিকারী নিজদিগকে ও জনসাধারণকে অধঃপাতিত করিয়া নিরয়গামী হইতেছেন। ভগবান্ তাহাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

—প্রকাশক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তি-সাধন-মহিমা (৫)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠার পর)

নিষ্কাম ভক্তি

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।
তাহারে সে বলি যোগি-সন্ন্যাস-লক্ষণ ॥
বিষ্ণু ক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে—সাক্ষাতেই এই বেদে বলে ॥

কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি

বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥
এই স্থানে আছে ধন বলি দক্ষিণে খুদিবে
ভীমরুল-বরুলী উঠিবে, ধন না পাইবে ॥
পশ্চিমে খুদিবে তাহাঁ যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধনে হাত না পড়য় ॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥
অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণ-প্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈলে দুঃখ আপনি পলায় ॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥
দারিদ্র্য নাশ-ভবক্ষয়, প্রেমের ফল নয়।
প্রেম-সুখভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি?
দেব-দেহ, স্থাবর-দেহ যৈছে অবস্থিতি ॥
অনন্য ভক্ত মোরে অর্পি' মন প্রাণ।
পরম আনন্দে রয় করি' গুণ গান ॥
শোক, আশাহীন যার চেতন জাগ্রত।
সমদৃক্ সেই লভে ভক্তি মোর ব্রত ॥
যাহা খাও, যাহা হোম, দান-আদি কর।
যাহা তপ, সব কিছু মোর কাছে ধর ॥
ভক্তি দ্বারা তুষ্ট হন যেরূপ ভগবান্।
অন্য সাধনেতে নহে সেরূপ কদাচন ॥

বিধিভক্তি

শাস্ত্র-বচন প্রবল, মর্য্যাদা-সহিত।
কেহ বলে—বিধিভক্তি, পূজামার্গরীত ॥
সেই বিধিভক্তি এবে শুন সুধীজন।
যে-কথা শুনিলে হয় অবিদ্যা মোচন ॥
গুরু-পাদাশ্রয় দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা, পৃচ্ছা, সাধু-মার্গানুগমন ॥
হরি লাগি ভোগত্যাগ, হরিধামে বাস।
যুক্তার্থ স্বীকার, একাদশী উপবাস ॥
অশ্বত্থ, আমলকী, গো, দ্বিজ, বিষ্ণুজন।
তা' সবার পূজা, আর হরি-আরাধন ॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন ॥
অগ্রে নৃত্য গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎনতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি ॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ, মাল্য, গন্ধ, মহাপ্রসাদ সেবন ॥
আরাত্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয় দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥

তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
—এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণ-অভিমত ॥
অখিল চেষ্টায় তাঁর করুণা দর্শন।
জন্ম-মহোৎসব আদি লঞা ভক্তগণ ॥
সর্ব্বদা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥
সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণ-প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥
এক-অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি কৈল বহু অঙ্গ-সাধন ॥
কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্রআজ্ঞা মানি
দেব-ঋষি-পিত্রাদির কভু নহে ঋণী ॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচার তার না ছাড়ে কখন ॥
বিধিমার্গ ত্যাগ করি' **রাসলীলা গায়**
সেইদোষে সহজিয়া অধঃপাতে যায়
বৈধভক্তে যদি হয় পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করে পতিত ॥
'জ্ঞান-বৈরাগ্য' ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-সংযমাদি বুলে ভক্তসঙ্গ ॥

রাগাত্মিকা ভক্তি

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী-জনে।
তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা-নামে ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় অতি ভাগ্যবান্ ॥
লোভে ব্রজবাসী কৃষ্ণে করে অনুগতি।
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে রাগানুগা রীতি ॥
অভীষ্টে স্বাভাবিক আবেশ অবিরাম।
তন্ময়ী ভক্তি সেই রাগাত্মিকা নাম ॥

রাগানুগা ভক্তির উদাহরণ

লোক-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ-সুখ, আত্ম-সুখ-মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে পরাণ ধারণ ॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত-বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে সব ব্যবহার ॥
কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ **অনুরাগ** ॥
পরমতত্ত্ব শ্রীহরি রসময় রূপ।
তারে লভি হয় জীব আনন্দ-স্বরূপ ॥

পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরস

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর।
কৃষ্ণভক্তি-রস-মধ্যে এ পঞ্চ চতুর ॥

সপ্ত গৌণরস

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, বীভৎস।
রৌদ্র, ভয় আদি সপ্ত ভক্তি-গৌণরস ॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধ

যাঁহারা বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারা সাত্বত বা কার্ষ্ণ নামে অভিহিত। এই কৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণগণই দৈব-বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। জগতে দেব ও অসুরভেদে দুই প্রকার জীব আছে। যথা—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা দৈব এবং তাঁহার বিপরীত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ অর্থাৎ বিষ্ণুবিরোধিগণই অসুর-শব্দবাচ্য। প্রথমটী দৈব-বর্ণ, দ্বিতীয়টী আসুর-বর্ণ বলিয়া কথিত। সুতরাং এই উভয় বর্ণ বা স্বভাববৈশিষ্ট্য মধ্যে লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ, আচারগত বহু পার্থক্য থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। মানব-সমাজের হিতকর ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে দৈবাসুর উভয়বিধ সৃষ্ট-জীবের আচার-ব্যবহার, সংস্কার ও কার্য্যানুষ্ঠানাদি সুদীর্ঘকাল হইতে স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। দৈব-বর্ণাশ্রমী সাত্বত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতে গরুড়পুরাণ, গৌতমীয় সংহিতা, ভরদ্বাজ-সংহিতা, নারদ-পঞ্চরাত্র, নৃসিংহপরিচর্য্যা, ক্রমদীপিকাদি পদ্ধতি-গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে সংস্কার ও ধর্ম্ম-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পর হীনপ্রভ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনরায় অভ্যুদয় হয়। তখন জীবের সৌভাগ্যক্রমে ধর্ম্মের সংস্কারের একটা সাড়া পড়িয়াছিল। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তিকালেই স্মার্ত্তসমাজের নেতা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সুপ্রাচীন স্মৃতি-সংহিতার বিচার-ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া নবীন ধারায় স্মৃতি-সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই রঘুনন্দনের পূর্ব্বে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংরক্ষক শ্রীচৈতন্য-দেবের নির্দ্দেশ ও প্রেরণায় শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রাচীন সংহিতা, পুরাণ-পদ্ধতির সার সংগ্রহ করিয়া "শ্রীহরিভক্তিবিলাস" বা নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও ব্রত-পদ্ধতি এবং "সংক্রিয়া-সার-দীপিকা" বা দশসংস্কার -পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে স্মার্ত্তের ন্যায় শ্রাদ্ধ-প্রণালী বা পিতৃদেবার্চ্চন-পদ্ধতি পরিস্ফুটভাবে সঙ্কলিত হয় নাই। কেবল হরিভক্তি-বিলাসে সূত্রাকারে এইরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চ তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥ (৯।৮৭-ধৃত পঃ পুঃ বাক্য)

অর্থাৎ, বিষ্ণুর নিবেদিতান্ন দ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করিবেন এবং

পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন শ্রাদ্ধকালে অর্পণ করিবেন। তাহাতে তাঁহাদের ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥ (৯।৮৪-ধৃত কূঃ পুঃ বাক্য)

অতএব ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধদিনে প্রথমে ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত প্রসাদান্নের দ্বারাই শ্রাদ্ধের আনুষ্ঠান করিবেন। হরিভক্তিবিলাসে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে এবং **"সৎক্রিয়াসার-দীপিকায়"** উল্লিখিত হইয়াছে—**"কৃতেয়ং পদ্ধতিঃ কিন্তু পিতৃদেবার্চ্চনং বিনা"**। পিতৃদেবার্চ্চন বর্জ্জন করিয়া এই পদ্ধতি-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। পিতৃদেবার্চ্চনে নামাপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু স্মার্ত্তপদ্ধতি-মতাবলম্বিগণ পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশে যে সামিষ অন্নদানের প্রথা বিধান করিয়াছেন—তাহা কোনও প্রকারে শুদ্ধ শ্রাদ্ধ বলিয়া গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তৎপরিবর্ত্তে ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্নের দ্বারা পাত্বতশ্রাদ্ধ অর্থাৎ বৈষ্ণব পিতৃপুরুষগণের প্রীত্যর্থে যে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে সকলেরই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। কেননা, 'শ্রাদ্ধ' কথাটী শ্রদ্ধা-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং এক্ষণে বিচার করা কর্ত্তব্য যে, কাহাকে প্রকৃত 'শ্রাদ্ধ' বলে। 'শ্রাদ্ধ'-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য—

'শ্রৎ' সত্যং দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা,
শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধম্।

'শ্রৎ' শব্দে ভক্তি-বিশ্বাসকে বুঝায়, যদ্দ্বারা সেই নিত্যবস্তু লাভ করা যায়। অর্থাৎ তাহাকেই শ্রদ্ধা কহে। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়"। সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোনও কর্ম্ম কৃত হইলে তাহাকে 'শ্রাদ্ধ' বলা হয়। অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সংস্কৃত অন্নব্যঞ্জনাদি পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদানের নামই পিতৃশ্রাদ্ধ। ঋষি পুলস্ত্য বলিয়াছেন—

সংস্কৃত-ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধি-ঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যঞ্জনযুক্ত দধি-দুগ্ধ, ঘৃতান্বিত অন্ন শ্রদ্ধা-সহকারে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করাই শ্রাদ্ধ। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে দান, তাহার নাম পিতৃযজ্ঞ; এই যজ্ঞ প্রত্যহ করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এই শ্রৌতবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

পরমান্নং তথা দত্ত্বা তৃপ্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীং।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতি তথা ॥

শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পরমান্ন প্রদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, হরিধামে বাস হয় এবং বংশও উদ্ধার হইয়া থাকে। এইজন্যই কৃষ্ণভক্ত কাষ্ণ' বা বৈষ্ণবগণ মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে পরমান্ন প্রসাদ প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র হইতে আনীত মহাপ্রসাদ দ্বারাও পিণ্ড দান করেন। যেহেতু—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।"
"কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ ॥"

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক, অথবা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, এমনকি কুক্কুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও তাহা অতি পবিত্র। কিন্তু স্বল্পপুণ্যবান্ বা সুকৃতিবিহীন ব্যক্তিগণের মহাপ্রসাদে, শ্রীকৃষ্ণে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে—এই চারি মোক্ষপ্রদ বস্তুতে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার উদয় হয় না।

স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "তিথিতত্ত্বে" নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

"নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ পিতৄন্ দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥"

অর্থাৎ নারিকেল ও চিপিটকের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবেন। ইহাকে কি প্রকৃত পিতৃদেবের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চন বলা যায়? ধন্য স্মার্ত্ত-বিধান! শ্রাদ্ধদিবসে নিজেদের জন্য চতুর্ব্বিধ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সুপক্ক দ্রব্যের ব্যবস্থা হয়, আর পিতৃপুরুষের জন্য শুষ্ক চিড়া ও নারিকেল!! শাস্ত্রে এবম্বিধ প্রমাণাদি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকিলেও, অধুনা প্রাকৃত স্মার্ত্তগণ ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণকেও তাহাদের মৃত্যুর পর তাহারা 'প্রেত'-'পিশাচিনী' হইয়াছে বলিয়া আমিষ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করেন। মৎস্যের পরিবর্ত্তে অন্ততঃপক্ষে দগ্ধ-কদলী খাওয়াইয়া আমিষ ভক্ষণের নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে—এইরূপ বিধান দিয়া থাকেন। তাঁহারা "দগ্ধং আমিষ-মুচ্যতে"—এই বাক্যের দোহাই দেন। জীবিতকালে মহাপ্রসাদসেবী শুদ্ধাচার-পরায়ণ পিতা-মাতাকে মৃত্যুর পর প্রেত-পিশাচিনী কল্পনা করত নরকের ক্রিমিকীট করিয়া রাখিব সেও ভাল, তথাপি বৈষ্ণবের মতানুবর্ত্তী হইয়া ভগবৎপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব না! কেননা, বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বেই যখন ভালদিকটা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আমাদিগকে মন্দের দিকটা লইয়াই তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে! স্মার্ত্ত-মতাবলম্বিগণের শ্রাদ্ধে

এবং প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপে ঠিক এই ভাবই পরিস্ফুট হইয়াছে কি না, নিরপেক্ষ সুধীগণেরই তাহা বিবেচ্য ও বিচার্য্য। আর এই কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-পদাবলেহী হইয়া আজকাল **প্রাকৃত-সহজিয়াশ্রেণীও** নিজদিগকে মুখে বৈষ্ণব-মহাজনগণের অনুগতাভিমানী বলিয়া পরিচয় দিয়া কার্য্যতঃ সাত্বত বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস, **'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'** তথা 'সংস্কার-দীপিকা' প্রভৃতির বিধি-ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করত পূর্ব্ব-গুরুবর্গের দ্রোহাচরণের প্রশ্রয় দিতেছেন। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান যে বৈদিক বিধান-অনুসারেই করিতে হইবে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন.—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥ (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১৯৮)

লৌকিকী বা বৈদিকী যে কোন কর্ম্ম করুন না কেন, ভক্ত্যভিলাষি-জনের পক্ষে তাহা হরিসেবার অনুকূলে নির্ব্বাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। দৈববর্ণাশ্রমী সাত্বত বা বৈষ্ণবজনকে বেদবিধি অবশ্যই মানিতে হইবে, কিন্তু সে বিধি হরিভক্তির অনুকূল হওয়া উচিত। পরন্তু শ্রুতি-স্মৃতির বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত হরিভক্তি (?) প্রদর্শন করিলেও শ্রীভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘনহেতু তাহা উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে। যথা—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

অতএব দৈব-বর্ণাশ্রমী সাত্বত বৈষ্ণবগণকে হরিভক্তির অনুকূলে বৈদিক ও লৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। মহাপ্রসাদদ্বারা পিণ্ডদান পর্য্যন্ত করিবার বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যথা—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্ত-শেষং,
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসী-বিমিশ্রা-
নাকল্পকোটীং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥

শ্রাদ্ধকালে ভক্তিসহকারে পিতৃগণ ও দেবতাগণকে মহাপ্রসাদের সহিত তুলসী মিশ্রিত করিয়া পিণ্ড দান করিলে পিতৃগণ কোটি-কল্পকাল সুতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

"উড়িয়া মাড়ুয়া"

একখানি অশ্লীল বেনামী পত্র

পাঠকবর্গ এই প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ঐরূপ শিরোনামা আমাদের প্রদত্ত নিজস্ব শিরোনামা নহে। কারণ, আমরা "উড়িয়া মাড়ুয়া"র নিকট হইতে একখানা পোষ্টকার্ডে পত্র পাইয়াছি। সেই পত্রখানিতে কোন ঠিকানা, তারিখ বা অন্য কোনও পরিচয় লিখিত হয় নাই, তবে পত্রলেখক নিজকে "তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী ভক্তাশ্রম **প্রভুর** অনুগত **'উড়িয়া মাড়ুয়া'**" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্যই আমরা এ' প্রবন্ধের উক্তরূপ শিরোনামা দিয়াছি। ঐ পত্রে তিনি 'প্রভু' শব্দটীর যেরূপ বর্ণবিন্যাস লিখিয়াছেন, সেইরূপই এস্থলে মুদ্রিত করিয়াছি। পত্রখানিতে তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"এই **পত্রটী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া** ছাপাইলে জানিব আপনাদের **সৎসাহসের পরিচয়** আছে।" আমরা এরূপ পত্র প্রকাশ করিয়া শ্রীপত্রিকার গৌরব হানি করিতে ইচ্ছুক নহি। কারণ, পত্রখানির অসংযত ও অশ্লীল ভাষা এবং ইহাতে বর্ণাশুদ্ধি এত অধিক যে, ইহা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। তথাপি এই পত্রখানি মাননীয় তোতারাম বাবাজী মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের অন্যতম একদলের লিখিত বলিয়া এবং লেখক স্বয়ং একজন 'শুভাকাঙ্ক্ষী' বলিয়া পরিচয় দিবার ধৃষ্টতা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করায় আমরা পত্রখানির যথাযথ উত্তরসহ সমুদয় অংশই তাহার উপযুক্ত শিক্ষার জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

সৎসাহসের পরিচয়

প্রথমেই আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদকের সাহস পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে তাহার "ঝেঁড়ে কাঁড়া" শীর্ষক বেনামী পত্রে নিজস্ব নাম ও ঠিকানা সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া **সাহসের পরিচয়** দিলেই অন্যের সাহস আছে কিনা পরিচয় পাইতেন এবং আমরাও বিশেষ সন্তুষ্ট হইতাম। যে-সমস্ত ভীরু, কাপুরুষ, অকাল-পক্কতা-প্রযুক্ত ও অনধিকার-চর্চ্চাহেতু আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করে অথবা লোক-লজ্জার ভয়ে নাম-ঠিকানা গোপন রাখিতে বাধ্য হয়, তাহাদের জন্ম ও ঔরস সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ হইবে না কেন?

উড়িয়া মাড়ুয়ার পরিচয়

"উড়িয়া মাড়ুয়া" বলিলে সাধারণতঃ 'উড়ে মেড়া'কে বুঝায়। 'মেড়া'-শব্দ

'মাড়ুয়া'-শব্দেরই অপভ্রংশ। এই 'উড়ে মেড়া' ন্যায়টী বাংলাদেশে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা পত্র-লেখকের নিশ্চয়ই জানা থাকিবে। তথাপি লেখকের হয়ত বিস্মরণ হইতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি ;—'উড়িয়া মেড়াদের যতই চাবুক মারিয়া শাসন করা যাউক না কেন, তাহারা তাহাদের স্বভাব কোনও রকমেই পরিবর্ত্তন করে না।' সুতরাং "পশূনাং লগুড়ো যথা" —শ্রীমদ্ভাগবতের এই শিক্ষা অবলম্বন করিয়া উড়িয়া মেড়াকে যতই চাবুক দেওয়া হউক না কেন, সে তাহার **'ইঁচড়েপাকা সহজিয়াগিরি'** কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। কারণ ইহা তাহার জাতিগত দোষ। ইহা ছাড়া মেড়ার আর একটি স্বভাব আছে, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। মেড়া, ভেড়া, মেষ, গড্ডল, গাড়ল প্রভৃতি শব্দগুলি পর্য্যায়-বাচক। তজ্জন্য 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বলিয়া একটী ন্যায় সর্ব্বত্র শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, গড্ডল বা মেড়াগুলি স্বভাবতঃ অগ্রগামী মেষ যে-প্রকার ভ্রমবশতও যদি গর্ত্তে বা নদীতে পতিত হয়, তবে সকলেই হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই তাহার অনুসরণ করে। এই 'উড়িয়া মাড়ুয়া'ও তাহার জাতিগত বৃত্তিবশতঃ তাহাই করিতে বাধ্য। যেহেতু একজন যে-কোনও কারণেই হউক **সহজিয়া-গর্ত্তে** পতিত হইতেছে দেখিয়াও তাহা হইতে নিরস্ত না হইয়া 'গড্ডলিকা-প্রবাহের' ন্যায় সবগুলি 'মেড়া' তাহাতেই পতিত হইল!

'উড়ে মেড়া' খেতাবে আপত্তি

ওহে **'এঁচড়েপাকা সহজিয়া'**! তুমি নিজকে "উড়িয়া মাড়ুয়া" বলিয়া পরিচয় দিলে কেন? ইহাতে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলের লোক তোমার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবে, তাহা কি তুমি জান না? আমি এসম্বন্ধে মেদিনীপুর-বাসী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিগত ইংরেজ শাসনের সময়ে ইংরেজ-কর্ত্তৃপক্ষগণ মেদিনীপুর হইতে কাঁথি মহকুমাকে কর্ত্তন করিয়া উড়িষ্যার অন্তর্গত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। বাংলার খ্যাতনামা মেদিনীপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ মহানুভব মাননীয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বীরেন্দ্র শাসমল মহোদয়ের বিশেষ চেষ্টায় কাঁথি মহকুমা উড়িষ্যার (উড়িয়ার) কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তুমি কাঁথির অন্তর্গত সাউড়ীর দলভুক্ত হইয়াও নিজেকে 'উড়ে মেড়া' বলিয়া পরিচয় দিলে কেন? **সাউড়ীর লোকগুলি কি উড়ে মেড়া?** আমি ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে কাঁথি মহকুমার বহু সেবক বর্ত্তমান। তুমি এই "উড়িয়া মাড়ুয়া" খেতাব প্রকাশ করিয়া যে অশোভন

ইঙ্গিত করিতেছ, তাহার বিরুদ্ধে সমস্ত কাঁথিবাসী, এমন কি মেদিনীপুরবাসীও প্রতিবাদ করিবেন।

উড়িয়ার মূর্খতা ও যোগ্যতা-বিচার

উড়িয়া মেড়ার প্রশ্ন এই যে,—"পরমানন্দ ভায়ার **মূর্খতা** বেশী, না **গেঁড়িয়াধারীদের** যোগ্যতা বেশী?" প্রশ্নকর্ত্তা এমনই মূর্খ যে, তাহার 'মূর্খতা'-শব্দের বর্ণবিন্যাস জ্ঞান নাই। ইহা ছাড়া 'গেঁড়িয়াধারী' শব্দটী শ্লেষসূচক হইলেও ইহাতেও বর্ণশুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। যাহা হউক, কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া প্রতিবাদ করিলে সাউড়ী সম্প্রদায়ের গৌরব হইত। তবে ইহাদের গোড়ায়ই গলদ, চেলা-চামুণ্ডার ঘটে আর বিদ্যা আসিবে কোথা হইতে?

প্রশ্নকর্ত্তা পরমানন্দ ভায়াকে তাহাদের দলে লইবার জন্য তাঁহার হাতে হাত মিলাইয়া যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকেও গালি দিতে ত্রুটি করেন নাই। কারণ 'গেঁড়িয়াধারী' শব্দের দ্বারা তিনি গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্রীয় বেষের প্রতি অপরাধবশতঃ কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। এই পরমানন্দ ভায়াও কোনদিন গৈরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী ছিলেন। বর্ত্তমানেও তাঁহাদের সম্প্রদায়ে গৈরিক-বসনধারী বহু সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী অবস্থান করিতেছেন। 'গেঁড়িয়াধারী' বলিলে কি ইহাঁরা বাদ যাইবেন? সে যাহা হউক, 'গেঁড়িয়াধারীদের যোগ্যতা' সম্বন্ধে ভাল-মন্দ বিচার বুঝিবার শিক্ষা-দীক্ষা ও ক্ষমতা 'উড়িয়া মাড়ুয়া'র আছে কি?

ব্যাপক দৃষ্টির অভাব, না—মুদ্রাকর প্রমাদ?

বেনামদার লিখিয়াছেন—"বৈশাখ মাসের ১৩৬০ না লিখিয়া ১৩৫৯ যাঁহারা লিখেন তাহাদের ব্যাপক দৃষ্টির পরিচয় সেইখানেই পাওয়া যায়।" অবশ্য একথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, প্রুফ-সংশোধক (Proof Reader) এর অনবধানতাবশতঃ ১৩৬০ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসেও পূর্ব্ববৎসরের ১৩৫৯ সালের সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তবে ইহাতে পত্রলেখক বেনামদার যদি আমাদের ব্যাপক দৃষ্টির অভাব মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের দলের সংবাদ-পত্রখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠাও ঐরূপ ভ্রান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। আমরা আবশ্যক হইলে ঐ পত্রিকার যে-কোন পৃষ্ঠা হইতে বহু সংখ্যক মুদ্রাকর-প্রমাদ বাহির করিয়া একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা ছাপাইয়া দিব। শুধু মুদ্রাকর প্রমাদ নহে, ভাব-গত, ভাষা-গত, বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের ভুল তাহাদের পত্রিকায় প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। সে যাহা হউক, পত্রলেখক এই প্রকার মুদ্রাকর

প্রমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই উহা কর্ত্তৃপক্ষের ব্যাপক দৃষ্টির অভাব বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া লইয়াছেন।—ইহা কি পরছিদ্রান্বেষী নীচ-প্রবৃত্তির লক্ষণ নহে? আমরা বলি, উহাতে লেখকের মণিময়মন্দিরে পিপীলিকার ছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তিই প্রচুররূপে প্রকাশ পাইয়াছে—"মণিময়-মন্দিরমধ্যে পিপীলিকাঃ পশ্যন্তি ছিদ্রম্।" এইপ্রকার পরচর্চ্চাকারীর ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে মহাজনগণের উক্তি বেনামদারকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।—"পরচর্চ্চকের গতি নহে কভু ভালে।" (চৈঃ ভাঃ)

সাউড়ীর ইঁচড়েপাকা সহজিয়াদের স্বভাবের অভিব্যক্তি

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৩য় (বৈশাখ) সংখ্যা, ১১৪ পৃষ্ঠায় "পরলোকে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তাশ্রম প্রভু" শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া উহার ১১৫ পৃষ্ঠার ২য়-৩য় ছত্রে "তিনি ইঁচড়েপাকা সাউড়ির সহজিয়া-সম্প্রদায়ের গুরুদ্রোহী বিচারের কোন প্রশ্রয় দিতেন না"—এইরূপ একটী উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সাউড়ীর ইঁচড়েপাকা সহজিয়ার দল কি-প্রকার ক্রোধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া নিজেদের রজস্তমোগুণ-তাড়িত সাক্ষাৎ কলি-লাঞ্ছিত দুশ্চরিত্রের পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রথম নমুনাস্বরূপ "উড়িয়া মাড়ুয়ার" পত্রের প্রথম অংশ অবিকল নিম্নে উদ্ধার করিতেছি। ইহা পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ তাহাদের স্বরূপের অভিব্যক্তির পরিচয় পাইবেন।—

"ঝেঁড়ে কাড়া

"গেঁড়ীয় পত্রিকায় গেঁড়ীয় মঠের **গাঁড়োল** গাড়ীওয়ালাদের গেঁড়ীয়াধারীর **এঁচড়েপাকা সাউড়ীর** পেছনে কাড়া দেওয়া সচ্চরিত্রের পরিচয় নয়। নিজেদের গুয়ের গন্ধ আগে দূর করা দরকার। তৎপরে অন্যের পেছনে কাঠি দেওয়া চলিতে পারে।"

'গেঁড়ীয়' বা 'গেঁড়ীয়াধারী'—মুসলমানের ভাষা

উক্তস্থলে পত্রলেখক 'গেঁড়ীয় পত্রিকা' বা 'গেঁড়ীয় মঠ' বাক্যদ্বয় ব্যঙ্গোক্তি-স্বরূপ 'গৌড়ীয়'-স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'গেঁড়ীয়াধারী' বলিতে তাহারা গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবর্গকে উপহাস করিয়াছেন। আমরা জানি—মুসলমানগণ মায়াপুরকে 'মেয়াপুর', কলাকে 'কেলা' বলিয়া থাকে। কিন্তু যাহার পিতামাতা হিন্দু, এমন কি বৈষ্ণব (?), তাহার মুখ দিয়া 'গৌড়ীয়'-শব্দের স্থলে 'গেঁড়ীয়'শব্দের প্রকাশ হইবে—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য লেখক মুসলমান হইলে আমরা দুঃখিত হইতাম না। যাহারা অত্যন্ত বিদ্বেষী, তাহারা উপাস্যতত্ত্ব কৃষ্ণকে 'কেষ্ট-ফেষ্ট'-শব্দের দ্বারা ঘৃণা, বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ

করিয়া ঘোর অপরাধ-পঙ্কে নিপতিত হয় এবং নরকের পথ পরিষ্কার করে। 'গৌড়ীয়'-শব্দ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের উপাস্য-শব্দ বলিয়া অতি গৌরবের বস্তু। শ্রীগুরুদেবের নাম বা পিতামাতার নাম লইয়া একমাত্র বিদ্বেষী ব্যক্তীত কেহ উপহাস করে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই পত্র-লেখক "উড়িয়া মাড়ুয়া" সাউড়ীর দলভুক্ত হইলেও নিজকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরববোধ করিতে নিতান্ত অসমর্থ। অবশ্য আমরাও ইহা স্বীকার করি যে, 'ইঁচড়েপাকা সহজিয়া-সম্প্রদায়' প্রকৃত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' নয়।—যদি তাহারা গৌড়ীয় বলিয়া নিজদলের বিজ্ঞাপন দিতে সুখানুভব করিবেন, তাহা হইলে ঐরূপ উক্তি তাহাদের দ্বারা কখনই সম্ভবপর হইত না।

গাড়োল গাড়ীওয়ালা

আর একটী কথা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; তাহা এই যে, 'গাড়োল গাড়ীওয়ালা' কে?—ইহা গাড়োলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। লেখক স্বয়ং নিজকে 'মাড়ুয়া' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি—'মাড়ুয়া'-শব্দের মূল 'মেড়া' এবং এই 'মেড়া'কেই 'গাড়োল' বলে। সুতরাং যে নিজেই মেড়া, মাড়ুয়া বা **'গাড়োল'** বলিয়া মানে, সে যে অন্য সকলকেই তাহার অনুরূপ মনে করিবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? 'নিজে যেমন চেমনি—পরকে দেখে তেমনি'। 'কামুকাঃ পশ্যন্তি জগৎ কামিনীময়ম্'। যাহা হউক, গাঁড়োল আমাদিগকে তাহার চালকস্বরূপ 'গাড়ীওয়ালা' রূপে বরণ করিলেও আমরা ঐ শ্রেণীর নিতান্ত হেয়, নীচ 'গাঁড়োলের' শিক্ষকতা বা চালকতা করিতেও ঘৃণা বোধ করি, কারণ তাহারা অত্যন্ত নিম্নে পতিত। তথাপি কি করিব, উপায় নাই, দেখি কিছু শেখান যায় কিনা।

'নিজের' ও 'অন্যের' দুর্গন্ধ দূর করাই সমিতির উদ্দেশ্য

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ধর্ম্মজগতের গ্লানি দূর করিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগে উক্ত সমিতিই একমাত্র বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সঙ্ঘ। এই সমিতি নিজেদেরই হউক বা পরেরই হউক, কাহারও অসদাচারের প্রশ্রয় দেয় নাই, দিতেছে না, দিবেও না।

শেষ বক্তব্য

আমরা পত্রখানির সমুদয় অংশই অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই পত্রখানি যে সাউড়ীর দল হইতেই তাহাদের গায়ের জ্বালা মিটাইবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। ইহার কারণ পাঠকগণ ক্রমশঃ আরও জানিতে পারিবেন। আমরা ইহার ভাব, ভাষা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সমস্তই আলোচনা করিয়া পাঠক-বর্গকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত সাউড়ী সম্প্রদায়ের আরও ১খানা বেনামী পত্র পাইয়াছি। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে তাহাও সমালোচিত হইবে।

সে যাহা হউক, আমরা কোন দেশ, কাল বা পাত্রের প্রতি কোন ঘৃণা, বিরাগ বা বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করি না। "যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার"—এই বিচারে বৈষ্ণবমাত্রই আমাদের প্রণম্য—তিনি উড়িয়াই হউন আর গৌড়ীয়াই হউন। আমরা বৈষ্ণবগণের দাসসূত্রে মহাজনগণের নিম্নলিখিত উক্তিটী স্মরণ করিয়া বেনামী পত্রের উত্তর সমাপন করিতেছি,—

উড়িয়া গৌড়ীয়া যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দি হঞা অনুরক্ত॥

—গৌরজনকিঙ্কর গৌড়ীয়-সেবক

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে একাদশ-দিবসব্যাপী মহামহোৎসব]

বিগত ২৭শে আষাঢ় ১৩৬০, ইং ১১ই জুলাই, ১৯৫৩ শনিবার হইতে ৫ই শ্রাবণ ১৩৬০; ইং ২১শে জুলাই, ১৯৫৩ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পাঠ কীর্ত্তন, বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, রথযাত্রা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিরাট্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সহরস্থ ধর্ম্মপ্রাণ, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রমহোদয়গণ, জনসাধারণ ও বহিরাগত সমিতির সেবক ও পৃষ্ঠপোষকগণ এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করত পরমার্থানুশীলনের সুযোগ লাভ করেন।

২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই শনিবার শ্রীল ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও গৃহস্থ-ভক্তগণ এই সভায় নানাবিধ পদ্য-প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি দ্বারা শ্রীল ঠাকুরের অপ্রাকৃত ও অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও তাঁহার গুণ-মহিমা কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি-মহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ প্রভুপাদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুবরের সম্বন্ধে একটী আবেগময়ী বাণী প্রদান করিয়া বলেন,—শ্রীল ঠাকুরের প্রণাম-মন্ত্র হইতেই জানা যায় যে, তিনি সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বের একমাত্র আচার্য্য। শ্রীল ঠাকুরের তত্ত্ব ও মহিমা কীর্ত্তনকালে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সাত্ত্বিক বিকারগুলি গোপন করিবার প্রবল চেষ্টা করিলেও উহা তাঁহার অশ্রুপ্লুত ও রুদ্ধকণ্ঠ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তিনি যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, উহা তাঁহাতেই মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। মাদৃশ মন্দ-ভাগ্যের লেখনীতে তাহা কখনই রূপায়িত হইতে পারে না। ভক্তাবতারই ভক্তাবতারের সম্যক্ কীর্ত্তন ও লীলা বর্ণনের যোগ্যপাত্র। "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ"। অপক্কাবস্থায় তাহা বিরস প্রদান করে মাত্র। "না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফল ধরি', দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন"—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)। সুতরাং স্বাধিকারানুযায়ী "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ"—বাক্য স্মরণ করিয়া শ্রীভগবদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা রাখিয়া তাঁহার প্রদত্ত বাণীর সেবা করিবার যোগ্যতাই ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভুবরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব **গত বৎসর শ্রীশ্রীপুরীধামে** বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন করায় স্থানীয় ভক্তবৃন্দ অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবৎসর এই অনুষ্ঠান পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাতে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব-প্রকাশিত দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকানুযায়ী ২৮শে আষাঢ়—গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, ২৯শে আষাঢ়—শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও ৫ই শ্রাবণ—শ্রীশ্রীপুনর্যাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ৩০, ৩১ ও ৩২শে আষাঢ়—৩দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত এবং ১লা, ২রা, ৩রা ও ৪ঠা শ্রাবণ—৪ দিবস কৃপাপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ২ দিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও ২ দিবস শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ৪ঠা শ্রাবণ শ্রীশ্রীরাম-লীলা আলোচনামুখে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার তুলনামূলক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

৫ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণ-পূর্ব্বক গুণ্ডিচা মন্দির হইতে শুভবিজয় করেন। পথিমধ্যে ভক্তগণ তাঁহাকে নানাবিধ ভোগ ও মাল্য-চন্দনাদি প্রদান করেন। তন্মধ্যে স্থানীয় খ্যাতনামা ধর্ম্মপরায়ণ আইনজীবী শ্রীযুত চন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপত্নীক পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া গন্ধ-মাল্যাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা ও মহা-পূপসহ বিচিত্র ভোগ নিবেদন করান্। চন্দ্রবাবুর অন্যান্য ভ্রাতৃপরিবারবর্গও শ্রীজগন্নাথের প্রচুর সেবা করেন। এতদ্ব্যতীত হুগলী চুঁচুড়ার ধর্ম্মপ্রাণ ও প্রধান উকিল শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই রথযাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। চৌমাথাস্থিত গৃহস্থ-ভক্তবৃন্দের সেবা-বৃত্তিও বিশেষ উল্লেখযোগ্যা।

সুদীর্ঘ পথ-ভ্রমণে পথিকগণকে দর্শন দান করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্দিরে সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর বৈকালী ভোগ সকলকে প্রদান করা হয়। তৎপর সন্ধ্যারাত্রিক ও কীর্ত্তনাদির পর সমবেত সহস্রাধিক ভক্ত ও জনসাধারণকে নানাবিধ বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং এইরূপে একাদশ-দিবসব্যাপী উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। বলাবাহুল্য, গত বৎসর এস্থানে রথোৎসব না হওয়ায় এবৎসর এই উৎসব বৃহদাকারে বিশেষ সমারোহের সহিতই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসবের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া পাষণ্ডী-সকলের বক্ষ বিদীর্ণ হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥"

—কার্য্যাধ্যক্ষ

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৭ পৃষ্ঠার পর)

বৌদ্ধ ও শাঙ্কর সিদ্ধান্তের ঐক্য

ঐতিহ্যের ভিতর দিয়া নানা প্রকারে আমরা শঙ্কর-মত ও বৌদ্ধ-মতের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি। কেবল ঐতিহ্যের দ্বারা তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রতিপন্ন করিলে মায়াবাদিগণের হয়ত আপত্তি হইতে পারে। তাঁহাদের আপত্তি দূরীকরণ ও সন্তোষ বিধানার্থ শঙ্কর-সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া উভয়ের ঐক্য প্রদর্শন করিতেছি। মায়াবাদের জীবন কোন্ শ্রেণীর চিন্তাস্রোতে কি-প্রকারে পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে পাঠক-বর্গকে আমার নিবেদন করিবার বিষয়। প্রকৃতিই মায়া অথবা মায়ার অঙ্গ। সুতরাং বুদ্ধের প্রকৃতিবাদকেও মায়াবাদ বলিলে বিশেষ কোন পার্থক্য হয় না। 'বুধ্' ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত'—বুদ্ধ। বুধ্-ধাতুর অর্থে বোধ বা জ্ঞানকে লক্ষ্য

করে। 'মায়া'-গর্ভে যে-বুদ্ধ অর্থাৎ যে-জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাকেও মায়াবাদ বলে। প্রকৃতপ্রস্তাবে গৌতমের আবির্ভাবের পর হইতেই মায়াবাদ একটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বকার অদ্বৈতবাদ আধুনিক বুদ্ধ ও শঙ্করের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সে যাহা হউক, এস্থলে শঙ্কর ও বৌদ্ধমতের ঐক্য প্রদর্শনই আমাদের কর্ত্তব্য। সুতরাং 'জগৎ', 'ব্রহ্ম', 'শূন্য', 'মোক্ষের উপায়', 'ব্রহ্ম ও শূন্যের একত্ব' প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও শঙ্করের মতের মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই, নিম্নে ইহা দেখাইতেছি।

বৌদ্ধমতে জগৎ মিথ্যা

বৌদ্ধমতে জগৎ একটী শূন্য তত্ত্ব। জগতের আদি 'অসৎ' অর্থাৎ 'শূন্য', অন্তও অসৎ-স্বরূপ শূন্য। যাহার আদ্যন্ত অসৎ বা শূন্য, তাহার মধ্যও শূন্য ও অসৎ। কাল বলিয়া কোনও কিছু তন্মতে স্বীকৃত হয় নাই। শূন্যই আদি, শূন্যই অন্ত। 'অতীত' শূন্য, 'ভবিষ্যৎ'ও শূন্য এবং উভয়ের মধ্যবর্ত্তী 'বর্ত্তমান'ও শূন্য। তিনি বলেন,—'বর্ত্তমান' বলিয়া কোনও কাল নাই,—উহা অতীত এবং ভবিষ্যতেরই নামান্তর। কোনও বাক্য বলিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা 'ভবিষ্যৎ' এবং উহা উচ্চারিত হইবামাত্র 'অতীত'। সুতরাং 'বর্ত্তমান' বলিয়া কোনও কাল খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধগণ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ জগতও সুতরাং নাই। আমরা বলি—'রাম জীবিত আছে' বলিলে কি রামের অস্তিত্ব প্রমাণ হইবে না? রাম নামে কোনও ব্যক্তি কি নাই বলিতে হইবে? তাহা হইলে 'বর্ত্তমান'-কালের অস্বীকারকারী-যুক্তিপ্রদাতা বর্ত্তমান থাকিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ত্তমান-কাল আছে বলিয়াই ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের সত্তা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যাহা হউক, বৌদ্ধমতে জগতের ত্রিকাল-মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। আচার্য্য শঙ্কর এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন—পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে। (ক্রমশঃ)

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকার ২৫ পৃষ্ঠায় **"২৭ হৃষীকেশ, ৩ আশ্বিন, ২০ সেপ্টেম্বর রবিবার—দিঃ ৯।২৭ মধ্যে পার্শ্বৈকাদশীর পারণ"** বলিয়া লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ দিঃ ৯।২৭ স্থলে ঐ দিবস **শ্রীবামনদেবের অর্চ্চনান্তে দিঃ ৯।৪০ গতে দিঃ ১২।৪২ মধ্যে পার্শ্বৈকাদশীর পারণ হইবে।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীঅবন্তিকা-নাসিক-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন

যাত্রাপথে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, চিত্রকূট (?), করৌলী (শ্রীমদনমোহন), অবন্তিকা (উজ্জয়িনী), মরটক্কা (ওঙ্কারনাথ), চিতোর, উদয়পুর, নাথদ্বার (শ্রীগোপাল), ডাকোর (আদি-দ্বারকাধীশ), সুরাট (সোমনাথ), বম্বে (মুম্বাদেবী), নাসিক (পঞ্চবটী, পাণ্ডবগুহা, দণ্ডকারণ্য), মহাবলেশ্বর (গোকর্ণ শিব, শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের স্থান), পাণ্ডারপুর (শ্রীবিশ্বরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি-স্থান), থানা (সোপারা), কোলাপুর (মহালক্ষ্মী), ভদ্রাচলম্, কভুর (গোদাবরী-তীরে রায়-রামানন্দ), শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্র, পুরী প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান দর্শনীয়।

রিজার্ভ-গাড়ী হাওড়া-ষ্টেশন হইতে

৩রা কার্ত্তিক ইং ২০।১০।৫৩ তারিখে যাত্রা করিবে।

ট্রেনভাড়া ও দুইবেলা প্রসাদাদির

ভিক্ষা—৩৭৫৲ টাকা।

সকলে যোগদান করিয়া ধর্ম্ম-জীবন সার্থক করুন।

বিস্তারিত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্য
নিম্ন-ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

দ্রষ্টব্য :—কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থার জন্য বহির্গত হইতেছেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে সংশোধিত তালিকাদি পরে প্রকাশিত হইবে।—(গৌঃ সঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

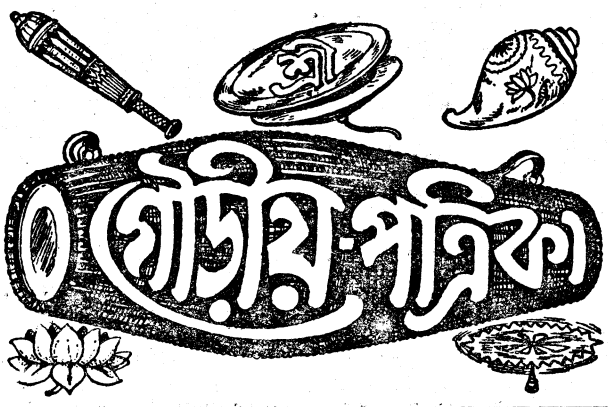

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৪ হৃষীকেশ, ৪৬৭ গৌরাব্দ বৃহস্পতিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৬০; ইং ১৭।৯।৫৩ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥১॥

নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥২॥

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে।
নমঃ কমল-নাভায় কমলা-পতয়ে নমঃ॥৩॥

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৪॥
কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চানূর-ঘাতিনে।
বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ ॥৫॥
বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহি-মর্দ্দিনে।
কালিন্দী-কূল-লোলায় লোল-কুণ্ডল-ধারিণে ॥৬॥
বল্লবী-নয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণত-পালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥৭॥
নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ।
পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসু-হারিণে ॥৮॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধি-বৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥৯॥
প্রসীদ পরমানন্দ! প্রসীদ পরমেশ্বর!।
আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো! ॥১০॥
শ্রীকৃষ্ণ! রুক্মিণীকান্ত! গোপীজন-মনোহর!।
সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো! ॥১১॥
কেশব! ক্লেশহরণ! নারায়ণ! জনার্দ্দন!।
গোবিন্দ! পরমানন্দ! মাং সমুদ্ধর মাধব! ॥১২॥

—শ্রীগোপালতাপনীয়-শ্রুতিধৃতম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

যিনি বিশ্বস্বরূপ এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই বিশ্বময় শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ॥১॥

যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দ-স্বরূপ, সেই গোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥২॥

যিনি পদ্মলোচন, পদ্মমালী ও পদ্মনাভ, সেই পদ্মাপতিকে আমি নমস্কার করি ॥৩॥

যাঁহার শিরোদেশ ময়ূর-পুচ্ছে সুশোভিত, যিনি অপরিমিত-জ্ঞানময় ও যিনি লক্ষ্মীদেবীর মানস-সরোবরে হংস-স্বরূপ, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥৪॥

যিনি কংসবংশ-ধ্বংসকারী, যিনি কেশী ও চানূর-ঘাতী এবং যিনি শ্রীমহাদেবেরও বন্দনীয়, সেই অর্জ্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥৫॥

যিনি বেণু-বাদন-পরায়ণ, গো-পালক, কালিয়-মর্দ্দন, যমুনা-কুল-বিহারী, চঞ্চল-কুণ্ডল-পরিশোভিত, গোপীগণের নয়ন-কমল-গ্রথিত-মাল্যধারী, নৃত্য-পরায়ণ ও প্রণত-জনের প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥৬-৭॥

যিনি পাপ-বিনাশন, গোবর্দ্ধন-ধারী, পূতনা-বিনাশকারী ও তৃণাবর্ত্ত-প্রাণ-সংহারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥৮॥

যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, মোহ-বর্জ্জিত, পরম বিশুদ্ধ, পরম পাবন, অদ্বিতীয় ও সর্ব্ব-পূজ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥৯॥

হে পরমানন্দ-স্বরূপ! হে পরমেশ্বর! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; হে প্রভো! মনঃপীড়া-রূপ ও ব্যাধি-রূপ কাল-ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥১০॥

হে কৃষ্ণ! হে রুক্মিণী-কান্ত! হে গোপীজন-চিত্তাপহারিন্! হে জগদ্‌গুরো! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥১১॥

হে কেশব! হে দুঃখ-বিনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥১২॥

প্রাকৃতরস-শতদূষণী

প্রাকৃত চেষ্টাতে ভাই কভু রস হয় না।
জড়ীয় প্রাকৃত রস শুদ্ধভক্ত গায় না ॥
প্রাকৃত রসের শিক্ষা-ভিক্ষা শিষ্যে চায় না।
রতি বাড়ি যেই রস তাহা গুরু দেয় না ॥
নাম রস দুই বস্তু ভক্ত কভু জানে না।
নাম রসে ভেদ আছে ভক্ত কভু বলে না ॥

অহং মম ভাবসত্ত্বে নাম কভু হয় না।
জড়ভাব না ছাড়িলে অপ্রাকৃত হয় না॥
প্রাকৃত জড়ের ভোগে কৃষ্ণ-সেবা হয় না।
জড় বস্তু কোনও কালে অপ্রাকৃত হয় না॥
জড় সত্তা বর্ত্তমানে চিৎ কভু হয় না।
জড় বস্তু চিৎ হয় ভক্তে কভু বলে না॥
জড়ীয় বিষয় ভোগ ভক্ত কভু করে না।
জড় ভোগ কৃষ্ণ-সেবা কভু সম হয় না॥
নিজ ভোগ্য কামে ভক্ত প্রেম কভু বলে না।
রসে ডগমগ আছ শিষ্যে গুরু বলে না॥
রসে ডগমগ আমি কভু গুরু বলে না।
জড়ীয় রসের কথা শিষ্যে গুরু বলে না॥
জড় রস গানে কভু শ্রেয় কেহ লভে না।
কৃষ্ণকে প্রাকৃত বলি ভক্ত কভু গায় না॥
নামকে প্রাকৃত বলি কৃষ্ণে জড় জানে না।
কৃষ্ণ নাম রসে ভেদ শুদ্ধ ভক্ত মানে না॥
নাম রসে ভেদ আছে গুরু শিক্ষা দেয় না।
রস লাভ করি শেষে সাধন ত হয় না॥
কৃত্রিম পন্থায় নামে রসোদয় হয় না।
রস হৈতে কৃষ্ণ নাম বিলোমেতে হয় না॥
রস হইতে রতি শ্রদ্ধা কখনই হয় না॥
শ্রদ্ধা হইতে রতি ছাড়া ভাগবত গায় না।
রতি হইতে রস ছাড়া শুদ্ধ ভক্ত বলে না॥
সাধনেতে রতি রস গুরু কভু বলে না।
ভাবকালে যে অবস্থা সাধনাগ্রে বলে না।
বৈধী শ্রদ্ধা সাধনেতে রাগানুগা হয় না।
ভাবের অঙ্কুর হ'লে বিধি আর থাকে না॥

রাগানুগা শ্রদ্ধা মাত্রে জাতরতি হয় না।
অজাতরতিকে কভু ভাবলব্ধ বলে না॥
রাগানুগ সাধকেরে জাতভাব বলে না।
রাগানুগ সাধকেরে লব্ধরস বলে না॥
রাগানুগ সাধনেতে রতি ছাড়া হয় না।
ভাবাঙ্কুর সমাগমে বৈধভক্তি থাকে না।
রুচিকে রতির সহ কভু এক জানে না।
রাগানুগা বলিলেই প্রাপ্তরস জানে না॥
বিধি শোধ্য জনে কভু রাগানুগ বলে না।
সাধনের পূর্ব্বে কেহ ভাবাঙ্কুর পায় না॥
জড়ে শ্রদ্ধা না ছাড়িলে রতি কভু হয় না।
জাত ভাব না হইলে রসিক ত হয় না॥
জড় ভাব না ছাড়িলে রসিক ত হয় না।
মূলধন রসলাভ রতি বিনা হয় না॥
গাছে না উঠিতে কাঁদি বৃক্ষমূলে পায় না।
সাধনে অনর্থ আছে রসোদয় হয় না॥
ভাবকালে নাম-গানে ছল-রস হয় না।
সিদ্ধান্তবিহীন হৈলে কৃষ্ণে চিত্ত লাগে না॥
সম্বন্ধহীনের কভু অভিধেয় হয় না।
সম্বন্ধবিহীন জন প্রয়োজন পায় না॥
কুসিদ্ধান্তে ব্যস্ত জন কৃষ্ণ সেবা করে না।
সিদ্ধান্ত-অলস জন অনর্থতো ছাড়ে না॥
জড়ে কৃষ্ণ ভ্রম করি কৃষ্ণ সেবা করে না।
কৃষ্ণ নামে ভক্ত জড়বুদ্ধি কভু করে না॥
অনর্থ না গেলে নামে রূপ দেখা দেয় না।
অনর্থ না গেলে নামে গুণ বুঝা যায় না॥
অনর্থ না গেলে নামে কৃষ্ণ সেবা হয় না।

রূপ গুণ লীলা স্ফূর্ত্তি নাম ছাড়া হয় না ॥
রূপ গুণ লীলা হৈতে কৃষ্ণ নাম হয় না।
রূপ হৈতে নাম স্ফূর্ত্তি গুরু কভু বলে না ॥
গুণ হৈতে নাম স্ফূর্ত্তি গুরু কভু বলে না।
লীলা হৈতে নাম স্ফূর্ত্তি রূপানুগ বলে না ॥
নাম নামী দুই বস্তু রূপানুগ বলে না।
রস আগে রতি পাছে রূপানুগ বলে না ॥
রস আগে শ্রদ্ধা পাছে গুরু কভু বলে না।
রতি আগে শ্রদ্ধা পাছে রূপানুগ বলে না ॥
ক্রম পথ ছাড়ি সিদ্ধ রূপানুগ বলে না।
মহাজন পথ ছাড়ি নব্য পথে ধায় না ॥
অপরাধ সহ নাম কখনই হয় না।
নামে প্রাকৃতার্থ বুদ্ধি ভক্ত কভু করে না ॥
অপরাধ যুক্ত নাম ভক্ত কভু লয় না।
নামেতে প্রাকৃত বুদ্ধি রূপানুগ করে না।
কৃষ্ণরূপে জড় বুদ্ধি রূপানুগ করে না।
কৃষ্ণগুণে জড় বুদ্ধি রূপানুগ করে না ॥
পরিকর-বৈশিষ্ট্যকে প্রাকৃত তো জানে না।
কৃষ্ণ-লীলা জড়তুল্য রূপানুগ বলে না ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীল প্রভুপাদ

ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা নিম্নলিখিত পদ্যটী দেখিতে পাই—

ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥

এই পদ্যটীতে অনেক সারগর্ভ উপদেশ আছে। আজকাল অনেকগুলি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা আপনাদের সঙ্গীতকে মনোহরসাহী সঙ্গীত বলিয়া উল্লেখ করে। ইঁহাদের গানের প্রথা এই যে, প্রথমে আসরে বসিয়া

খোল বাজায়। পরে সুর সাধিয়া লয়। সুর সাধন হইলে একটী গৌরচন্দ্র সম্বন্ধীয় গীত গায়। গৌরচন্দ্রের যে রসের গীত হয়, সেই রসের কৃষ্ণলীলার একটী পালা গান হয়। যে-সময়ে গৌরচন্দ্রের গীত হয়, তখন গায়ক, বাদক ও শ্রোতৃগণ দণ্ডায়মান থাকেন। গৌর-গীত সমাপ্ত হইলে সকলে বসিয়া কৃষ্ণ-গীত গান করেন ও শ্রবণ করেন। পালাগুলি পূর্ব্ব মহাজনকৃত গীতে পরিপূর্ণ। যে গৃহস্থ ঐ গানের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মালা-চন্দনের ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে মালা মৃদঙ্গের উপর দিয়া গায়ক, বাদক ও শ্রোতৃবর্গকে মালা প্রদান করেন।

যদিও এই সঙ্গীতের নাম সাধারণে মনোহরসাহী হইয়াছে, তথাপি অনুসন্ধান করিয়া জানা যায়, সকল গানই মনোহরসাহী নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর তত্ত্বাধীনে এইরূপ কীর্ত্তনগানের বীজ পত্তন হয়। কিন্তু সে-সময়ে গানের এইরূপ পারিপাট্য হয় নাই। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সময় গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিনজনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিনজনেই পারদর্শী। তিনজনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। কিন্তু উক্ত তিন মহাত্মা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক। **শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য** কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদেশটী মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—**'মনোহরসাহী'** গান। **শ্রীনরোত্তমদাস** রাজসাহী জেলার গরাণহাটী বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—**'গরাণহাটী'** গান। **শ্রীশ্যামানন্দ** মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে **'রেণেটী'** গান বলা হয়। শ্রীজীব গোস্বামী গানাচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে—'প্রভু' পদ, শ্রীনরোত্তমদাসকে—'ঠাকুর' পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে—'প্রভু' পদ দিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী পরম উদার-স্বভাব ও গুণগ্রাহী। আচার্যপ্রভু ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে 'প্রভু' পদ দেওয়ার কোন আপত্তি ছিল না। শ্রীনরোত্তমদাস কায়স্থ-কুলোদ্ভব এবং শ্রীশ্যামানন্দ সদ্গোপ-কুলোদ্ভব। ইঁহাদের গুণ ও মাহাত্ম্য বিচার করিয়া 'ঠাকুর' ও 'প্রভু' পদ দেওয়া বৈষ্ণবাচার্য্যের উচিত কার্য্য হইয়াছিল।

শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়া গীতাচার্য্যত্রয় আপন আপন প্রদেশে গমন করিলেন। ঐ তিন মহাত্মা গৌড়ভূমির অলঙ্কার। তাঁহারা গোস্বামীদিগের ন্যায় সংস্কৃত-বিদ্যায় অধিক পণ্ডিত ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। কেন-না, তাঁহাদের বিরচিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থ দেখা যায় না। তাঁহারা ব্রজরস-ভজনে পরিপক্ক, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও গান-বিদ্যায় বিশারদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৈষ্ণব-জগতে একটু উপপ্লব হইয়াছিল। প্রভু-বংশে উপযুক্ত পাত্র না থাকায় এবং নানা মতবাদ প্রবেশ করায় গৌড়ভূমি আচার্য্য-শাসন-রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু বীরচন্দ্রের স্বতন্ত্র স্বভাববশতঃ সমস্ত গৌড়ভূমিকে তিনি আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন নাই। শ্রীল অদ্বৈত-সন্তানের মধ্যে তখন বড় গোলযোগ। মহাপ্রভুর পার্ষদ-মহান্তগণ ক্রমে ক্রমে অপ্রকট হইতে লাগিলেন। **এই সুযোগে বাউল, সহজিয়া, দরবেশ, সাঁই প্রভৃতি কুপন্থা-প্রচারকগণ স্থানে স্থানে আপন আপন প্রচার করিতে লাগিল।** শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ নামে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস। **স্বীয় স্বীয় কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাদের দোহাই দিয়া উহারা দুর্ভাগা জীবদিগকে কুপন্থা শিখাইতে লাগিল।** শ্রীজীব গোস্বামী তখন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি ব্রজবাসী থাকায় গৌড়মণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা শ্রবণে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়ভূমির ধর্ম্ম-সংস্কারক আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রভু-পরিকর-কৃত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থসকল গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ঐ সমস্ত গ্রন্থ পথমধ্যে অপহৃত হইল। প্রেরিত প্রচারকগণ নিগ্রন্থ হইয়া নিজ নিজ ভজনবলে আপন আপন গীত-পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে গানের পদ্ধতিত্রয় স্ব-স্ব-প্রদেশে প্রবলরূপে প্রচারিত হইল। আচার্য্যত্রয় মধ্যে মধ্যে খেতরি, বিষ্ণুপুর, নবগ্রাম, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে দেব-প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য উপলক্ষে একত্রিত হইয়া পরস্পর বিচার ও যুক্তি করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রযত্নে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার হইতে লাগিল। উক্ত তিন প্রচারক গৌড়ভূমির প্রধান অলঙ্কার ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কলিকাল এরূপ ভয়ানক যে, সৎকার্য্যের বহুদিন স্থিতি করিতে দেয় না, উক্ত আচার্য্যত্রয় ও তাঁহাদের অনুচর শ্রীগোবিন্দদাসাদি মহাজনগণের অদর্শনের

সঙ্গে সঙ্গে পরমধর্ম্ম পুনরায় বিপ্লুত হইতে লাগিল। গৌড়ভূমিতে শুদ্ধভক্তির বিচার উঠিয়া যাইতে লাগিল। বৈষ্ণবই হউন, শাক্তই হউন বা কর্ম্মকাণ্ডী হউন, আচার্য্যবংশীয়গণ বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায্য প্রচারক বলিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাযে কাযে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দাদ্বৈত ও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। এদিকে এইরূপ আচার্য্য-বিপ্লব, আবার **বাউল, সহজিয়া প্রভৃতির উপদ্রব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল**। শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের দুর্দ্দশা এইসব কারণে আজ পর্য্যন্ত প্রতীয়মান।

সংসারে এবম্ভূত অবস্থায় বৈষ্ণববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। কেহ কেহ মায়াবাদকেই বৈষ্ণবধর্ম্ম বলিতেছেন, কেহ কেহ শুদ্ধধর্ম্মের একটু অঙ্গ লইয়া তাহাতে মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ মিশাইয়া একপ্রকার বিকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা নিরীহ, তাঁহারা "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"—এই ন্যায় অনুসারে কনিষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধিমান্ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিতান্ত অভাব। শিক্ষকের অভাব হইলে জীবের যে গতি হয়, তাহাই আজকাল গৌড়মণ্ডলের অবস্থা। অন্যান্য বিষয়ে যে সকল দুরবস্থা হইয়াছে, তাহার আলোচনার অবসর এস্থলে নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত আচার্য্যত্রয়ের প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত ব্যাপারে যে-সকল উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

গরাণহাটী কীর্ত্তন আজকাল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। প্রকৃত মনোহরসাহী কীর্ত্তন কেহ কেহ জানেন। প্রকৃত মনোহরসাহী কীর্ত্তনে নূতন অক্ষর দেওয়া পদ্ধতি নাই। মহাজনগণ যে অক্ষর গানে সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাই মাত্র গীত হয়। মনোহরসাহী গীতের অপূর্ব্ব ধারা। দুই চারিবার সুর ফেরাইয়া পদটী গান করিতে করিতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ভাব সঞ্চার হয়। **মহাজনের পক্ষে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাযে-কাযেই রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে।** বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অতিশয় গম্ভীর। শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম যিনি অধিকদিন সাধুসঙ্গে আলোচনা না করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত হইবে। বৈষ্ণবরসও পরম গম্ভীর। অধ্যাপকদিগের জড়ালঙ্কারের রস ও চিন্ময় বৈষ্ণবালঙ্কারের রস ইহারা স্বভাবতঃ পৃথক্। ব্যবসায়ী গায়কগণ প্রকৃত সাধুসঙ্গ করেন নাই, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তও ভালরূপ

জানেন না। অতএব তাঁহাদের অক্ষরগুলি বৈষ্ণব-কর্ণে বজ্রাঘাতের ন্যায় পড়িয়া থাকে।

মনোহরসাহী গান অল্পলোকেই গাহিয়া থাকেন। তাঁহাদের গান শ্রবণ করিলে শ্রবণ জুড়াইয়া যায়। ওস্তাদ্‌জী বৈষ্ণবদাসের দেহান্তরের পর শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপে শ্রী * * দাস এবং লাখুরিয়া-নিবাসী রাগভূষণ * * * তথা রঙ্গপুর-নিবাসী শ্রীযুত * * বাগজী মহাশয় প্রভৃতি এখনও মনোহরসাহী গানকে বজায় রাখিয়াছেন। ইহাঁদিগের গান শুনিয়া যাঁহারা একবার রসবোধ করিয়াছেন, তাঁহারা আর অর্থ-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়-পতি গায়কদিগের গান শুনিতে আর স্পৃহা করেন না। আজকাল অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কগণ কেবল রেণেটী পদ্ধতির রঙ্ গান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদিগের ভিতর মান বজায় রাখিবার জন্য মাঝে-মাঝে একটী একটী পাকা গান গাহিয়া থাকেন। ব্যবসায়ী গায়কদের মধ্যে * * * * * সকলেই নামে-রসিকমাত্র। তাহারা রসবোধ-শূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাষী। তাহাদের গানে রাগ-রাগিণী, রং-ঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খলোকদিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্খলোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।

আবার রসের কালাকাল বিচার নাই। বৈষ্ণব-তত্ত্বে নিশান্তলীলা সর্ব্বপ্রথমে হওয়া উচিত। এই অসাধু-রঞ্জকগণ নিশান্তলীলা অবশেষে গায়। ইহা বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। আর একটা কথা ইহার মধ্যে ভয়ানক আছে। **শ্রীরাধা-গোবিন্দের শৃঙ্গারলীলা গীত ও শ্রবণ উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্বসাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ।** "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা।"—এই আচার্য্য বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রসগান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। বিগত গানোৎসবে বীরভূমস্থ কোন মহাত্মা বৈষ্ণব শ্রীকুলিয়া নবদ্বীপে গান শুনিতে গিয়াছিলেন। তথায় সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর নিকট সম্ভোগ-রসের গান হইতেছিল। তচ্ছ্রবণে তিনি ভীত হইয়া চলিয়া গেলেন। গায়ক ও শ্রোতাদিগের এরূপ অপরাধ-ক্রিয়া আজকাল নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে।

জগতে অধিকাংশ মনুষ্যই বিকৃত, তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। **যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিদ্ না**

হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রসগান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা ত' দূরে যাউক, বৈষ্ণবদিগের আখ্‌ড়ায় এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন্। **সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যে-স্থানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য-রসের গান হওয়া উচিত।** যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত, সেখানে রসগান শ্রবণ করুন্ এবং রসগান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধস্বরূপোচিত ভজনভাব অনুভব করুন্। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায় যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। **অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রসগানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।**

(শ্রীসজ্জনতোষণী—৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ২১-২৫ পৃষ্ঠা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীপ্রহ্লাদের উপাখ্যান

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৭ পৃষ্ঠার পর)

ষণ্ডামর্কের পাঠশালা

যথাসময়ে প্রহ্লাদ গুরুগৃহে পৌঁছিলেন। গুরুপত্নী পরম যত্ন-সহকারে প্রহ্লাদকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নে পাঠশালায় বালকবৃন্দ আগমন করিল; ষণ্ড ও অমর্ক গুরু-পুত্রদ্বয় উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া, বেত্র সঞ্চালনপূর্ব্বক ছাত্রগণকে পড়াইতে লাগিলেন। যদু, মধু, নিধু, বৃক প্রভৃতি ছাত্রগণ একে একে পাঠশালায় আসিয়া হাজির হইল। পাঠশালার এক কোণে বালক প্রহ্লাদ মুদ্রিত নয়নে বসিয়া আছে। হ'রে পাঠশালায় আসিতে বিলম্ব করিয়াছে; গুরু বলিলেন—'ওরে, হরে! এদিকে আয়; কাল পাঠশালায় আসিলিনা কেন?' হ'রে ক্রন্দন করিয়া বলিল,—'মা বলেছে তোর অসুখ করেছে, সেই জন্য আসি নাই।' গুরু তাহার পৃষ্ঠে এক ঘা বেত লাগাইয়া বলিলেন—'পাজী, মিথ্যাকথা, এখন বসে পড়।' সে বেতের জ্বালায় চীৎকার করিতে লাগিল। গুরু মধুকে ডাকিয়া বলিলেন, —'ও মধু! তুই ছাত্রগণকে কড়া, গণ্ডা, পণ ইত্যাদি পড়াইয়া দে'; সে গুরুর

আদেশে সুর করিয়া ছাত্রগণকে পড়াইতে লাগিল, এমন সময়ে নিধু আসিয়া নালিশ করিল—'গুরু মশাই! বৃক আমার কাণ কামড়াইয়া দিয়াছে।' গুরু মহাশয় বেত্রসঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'ওরে বৃক! তুই মধুর কাণ কামড়েছিস্?' সে কাঁদিয়া বলিল—'হা, গুরুমহাশয়! আমি স্বপ্নে কাণ কামড়েছি।' গুরু হাস্য করিয়া বলিলেন—'বৃক মানে বাঘ কিনা? তুই নিজের কাণ কামড়া।' বৃক বলিল—'গুরুমশায়, আপনি নিজে কামড়ে দেখিয়ে দিন।' এই কথায় এক বৃহৎ যষ্টি বৃকের পৃষ্ঠের উপর পড়িল; সে চীৎকার করিতে লাগিল। একে একে ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই 'পণ্ডিত মশাই! আমার বাহ্যি পেয়েছে,' 'আমার প্রস্রাব চেপেছে' গুরুমহাশয়কে এইরূপে ফাঁকি দিয়া বহির্দ্দেশে গিয়া খেলা সুরু করিয়া দিল।

পাঠশালার এক কোণে প্রহ্লাদ চুপ করিয়া বসিয়া আছে; নয়ন মুদিয়া কি ধ্যান করিতেছে, সেই জানে। যথাসময়ে পাঠশালার ছুটী হইয়া গেল। ছাত্রগণ একে একে যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। গুরু-পুত্র ষণ্ড সস্নেহে বালক প্রহ্লাদকে ক্রোড়দেশে বসাইয়া বলিলেন,—"বাবা! পড়ত 'ক'।" এই কথা শুনিবামাত্র অঝোরে প্রহ্লাদ কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। গুরু বালককে বলিলেন—"বাবা! তুমি কাঁদ কেন?" প্রহ্লাদ বলিল,—"ক' অক্ষরে যে কৃষ্ণের নাম" এই বলিয়া 'হরি, হরি' নাম লইতে লইতে—প্রহ্লাদ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। গুরু-পুত্র বলিলেন—"তুমি, দুর্গা, কালী, শিব—এই নাম কর, ওনাম ছাড়িয়া দাও।" কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই গুরুর উপদেশ মতে চলিতে পারিল না। গুরু কত তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; বেত্রের ভয় দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু সবই বিফল হইয়া গেল। ষণ্ড ভাইকে বলিলেন—"ওভাই অমর্ক, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! প্রহ্লাদ কেবল 'হরি হরি' বলিয়া কাঁদে, এখন উপায়!"

কথায় বলে—'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়'। একদিন হিরণ্য-কশিপু, বালক প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া কি প্রকার শিক্ষা করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য ও বালককে দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায়, এক দাসীকে প্রেরণ করিলেন। গুরু-পুত্রদ্বয় ভয়ে ভয়ে রাজধানীতে রাজসভায় প্রহ্লাদকে লইয়া হাজির হইলেন। দৈত্যরাজ স্নেহভরে প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করত বলিলেন—"বৎস! এতকাল গুরু-গৃহে থাকিয়া তুমি কি উত্তম শিক্ষা করিয়াছ তাহা বল; কোন্ শিক্ষাটী তোমার ভাল লাগিয়াছে?"

প্রহ্লাদ মহারাজ বলিলেন—পিতঃ! "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥" অর্থাৎ—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া বিষ্ণুর কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ইত্যাদি করিলে ভক্তি হয়; ইহাই আমি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছি।"

এই কথা বলিলে গুরু-পুত্রদ্বয় ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। হিরণ্য-কশিপু রক্তচক্ষু হইয়া বলিলেন—"হে গুরুপুত্র! আমার বালক পুত্রকে কে এই কুশিক্ষা প্রদান করিয়াছ?" তাঁহারা বলিলেন—"না মহারাজ, আমরা এই শিক্ষা দেই নাই, আপনি কুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।" দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে বলিলেন—"তুমি কি গুরুর নিকট এইসব শুনিয়াছ?" প্রহ্লাদ পিতাকে বলিলেন—"না, পিতঃ! এই শিক্ষা আমি ইঁহাদের নিকট হইতে পাই নাই।"

বিকট হাস্য করিয়া দৈত্যরাজ বলিলেন,—"সম্ভব কোন ছদ্মবেশী বৈষ্ণব এ বালকের মতিভ্রম করিয়াছে; নতুবা এ বালক কি-প্রকারে হরিভক্তির কথা জানিতে পারিল?" নারদের উপদেশে যে প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হইয়াছে, তাহা রাজা জানিতে পারেন নাই। পুনরপি ষণ্ডামর্ককে ডাকিয়া বলিলেন—"বালককে লইয়া যাও, যত্ন-সহকারে রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিবে।"

গুরু-পুত্রদ্বয় রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় প্রহ্লাদকে গৃহে লইয়া গেলেন; কিন্তু কিছুতেই বালকের মতি পরিবর্ত্তিত হইল না। সর্ব্ব সময়েই হরিনাম করিতে করিতে তাহার কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন মূর্চ্ছা ইত্যাদি দশা দেখিয়া ষণ্ড ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দাদা! এহেন দৈত্যবংশ-রূপ চন্দনময় বনকে ধ্বংস করিবার জন্য এ বালক যেন কুড়ালীর বাঁট-স্বরূপ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, হায়! হায়! এখন কি করা কর্ত্তব্য?" অমর্ক বলিল—ভাই! আর ভাবিয়া কি হইবে, দৈবের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না।"

পুনরায় হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আহ্বান করিলে, গুরুপুত্রদ্বয় বালক প্রহ্লাদকে লইয়া রাজসভায় উপনীত হইলেন। এবারও দৈত্যরাজ পুত্রকে কোলে বসাইয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক বলিলেন—"বৎস! বল তুমি কি নূতন শিক্ষা করিয়াছ?" কিন্তু প্রহ্লাদের সেই একই কথা। তখন অসুরবর্য্য ক্রোধে প্রহ্লাদ-কে ক্রোড় হইতে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মন্ত্রী, তুমি শীঘ্র এই দুষ্ট শিশুকে বিনাশ কর, এ শিশু হইলেও দৈত্যকুলে কালসর্প-সদৃশ ভয়ঙ্কর।' দৈত্যরাজ আদেশ করিলেন - "এখনই এই শিশুকে লইয়া যাও ও সুশানিত খড়্গদ্বারা ইহার শিরচ্ছেদ কর।"

আজ্ঞা পাইবামাত্র প্রহরীগণ তাহাকে মশানে লইয়া বলিল,—"হে বালক! তুমি হরিনাম ত্যাগ কর, নতুবা এই অসির দ্বারা তোমাকে দ্বিখণ্ডিত করিব।" কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই শুনিলেন না। নয়ন মুদিয়া শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। দৈত্যদিগের শাণিত কৃপাণ প্রহ্লাদের পৃষ্ঠে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। রাজাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একটু চিন্তা করিয়া মহারাজ দৈত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন,—"ইহাকে আমার মত্তহস্তী-পদতলে ফেলিয়া দাও, কোন বুজরুকী মন্ত্র-তন্ত্র আর খাটিবে না।"

দৈত্যগণ বালককে হইয়া মত্তহস্তীর পদতলে ফেলিল। কি আশ্চর্য্য! ঐ হস্তী শুণ্ডে প্রহ্লাদকে তুলিয়া নিজের পৃষ্ঠোপরি স্থাপন করিল। ইহাতেও কিছু হইল না দেখিয়া রাজা পুনরায় আজ্ঞা করিলেন, "ইহাকে রাজকারাগারে আবদ্ধ কর; তাহার মধ্যে ধাত্রীকে দিয়া বিষমিশ্রিত অন্ন প্রদান কর।" সেইরূপ আদেশ পাইয়া মন্ত্রী প্রহ্লাদকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া, বিষমিশ্রিত অন্ন প্রদান করাইলেন। প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ করেন না; তিনি বিষ্ণুকে নিবেদন করামাত্র ঐ বিষ অমৃতের আকার ধারণ করিল। উহাতে আর বিষের ক্রিয়া হইল না।

রাজা ভাবিলেন, দুর্জ্জয় কালকূট বিষেও ইহার মৃত্যু হইল না; তখন অন্য কোনও উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রহরীগণকে ডাকিয়া বলিলেন—"ইহাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর নিক্ষেপ কর, অগ্নির নিকট আর যাদুমন্ত্র খাটিবে না।" এই বিষম সংবাদ অবগত হইয়া, রাণী অন্তঃপুর হইতে উন্মাদিনীর মত বহির্গত হইয়া বালক শিশু-প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে আচ্ছাদন করিলেন। কিন্তু বিষ্ণুবিদ্বেষী অতি-নৃশংস হিরণ্যকশিপু বলপূর্ব্বক রাণীর ক্রোড় হইতে টানিয়া প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে?" শ্রীহরির প্রভাবে ঐ অগ্নি শীতল হইয়া গেল।

এইরূপ কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া রাজা দৈত্যগণকে পুনরায় আদেশ করিলেন, "ইহাকে হস্ত-পদ বদ্ধ করিয়া পর্ব্বত উপরে লইয়া যাও; সেখান হইতে ইহার বুকে প্রকাণ্ড প্রস্তর বাঁধিয়া সমুদ্র জলে ডুবাইয়া দাও।" আদেশ পাইবামাত্র কঠোর-হৃদয় দৈত্যগণ পর্ব্বতের উপর হইতে প্রহ্লাদকে নীলাম্বুধি মধ্যে নিক্ষেপ করিল। রাম নামে পাষাণও জলে ভাসিয়াছিল; প্রহ্লাদ 'রাম' নাম স্মরণ করিয়া হাঙ্গর, মকরপূরিত তরঙ্গায়িত সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে নির্ব্বিঘ্নে তীরে আসিয়া পৌছিলেন।

হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার করিয়াও তাঁহাকে যখন বধ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ষণ্ডামর্কের পরামর্শানুসারে পুনরায় প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। গুরুগৃহে থাকাকালে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য বালকগণকে উপদেশ করিলেন, "হে দৈত্যবালকগণ! তোমরা বাল্যকাল হইতেই শ্রীহরির আরাধনা কর। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কৌমারকাল হইতেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কারণ মনুষ্যজন্ম অতিদুর্লভ, ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য। বাল্যকালে শিশুদের মতি স্বভাবতঃই কোমল থাকে। সেই সরল মন দ্বারাই হরিভজন সম্ভব হয়। কুম্ভকার কোমল মৃত্তিকাদ্বারা হাঁড়ী, ঘট, সরা ইত্যাদি প্রস্তুত করে। কিন্তু মাটী একবার পুড়িয়া গেলে তাহাকে আর যেমন নরম করা যায় না, তদ্রূপ একবার এই কোমল মন জড়-বিষয়ে প্রমত্ত হইলে তাহাকে আর কিছুতেই হরিভজনে নিযুক্ত করা যায় না। বিষয়ের স্বভাবই এইরূপ— 'বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার এইসব কাল॥' অতএব দৈত্য-বালকবৃন্দ! তোমরা শ্রীহরির প্রতি ভক্তিবিধান কর।"

প্রহ্লাদের উপদেশে দৈত্য-বালকগণের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। যখন ষণ্ডামর্ক দেখিলেন, প্রহ্লাদের সঙ্গক্রমে সকল দৈত্য-বালকের বুদ্ধিই বিষ্ণুতে অচলা হইয়াছে, তখন ভীত হইয়া তাঁহারা দৈত্যরাজের সমীপে সকল বিষয় নিবেদন করিলেন। হিরণ্যকশিপু এই অপ্রিয় সংবাদে ক্রোধে অধীর হইয়া কম্পিত-কলেবরে পাদ-তাড়িত সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অঞ্জলিবদ্ধ বালক প্রহ্লাদকে কঠোর বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিলেন—"তুই কাহার বলে ভয়শূন্য হইয়া আমার শাসন অতিক্রম করিতেছিস্?" প্রহ্লাদ বলিলেন—"আমি যাঁহার বলে বলী, তিনি স্থাবর ও জঙ্গম, পর ও অপর ব্রহ্মাদি-দেবগণ সকলকেই স্বীয় বলে বশীভূত করিয়াছেন। আপনি আসুরিক স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শত্রুমিত্র ভেদরহিত হইয়া সমভাব ধারণ করুন।"

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—অরে মন্দবুদ্ধি! তুই আমাকে নিন্দা করিয়া নিজে আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্? আমি ভিন্নও যদি একজন জগতের ঈশ্বর আছেন, তাহা হইলে তিনি কোথায় আছেন?" প্রহ্লাদ বলিলেন—"পিতঃ! শ্রীহরি জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।"

দৈত্যরাজ পুনরায় বলিলেন,—"যদি তোর হরি সর্ব্বত্রই থাকেন, তবে এই সম্মুখস্থিত স্তম্ভমধ্যে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না? অদ্য তোর শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিব। তোর হরি আসিয়া এখন রক্ষা করুন।"

হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া ভীষণ খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া যখন সভাস্তম্ভের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, অমনি এক ভীষণ বিকট শব্দে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল ; যেন, ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ফাটিয়া গেল। স্তম্ভমধ্য হইতে এক অত্যদ্ভুত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। ভক্ত্যবাক্য রক্ষা করিবার জন্য ভগবানের অদ্ভুত নৃ-মৃগেন্দ্ররূপে আবির্ভাব। তাই তাঁহার ঊর্দ্ধদিকে সিংহমূর্ত্তি, নাভীর নিম্নদেশ হইতে নরাকার মূর্ত্তি ; এই অদ্ভুত শ্রীনরসিংহ মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্র গদা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করিবার জন্য হিরণ্যকশিপু ধাবিত হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গরুড় যেমন অনায়াসে সর্পকে গ্রাস করে, তদ্রূপ নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাঁহার উরুদেশে স্থাপন করিলেন। তাঁহার বৃহৎ নখরদ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া, তাহার নাড়ীভুঁড়ি চারিহস্তে মালাকারে ধারণ করিলেন। অসুরের রক্তে বিষ্ণুর গ্রীবাদেশ রঞ্জিত হইল।

নৃসিংহদেবের তাণ্ডবনৃত্যে পৃথিবী রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। দেব, নর, যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। অকালে সৃষ্টিনাশ আশঙ্কা করিয়া ব্রহ্মা লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন—"মা, আপনি নৃসিংহদেবকে শান্ত করুন।" কিন্তু ভয়ে লক্ষ্মীমাতা তাঁহার নিকট যাইতে স্বীকৃত হইলেন না।

পরে প্রহ্লাদকে অনুরোধ করিলে, তিনি যাইবামাত্র শ্রীনৃসিংহদেব শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কেশরী যেরূপ অন্যের নিকট উগ্র হইলেও তাহার শাবকের নিকট স্নেহশীল, সেইরূপ নৃসিংহদেব অসুরের নিকট উগ্র হইলেও ভক্তরাজ প্রহ্লাদকে দেখিয়া শান্ত হইলেন। প্রহ্লাদ করযোড়ে বহুতর স্তব দ্বারা নৃসিংহদেবকে প্রসন্ন করিলেন।—

"বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিত্তং নৃসিংহমহং ভজে॥"

প্রহ্লাদ বলিলেন,—"হে নৃসিংহদেব, আপনি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন নিমিত্ত অসংখ্য অবতার গ্রহণ করেন ; আপনি শান্ত, নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণ। আপনার মহিমা অনন্ত, অনন্তদেবও মুখে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। আপনি জগতের কল্যাণের নিমিত্ত প্রসন্ন হউন।"

ভক্তরাজ প্রহ্লাদের প্রার্থনায় প্রীত হইয়া নৃসিংহদেব বলিলেন,—"বৎস! তুমি বর গ্রহণ কর।" প্রহ্লাদ বলিলেন,—"আমি আপনার ভৃত্য নিত্য-সেবক ; আমি বণিক্‌নহি যে সামান্য কিছু পূজা করিয়া তাহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি প্রার্থনা

করিব। আপনার পদে যেন নিত্য অহৈতুকী ভক্তি থাকে—এই বরই প্রার্থনা করি।" প্রহ্লাদ মহারাজের ঐকান্তিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া 'তথাস্তু' বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহাকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে কোন অস্ত্রের দ্বারা বধ করেন নাই—নখর দ্বারা বিদারণ করেন; দিবা কিম্বা রাত্রিতে বধ করেন নাই—সন্ধ্যাকালে বিনাশ করেন; পৃথিবীতে বধ না করিয়া স্বীয় উরুদেশে রাখিয়া বিনাশ করিলেন; কোন পশু, পক্ষী, দেব, নর কাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ না করিয়া অদ্ভুত নৃসিংহ মূর্ত্তিতে বিনাশ করিলেন। এইরূপ ব্রহ্মার সমস্ত বাক্যই রক্ষা করিয়া ভগবান্ নিজসত্য যে ভক্তরক্ষা, তাহা পালন করিলেন।

"শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ
(শ্রীধাম-মায়াপুর মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সন্ন্যাসগুরু)

শ্রীভক্তি-তরঙ্গিণী

ভক্তি-সাধন-মহিমা (৫)

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৬ পৃষ্ঠার পর)

শান্ত-ভক্তি-রস

জগতের যাহা কিছু 'ব্রহ্ম' হ'তে হয়। 'ব্রহ্ম' বিনা কেহ কভু প্রাণে না বাঁচয়॥
অতএব 'ব্রহ্ম' ছাড়া আর কিছু নাই। শান্ত-ভাবে উপাসনা কর্ত্তব্য সে তাই॥
ঊর্দ্ধরেতা, দিগম্বর, ভিক্ষু, শান্ত আদি। ব্রহ্ম-লোকে যায় তাই যত ব্রহ্মবাদী॥
স্বর্গ-মোক্ষ কৃষ্ণ-ভক্ত নরক করি' মানে। কৃষ্ণ-নিষ্ঠ, তৃষ্ণা-ত্যাগ, শান্তের দুই গুণে॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন। 'পরং ব্রহ্ম', 'পরমাত্ম'-জ্ঞানেতে প্রবীণ॥

দাস্যরসে শান্ত-রস-সেবা

কেবল স্বরূপ-জ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু-জ্ঞান, অধিক হয় দাস্যে॥
'ঈশ্বর-জ্ঞান', সম্ভ্রম, গৌরব প্রচুর। সেবা করি' সুখ সদাই প্রভুর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক 'সেবন'। সেহেতু দাস্য-রসের এই দুই গুণ॥

দাস্য-ভক্তি-রস

'রক্তকা'দি দাস-ভক্ত মহাভাগ্যবান্। যাঁ'র ঋণ শোধে কৃষ্ণ দিয়ে আত্মদান ॥
অল্প করি' না মানিহ 'দাস'-হেন নাম। অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥
অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ। তবে সে হৈতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥

সখ্য-ভক্তি-রস

ক্রীড়া-রসে সখাভাবে শ্রীদামে ধরিয়া। কৃষ্ণচন্দ্র লইয়া যায় পিঠেতে করিয়া ॥

সখ্য-রসে শান্ত, দাস্য ও বিশ্রম্ভ মমতা

শান্ত আর দাস্য, সখ্যে এই দুই হয়। দাস্যের গৌরব সেবা, সখ্যে বিশ্বাসময় ॥
'কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া-রণ।' কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণদ্বারে করায় সেবন ॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্যে গৌরব গন্ধ-হীন। অতএব সখ্যরসের 'তিন' গুণ চিহ্ন ॥
'মমতা' অধিক কৃষ্ণে আত্ম-সম-জ্ঞান। অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥

বাৎসল্য-ভক্তি-রস

বহিরন্ত শূন্য হ'য়ে পূর্ব্ব-পর যেই। রসময় স্বরূপেতে নিত্য সুখ দেই ॥
হেন কৃষ্ণে অপরাধী ভীত অতি জেনে। লাঠি ফেলি' শ্রীযশোদা করিল বন্ধনে ॥

বাৎসল্য-রসে—শান্ত-দাস্য-সখ্য ক্রোড়ীভূত এবং কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান

বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন। সেই সেই সেবনের তাহাতে পূরণ ॥
সখ্যের গুণ 'অসঙ্কোচ' অগৌরব সার। মমতাধিক্যে তাড়ন-ভৎর্সন-ব্যবহার ॥
আপনাকে পালক মানে কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান। চারিগুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥

মধুর-রসে—দাস্য-সখ্য ও বাৎসল্য ক্রোড়ীভূত এবং নিজাঙ্গ-দ্বারা সেবা

মধুর-রসে কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, সেবা অতিশয়। সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥
আকাশাদির গুণ যেন, পর পর ভূতে। এক দুই আদি ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥

স্থায়ীভাব রতিই মুখ্য আধার

প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণ-ভক্তি-রসরূপে পায় পরিণামে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়ী ভাব 'রস' হয় মিলি এই চারি ॥

রসের হেতু

দ্বিবিধ বিভাব—আলম্বন, উদ্দীপন। বংশী-স্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন ॥

রসের কার্য্য

অনুভাব স্মিত নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর। স্তোভাদি 'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর ॥

রসের সহায়

নির্ব্বেদ-ঈর্ষাদি তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'। সব মিলি 'রস' হয় চমৎকারকারী ॥

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়জাতীয় আলম্বন

নারায়ণে কৃষ্ণে স্বরূপতঃ ভেদ নাই। তথাপি শৃঙ্গারে কৃষ্ণ রসাধিক্য গাই ॥
অতএব রাগপথে অন্তর্মনা হৈয়া। কৃষ্ণ-অষ্টযাম-লীলা সকল স্মরিয়া ॥
অধিকারী জন করে লীলার স্মরণ। অনধিকারী সহজিয়ার ইহাতে মরণ ॥
শ্রীগুরু-সেবায় রহি সদা কৃষ্ণনাম। সাধন করিলে পাবে রাধাকৃষ্ণ-ধাম ॥
আশ্রয়-বিষয় রাধা-কৃষ্ণ-মধুরিমা। সংক্ষেপে কহিনু ভক্তি-সাধন-মহিমা ॥
পরিশেষে কহি পুনঃ সাধন অশেষ। পূর্ব্বাপর সব কথা জানাতে বিশেষ ॥

বহির্ম্মুখ কর্ম্ম উপেক্ষা

পুণ্যকামী কর্ম্মপথে স্বর্গে রয় ভাল। পুণ্যশেষে অনিচ্ছায় ফেলে দেয় কাল ॥
নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-পথে ধাহা মিলে ভাই। শ্রীহরিভক্তের তাহা প্রয়োজন নাই ॥
কর্ম্ম-ধর্ম্ম-বিরাগাদি যে-কিছু সাধন। হরি-পদ না সেবিলে বৃথাই জীবন ॥
কৃষ্ণ-পূজাহীন যত কিছু আয়োজন। সে তরণী না তারিবে সংসার-যাতন ॥

মঙ্গল জীবন ভক্ত-ভগবৎ-কথা। শুনিলে শীতল করে ত্রিতাপ সর্ব্বথা ॥
'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।' অপরাধশূন্য হ'লে পায় প্রেমধন ॥
ভকত উত্তম যারা হর্ষে অবিরাম। গান করে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গুণধাম ॥
সাধনের সার সাধুসঙ্গে হরিনাম। যেই করে সেই যোগী, ভক্ত, ভাগ্যবান্ ॥
কৃষ্ণনামে পাই তাই যে সুখের সিন্ধু। ব্রহ্মানন্দ তার তুল্যে নহে একবিন্দু ॥
হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম সার। কলিযুগে নাই, নাই, গতি নাই আর ॥
বৈষ্ণবের সেবা, আর সদা হরিনাম। সর্ব্বধর্ম্ম সার তাই শান্তি সুখধাম ॥
সহজ সাধন ইহা বিনা কিছু নাই। অযোগ্য লেখনী মোর কৈছে ইহা গাই ॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মোর গুরু। তাঁর দাস-অনুদাস সবে কল্পতরু ॥
হেন প্রভুগণ মোরে করহ প্রসাদ। ভাব বিনু না দেখিহ ভাষা-অপরাধ ॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের করুণা কাঙ্গাল। ভক্তিরস-বাণী গায় **আনন্দগোপাল** ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

শঙ্করমতেও জগৎ মিথ্যা

আচার্য্য শঙ্করও বুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জগতের কারণ ত্রিকালশূন্য-স্বরূপ একটী তত্ত্বকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহার নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যা একটী সদসদ্-বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব। শ্রীশঙ্কর তাঁহার 'অজ্ঞানবোধিনী'-গ্রন্থে জগৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উহার অষ্টম বাক্য, যথা—

"ভো ভগবন্! যদ্ **ভ্রমমাত্রসিদ্ধং তৎ কিং সত্যম্?** অরে যথা **ইন্দ্রজালং** পশ্যতি জনঃ, ব্যাঘ্রজলতড়াগাদি অসত্যতয়া প্রতিভাতি কিম্? ইন্দ্রজালভ্রমে নিবৃত্তে সতি **সর্ব্বং মিথ্যেতি** জানাতি। ইদন্তু সর্ব্বেষাম-নুভবসিদ্ধম্।"

উক্ত বাক্যে তিনি জগৎকে ভ্রমমাত্র এবং ইন্দ্রজালের ন্যায় সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। নির্ব্বাণ-দশকের ৬ষ্ঠ শ্লোকেও "ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্নকো বা সুষুপ্তির্ন বিশ্বে।" ইত্যাদি বাক্যে তিনি বুদ্ধের ন্যায় বিশ্বের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং
সত্যজ্ঞানানন্দরূপেন বিমোহাৎ।
নিদ্রামোহাৎ **স্বপ্নবৎ তন্ন সত্যং**
শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্॥"

(আত্মপঞ্চক—৩য় শ্লোক)

অর্থাৎ 'তন্ন সত্যং স্বপ্নবৎ'—বিশ্ব সত্য নহে, অসৎ এবং স্বপ্নতুল্য অলীক। বিশ্বের অস্তিত্ব নিদ্রাকালের স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হয় মাত্র। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে।

বুদ্ধ বিশ্বকে 'সংস্কার' বিশেষ বলিয়া কোথাও কোথাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। শঙ্কর উহা 'স্বপ্নের' মত প্রতিভাত হয় মাত্র,—এইরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ 'সংস্কার' ও 'স্বপ্ন' একই ধারণা-জ্ঞাপক; কারণ 'সংস্কার' ও 'স্বপ্ন' উভয়ই কল্পনা হইতে উদ্ভূত হয়। যেখানে অকল্পিত বস্তু স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, সেখানেও

সংস্কারই তাহার মূল কারণ। ইহাই দার্শনিকগণের মত। শঙ্কর যদিও বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্যে বৌদ্ধের 'সংস্কার-বাদের' প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন, তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহার স্বপ্নতুল্য জগৎ-প্রতীতি ও সংস্কার-বাদ একই বলিয়া কল্পিত হয়—কেবল ভাষান্তর মাত্র।

আচার্য্য শঙ্কর জগৎ-কারণরূপা অবিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া 'সদসৎ-বিলক্ষণ-অনির্ব্বচনীয়ত্বের' কথা যে-ভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধের ত্রিকালশূন্যত্বের সহিত কিছুমাত্র ভেদ হয় না। শুক্তি ও রজতের দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি বলেন, রজত-জ্ঞান অবিদ্যা বা অজ্ঞানোৎপন্ন। সুতরাং এই রজত-জ্ঞান প্রাতিভাসিক মাত্র। প্রাতিভাসিক বস্তু তাবৎকাল স্থায়ী; বৌদ্ধমতে ইহা ক্ষণিক মাত্র। অর্থাৎ রজতের তাৎকালিক জ্ঞান, অজ্ঞান মাত্র। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে উহার অস্তিত্ব না থাকায়, উক্ত অজ্ঞান বা অবিদ্যা সৎ নহে, মিথ্যা মাত্র। মাননীয় রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আচার্য্য শঙ্করের মত ব্যক্ত করিতে গিয়া আশ্চর্য্যজনক বাক্যের আবাহন করিয়াছেন, যথা—

"যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা প্রতিভাত হয়, যেমন জগৎ এবং যাহার অস্তিত্ব আছে তাহা প্রতিভাত হয় না, যেমন ব্রহ্ম"। উক্ত বাক্য বৌদ্ধমতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। বৌদ্ধ জ্ঞানশ্রী বলেন, "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্" অর্থাৎ যাহা সৎ বা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই ক্ষণিক বা তাৎকালিক; সুতরাং মিথ্যা আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার 'অপরোক্ষানুভূতি'-গ্রন্থের ৪৪ শ্লোকে বুদ্ধের ক্ষণিকবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"রজ্জুজ্ঞানাৎ **ক্ষণেনৈব** যদ্বদ্ রজ্জুর্হি সর্পিনী।'

অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রমের দ্বারা যে অনুভূতি হয়, **তাহা ভ্রান্তিময় হইলেও ক্ষণিক**। সুতরাং **জগৎরূপ যে ভ্রান্তি, তাহাও ক্ষণিক**। জগতের ত্রৈকালিক সত্য-শূন্যত্বের তাৎকালিকতা স্বীকার করিলে বুদ্ধের জগদ্ব্যাপারে আত্যন্তিক শূন্যরূপ বিশ্বের ত্রিকালশূন্য ক্ষণিকত্বের সহিত কি তফাৎ হইল? সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। (ক্রমশঃ).

শিব-তত্ত্ব

তত্ত্বানভিজ্ঞ শৈবক্রব ও সহজিয়া প্রভৃতি বৈষ্ণব-ক্রবগণ যথাক্রমে বিষ্ণু ও শিবের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা শাস্ত্রে এরূপভাবে বর্ণিত আছে :—

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিত্য।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্ ॥

অর্থাৎ,—যে-ব্যক্তি একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া নিত্যকাল আমাকে (ভগবানকে) পূজা করে, কিন্তু মহেশ্বরকে নিন্দা করে, সে অযুত নরক মধ্যে গমন করে।

মদ্ভক্তঃ শঙ্কর-দ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্কর-প্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ॥

অর্থাৎ, বিষ্ণুভক্ত যদি শঙ্করের দ্বেষ করে এবং শঙ্কর-ভক্ত যদি বিষ্ণুকে দ্বেষ করে, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য এবং চন্দ্র থাকিবে, (অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত) ততদিন তাহারা নরক ভোগ করিবে।

'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ'—শ্রীশম্ভু বৈষ্ণবগণের শিরোমণি। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার। কোনকল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে শ্রীবিষ্ণুর ললাট হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়া থাকে। তিনি দ্বিবিধভাবে লীলা করেন। প্রথম—স্বাংশ-তত্ত্ব-হিসাবে ঈশ্বর-কোটী, দ্বিতীয়—বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব-হসাবে জীব-কোটী। প্রথম রূপে তিনি বৈকুণ্ঠগত শিবলোকে শ্রীভগবানের নিত্য-সেবকরূপে নিত্য বর্ত্তমান। এইরূপে তিনি 'সদাশিব' নামে খ্যাত। দ্বিতীয় রূপে তিনি প্রলয়-কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত কৈলাস ও কাশীধামে বিরাজ করেন। এইরূপে তিনি তমোগুণের অধিষ্ঠাতা ও সংহার-কর্ত্তা। সুদর্শনের দ্বারা সন্তাপিত দুর্ব্বাসাকে শিব স্বয়ং বলিয়াছেন,—এই ব্রহ্মাণ্ড এবং কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড কালক্রমে পরম-কারণ শ্রীবিষ্ণু হইতে উৎপন্ন হয় এবং শেষে তাঁহাতেই লীন হয়। ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াছেন :—আমি, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, ভূতেশ ও সুরেশ বিষ্ণুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহার আজ্ঞামতে দ্বিপরার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত এইস্থানে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছি। কাল পূর্ণ হইলে বিষ্ণুর ভ্রূভঙ্গিতে এই স্থানের সঙ্গে আমরা তিরোহিত হইব।

মায়ার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডে মুগ্ধজীবগণ কখনও ধর্ম্মার্থ-কাম, কখনও আত্ম-বিনাশ-রূপ মোক্ষ-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নিজদিগকে শিবোপাসক বলিয়া পরিচয় দেয়।

শিবও ভগবদ্বিমুখতার দণ্ড-স্বরূপ সেইসমস্ত অশুভ গতি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন। কেবলমাত্র যাঁহারা নিত্য-স্বরূপের কৃপাপ্রার্থী, তাঁহাদিগকে তিনি পরমার্থ কৃষ্ণভক্তি দান করিয়া পরাগতির পথ প্রদর্শন করেন। প্রচেতাগণকেও তিনি এইভাবে কৃপা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভাব-বিবর্জ্জিত বিষয়িগণ শ্রীশিবের আরাধনা করিয়া কখনও কাম্যফল লাভ করিলেও তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারে না; এবং কালের করাল কবল হইতেও নিস্তার পায় না। রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, ক্রৌঞ্চ ও অন্ধকাদি তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। পুনরায় অসুর-বিমোহনকারী, মায়াবাদাদি অসচ্ছাস্ত্র-প্রচারকারী, জীবের যোগ্যতানুযায়ী আত্মবৃত্তি-ধ্বংসকার রুদ্রস্বরূপের নিকট যাঁহারা আত্মবিনাশ-গতি লাভের জন্য উপস্থিত হন, তাঁহারাও স্থাবর-দেহাদির মত অচিদ্‌গতি লাভ করেন। এইগুলি সমস্তই ভগবদ্বিমুখতার দণ্ড।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বিক পুরাণে শিবের শ্রীমুখ হইতে বিষ্ণু-ভক্তির পূত মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। অন্যান্য রাজসিক বা তামসিক পুরাণ প্রভৃতিতে শিবের যে-সমস্ত বিষ্ণুভক্তির বাধক বিপরীত প্রসঙ্গের অবতারণা শ্রুত হয়, তাহা ভগবানের ইচ্ছাক্রমে অসুর-মোহনের জন্যই প্রচারিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে শিব নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি জগৎ ধ্বংসের নিমিত্ত অবৈদিক মায়াবাদাদি ধর্ম্ম প্রচার করিবেন,—

বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥

বৈষ্ণব-চূড়ামণি ভোলানাথ হরিপ্রেমে পাগল। "পঞ্চমুখে 'রাম' নাম গান ত্রিপুরারি।" হরিভক্তই তাঁহার পরম বান্ধব। পরম-ভক্ত প্রচেতাগণকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীব-সংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে॥ (ভাঃ ৪।২৪।২৮)

অর্থাৎ যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুহ্য হইতেও গুহ্যস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়।

শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া তিনি পুনঃ বলিতেছেন,—

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং
বেদে চ তন্ত্রে চত এব কোবিদাঃ॥ (ভাঃ ৪।২৪।৬২)

অর্থাৎ—যে-সকল ভক্ত-যোগী পরম শ্রদ্ধায় শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর মদনমোহন মূর্ত্তির ভজনা করেন, তাঁহারা সকলেই বেদ-তন্ত্র-তত্ত্ববিৎ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন।

হরি ও হর এক আত্মা। 'ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্' (গীতা)—আমার হৃদয়ে ভক্তের অবস্থান, এবং ভক্তের হৃদয়ে আমার অবস্থান। হরি-হরের নিন্দা করিলে বিষ্ণু-বৈষ্ণব অপরাধের আবাহনই করা হয়। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই উক্তরূপ অপরাধ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন।

ভক্তপ্রিয় ভগবান্ নিত্যকাল ভক্তকে নিজের উপরেও স্থান দিয়া আনন্দিত হন। অত্যধিক ভক্তবাৎসল্যহেতু 'রামের গুরু শিব' কথার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রেমময় নিজের প্রেমপাত্রকে 'গুরু' তুল্য সম্মান ও শ্রেষ্ঠ আসন দিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ভগবানের উক্তরূপ ব্যবহারের তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম হইয়া 'যেই হর সেই কৃষ্ণ' বিচার করিলে সিদ্ধান্ত বিরোধ হইবে। যিনি এই বিচারধারা গ্রহণ করিবেন, শাস্ত্র তাহাকে 'পাষণ্ডী' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

হরের প্রিয় হরি। সুতরাং হরিপ্রিয় উপচারও তাঁহার প্রিয় এবং তজ্জন্যই হরের পূজা বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য ও বিষ্ণু-নৈবেদ্যের দ্বারা সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা সাত্বত-স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য যিনি কৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহাকে হর বা অন্য কোন দেবতাকে পৃথক্‌ভাবে পূজা করিতে হয় না। হরির পূজা করিলেই অপরাপর দেবতাদির পূজা হইয়া যায়।

"মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর ॥"

নিষ্ঠার ব্যাঘাত হইবে জানিয়া ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণ অন্যদেব-দেবীর উপাসনা না করিয়া একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুরই পূজা করিয়া থাকেন। এইরূপ বিষ্ণু-পূজায় প্রত্যক্ষভাবে শিবের পূজা হইল না বলিয়া ইহাকে 'শিবরহিত যজ্ঞ' বলিলে ভুল করা হইবে। কারণ বিষ্ণু নিখিল দেবদেবীর প্রাণ-স্বরূপ। বিষ্ণু-পূজায় শিবপূজা হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে শিব-পূজায় বিষ্ণুপূজার ফল পাওয়া যায় না। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শিব-তত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

ক্ষীরং যথা দধিবিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ (ব্রঃ সং ৫।৪৫)

অর্থাৎ—দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

বিষ্ণুই আদি-দেবতা, তিনি সর্ব্বকারণের কারণ। আদিসৃষ্টির পূর্ব্বেও বিষ্ণুর অবস্থান। শ্রুতি বলেন,—"একো হ বৈ পুরুষো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।" মোক্ষধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে,—"প্রজাপতিং চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ"॥ ব্রহ্মা ও রুদ্রকে আমিই (বিষ্ণুই) সৃজন করিয়াছি। তাঁহারা আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া আমার তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না।

মহেশ-ধামের অধিষ্ঠাতা শম্ভুর স্বরূপ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—শম্ভু কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটি 'ঈশ্বর' নন। যাহাদের সেরূপ ভেদবুদ্ধি, তাহারা ভগবানের নিকট অপরাধী। শম্ভুর ঈশ্বরতা—গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন। সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব। অভেদ-তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকার-বিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকার-বিশেষযোগে ঈশ্বর পৃথক্ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে-স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই। মায়ার তমোগুণ, তটস্থ শক্তির স্বল্পতা-গুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সন্বিদ্ গুণ-বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকার-বিশেষ হয়। সেই বিকার-বিশেষযুক্ত স্বাংশ-ভাবাভাস-স্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন। সৃষ্টি-কার্য্যে দ্রব্য-ব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন কোন অসুরের নাশ এবং সংহার কার্য্যে সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনার্থ স্বাংশ-ভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভু-স্বরূপে গোবিন্দ 'গুণাবতার' হন। শম্ভুরই কাল-পুরুষত্ব নির্ণীত আছে।

"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবত-বচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া স্বীয়-কালশক্তি দ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন। তিনিই তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকার-ভেদে ভক্তিলাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে জীবের পঞ্চাশ গুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে জীব বলা যায় না; তিনি—'ঈশ্বর', তথাপি 'বিভিন্নাংশগত'।

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ
(আসাম)

শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৩-৩৪)

সকল অবতারের অবতারী পতিতপাবন মহাবদান্য এবং শরণাগত জীবের একমাত্র প্রতিপালক শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে আমাদের কোটি কোটি নমস্কার। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদের ন্যায় কলিহত জীবসমূহের উদ্ধার-মানসে অন্যাভিলাষ-বর্জ্জিত ও জ্ঞান-কর্ম্ম-অনাবৃত অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনরূপ শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিবার জন্য সপার্ষদ এবং স্বীয় ধামসহ অবতীর্ণ। তিনি শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীল আনন্দতীর্থ-সংরক্ষিত সম্প্রদায়ৈক-রক্ষক; তিনি শ্রীসদাশিবের অবতার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য ও আদিকবি শ্রীব্রহ্মার অবতার শ্রীল হরিদাস ঠাকুর-কর্ত্তৃক নিত্য-আরাধিত। পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব নিখিল জীবের একমাত্র আশ্রয়দাতা, স্বভৃত্য কুষ্ঠিবিপ্রের আর্ত্তি-হরণকারী, বাসুদেব-সার্ব্বভৌম-প্রতাপরুদ্রাদির মুমুক্ষা-বুভুক্ষারূপ ভব-সাগরের পরপার লাভের পোতস্বরূপ ও একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কোনও কারণবশতঃ বাহ্যিক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেও অন্তরে গুহ্য ভাব পোষণ করত শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনার্থ নিত্য-বিরহকাতর হইয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেম-রহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমাদের কোটি নমস্কার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবকে ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণপ্রেম দান করিবার জন্য দেবতাগণেরও পূজিতা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত শ্রীভগবানের এবম্বিধ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের ভবিষ্যৎবাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া শ্রীগৌরনারায়ণ সন্ন্যাসী হইয়া কলিহত জীবকে উদ্ধার করেন।

সকল অবতারের অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রণাম-মন্ত্র-স্বরূপ শ্রীমদ্-ভাগবত-মহাপুরাণে পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্লোক নিত্য সুরক্ষিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ, প্রথম অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত নিমিরাজ এবং নব-যোগেন্দ্রের কথোপকথন আলোচিত হইয়াছে। এবং সেই প্রসঙ্গে ভগবানের কোন্ যুগে কোন্ কোন্ অবতার প্রকটিত হইয়া থাকেন, তাহারও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীল করভাজন ঋষি ভগবানের কোন্ যুগে কি অবতার এবং তাঁহাদের লক্ষণাদি কিরূপ, তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে অবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতারীত্ব ও লক্ষণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে ভগবানের বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত অবতারের বর্ণনা করিবার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতার-লক্ষণ যে-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২)

কলিযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গৌরবর্ণ বা পীতবর্ণ অঙ্গকান্তি গ্রহণ করিয়া অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র (হরিনাম) ও পার্ষদসহ অবতীর্ণ হইবেন। অতএব বুদ্ধিমান্ এবং সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের দ্বারা এই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত অবতারী শ্রীমদ্গৌরসুন্দরকে উপাসনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভাগবত-ধর্ম্মের প্রচারক এবং সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞানুষ্ঠানের শিক্ষা-গুরু ও আদি-প্রবর্ত্তক। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে 'জন্মাদ্যস্য' সূত্র-সমন্বিত ব্রহ্ম-সূত্র বা বেদান্ত-দর্শনের অকৃত্রিম ভাষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই শ্রীমদ্ভাগবতেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের অবতারীত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল শ্রীমদ্ভাগবতে নহে, পরন্তু অন্যান্য উপনিষদ্, পুরাণ এবং মহাভারতাদি শাস্ত্রেও তাঁহার অবতারীত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মূর্খ-জনমতের পরিপুষ্ট মনোধর্ম্মীর মনগড়া ভগবান্ নহেন, তিনি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্মত ও শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট স্বয়ং ভগবান্ অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ—তাই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে অভিহিত। বাসুদেব সার্ব্বভৌমও তাঁহাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বরূপে অবগত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দ্বারা স্তব করিয়াছেন। শ্রীল সার্ব্বভৌম-কৃত এই শ্লোকদ্বয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার-বিশেষ।—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ত্তমান কলিযুগের লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা আছে। কলিযুগের যে কার্য্য-কলাপ আমাদের দৃষ্টিপথে আসিবে, তাহা এইরূপ, যথা—

"অর্থই কলিকালে সকল কার্য্যের একমাত্র মূলাধার হইবে। অর্থের দ্বারাই লোক-পরম্পরা বা সমাজের উচ্চাবচতা নির্ণীত হইবে এবং অর্থের দ্বারাই সকল বিচার, স্বাধীনতা, সমতা-বৈশিষ্ট্যের সমাধান হইবে। ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যই দাম্পত্য-জীবনের আকর্ষণের কারণ হইবে এবং ব্যবহারিক কার্য্যে যিনি যত-প্রকার ছল ও চাতুর্য্য অবলম্বন করিবেন, তিনি সেই পরিমাণেই কার্য্যোদ্ধারে সমর্থ হইবেন।

"যৌবনশক্তির বলে বলীয়ান্ পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করিবে এবং স্ত্রীগণও সেই প্রকার যৌন-শক্তির দ্বারা পুরুষের উপর আধিপত্য লাভ করিবে। সমাজের মধ্যে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র সূত্র-ধারণ করিয়াই সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারের দাবী করিবেন এবং এইরূপে দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেও বিশৃঙ্খলা ঘটিবে ও উহা ক্রমশঃ লোপ পাইবে।

"কেহ যদি আদালতের বিবিধ ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি রাজ্যের বিচার-পদ্ধতি হইতে ন্যায় বিচার প্রাপ্ত হইবেন না; যিনি হঠ-কারিতা করিয়া নিজকে জাহির করিবেন, তিনি জনসাধারণের নিকট পূজ্য হইবেন।

"দারিদ্র্য দ্বারা নিপীড়িত ব্যক্তিগণ সমাজে অসাধু বলিয়া পরিচিত হইবেন এবং দম্ভাহঙ্কার ইত্যাদি সাধুত্বের পরিচায়ক হইবে। কোন প্রকার একটি স্বীকার-পত্র দস্তখত করিয়াই বিবাহ-বন্ধন বা বিবাহ-বিচ্ছেদ সাধিত হইবে এবং কেবলমাত্র স্নান দ্বারাই জনসাধারণ সকল প্রসাধন পরিপূর্ণ করিবে।

"দূরস্থিত নদীর জল তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং মস্তকে বৃহদাকার কেশাদি ধারণ করিয়াই জনসাধারণ নিজদিগকে লাবণ্যযুক্ত মনে করিবে। অশাস্ত্রীয় অদৈব আসুরিক ব্যবহার দ্বারা পরমসত্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইবে। কুটুম্ব-পালন করিবার শক্তিদ্বারাই গৃহস্থের দক্ষতা নির্ণীত হইবে এবং স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিপালন করিতে পারিলেই জনসাধারণ সামাজিক খ্যাতি লাভ করিবে।

"সমাজের দুরবস্থা যখন উল্লিখিত বিষয় দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইবে, তখনই জনমত-পুষ্ট ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত যে-কোন যোগ্য বা অযোগ্য ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি-নির্ব্বিশেষে রাজ্যের ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইবে। সেইপ্রকার অনুপযুক্ত রাজ্যপালকগণ স্বভাবতঃই অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, নির্দ্দয়, মৎসর এবং আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ হইবে। অতএব তাহারা নিরীহ প্রজাগণের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিজদিগকেই বলবান্ করিবে। সেই রাজা-নেতাগণের প্রপীড়নে ক্ষুব্ধ হইয়া নিরীহ প্রজাগণ একরাজ্য হইতে অন্যরাজ্যে পলায়ন করিয়া 'বাস্তহারা' নামে পরিচিত হইবে। এইসকল বাস্তহারা ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক এবং রাজ্যকর-ভারে উৎপীড়িত হইয়া অসহায় অবস্থায় মনুষ্যের অনুপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ঘাস, মূল, বীজ ইত্যাদি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। এবং পরপর অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির জন্য ক্ষেত্রের শস্যাদি উৎপাদন-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী হইতে খাদ্যশস্য বিলুপ্ত হইবে।

"কলিযুগ-পীড়িত ব্যক্তিগণ নানাবিধ সাম্প্রদায়িক বিবাদে, ক্ষুধায়, পিপাসায়, রোগে, শোকে এবং শীত-আতপাদিতে উপযুক্ত বস্ত্রাভরণ ও আশ্রয় অভাবে কষ্ট পাইয়া নানারূপ চিন্তায় পরিক্লিষ্ট হইবে। কলির জীবসমূহ ক্রমশঃ আকারে ন্যূন (খর্ব্বাকৃতি) হইয়া যাইবে। চারিবর্ণ এবং চারি আশ্রম গুণ-কর্ম্ম দ্বারা বিভক্ত না হইয়া আসুরিক মতেই পরিচালিত হইবে এবং জনসাধারণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিবে। বেদবিরুদ্ধ আচরণে আকৃষ্ট হইয়া জনগণ অসাধুবৃত্তি অবলম্বন করত উচ্চপদের সুযোগ লইয়া লুণ্ঠন-কার্য্যে ব্যস্ত হইবে। অতএব কলিযুগে শূদ্র ভিন্ন অন্য কোন বর্ণ অবশিষ্ট থাকিবে না। গাভী ছাগীর ন্যায় হইয়া যাইবে; ত্যাগীর আশ্রমোচিত বেষ ও ব্যবহারে বৈষম্য পরিলক্ষিত হইবে এবং গৃহস্থগণ ত্যাগীর সজ্জা গ্রহণ করত ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইবেন। যৌন সম্বন্ধে বন্ধুত্ব স্থায়ী হইবে, ভেষজ বৃক্ষ-লতাদি সাধারণ গুল্মাদিতে পরিণত হইবে, বৃক্ষাদি ক্ষুদ্রকায় হইবে। মেঘে বিদ্যুৎভিন্ন জল থাকিবে না; সেই সময়ে ভগবান্ কল্কিদেব ধূমকেতুর ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে ধ্বংস করিবেন।"

কলিযুগের এখনও ৪২৭০০০ বৎসর পরমায়ু বাকী আছে; অতএব এখন মাত্র কলির প্রথম সন্ধ্যাকাল। যে-সমস্ত লক্ষণ উপরে কথিত হইয়াছে, তাহা এই প্রথম সন্ধ্যাতেই যথেষ্ট তীব্রভাবেই পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং পরে আরও [illegible] জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, তাহা সহজেই অনুমান

করা যাইতে পারে। অবস্থা ক্রমে এতই খারাপ হইবে যে, জনসাধারণ একান্ত আবশ্যকীয় শরীর-ধর্ম্ম আহার-নিদ্রাদির অভাবে পিশাচ-সদৃশ হইয়া যাইবে। সমস্ত প্রকারের উচ্চস্তরের শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে ভোগোন্মুখ-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট মানবগণ স্থূল-সূক্ষ্ম অতি-ঘৃণিত যৌন-কথায় অধিক রুচিবিশিষ্ট হইয়া উহাতেই ব্যাপৃত হইবে। অধুনা নির্ব্বিরোধে যৌন-সম্বন্ধীয় নাটক-নভেলের প্রচার এবং সিনেমাদির অশ্লীল চিত্রাদি তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। এইপ্রকার নিম্নগামী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-পিতামাতা-গুরুজনের সেবা, স্ত্রী-পুত্রাদি প্রকৃত পাল্যগণের ভরণ-পোষণ ত্যাগ করিবে। এবং অপস্বার্থান্ধ হইয়া শিব-বিরিঞ্চি-উপাসিত ভগবানের নিত্য-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া গুরুদ্রোহী প্রাকৃত-সহজিয়া হইবে।

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ, জন্মযোগী শ্রীল শুকদেব গোস্বামী উল্লিখিত কলিকালের লক্ষণাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার পর শেষে যে আশার বাণী দিয়াছেন, তাহা এই—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং **কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ** ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)

[সর্ব্বদোষের আকর কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে, মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনহেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হইবেন। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে তদীয় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে তদীয় অর্চ্চনদ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন হইতেই তৎসমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।]

কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন দ্বারাই সর্ব্বযুগের সর্ব্ববিধ ফল লাভ হয় বলিয়া গুণগ্রাহী আর্য্যগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র অবলম্বনীয় ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মের সংস্থাপক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

শ্রুত্যুক্ত (মুণ্ডক ৩।৩) রুক্মবর্ণ পুরুষই পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দর,—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত মহাভারতের দান-পর্ব্বেও এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ॥ (মহাভাঃ দানপঃ ১৪৯ অঃ)

গলিত-হেমবরণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থাশ্রমে চন্দন-মাল-শোভিত হইয়া নদীয়াধামে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছিলেন। আবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও শম-শান্ত-স্বভাবে হরিকীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ মহাভাবপরায়ণ হইয়া আচার্য্যরূপে "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" প্রভৃতি বেদবাণীর প্রচার করিয়াছেন। অতএব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রোক্ত পরতত্ত্ব স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্—ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত একমাত্র সিদ্ধান্ত।

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত
সভাপতি, সহঃ সম্পাদক-সঙ্ঘ

রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী কাহারা ?

বিংশ শতাব্দীর মানব-সমাজে আজ আমরা অনেকেই নিজদিগকে চতুর ও বুদ্ধিমান্ মনে করি। কে আমি? কেনই বা জন্ম-মৃত্যুর কবলে ত্রিতাপে জর্জ্জরিত? কোথা হইতে আমার আগমন? কোটী কোটী যুগান্তে আবার কোথায় থাকিব?—এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নাই এবং জানিবার জন্য কোন উৎসাহও নাই। তাই সমগ্র ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অনুভব-শক্তির অধিনায়ক বাস্তব-শান্তিদাতা সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরিকে স্বপ্নেও চিন্তা করিবার অবসর আমার নাই। তথাপি আমি একজন এতবড় স্বার্থত্যাগী!—এতবড় উদার!! জড়ীয় স্বাধীনতার মধ্যে আমার ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অনুভব-শক্তির বাহাদুরী লইয়া আমি জগতের আচ্ছাদিত চেতন—বৃক্ষ-প্রস্তরাদির দ্বারা এবং সঙ্কুচিত-চেতন,—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের দ্বারা বেশ ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিতেছি। ক্রমশঃ মানব-দেহধারী মুকুলিত-চেতন,—নিরীশ্বর নৈতিক ও বিকচিত-চেতন,—বহ্বীশ্বর নৈতিক এবং পূর্ণবিকচিত-চেতন,—বাস্তব-সেশ্বর ভাবভক্ত-জীবনগুলিকেও লইয়া আমার সীমাহীন ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু হায়! ইহাতেও আমার বিন্দুমাত্র শান্তি হইতেছে না।

শাস্ত্র ও মহাজনের নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধের মধ্যে পাপ-পুণ্য ও অপরাধ-বিচারের পথে সাবধান থাকিয়া, আমরা অনেকেই তেত্রিশকোটী দেবতার

নজীর দেখাইয়া বা বিভিন্ন যুগাবতারের (?) দোহাই দিয়া আমরা উদ্দাম ভোগ-প্রবৃত্তি পরিচালনার প্রচেষ্টা করিতেছি। ধন্য আমার বিচার-দক্ষতা! তাই, যখন যেরূপ ভোগবাসনার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তখন সেইরূপ শাস্ত্রীয় যুক্তি ও ইতিহাসের নজীর দেখাইয়া নিজদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিতেছি। এইজন্য দৃষ্টান্ত-পথে অতিমানব, মহামানব বা দেবতাদের ত' দূরের কথা, এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও কেহই বাদ যাইতেছেন না। রাবণ, হিরণ্যকশিপু ও কংসের ভোগপ্রবৃত্তিও আমার নিকট হার মানিয়াছে। আমি এখন সর্ব্বারাধ্য-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ-প্রয়াসী। একটু **রাস-লীলা** শ্রবণ করিতে চাই! আমি কখনও সিনেমা বা বায়স্কোপ দেখি নাই। অতএব আমি একজন সাধু! ধন্য আমার সাধুতা!! আমার এইপ্রকার কু-বিচার সংশোধনের জন্য পরীক্ষিত-সভায় শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু **মনসাপি** হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)

টীকা—তর্হি "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ" ইতি ন্যায়েনান্যোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈতদিতি। অনীশ্বরো নিকৃষ্টো জীবঃ যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমাচরন্ ভুঞ্জানঃ সদ্যো বিনশ্যতি, রুদ্রস্তু ভুক্ত্বা প্রত্যুত নীলকণ্ঠত্বেন শোভতে ইতি ভাবঃ। —(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত সারার্থদর্শিনী টীকা)

শ্লোকানুবাদ,—যদি বল, মহৎব্যক্তিগণ যে আচরণ করেন, ইতরগণও তাহার অনুগামী হয়; তবে অপরেও কি সেইরূপ কার্য্য করিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন, --দেহাদি-পরতন্ত্র জীবগণ ঈশ্বরগণের এইরূপ আচরণ, বাক্য বা কর্ম্মের দ্বারা ত' দূরের কথা, মনেও কখন আচরণ করিবে না। সমুদ্রজাত কালকূট বিষ মহাদেব পান করিয়াছিলেন বলিয়া অজ্ঞব্যক্তি যদি ভ্রমেও তাহা পান করে, তাহা হইলে তাহার যেরূপ প্রাণনাশ হয়, তদ্রূপ জীবগণ মূঢ়তাবশতঃ ঈশ্বরগণের ন্যায় আচরণ করিলে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 'মনেও কখন আচরণ করিবে না'—এই বাক্যদ্বারা ঐ রাসলীলার বিচার শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ধ্যান, সমস্তই নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ মন সংযুক্ত না হইলে কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে না। এইরূপ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই কীর্ত্তন, স্মরণ, ধ্যান কিছুই করিতে পারা যায় না।

মানব-সমাজের মধ্যে আজ অনেকেই অনুকরণ-প্রিয়। অতি শিশুকাল হইতেই আমরা অনুকরণ কার্য্যটি অভ্যাস করিয়া থাকি। যাহারা মনোবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই কথাটী ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন।

জগতের অভিজ্ঞতার সমষ্টি অনুকরণ-প্রিয়তারূপ স্বভাব হইতেই সঞ্চিত হয়। কিন্তু এই অনুকরণ-ক্রিয়াটী অনুসরণ বা আনুগত্যের বিকৃত প্রতিফলিতা চেষ্টা। অনুকরণে কপটতা আছে, কৃত্রিমতা আছে, আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা আছে এবং দাম্ভিকতা আছে; কিন্তু অনুবর্ত্তন, অনুসরণ বা আনুগত্যে ঐরূপ কপটতা, কৃত্রিমতা বা দাম্ভিকতা নাই। সদ্‌গুরু-পদাশ্রয়ে শিষ্য যখন গুরুর অনুবর্ত্তন করেন অর্থাৎ আনুগত্য করেন, তখন অনর্থাবস্থায় তাহার হৃদয়ে কৃত্রিমতারূপ কষায় যে পরিমাণে থাকে, সেইটুকু সদ্‌গুরু-কৃপায় বিধৌত হইয়া যায়। এবং তখন তাহার সহজ-ভাব প্রকটিত হইয়া পড়ে। এইরূপে যখন সহজ-ভাব প্রকটনে সাধন-ভক্তিপথে বা অবরোহ-পথে ভগবদ্ অনুশীলন-রূপ শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখনই শ্রীগুরুদেবের বিশ্রম্ভসেবক শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে শ্রীকৃষ্ণলীলার যথার্থ তাৎপর্য্য অনুভব করিবার অবসর পাইয়া থাকেন।

অনেকেই আবার বলিয়া থাকেন, ভাগবতে—'নৈতৎ সমাচরেৎ'-শ্লোকে নিষেধ করিবার পর পুনরায় 'অনুগ্রহায় ভক্তানাং' ও "বিক্রীড়িতং" শ্লোকে—শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের কেন অধিকার দেওয়া হইল? ইহার উত্তরে শাস্ত্র ও মহাজনের বাণীই একমাত্র আলোচ্য। শ্লোকের "শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াৎ" পাঠটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার।
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে করি এক অনুমান।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে 'মহাধীর' হয়॥
উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫ম ৪২-৪৭)

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং" ও "বিক্রীড়িতং" শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পুনরায় বলিয়াছেন,—

ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ॥
'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৪ পঃ)

যে শুনে, যে পড়ে, তাঁর ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি ॥
তাঁর ফল কি কহিমু, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁর কায় ॥
রাগানুগ-মার্গে জানি রাধের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তাতে প্রাকৃত নহে মন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৪৯—৫১)

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

শ্রীশ্রীঅবন্তিকা-নাসিক পরিক্রমার নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর-সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এইবৎসর কার্ত্তিক-ব্রত উপলক্ষে শ্রীশ্রীঅবন্তিকা-নাসিক পরিক্রমা-মুখে পুরী, বিদ্যানগর, পাণ্ডারপুর, বম্বে, নাথদ্বার, পুষ্কর, মথুরা, চিত্রকূট প্রভৃতি ৩০টী তীর্থস্থান দর্শন করিবেন। সমিতি আগামী ২০শে **অক্টোবর ১৯৫৩, ৩রা কার্ত্তিক ১৩৬০, মঙ্গলবার, হাওড়া ষ্টেশন ৭নং প্লাটফর্ম্ম হইতে অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকার সময় রিজার্ভ গাড়ীতে যাত্রা করিবেন।** আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকেই নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই অপূর্ব্ব সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

ইতি—ইং ১৭।৯।৫৩ ; নিঃ—**সভ্যবৃন্দ**

নিয়মাবলী ঃ—

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে যাতায়াত **ট্রেন,**

ষ্টীমার ও মোটর ভাড়া প্রভৃতি খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীপক্ষে **৪০০৲ চারিশত টাকা** ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ সংক্ষেপ করিয়া বিছানা ও সামান্য শীতোপযোগী জামা-কাপড় এবং ১টী এলুমিনিয়মের থালা ও ১টী ঘটী সঙ্গে আনিবেন।

৩। যাত্রিগণ অধিক মালপত্র লইলে তাহার ভাড়া পৃথক্ লাগিবে।

৪। উক্ত ভিক্ষা ৪০০৲ টাকার মধ্যে ১০০৲ শত টাকা আগামী ২৮শে আশ্বিন, ইং ১৫।৯।৫৩ তারিখের মধ্যে **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জমা দিয়া সমিতির প্রবর্ত্তিত রসিদ ও টিকেট লইতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১০০৲ শত টাকা দেওয়া বাদে বাকী ৩০০৲ টাকা ৩রা কার্ত্তিক ইং ২০।১০।৫৩ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১২ টা হইতে ৩ টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে ৭নং প্লাটফর্ম্মে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ডুলি, ঘোড়াগাড়ী প্রভৃতি যান-বাহনের ব্যয় নিজকে পৃথক্ বহন করিতে হইবে।

৭। **পরিক্রমায় অনুমান ৩৭ দিন সময় লাগিবে।**

দর্শনীয় তীর্থস্থানের তালিকা

পুরী, কূর্ম্মক্ষেত্র, বিদ্যানগর (কব্বুর), ভদ্রাচলম্, পাণ্ডারপুর, কোলাপুর, জেজুরী, পুণা, আনন্দী, দেহুগ্রাম (সাধু তুকারাম), বম্বে (মুম্বাইদেবী), **নাসিক**, পঞ্চবটী, ত্র্যম্বক, ইলোরা (৩৪ গুহা), ওঁকারেশ্বর, নর্ম্মদা, **অবন্তিকা** (উজ্জয়িনী), সান্দীপনিমুনির আশ্রম, সিদ্ধবট, ত্রিবেণী, ডাকোর (আদি দ্বারকাধীশ), নাথদ্বার (গোপাল), **পুষ্কর**, সাবিত্রী, জয়পুর (গোবিন্দ-গোপীনাথ), করৌলি (মদন-মোহন), মথুরা, বৃন্দাবন (পঞ্চক্রোশী), চিত্রকূট (কামদ-গিরি পরিক্রমা) ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই পরিক্রমায় ৫০০০ মাইল রেল, ৪০০ মাইল বাস, ২০০ মাইল ষ্টিমার যোগে অতিক্রম করিতে হইবে।

প্রতিবাদ পত্র

যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

সম্পাদক মহাশয়!

আপনার সুবিখ্যাত **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়** নিম্নলিখিত প্রতিবাদটী প্রকাশ করিলে বিশেষ সুখী হইব। ইতি—

বৈষ্ণব-জন-কিঙ্কর—**শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার**

প্রভুপাদ **শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর** মহাশয়ের অনুকম্পিত বৈষ্ণব-ভক্তগণের মতান্তরের ফলে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য বিভিন্ন নামে পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। তাহার উদ্দেশ্য—মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য নিরপেক্ষ প্রবন্ধ প্রকাশ করা এবং তাহাতে **ঈর্ষামূলে** আক্রমণ সূচক বা কৃষ্ণেতর গ্রাম্য বার্ত্তা প্রকাশ না করা। কিন্তু উক্ত পত্রিকা-সমূহের দুই-একটীর মধ্যে অল্পাধিক ঈর্ষামূলক প্রবন্ধও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্প্রতি সাউড়ি প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত ১৩৬০ সনের আষাঢ় মাসের **"সজ্জনসঙ্গিনী"** পত্রিকাখানা পাঠ করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইলাম। পত্রিকার নামের সহিত উক্ত সংখ্যাটীর আভ্যন্তরীণ প্রবন্ধাদির কোনও সামঞ্জস্যই নাই। **পত্রিকার প্রথম দুই পৃষ্ঠা বাদ দিলে সমস্ত পত্রিকাই ঈর্ষামূলক প্রবন্ধে পরিপূর্ণ।** গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক পরিচালিত "সজ্জনসঙ্গিনীর" ন্যায় পারমার্থিক মাসিক পত্র হিংসাত্মক কলেবরে প্রকাশিত হওয়া কম আশ্চর্য্যের কথা নয়। অত্যধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,—হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত শাস্ত্রজ্ঞ যে-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উপদেশ দ্বারা বিভ্রান্ত জন-সমাজকে শান্তি দান করিবেন এবং পত্রিকাদির সাহায্যে জ্ঞান দান করিবেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা হিংসার বিষয়ই বর্ষণ করিতেছেন,—ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

শ্রদ্ধেয় নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় যে-সমাজ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারই পূর্ব্ব-পুরুষগণের মধ্যে বহু বৈষ্ণব বা পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের নাম কলঙ্কিত করিয়া **"অবতারের উপদ্রব"**-শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মাননীয় সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে সমর্থন করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের বক্তব্য ও প্রশ্ন এই যে,—সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা

কে? তাঁহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ কিরূপ? তিনি বর্ত্তমানযুগে ঐরূপ কোন মহাত্মার নিকট হইতে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন কিনা বা পাইবার কোনও আশা করেন কিনা? অপরকে জন-সাধারণের চক্ষে অযথা হেয় করিয়া মহাত্মা হওয়া যায় কিনা? ধর্ম্মের ভণ্ডামি বলিতে কি বুঝায়? জানাইলে সুখী হইব।

অপর প্রবন্ধ **"অসৎসঙ্গ"**—শ্রীযুক্ত জলজাক্ষ রায় মহাশয়-কর্ত্তৃক লিখিত এবং **"জোঁকের মুখে চুণ" শীর্ষক প্রবন্ধটী শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে।** অথচ লেখক নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন,—অনর্থক নিজেরা যা'-তা' লিখিয়া "সজ্জন-সঙ্গিনীর" কলেবর দূষিত করা ঠিক নহে।

তৎপর সাময়িক সংবাদে **"জৈবধর্ম্ম"** * নামক গ্রন্থের মূল্য, কাগজ, ছাপা ইত্যাদি অযথা দোষেরই আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া "জৈবধর্ম্ম" বিক্রয়ের অসুবিধা সৃষ্টির জন্য "জৈবধর্ম্ম" ধারা-বাহিকরূপে পত্রিকায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—**ইহাই ঈর্ষার পরিচায়ক।**

আজ জনসাধারণের পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করি—অন্যের কুৎসা রচনা করিয়া নিজে বড় হইতে চেষ্টা করা অথবা এইপ্রকার সমাজ-বিরোধী প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া পত্রিকার কলেবর অপবিত্র করা কোনমতে সমীচীন কিনা? ইহা তাঁহাদের পত্রিকা মারফৎ জানাইলে বাধিত হইব। ইতি—

বিনয়াবনত—**শ্রীতারাপ্রসন্ন সরকার** † (এইচ, এম, বি,;
পুরাণ ভক্তি-কাব্যরত্ন; বিদ্যাবিনোদ; সাহিত্য-বিশারদ)
সাং বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা)

---

* শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থের অভিনব সংস্করণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া সাউড়ীর দল অযথা ও অমূলক সমালোচনা করায় 'প্রতিবাদ পত্র'-লেখক বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া এসম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। —গৌঃ সঃ

† 'প্রতিবাদপত্র'-লেখক 'সজ্জনসঙ্গিনী'র একজন গ্রাহক। —গৌঃ সঃ

সাউড়ী-দলের অপপ্রচার

সম্পাদক সতীশ বাবুর বেনামী পত্র

আমরা বর্ত্তমান ৫ম বর্ষের বিগত ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৩১-৩৬ পৃষ্ঠায় **উড়িয়া মাড়ুয়া'** শীর্ষক প্রবন্ধে একখানি বেনামী পত্রের উত্তর দিয়াছি। তাহাতে ইঁচড়ে-পাকা সাউড়ীর সহজিয়া সম্প্রদায়ের গুরুদ্রোহিতা ও ভণ্ডামীর পরিচয় কিয়ৎ পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের ২৩৬ পৃষ্ঠায় ৩য়-৪র্থ ছত্রে আরও একটী বেনামী পত্রের জবাব দেওয়া হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে। তজ্জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এই প্রবন্ধের সহ-শিরোনামায় 'সতীশ বাবুর বেনামী পত্র' এইরূপ লিখিত হওয়ায় পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই সন্দেহ করিতে পারেন যে, পত্রখানি যদি সতীশ বাবু কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকে, তবে তাহা বেনামী হইল কি-প্রকারে? তদুত্তরে আমি বলিতে চাই, সতীশ বাবু দুইআনা দামের পোষ্টাফিসের খামে প্রায় দুই-পৃষ্ঠায় একখানি পত্র লিখিয়াছেন; তাহার নিম্নে তাহার নাম স্বাক্ষর না করিয়া 'জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী' এই মাত্র পরিচয় দিয়াছেন। এবং তাহাতে কোন ঠিকানা বা কোথা হইতে লিখিয়াছেন তাহার কোন পরিচয় দেন নাই। এমন কি, লেখক তাঁহার নিজ গ্রামের পোষ্টাফিস হইতেও পত্রখানি পোষ্ট করেন নাই। তজ্জন্যই ইহাকে আমরা বেনামী পত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই পত্র সতীশ বাবুর লিখিত বলিয়া কি প্রকারে ধরা হইল? তাহার কৈফিয়ৎ দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। পত্র লেখক, তাহার পত্রের মধ্যে তাহার সহিত আমাদের একটী প্রাচীন সাক্ষাৎকালীন কথোপকথন উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইতেই তিনি ধরা পড়িয়াছেন। সাউড়ীর ইঁচড়ে পাকা প্রাকৃত সহজিয়া-দল এই সতীশ বাবুকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার নিবাসস্থলী কেশিয়াড়ী গ্রামে ইন্দ্রিয়-তর্পণ চালাইবার একটী আড্ডাখানা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই আড্ডাখানায় মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ এমন কোন অসদাচার নাই যাহা সংঘটিত না হয়। পত্রখানির সমস্ত স্থান উদ্ধার করিয়া পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক মনে করি না। তবে পত্রলেখক পত্রের দ্বারা তাহার যে ঘৃণিত মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ২।১টী কথা লিখিয়া সতীশবাবুকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

তিনি লিখিয়াছেন,—"'পড়ে কিনা পড়ে মনে হ'ল অনেক দিন। সেই আপনাদের পাণ্ডা একদিন কেশিয়াড়ী গৌড়ীয় মঠ ক্যাম্প ঘরে সাউরী

প্রপন্নাশ্রমের জনৈক নগণ্য ঝাড়ুদারকে তোষামোদ যোগাইয়া শ্রীমায়াপুর পরিক্রমা করিবার সাহায্য জন্য * * * নিজমুখে বলিতেছিলেন ইত্যাদি।"

পাঠক-মহোদয়গণ সতীশ বাবুর উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি আত্মগোপন করিতে গিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার পত্রের ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা, ও পরশ্রী-কাতরতা-মূলক বাক্যগুলি আমরা পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে তাহার উল্লিখিত বাক্যের সংক্ষেপ জবাব দিতেছি।

কেশিয়াড়ী গ্রামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ প্রাকৃত-সহজিয়াদের উদ্ধারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মঠ স্থাপন করেন। সাউড়ীর গুরুদ্রোহী দল গৌরাঙ্গ মঠের প্রচারের ফলে অতিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ আত্মগোপন করিতেছে। তজ্জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ মঠকে 'গৌড়ীয় মঠ ক্যাম্প ঘর' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ঐ মঠ প্রতিষ্ঠার সময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ প্রভুপাদকে প্রধান উপদেষ্টা ও বক্তাস্বরূপে তথায় আহ্বান করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেই সময় তাঁহার অতিমর্ত্ত্য প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া উক্ত সতীশ বাবু ও পরলোকগত কুঞ্জবাবু উক্ত আচার্য্যবরকে বিপুল সম্ভ্রমের সহিত তাহাদের কেশিয়াড়ীর আখ্‌ড়া পরিদর্শনার্থ লইয়া যান। তিনি ঐ আখ্‌ড়ার কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহাদের অনুরোধে তথায় শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সভাবসুলভ-সৌজন্যবশতঃ কেশিয়াড়ী হইতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত জগন্মঙ্গলকর শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমায় বহুসংখ্যক লোক লইয়া যোগদান করিতে সতীশ বাবুকে অনুরোধ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—সাউড়ীর প্রাকৃত সহজিয়াগুলি গৃহমেধী হইয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় ঘরেই আবদ্ধ থাকিতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে ঘরের বাহিরে আনয়ন করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরের অপ্রাকৃত আব-হাওয়ায় আনিতে পারিলে উহাদের 'ঘর-পাগলা' প্রবৃত্তির নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে, তাহারা তাহাদের ঘর পাগলামী ধর্ম্ম এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সতীশ বাবুকে আমার জিজ্ঞাস্য,—শ্রীল ভক্তিতীর্থ ঠাকুর কি তাঁহাদিগকে ঘর-পাগলা সাজাইয়া গিয়াছেন? শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ ধামে কি তাঁহারা বৎসরে একবারও আসিতে পারেন না? 'গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥'—ইহা কি তাঁহাদের স্মরণ-পথে থাকে না? ইহা কি তাঁহারা ভক্তির অনুকূল বলিয়া মনে করেন না?

আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে বিশ্ববাসী সকলকেই শ্রীধাম নবদ্বীপ

পরিক্রমায় যোগদান করিতে আহ্বান করিয়া থাকি। কেবল তাহাই নহে, সমিতির প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই সকলকে আহ্বান করা হয়। তাহার মধ্যে আমরা সৌজন্যবশতঃ সাউড়ীর দলকেও নিমন্ত্রণ করিয়া থাকি। ইহাতে দোষের কথা কি হইল ?—বুঝিতে পারিলাম না। বেনামদার ইহার দ্বারা বলিতে চাহেন যে, তাঁহারা বিশেষ গৌরবের পাত্র বলিয়াই আমরা তাঁহাদের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু এখন সেরূপ না করায় আক্ষেপের কারণ হইয়াছে।

তিনি পত্রের অন্যত্র ইহার কারণও জানিতে চাহিয়াছেন। ইহার কারণ প্রকাশ করিতে গেলে তাঁহাদেরই ঘরের কথা বলিতে হয়। মাননীয় ঠাকুর শ্রীললিতাপ্রসাদ সাউড়ীর সংবাদ-পত্রের মূল প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বর্ত্তমান সজ্জন-সঙ্গিনীর কবিতা-প্রবন্ধাদি পড়িয়া তাঁহার জনৈক শিষ্যের নিকট বলিয়াছিলেন যে, "কবিতাগুলির মধ্যে দুই একটী রসাভাস দোষ-দুষ্ট।" তাঁহার শিষ্যটী তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"আপনি তবে প্রতিবাদ করেন না কেন ?" তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"প্রতিবাদ করিলে সীতানাথ বাবুর ছেলেরা অসন্তুষ্ট হইবে। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আর গোলমাল করিবার ইচ্ছা নাই। তাহারা আজকাল তাহাদের নিজত্ব পরিত্যাগ করিতেছে।" সেই সরল-হৃদয় শিষ্যটীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অদ্বৈত-দাস বাবাজী মহাশয়ের লিখিত কবিতার কথা ঐরূপ দোষ-দুষ্ট বলিয়া প্রকাশ করেন।

সুতরাং সাউড়ীর দল যে বিপথে যাইতেছেন—ইহা গোলোকগত ভক্তি-আলোক প্রভু ও মাননীয় ঠাকুর ললিতাপ্রসাদও স্বীকার করিয়াছেন। আমরা তাহাই সংবাদপত্রে জানাইয়াছি। সতীশ বাবুর অবগতির জন্য ইহা আমরা তাঁহাকেই পৃথক্ পত্রদ্বারা জানাইতে পারিতাম। কিন্তু ইহা সকলেরই জানা আবশ্যক মনে করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।

আমরা সাউড়ীর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ভক্ত্যালোক প্রভুর নির্য্যাণ প্রসঙ্গে জানাইয়াছি—তাঁহারা "ইঁচড়েপাকা", "সহজিয়া", ও "গুরুদ্রোহী"। এই তিনটী কথাই যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিব। জনসাধারণের নিকট আমাদের নিবেদন, যদি আমাদের কথার প্রতিবাদ করার কোনও সৎ-যুক্তি সাউড়ীর দলের থাকিত, তবে তাঁহাদের অশ্রাব্য, অশ্লীল ও অসংযত ভাষায় গালাগালি করার বা বেনামী পত্রদ্বারা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া গায়ের ঝাল মিটাইবার চেষ্টা করার আবশ্যকতা ছিল না। বরং তাঁহারাও বলিতে পারিতেন—"আমরা ইঁচড়েপাকা নহি'—সময়মত পাকিয়াছি, আমরা 'সহজিয়া' নহি—অতিবাড়ী এবং 'গুরু-দ্রোহী' বা ব্রহ্মদ্রোহী নহি—ব্রহ্মবন্ধু।" এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ কোন সঙ্গত কথা বলিতে পারিতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ



নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | ক্ষীরোদশায়ী, ২৪ পদ্মনাভ, ৪৬৭ গৌরাব্দ
শনিবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৬০; ইং ১৭।১০।৫৩ | ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্

6/12.

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-বিরচিতম্‌]

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যৈ নমঃ

গাঙ্গেয়-চাম্পেয়-তড়িদ্‌বিনিন্দি-
রোচিঃ-প্রবাহ-স্নপিতাত্মবৃন্দে !
বন্ধূক-রন্ধু-দ্যুতি-দিব্যবাসো
বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্‌॥১॥

বিম্বাধরোদিশ্বর-মন্দহাস্য-
নাসাগ্র-মুক্তাদ্যুতি-দীপিতাস্যে !
বিচিত্র-রত্নাভরণাশ্রিয়াঢ্যে !
বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্‌॥২॥

সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-শিরোমণৌ শ্রী-
কৃষ্ণস্য বৃন্দাবন-ধন্য-ধাম্নি।
দত্তাধিকারে বৃষভানু-পুত্র্যা
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৩॥

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দা-
বনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি-সরোজ-সেবা।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৬॥

ত্বয়াজ্ঞয়া পল্লব-পুষ্প-ভৃঙ্গ-
মৃগাদিভির্মাধব-কেলিকুঞ্জাঃ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমাণা
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৪॥

ত্বং কীর্ত্যসে সাত্বত-তন্ত্রাবিদ্ভি-
র্লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণ-শক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৭॥

ত্বদীয়-দূত্যেন নিকুঞ্জ-যূনো-
রত্যুৎকয়োঃ কেলি-বিলাস-সিদ্ধিঃ।
ত্বৎ-সৌভগং কেন নিরুচ্যতাং তদ্
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৫॥

ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধ-লক্ষৈঃ
ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গ-মধ্যে।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না
বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৮॥

বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা
বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-ভৃঙ্গঃ।
স প্রাপ্য বৃন্দাবন-নিত্যবাসং
তৎ-প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থঃ ॥৯॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকের বঙ্গানুবাদ

হে অত্যুজ্জ্বল-রক্তবর্ণ-বসন-ধারিণি বৃন্দে! তুমি স্বীয় পরম সুন্দর অঙ্গ-কান্তি দ্বারা স্বর্ণ, চম্পকপুষ্প ও সৌদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছ এবং তদ্দ্বারা স্বজনগণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণকে অভিষিক্ত করিতেছ; তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥১॥

হে বৃন্দে! তোমার বিম্ব-সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদ্গত মৃদু-মধুর হাস্য ও নাসিকাগ্রবর্ত্তী মুক্তা-কান্তি দ্বারা ত্বদীয় বদনমণ্ডল পরিশোভিত হইয়াছে এবং

তুমি বিচিত্র রত্নাভরণে সৌন্দর্য্যান্বিতা হইয়াছ ; তোমার শ্রীচরণ-পদ্মে নমস্কার করি ॥২॥

হে বৃন্দে ! বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল-বৈকুণ্ঠ-সমূহের শিরোমণি ও অশেষ-গুণ-সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন ; তোমার শ্রীপাদসরোজে নমস্কার করি ॥৩॥

হে বৃন্দে ! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-সারী প্রভৃতি পশু-পক্ষিগণে ও চির-বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জ-সমূহ বিভূষিত হইয়া পরম শোভা পাইতেছে ; তোমার শ্রীপদারবিন্দে প্রণাম করি ॥৪॥

হে বৃন্দে ! তোমার দূতীত্বের চাতুর্য্য-প্রভাবেই বিলাস-বাসনাময়ী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কেলি-বিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাদিগের লীলা-বিলাসের সহায়তা করিয়া থাক ; অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে ? তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি ॥৫॥

হে বৃন্দে ! কৃষ্ণভক্তগণ তোমারই কৃপায় শ্রীরাসলীলা-দর্শনাভিলাষ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধা-মাধবের চরণ-সেবা লাভ করিয়া থাকেন ; তোমার শ্রীপদ-কমলে নমস্কার করি ॥৬॥

হে বৃন্দে ! শ্রীনারদাদি ভক্তগণ-বিরচিত তন্ত্র-সমূহে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ-রূপিণী শ্রীতুলসীদেবী হইতেছেন তোমারই মূর্ত্তি ; তোমার শ্রীচরণ-পঙ্কজে অভিবাদন করি ॥৭॥

হে কৃপাময়ি দেবি ! আমরা ভক্তিহীন বলিয়া শত শত অপরাধ-প্রযুক্ত ভব-সমুদ্রের কাম-ক্রোধাদি-রূপ ভীষণ তরঙ্গ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই সুদুস্তর ভব-জলধি হইতে উদ্ধার কর ; তোমার শ্রীচরণ-সরোজে নমস্কার করি ॥৮॥

যে ব্যক্তি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণ-কমলের ভৃঙ্গ-স্বরূপ হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য-বাস লাভ করিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করত কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥৯॥

প্রাকৃতরস-শতদূষণী

[পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৬ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণেতর ভোগ্য বস্তু কৃষ্ণ কভু হয় না।
জড়কে অনর্থ ছাড়া আর কিছু মানে না।
জড়াশক্তি বশে রসে কৃষ্ণ জ্ঞান করে না ॥
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ রূপ কভু জড় বলে না।
কৃষ্ণ গুণ কৃষ্ণ লীলা কভু জড় বলে না ॥
জড় রূপ অনর্থেতে কৃষ্ণ ভ্রম করে না।
কৃষ্ণ নাম রূপ গুণে জড় বুদ্ধি করে না ॥
নাম রূপ গুণ লীলা জড় বলি' মানে না।
জড় নাম রূপ গুণে কৃষ্ণ কভু বলে না ॥
জড় শূন্য অপ্রাকৃত নাম ছাড়া বলে না।
জড় শূন্য অপ্রাকৃত রূপ ছাড়া দেখে না ॥
জড়শূন্য অপ্রাকৃত গুণ ছাড়া শুনে না।
জড়শূন্য অপ্রাকৃত লীলা ছাড়া সেবে না ॥
অনর্থ থাকার কালে জড় রূপে মজে না।
অনর্থ থাকার কালে জড় গুণে মিশে না ॥
অনর্থ থাকার কালে জড় লীলা ভোগে না।
অনর্থ থাকার কালে শুদ্ধ নাম ছাড়ে না ॥
অনর্থ থাকার কালে রস গান করে না।
অনর্থ থাকার কালে সিদ্ধি-লব্ধ বলে না ॥
অনর্থ থাকার কালে লীলা গান করে না।
অনর্থ নিবৃত্তি কালে নামে জড় বলে না ॥
অনর্থ নিবৃত্তি কালে রূপে জড় দেখে না।
অনর্থ নিবৃত্তি কালে গুণে জড় বুঝে না ॥
অনর্থ নিবৃত্তি কালে জড় লীলা সেবে না।
রূপানুগ গুরুদেব শিষ্য হিংসা করে না ॥

গুরুত্যাগী জড়ে আশা কভু ভক্ত করে না।
মহাজন পথে দোষ কভু গুরু দেয় না॥
গুরু মহাজন বাক্যে ভেদ কভু হয় না।
সাধনের পথে কাঁটা সদ্‌গুরু দেয় না॥
অধিকার অবিচার রূপানুগ করে না।
অনর্থ অন্বিত দাসে রস শিক্ষা দেয় না।
ভাগবত পন্থ বলি' কুব্যাখ্যাতো করে না॥
লোক সংগ্রহের তরে ক্রমপথ ছাড়ে না।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি ফল ধরি' টানে না॥
রূপানুগ ক্রম পথ বিলোপ ত করে না।
অনর্থকে অর্থ বলি' কুপথেতে লয় না।
প্রাকৃত সহজ মত অপ্রাকৃত বলে না।
অনর্থ না গেলে শিষ্যে জাতরতি বলে না।
অনর্থ বিশিষ্ট শিষ্যে রস-তত্ত্ব বলে না।
অশক্ত কোমলশ্রদ্ধে রস কথা বলে না।
অনধিকারীরে রসে অধিকার দেয় না।
বৈধভক্ত জনে কভু রাগানুগ জানে না॥
কোমল শ্রদ্ধকে কভু রসিকতো জানে না।
স্বল্প শ্রদ্ধ জনে কভু জাতরতি মানে না।
স্বল্প শ্রদ্ধ জনে রস উপদেশ করে না॥
জাতরতি প্রৌঢ়-শ্রদ্ধ-সঙ্গ ত্যাগ করে না।
কোমল শ্রদ্ধেরে কভু রস দিয়া সেবে না॥
কৃষ্ণের সেবন লাগি জড় রসে মিশে না।
রসোদয়ে কোন জীবে শিষ্য বুদ্ধি করে না॥
রসিক ভকতরাজ কভু শিষ্য করে না।
রসিক জনের শিষ্য এই ভাব ছাড়ে না॥
সাধন ছাড়িলে ভাব উদয় তো হয় না।

রাগানুগ জানিলেই সাধনতো ছাড়ে না।
ভাব না হইলে কভু রসোদয় হয় না।
আগে রসোদয় পরে রত্যুদয় হয় না।
আগে রত্যুদয় পরে শ্রদ্ধোদয় হয় না।
রসাভীষ্ট লভি পরে সাধনতো হয় না॥
সামগ্রীর অমিলনে স্থায়ীভাব হয় না।
স্থায়ীভাব ব্যতিরেকে রসে স্থিতি হয় না॥
ভোগে মন জড়ে শ্রদ্ধা চিৎ প্রকাশ করে না।
নামে শ্রদ্ধা না হইলে জড় বুদ্ধি ছাড়ে না॥
জড় বুদ্ধি না ছাড়িলে নাম কৃপা করে না।
নাম কৃপা না করিলে লীলা শুনা যায় না।
নামকে জানিলে জড়, কাম দূর হয় না।
রূপকে মানিলে জড়, কাম দূর হয় না।
গুণকে বুঝিলে জড়, কাম দূর হয় না।
লীলাকে পূরিলে জড়ে কাম দূর হয় না।
নামে জড় ব্যবধানে রূপোদয় হয় না।
নামে জড় ব্যবধানে গুণোদয় হয় না।
জড়ভোগ ব্যবধানে লীলোদয় হয় না।
অপরাধ ব্যবধানে রস লাভ হয় না।
অপরাধ ব্যবধানে নাম কভু হয় না।
ব্যবহিত লীলাগানে কাম দূর হয় না।
অপরাধ ব্যবধানে সিদ্ধ দেহ পায় না।
সেবোপকরণ কর্ণে না শুনিলে হয় না।
জড়োপকরণ দেহে লীলা শুনা যায় না।
সেবার উন্মুখ হলে জড় কথা হয় না।
নতুবা চিন্ময় কথা কভু শ্রুত হয় না॥

—শ্রীল

নিত্যধর্ম্ম-সূর্য্যোদয়

কলিকালে পৃথিবীর সর্ব্বজীবেরই একমাত্র ধর্ম্ম—
'শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন'

শ্রীকলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেব কলিপীড়িত জীবগণকে উদ্ধার করিবার ন্য শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কলিযুগের উপযুক্ত ধর্ম্ম যে **'হরিনাম ঙ্কীর্ত্তন'** তাহা সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদ সহকারে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। ারতবর্ষের কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে তাঁহার অবতার এমত য়। কিন্তু জগতের সর্ব্বপ্রদেশে নিত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীব-সকলকে উদ্ধার াই তাঁহার প্রয়োজন ছিল। তিনি শ্রীমুখে নিম্নলিখিত কথাটী কলিয়াছেন :—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥

এই অবিতর্ক্য আজ্ঞা যে সত্বরেই কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহাতে ার সন্দেহ নাই। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, সে-সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় ক নাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে—ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়।

জগতের সমস্ত ধর্ম্মের একাকারত্ব প্রাপ্তি

ধর্ম্ম-চেষ্টা যেরূপ জগতে প্রবলরূপে লক্ষিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে, স্ত ধর্ম্মের নির্য্যাস-রূপ কোন অদ্বিতীয় ধর্ম্ম অতি শীঘ্রই জগতে প্রচারিত বে। সে ধর্ম্ম কি? যে-সকল ধর্ম্ম পাশ্চাত্য প্রদেশেও জম্বু খণ্ডে পরস্পর দ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে-সকল ধর্ম্ম যে থাকিবে না তাহার আর কথা কি? ংস্থাপিত ধর্ম্ম সকলে কতকগুলি অযুক্ত বিশ্বাস বিশেষরূপে আদৃত হওয়ায়, ই সকল ধর্ম্ম পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ অযুক্ত বিশ্বাস-সকল দূরীভূত লে সকল ধর্ম্মই একাকার হইবে।

একাকার ধর্ম্মের স্বরূপ

সেই একাকার অবস্থায় ধর্ম্মে কি কি বিষয় নিত্যরূপে থাকিবে, তাহা বেচনা করা যাউক :—

(১) পরমেশ্বর এক বস্তু ও সর্ব্বদা চিন্ময় স্বরূপ-প্রাপ্ত।
(২) তিনি সর্ব্বদোষহীন ও সর্ব্বগুণের আকর।
(৩) জীবসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্ময় বস্তু।
(৪) জড় জগতে জীবের ঈশানুশীলনই নিত্য ধর্ম্ম।

(৫) পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ গুণগণের কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই বিশুদ্ধ ধর্ম্ম।

সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন

ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম্ম-সকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায় বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি,সর্ব্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের **'নাম-সঙ্কীর্ত্তন'** সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকে চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যাভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীব-সমূহের সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না। তখন হরিদাস প্রেম-রসের কলসী লইয়া শ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীবাস হরিদাসের চরণ-রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।

ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান, মুক্তিফৌজ (Salvation Army) প্রভৃতি-কর্ত্তৃক কীর্ত্তন-ধর্ম্মের স্বীকার

এবম্ভূত অদ্বিতীয় শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম-ধর্ম্ম অবিলম্বেই জগতে প্রচারিত হইবে। তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ খোল-করতাল লইয়া নামরস আস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। **খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবের খোল-করতাল অতি সত্বরেই ইংলণ্ডাদি দেশে লইয়া যাইতেছেন।** ব্রাহ্মমণ্ডলী শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমত্ব নামের অপার মহিমা, বৈষ্ণব-কৃপায় সকল চিৎসম্বৃদ্ধি হইয়া থাকে—এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত বক্তৃতার পর "যাহারে দেখিলে নয়ন ঝুরে, তারা দুই ভাই এসেছে" এই সঙ্গীতে খোল-করতাল সহকারে নৃত্য করিতেছেন। আবার মুক্তি-ফৌজীয় খ্রীষ্টানগণ প্রকারান্তরে সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে আশা হয় যে, প্রাগুক্ত শ্রীচৈতন্য আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবার সময় আসিয়াছে। যদিও শ্রীকীর্ত্তনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হইয়া বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ বাক্য কিছুদিনের মধ্যেই সত্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ-বোধ হয় না। কেন না, কোন ঘটনাই একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। প্রথমে সমল-রূপে প্রকাশ হইতে হইতে নির্ম্মল হইয়া পড়ে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সদিচ্ছামূলক ভবিষ্যৎবাণী

আহা! যে-দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায়

তদ্দেশস্থ ভাগ্যবন্ত পুরুষ-সকল নিশান, ডঙ্কা, খোল-করতালাদি লইয়া মুহুর্ম্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামোল্লেখপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে-দিন কবে হইবে! আহা! যে-দিন বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ পুরুষ-সকল একদিক্ হইতে 'জয় শ্রীশচীনন্দন কি জয়' এইরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত হইয়া অপরদিকে অস্মদ্দেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্ব্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে-দিন কবে হইবে! যে-দিন তাঁহারা বলিবেন,—হে আর্য্য-ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেম-সমুদ্রে চৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করিয়াছি; এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও, সে-দিন কবে হইবে! যে-দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব-প্রেমই সর্ব্বজীবের একমাত্র ধর্ম্ম হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম অনন্ত বৈষ্ণবধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সে-দিন কবে হইবে?

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

রাসলীলা শ্রবণের অধিকারী কাহারা?

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা, ২৭৪ পৃষ্ঠার পর)

'বিক্রীড়িতং' শ্লোকের—"শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াৎ"-শব্দের তাৎপর্য্য লিখিতে গিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" ও 'ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং' এই দুইটি শ্লোক নিজগ্রন্থে উদ্ধার করিয়া, সহজ ও সরল ভাষায় তাঁহার করুণ অভিব্যক্তি প্রচার করিয়াছেন।—

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের '**শ্রদ্ধা**' যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন। সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম। সেই 'প্রেমা'—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম
যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়। তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়। প্রাকৃত ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়। ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায়
সর্ব্বোত্তম 'আপনাকে' হীন করি মানে। 'কৃষ্ণকৃপা করিবেন' দৃঢ় করি' মানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান। নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম॥

এইমত আদি করি' জন্ম-জন্মান্তর ধরি'
যাতনা সহিব কত আর !
কে আছে এ চরাচরে বিনা সেই গুরুবরে
নামাইতে এই গুরুভার ॥
বিষয়ের পাতক পড়ে এ যে হতভাগ্য মরে,
দেখেও কি দেখিবেনা কেহ ?
চাপিয়া মারিছে যারে লোভ, মোহ, মায়া ঘোরে
স্বজনাখ্য-দস্যু, দেহ, গেহ ॥
পড়িয়া সংসার-কূপে ভুলিয়া স্বকীয় দোষে
অবশ হ'য়েছে দেহ যার।
কৃপারজ্জু ধরিবার শক্তি নাহি আছে যার
কিরূপে সে পাইবে উদ্ধার ?
অবশ হ'য়েছে দেহ বিশ্বাস না করে কেহ
ভাবে ইহা অলসের কথা।
তাই হ'য়ে নিরুপায় ! ভেবে নিজে নিঃসহায়
পাইতেছি নিদারুণ ব্যথা !!
তাই আমি সকাতরে ! যোড় করি' দুই করে,
প্রার্থী আমি নির্লজ্জ হইয়া।
অচিন্ত্য শকতি-বলে তুলে নিন্ অবহেলে
গুরু মোরে সদয় হইয়া ॥

গুরুকৃপা-প্রার্থী—শ্রীসত্যধ্যান-দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীঅবন্তিকা-নাসিক-পরিক্রমায়
৩রা কার্ত্তিক হাওড়ায় যোগদান করুন।

শ্রীপরীক্ষিত-রাজার উপাখ্যান

শ্রীযুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডবের নাম সকলেই জানেন। ইহাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুকাল রাজ্যপালন করিবার পর মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। এ'-রাজ্য-সুখ, রাজ-সিংহাসন—চিরস্থায়ী নয়; ঐহিক ভোগ ইন্দ্রজালের ন্যায় কিছুকাল সুখ প্রদান করিয়া পরিশেষে স্বপ্নের মত অন্তর্হিত হয়। এ'জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবধারী মহাযোদ্ধা শ্রীঅর্জ্জুনের পৌত্র বৈষ্ণবপ্রধান ভক্তরাজ শ্রীপরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া উত্তরাভিমুখে মহাপ্রস্থান করেন।

মহারাজ পরীক্ষিত উত্তরার গর্ভজাত অভিমন্যুর পুত্র। ইঁহার অন্য নাম বিষ্ণুরাত—পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ন্যায়-ধর্ম্মে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজাসকল সুখ-শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাঁহার রাজ্যে কখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, এমন কি, কোনও উৎপাত ছিল না। মহারাজ একদিবস হস্তী, ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতি এবং অস্ত্র-শস্ত্র, নানাবিধ বাদ্যাদি সহ প্রবল প্রতাপে মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন। তিনি একটী সুবৃহৎকায় সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করিলেন। হস্তীটি বহুমূল্য মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রজতাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার মৃগয়া একটী বিরাট্ শোভাযাত্রার মত; নানাবিধ বাদ্য এবং সৈন্য-কোলাহলে ক্রমশঃ অরণ্যপথ মুখরিত হইতে লাগিল। ঐ শোভাযাত্রা অরণ্যে প্রবেশ করিলে সেই ভীষণ শব্দ-কোলাহলে অরণ্যস্থ সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তুসকল ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে দৈববশতঃ আকাশে ভীষণ ঘনঘটা দেখা দিল। আকাশে বিজলী খেলিতে লাগিল, কড়্-কড়্ শব্দে ভীষণ বজ্রনিনাদে সকলের কর্ণকটাহ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। বর্ষা, ঝঞ্ঝাবাত, শিলাবৃষ্টিতে রাজার সৈন্য-সামন্ত সমস্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া ফুৎকারের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার কোন চিহ্নই রহিল না। ক্রমে ক্রমে মেঘ কাটিয়া গেল,—মহারাজ পরীক্ষিত একাকী পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। প্রখর সূর্য্যকিরণে রাজা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। দারুণ পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবার উপক্রম হইল। তিনি দেখিলেন, নিবিড় অরণ্য, এখানে পানীয় পাইবার কোন আশা নাই। তথাপি তিনি দ্রুত-

পারিয়া যে ব্যভিচার আনয়ন করেন, তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্বময় গোলোকের বৈচিত্র্য উদ্দিষ্ট হয় না। উহা কেবল মলিন চিত্তকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় অধঃপাতিত করে। অপ্রাকৃত লীলায় অধোক্ষজ-সেবা নিত্য বর্ত্তমান। প্রাকৃত সহজিয়াগণ সেই কথা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-জ্ঞানে ভ্রান্ত হন। সুতরাং ভাল করিয়া মনে রাখা উচিত যে, অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রপঞ্চে আগত হইলেও প্রাকৃত সহজিয়াগণের তাহা বিচরণ-ভূমিকা নহে। যোগমায়া-নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা প্রাকৃত-বিচারে সুষ্ঠুভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তথাপি সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণলীলাকে নশ্বর ভোগান্তর্গত মনে করে। তাহারা 'তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্' ও 'তৎপরো ভবেৎ' পদের বিকৃত অর্থ করিয়া অপ্রাকৃতত্বে প্রাকৃতত্বের আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করে মাত্র। উপরিউক্ত শ্লোকের "তাদৃশীঃ ক্রীড়া" শব্দের অর্থ ভ্রমে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় তর্পণেই নিমগ্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে অপ্রাকৃত রতিই "তাদৃশীঃ" শব্দের মুখ্যার্থ। অবিদ্যাগ্রস্ত হরিবিমুখ জীবগণ অপ্রাকৃত ক্রীড়া পরিহারপূর্ব্বক অক্ষজ-জ্ঞানে জড়-ভোগোন্মত্ত হইয়া এই শ্লোকের কদর্থ করিয়া থাকেন। সাধন ও সিদ্ধির ভূমিকায় বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলেই জীবগণ প্রাকৃত-সহজিয়া হইবার সুযোগ পান।

শ্লোকোদ্দিষ্ট বিধিলিঙের "ভবেৎ" পদ দেখিয়া কেহ যেন এই রুচিলভ্য রাগানুগ পথকে অধিকার-নির্ব্বিশেষে অনর্থযুক্ত ভোগীর বৈধ পথ মনে না করেন, সেইজন্য শাস্ত্র সাবধান করিয়া দিয়াছেন। সংসারে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার আছে। গোলোক-বৃন্দাবনে তাদৃশ অবতারময় বিধি অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই। সেখানে অনুরাগের পথেই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সকল আশ্রিততত্ত্ব নিত্যকাল কৃষ্ণ-প্রীতিরূপ উপাদেয়তার অনুসন্ধান করেন।

অপ্রাকৃত গোলোক-ভূমিকার বাস্তব আদর্শে, বিষয় ও আশ্রয় মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই রস-পঞ্চকের নিত্য অবস্থিতি। তন্নিমিত্ত এই বিকৃত প্রতিফলন প্রপঞ্চেও ঐ রস-পঞ্চকের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গোলোকে ঐগুলি নিত্য চিদানন্দময়; কিন্তু প্রপঞ্চের এই অণু-জৈবরাজ্যে বিষয় ও আশ্রয়-সত্তায় উপযুক্ত উপাদান অভাবে, সম্বন্ধের অনিত্যতাহেতু পরমানন্দের পরিবর্ত্তে ঐ রস-পঞ্চকের ছায়া কেবলমাত্র দুঃখ, ভয় ও শোকই লাভ হয়। সুতরাং "ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" বাক্যের তাৎপর্য্য হইতে আমাদিগকে জানিতে হইবে যে,—যদি কোন অধিকারী ব্যক্তি জীবাত্মার নিত্য ও অবশ্য-সেব্য এই সংসার প্রপঞ্চে আগত পরম-শ্রেষ্ঠ মধুর ভাবে

উদাসীন হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎ-সেবা ছাড়িয়া নশ্বর প্রাকৃত সাহজিক মধুর রসে আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-লাম্পট্যে অধঃপতিত হইবেন।

অধিকারী জীব ভগবৎ-মধুর-রতিতে তৎপর না হইলে,তাহার প্রাকৃত ভোগ-পিপাসায় দুঃখদায়ক নশ্বর প্রাকৃত কাম-রতি প্রবল হইয়া ভোক্তা হইয়া পড়িবে। কামুক-ব্যক্তিই ভোক্তা সহজিয়া থাকে। তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য জানাইয়াছেন,—কৃষ্ণই একমাত্র কামুক—অন্য কাহারও কামুক হইবার অধিকার নাই। এইরূপ বৎসল-রতিতে কৃষ্ণসেবা-বিমুখ হইলে, ঐ ভোগ-প্রবৃত্তি তাঁহাকে নশ্বর পুত্র-বাৎসল্যে অধঃপাতিত করিবে। কৃষ্ণকে একমাত্র বন্ধুজ্ঞান না করিলে ইন্দ্রিয় পরায়ণ নশ্বর বন্ধুগণ আসিয়া তাহার অধঃপতনে সহায়তা করিবে। এইরূপ ভগবদ্ বিমুখতা উপস্থিত হইলে জীব কৃষ্ণ-সেবায় উদাসীন হইয়া ভোগ-পর ইন্দ্রিয়-সেবী নশ্বর দেহের 'দাস্য' বৃত্তি করিতে করিতে স্বরূপ-বিভ্রান্ত হইবে। এবং কৃষ্ণে নিরপেক্ষ বুদ্ধি না হইলে জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া জড় বস্তুতে নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্থাবরত্বের প্রস্তরতা-নামক মোক্ষ বা নির্ব্বাণের দাস হইয়া নির্ব্বিশেষ-বাদী হইয়া পড়িবে। অতএব অধিকারানুযায়ী কৃষ্ণ-লীলা প্রবেশে যাঁহারা যতদিন উদাসীন থাকিবেন, তাঁহারা ততদিনই ভোগবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-পরায়ণ এবং সৎকর্ম্ম ও কুকর্ম্মের ঔপাধিক অস্মিতায় সমৃদ্ধ হইয়া চরম কল্যাণ হইতে রঞ্চিত থাকিবেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

আক্ষেপ

আশীলক্ষ জন্ম ধ'রে　　চলিতেছি ঘাড়ে ক'রে
ভারী বোঝা পাষাণের মত!
আর ত সহিতে নারি!　　এই মোট এত ভারী
যাপা মোরে চাপিছে সতত॥
অতিসূক্ষ্ম কেশাগ্রের,　　পরিমাণ যে জীবের
তার গ্য কেন এত দুঃখ!
নবলক্ষ জলজে　　বিংশলক্ষ স্থাবরের,
বি র গতি দশলক্ষ॥

কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি। কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥
কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈলু বিবরণ। কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়। তাঁর বাক্য-ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩ পঃ)

শ্রদ্ধার বাস্তব পরিচয় সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যোগ-যাগ সব ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার, সেই **শ্রদ্ধা** হৃদয়ে যাহার।
উদিয়াছে এক বিন্দু, ক্রমে ভক্তিরস-সিন্ধু, লাভে তার হয় অধিকার॥
জ্ঞান-কর্ম্ম, দেব-দেবী, বহু যতনেতে সেবি, প্রাপ্ত-ফলে হৈলে তুচ্ছজ্ঞান।
সাধুজন সঙ্গাবেশে, কৃষ্ণ-কথার শেষে, বিশ্বাস ত হয় বলবান্॥
সেই ত বিশ্বাসে ভাই, 'শ্রদ্ধা'বলি সদা গাই, ভক্তিলতা-বীজ বলি তারে।
কর্ম্মী-জ্ঞানী-জনে যারে, 'শ্রদ্ধা'বলে বারে বারে, সেই বৃত্তি 'শ্রদ্ধা' হৈত নারে॥
নামের বিবাদ মাত্র, শুনিয়াত জ্বলে গাত্র, লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।
তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়, মণিস্পর্শ নহে যতক্ষণ॥
কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহখনি, কর্ম্ম-জ্ঞানগত 'শ্রদ্ধা'ভাব।
হঞা যায় হেম ভার, ছাড়িয়া ত কুবিকার, সে কেবল মণির প্রভাব॥
'শ্রদ্ধাদেবী' নাম যার, দুইটী স্বভাব তার, বিধি-মূল রুচি-মূল-ভেদে।
শাস্ত্রের শাসনে যবে, 'শ্রদ্ধার' উদয় হবে, বৈধী'শ্রদ্ধা' তারে বলে বেদে॥
ব্রজবাসী সেবে কৃষ্ণে, সেই শুদ্ধসেবা-দৃষ্টে, যবে হয় 'শ্রদ্ধার' উদয়।
লোভময়ী 'শ্রদ্ধা' সতী, রাগানুগা শুদ্ধামতি, বহুভাগ্যে সাধক লভয়॥
'শ্রদ্ধা'ভেদ ভক্তিভেদ, গাইতেছে চতুর্ব্বেদ, বৈধী রাগানুগা ভক্তিদ্বয়।
সাধন-সময়ে যৈছে, সিদ্ধিকালে প্রাপ্তি তৈছে, এইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে কয়॥
বৈধীভক্তি ধীরগতি, রাগানুগা তীব্র অতি, অতি শীঘ্র রাগাবস্থা পায়।
রাগবর্ত্ম সুসাধনে, রুচি হয় যার মনে, রূপানুগ হৈতে সেই ধায়॥

(গীতমালা)

এখন আসুন, আমরা ভাগবতের উক্ত শ্লোক দুইটি আলোচনা করি;—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং **মানুষং** দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

শ্লোকের টীকা,—জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং, কৃতবানিতি দ্বিতীয়-প্রশ্নস্যোত্তর-মাহ, অস্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ **শ্রদ্ধাবান্** ভবেদিতি ক্রীড়াস্তরতো

বৈলক্ষণ্যেন মধুর-রসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্র-মহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যাশক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব **তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্॥**

(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত সারার্থদর্শিনী)

অনন্ত লীলাময় ভগবানের বিবিধ প্রকাশমূর্ত্তি নিত্য বিরাজমান। সেই গোলোক বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলনরূপ—এই দেবীধাম। প্রপঞ্চের অন্তর্গত এই দেবীধাম, গোলোক বৈকুণ্ঠের অনুরূপ হইলেও ইহাতে পরিচ্ছেদ, অবরতা, হেয়তা বা অনুপাদেয়তা ও কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম অবস্থিত। বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং প্রপঞ্চে মিশ্র গুণময় সত্ত্ব পরিদৃষ্ট হয়। বিষয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহে নিত্য অনুভূতিগত বিবিধ লীলা-বৈচিত্র্য নিত্য বর্ত্তমান থাকায়, আশ্রয়ের উপযোগিতায় 'নর-তনু ভজনের মূল' এই বাক্যের সার্থকতা অনুভব হয়। প্রপঞ্চে মানব-জাতি সৃষ্টিপর্য্যায়ে উন্নতস্তরে অবস্থিত। সুতরাং আশ্রয়জাতীয় শ্রীগুরু-দীক্ষালব্ধ মানবগণ এই প্রপঞ্চে অবস্থানকালে নিজ নিজ ভাব-উপযোগী বিষয় বিগ্রহের সেবায় অধিকার লাভ করেন। ভগবানের **'মানুষ'**রূপ ব্যতীত অমানুষিক বিবিধ রূপও আছে।

জীবের কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বরূপ-বৃত্তির উন্মেষণে ভজনীয় বস্তুর প্রকাশভেদে লীলার বৈচিত্র্য লক্ষীভূত হয়। এইপ্রকার লীলা-বৈচিত্র্যের উপযোগিতা বিচারে সচ্চিদানন্দ ভগবৎ স্বরূপের 'মানুষ' দেহ দ্বারাই ভক্তগণের প্রতি অধিক কৃপা বিতরিত হয়। এই প্রকার ভগবৎ-লীলা সংসার প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে সর্ব্বোত্তম ভাগ্যবান্ মানবগণ সেব্য বস্তুর বিভিন্ন সেবায় উৎসাহিত হন। তখন তাঁহাদের ভজন-পরাকাষ্ঠা চিত্তে ভজনীয় বস্তুর অনুভূতি-বর্ণন শ্রবণ করিয়া স্বরূপ উন্মেষের বিপুল সহায়তা করে। পঞ্চবিধ স্থায়ীভাব রতির মধ্যে পরম উৎকৃষ্ট মধুর রতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী, সামগ্রী-চতুষ্টয়ের যোগে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস প্রকাশ করে, তাহাতে লব্ধরুচি ভক্তেরই একমাত্র অধিকার। রুচিলাভের সুবিধার জন্য ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি লীলার বিনিময়ে রাসাদি লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন। আবার রামাদি মানুষী লীলায় যে রসের চমৎকারিতা প্রবল নহে, তাহা নিতান্ত জীববুদ্ধির গম্য না হইলেও বা নিতান্ত দুর্ল্লভ হইলেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বিচার-তারতম্যে পারকীয় মধুর রতি, অতুলনীয় নব-নবায়মান চমৎকারিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত বুদ্ধির শিষ্ট সহজিয়াগণ অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্মের কথা বুঝিতে না

গতিতে চলিতে চলিতে অরণ্যমধ্যে অদূরে একটী ক্ষুদ্র কুটীর দেখিতে পাইলেন—প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। মহারাজ অনতিবিলম্বে ঐ কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া কাতর-স্বরে, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ওগো! এ কুটীরে কে আছ? আমাকে একবিন্দু জল দান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।" কিন্তু কে শুনিবে তাঁহার এই কাতর বাণী? তাঁহার ঐ কাতর ধ্বনি আকাশে মিলাইয়া গেল।

ঐ কুটীরে মহাত্মা শমীক মুনি ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সুতরাং রাজার কাতরোক্তি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। মুনি তাঁহার কোন অভ্যর্থনা না করায় রাজা ক্রোধে নিকটস্থ একটী মৃত সর্প ধনুর অগ্রভাগে উঠাইয়া, মুনির গলদেশে বেষ্টন করিয়া দিলেন; এবং হতাশ-হৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

শমীক মুনির পঞ্চম বর্ষীয় শিশুপুত্র শৃঙ্গী নিকটেই মুনি-বালকগণের সহিত বাল-স্বভাবোচিত নানাবিধ ক্রীড়ায় মত্ত ছিল। এমত সময়ে একটী বালক রাজার এই ব্যবহার দেখিয়া দ্রুত-গতিতে শৃঙ্গীর নিকট যাইয়া শঙ্কিত হইয়া বলিতে লাগিল—"ভাই শৃঙ্গী! এদেশের রাজার ব্যবহার দেখ; আমরা ব্রাহ্মণ, তিনি ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের অপমান! দেখ, রাজা তোমার পিতার কি দুর্দ্দশা করিয়া গেলেন। এক ভীষণ সর্প তোমার পিতার গলদেশে জড়াইয়া দিয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়াছেন।"

একথা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বালক শৃঙ্গী পিতার দশা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বালক শৃঙ্গী ক্রোধে অধীর হইয়া ঐ মুনি-বাকলবৃন্দের সমীপে এক গণ্ডুষ জল-হস্তে রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিল—"যে দুর্ম্মতি আমার পিতার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে, অদ্য হইতে সপ্ত দিবসের মধ্যে তাহাকে 'তক্ষক' দংশন করুক।" বালকের ক্রন্দন এবং শাপ-বাণী শুনিয়া শমীক মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বৎস! তুমি কাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলে?" তখন শৃঙ্গী পিতাকে বলিল,—"দেখ, তোমার গলদেশে কি রহিয়াছে।" মুনি গলদেশে লম্বিত মৃত সর্পকে দেখিয়া তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। তিনি পুত্রমুখে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন এবং বলিলেন,—"পুত্র! তুমি রাজাকে অভিশাপ দিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। তিনি পিপাসার্ত্ত হইয়া আমার নিকট জল প্রার্থনা করিলে আমি একবিন্দু জল প্রদান করিয়া অতিথি-

সংকার করিতে পারি নাই। রাজা পিতাস্বরূপ; তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তুমি শান্তিময় তপোবনে তাপসী হইয়াও আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কেন ধর্ম্মরাজ নৃপতিকে অভিশাপ প্রদান করিলে? ভবিতব্য যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। তুমি এক্ষণে বালকবৃন্দ-সহ রাজধানীতে যাইয়া রাজাকে এই নিদারুণ অভিশাপ-বাণী শ্রবণ করাও।"

রাজা পরীক্ষিত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিষণ্ণবদনে ভাবিতেছেন—"হায়! আমি কি অকার্য্য করিলাম! আমি মুনির অপমান করিয়া পাণ্ডববংশ কলঙ্কিত করিলাম। আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক।" রাজা এইরূপ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে বালকবৃন্দ আসিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"মহারাজ! আপনার কঠোর দণ্ড শ্রবণ করুন; আপনি অরণ্যে মুনির গলদেশে সর্প বিলম্বিত করিবার জন্য তাঁহার বালকপুত্র এই শৃঙ্গী আপনাকে অভিশাপ দিয়াছে যে—'অদ্য হইতে সপ্তাহ মধ্যে মহা বিষধর তক্ষকের দংশনে আপনার মৃত্যু হইবে।' আপনি এখন হইতে আপনার পরিণাম চিন্তা করুন।" এই বলিয়া মুনি-বালকবৃন্দ রাজসভা ত্যাগ করিয়া অরণ্য-মধ্যে স্ব-স্ব আশ্রমে চলিয়া গেল। মহারাজ অভিশাপ শুনিয়া বলিলেন,—"ভালই হইয়াছে, আমি যে-প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার উচিত প্রতিফল-স্বরূপ ভগবান্ আমাকে এই দণ্ড দিলেন।"

তাঁহার এই অভিশাপ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজ্যস্থ প্রজামণ্ডলী সজ্জনবৃন্দ সকলেই হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সে-রোদনে শুষ্ককাষ্ঠ, পাষাণ পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়। মহারাজ প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"আমি আর এ-অনিত্য রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিব না"—এই বলিয়া তিনি রাজৈশ্বর্য্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসিলেন। তিনি অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিবেন সঙ্কল্প করিয়া এই পন্থা অবলম্বন করিলেন। রাজার হিত-কামী উপযুক্ত বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। এবং বিষণ্ণ-বদনে রাজার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। মহামহা-মন্ত্রতন্ত্রবিৎ সর্পবৈদ্যসমূহ নানামন্ত্র এবং ঔষধি দ্বারা রাজার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিল।

কত ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, সিদ্ধমহাত্মগণ রাজাকে দর্শন করিতে আসিলেন। শ্রীদুর্ব্বাসা, শ্রীসূত, জৈমিনী, নারদ, অসিত, দেবল, দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, পরাশর ইত্যাদি সহস্র ঋষিবৃন্দ রাজার এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্! আপনি এখন এই আসন্ন

মৃত্যুর সময় কিছু দান-ধ্যান করুন ; কেহ কর্ম্মের, কেহ যোগের, কেহ বা জ্ঞানের উপদেশ করিলেন ; নানামুনির নানামত—যিনি যাহার উপাসক, তিনি সেইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেও রাজা মনে বিন্দুমাত্রও শান্তি পাইতেছিলেন না।

এমত সময়ে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজার বিষম বিপদ জানিতে পারিয়া রাজধানী-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি পরমহংস, দিক্-বসনধারী ; তাঁহার শ্রীমুখে দিব্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে ; ষোড়শ বর্ষ বয়স,দিব্যকান্তি মহাপুরুষ। শুকদেব যোগ-ধ্যান-ব্রহ্মজ্ঞানাদিকে তুচ্ছ করিয়া সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র মঙ্গল মন্ত্র সঙ্গে লইয়া একাগ্রচিত্তে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া মুনিবৃন্দ সকলেই সসম্ভ্রমে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজাও তাঁহাকে বসিতে উত্তম আসন প্রদান করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন।

মুনিসকল তখন সমস্বরে রাজাকে বলিলেন,—"মহারাজ! আর আপনার ভয় নাই ; আমাদের সামান্য কথায় আপনার আর মনোযোগ করিতে হইবে না। ভাগবতকুল-চূড়ামণি শুকদেব বয়সে বালক হইলেও তিনি যে-সমস্ত অমূল্য উপদেশ আপনাকে প্রদান করিবেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন ; তাহা হইলেই আপনার সর্ব্বাভীষ্ট সুসিদ্ধ হইবে। তখন মহারাজ পরীক্ষিত করযোড়ে শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহাত্মন, আমার এই আসন্ন মৃত্যু-সময়ে কি করা কর্ত্তব্য ? সপ্তদিবস পর্য্যন্ত আমার আয়ুঃ। আপনি ত্রিকালদর্শী সিদ্ধ মহাত্মা ; সুতরাং এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য, এতদ্‌বিষয়ে উপদেশ করুন।" একথা শুনিয়া শ্রীশুকদেব আনন্দিত হইয়া রাজাকে কহিলেন,—"হে রাজন্! আপনি শ্রীহরির অমল যশঃ-কথা এবং তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন্। আমি আমার পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট শ্রীভাগবতোক্ত যে শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব। আপনি মনোযোগ-সহকারে এই এক সপ্তাহকাল তাহা শ্রবণ করিলে, পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজাকে দ্বাদশস্কন্ধ শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত শ্রীভগবানের অমৃতময়ী লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না ; এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল ; মহারাজের শ্রীহরিকথা শুনিতে শুনিতে আহার-নিদ্রা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই ক্রমশঃ চলিয়া গিয়াছে—একাগ্রমনে পরম নিষ্ঠার সহিত শ্রীভাগবত-

কথা শ্রবণ করিতেছেন। এমত সময়ে একটী সেবক রাজাকে কিছু সুমিষ্ট সরবৎ পানের অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন—"না না, আমি এখন বিন্দুমাত্র জলপান করিব না। আপনারা সকলেই অনর্গল শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করুন্। আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবই শান্ত হইয়া গিয়াছে।" সভাস্থ সকল লোকই নিস্তব্ধ—সূচীপতনের শব্দও শুনা যাইতেছে না। আজ শেষ দিবস; কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। সূর্য্যাস্তের পরেই রাজার জীবন অবসান হইবে—এই কথা ভাবিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিতেছে, রাজার বিরহ-চিন্তায় অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া কাহারও মনে শান্তি নাই, সকলেই সাশ্রুনেত্রে নির্ব্বাক্, নিস্তব্ধ।

এদিকে ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিতকে দংশন করিবার জন্য পাতাল হইতে বাসুকীরাজ বিষধর উগ্র তক্ষক নামক নাগকে প্রেরণ করিলেন। তক্ষক আদেশ পাইয়া, সঙ্গে আরও কতিপয় সর্প সহ রাজার দর্শন অভিপ্রায়ে যাত্রা করিল। প্রশস্ত রাজপথে ইহারা মনুষ্য-বেশ ধরিয়া যাত্রা করিয়াছে। রাজাকে সর্প দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানাদেশ হইতে ওঝা (সর্পবৈদ্য) আসিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইয়াছে। সর্পমন্ত্রবিৎ কশ্যপঋষিও যশোলাভের আশায় রাজপথে চলিতেছেন। পথিমধ্যে সহসা তক্ষকের সহিত কশ্যপঋষির দর্শন হয়। সর্পজাতি স্বভাবতঃই খল এবং ক্রোধী। ঋষিকে দেখিয়া তক্ষকের সর্ব্বশরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; সে বলিল—"ঠাকুর! আপনি কোথায় যাইতেছেন?" শ্রীকশ্যপঋষি বলিলেন,—"তুমি জাননা, রাজার অদ্য শেষ দিন—তক্ষক তাহাকে দংশন করিবে। সেই দংশনের-হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি রাজভবনে গমন করিতেছি।"

তক্ষকও তখন পরিচয় দিবার জন্য নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল,—"ঠাকুর, তুমি জাননা কি আমিই সেই তক্ষক? তোমার কি মন্ত্রশক্তির প্রভাব আছে, তাহা প্রদর্শন কর। আমি সম্মুখস্থ ঐ বৃহৎ বটবৃক্ষকে দংশন করিতেছি, তুমি রক্ষা কর; দেখি তোমার মন্ত্রশক্তির কত বল!" এই বলিয়া তক্ষক ভীষণ গর্জ্জন করিয়া বৃক্ষকে দংশন করিল। তীব্র বিষের জ্বালায় বৃক্ষটী ভস্ম হইয়া গেল। তখন ঋষিবর সে ভস্মগুলি হাতে ধরিয়া মন্ত্রপূত করিয়া যেমন গর্ত্তে ফেলিলেন, কি আশ্চর্য্য! বৃক্ষটী শাখা-প্রশাখাযুক্ত, ফল-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় জীবিত হইল। তখন তক্ষক বলিল,—"ঠাকুর, আপনি বৃক্ষকে বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজাকে বাঁচাইতে পারিবেন না; আপনার প্রতিষ্ঠা আর থাকিবে না। এ বহুমূল্য মণিটী গ্রহণ করিয়া আপনি প্রত্যাবর্ত্তন করুন্।"

এই কথা শুনিয়া কশ্যপ ভাবিলেন—'তাইত, সর্পরাজ সত্যকথাই বলিয়াছে।' গরীব ব্রাহ্মণ সেই বহুমূল্য মণিটী লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে সূর্য্যাস্তের সময় হইল; সূর্য্যদেব জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছেন। এমত সময়ে রাজা সহসা জয়ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তক্ষক একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকারূপে ফলে প্রবেশ করিয়াছে। সেই ফলটী মনুষ্যবেশধারী একজন সর্প রাজার হস্তে উপহারস্বরূপ প্রদান করিল। তখন রাজা দেখিতে পাইলেন,—সেই ফলের ভিতর হইতে একটী অদ্ভুত ক্ষুদ্র কীট বাহির হইয়া ফলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। তাহার সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ, মুখটী ভীষণ কাল। রাজা সযত্নে ঐ ফলটী মস্তকে ধারণ করিলেন। তখন শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি সপ্তদিবস পর্য্যন্ত অনুরাগের সহিত একাগ্রমনে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন; এই ভাগবত অমৃতসদৃশ। অমৃতপানে জীব অমর হয়; সুতরাং আমি মরিব, তক্ষক আমাকে মারিবে,—এই কুহক অর্থাৎ এই দেহাত্মরূপ মন্দবুদ্ধি আপনি ত্যাগ করুন। আপনি ভগবানের অংশ, নিত্য; প্রাপঞ্চিক দেহরূপ আবরণ ত্যাগ করিলেও আপনার 'স্বরূপ' নির্ম্মল আত্মা। আপনি দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া দিব্যলোকে, দিব্যধামে সেই পরমপদে গমন করিয়া অক্ষয় পরমানন্দ লাভ করিবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র কীটটী গর্জ্জন করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাজার আপাদমস্তক সমস্ত শরীর বেষ্টন করিয়া ফেলিল, তক্ষকের সেই বিশাল তনু এবং গর্জ্জনে মন্ত্রতন্ত্রবিৎ সমস্তই ভয়ে পলায়ন করিল। তক্ষক তাহার বিস্তৃত ফণা বিস্তার করিয়া রাজার ব্রহ্মতালুতে দংশন করিয়া অন্তর্হিত হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি পড়িয়া গেল। রাজা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পরমাগতি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(শ্রীধাম মায়াপুর মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সন্ন্যাসগুরু)

কৃষ্ণপ্রেমই পরম-পুরুষার্থ

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীঃ ৮।১৬)

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবনের যে-কোন লোকে গমন করা যাউক না কেন,তাহা হইতে পুনরাগমন সুনিশ্চিত। কিন্তু আমাকে লাভ করিলে, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

"যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

যে-স্থানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই শ্রীভগবানের পরম ধাম। এবং ইহাই জীবের পরম পুরুষার্থ। ঐ পুরুষার্থ লাভের উপায় কি? তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, ভক্তিই উহার একমাত্র উপায়।

ঐ ভক্তি শব্দের তাৎপর্য্য—অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনে অনুরক্তি। জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদানুসন্ধানে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। জীব আপনাকে সেবক ও ভগবানকে সেব্য জানিয়া যখন ব্রহ্মের স্বরূপানুসন্ধান করেন, তখন সেই স্বরূপানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানে ব্রহ্মকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় পরম-পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে।

পরতত্ত্ব এক—অদ্বিতীয়। উহা তত্ত্বতঃ এক হইয়াও, সাধকের সাধনানুরূপ যোগ্যতানুসারে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ শব্দ দ্বারা অভিহিত হন। অর্থাৎ জ্ঞানযোগীর সম্বন্ধে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি রূপে প্রতীত হইয়া তত্ত্ববস্তু 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা অভিহিত হন। আবার অষ্টাঙ্গ-যোগীর সম্বন্ধে অন্তর্যামিত্বাদি কতিপয় গুণবিশিষ্ট লক্ষণের দ্বারা 'পরমাত্মা'কারে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং ভক্তযোগীর নিকট পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত হইয়া দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনিই 'ভগবৎ'শব্দ দ্বারা অভিহিত হন। তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়-জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়-জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি—ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি—পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি—ভগবান্।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

কৃষ্ণবিমুখতা' জীবের একটা ছিদ্র; ঐ ছিদ্র দ্বারাই জীবশক্তিতে মায়া-শক্তি প্রবিষ্ট হয়। তখন সেই মায়া-শক্তি জীবদিগকে জীবমায়া ও গুণমায়া

দ্বারা আবরণ করিয়া থাকেন। আবরণ শব্দে দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছেদই বোধিত হয়। বস্তুতঃ পরিচ্ছেদই গুণমায়া-কৃত আবরণ। ঐ আবরণবশতঃ জীবের আত্মবিপর্য্যয় ঘটে। আত্মবিপর্য্যয় অর্থাৎ আত্মার অনাত্মবস্তুতে অধ্যাসবশতঃ দেহে আত্মাভিমান ও তদভিনিবেশ ঘটে। মায়া-রচিত পরিচ্ছেদবশতঃ জীবের দুইটী দেহাবরণ দৃষ্ট হয়। একটীর নাম স্থূল ও অপরটীর নাম সূক্ষ্ম। সূক্ষ্মশরীর আবার কারণাত্মক ও কার্য্যাত্মক ভেদে দুইটী। কারণাত্মক সূক্ষ্ম-শরীরের নাম কারণ-শরীর। কার্য্যাত্মক সূক্ষ্ম-শরীরের নাম লিঙ্গ-শরীর। কারণ-শরীর সত্ত্বগুণ-প্রধান এবং জ্ঞান-শক্তির অভিব্যক্তি-স্থান। সূক্ষ্ম-শরীর রজোগুণ-প্রধান এবং ইচ্ছা-শক্তির অভিব্যক্তির স্থান। স্থূল-শরীর তমোগুণ-প্রধান এবং ক্রিয়া-শক্তির অভিব্যক্তির স্থান। আত্মার জ্ঞান-শক্তির প্রকাশবশতঃ কারণ-শরীরে, ইচ্ছা-শক্তির প্রকাশবশতঃ সূক্ষ্ম-শরীরে এবং ক্রিয়া-শক্তির প্রকাশবশতঃ স্থূল-শরীরে আত্মাভিমান জন্মে। অনাত্ম-বস্তুতে আত্মা-ভিমানই জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ।

সুখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার। সংসারই জীবের বন্ধন। সংসারাবদ্ধ জীব বিষয়-বাসনাবশে বিষয়-গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রম-পন্থায় সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। জীবের ভোগময় রাজ্যে স্বাধীনতা নাই। জীব প্রাক্তন-কর্ম্মের সম্পূর্ণ অধীন। প্রাক্তন-কর্ম্মবশে ভোগময় বিষয়াদির সহিত কখনও সংযোগ বা কখনও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। আবার এইপ্রকার সংযোগ এবং বিয়োগই তৃষ্ণার বা বিতৃষ্ণার মূল। তৃষ্ণার ফল আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার ফল বিক্ষেপ। ঐ আকর্ষণ ও বিক্ষেপই অবস্থা-বিশেষে চিত্তের প্রসাদ বা অবসাদ আনয়ন করিয়া সুখ কিম্বা দুঃখের উদয় করায়। সুখ ও দুঃখ চিত্তের বৃত্তি-বিশেষ। সুখরূপা বৃত্তি—প্রবৃত্তি-জনিকা এবং দুঃখরূপা বৃত্তি—নিবৃত্তি-জনিকা। মনুষ্য বহির্জগতে যে কিছু কর্ম্ম করেন, তাহাই দুঃখরূপা বৃত্তির পরিহার ও সুখরূপা বৃত্তির লাভের নিমিত্ত।

দুঃখ-হানি এবং সুখলাভই মানবের উদ্দেশ্য হইলেও ঐ উদ্দেশ্য সকল সময়ে সফল হইতে দেখা যায় না। উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণ—জীবের জ্ঞান-শক্তির সঙ্কীর্ণতা, বহুবিধ জীবের মধ্যে মানব জ্ঞানবান্ এবং তাঁহার জ্ঞানোৎ-পাদন যন্ত্রও অসাধারণ। অপর কোন জীবের তাহা নাই। তাহাদের কেবল সংস্কার মাত্রই আছে। মানবের জ্ঞানোৎপাদন যন্ত্র কেবল সংস্কারের আশ্রয় নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ বিচারপটু; তিনি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে মানসিক অবস্থাসমূহের

বিশ্লেষণ, বিভাগ, অবস্থা সকলের পরস্পর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য অবধারণপূর্ব্বক ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে বস্তু-বিচারকরণ ও বিচারিত বস্তুসকলের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা কারণ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক উক্ত বিচার-কার্য্যের উপসংহার করিতে পারেন। এইসকল সত্য হইলেও মানবের জ্ঞানশক্তিতে যে সঙ্কীর্ণতা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। মায়ারচিত জ্ঞানযন্ত্রোত্থ মানবীয় জ্ঞান যে যথেষ্ট প্রসার বা পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে না, ইহা সত্য। মানবের জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হইয়া সঙ্কীর্ণ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়; পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় না। চিত্ত শুদ্ধিতেই জ্ঞান-শক্তির প্রসারতা এবং জ্ঞানশক্তির প্রসারতাতেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। অজ্ঞানকৃত স্বরূপাবরণাদি-জনিত দুঃখরূপ সংসার-বন্ধনের বিনিবৃত্তিপূর্ব্বক স্বরূপাদি সাক্ষাৎ-কারজনিত পরমানন্দ লাভই মোক্ষ। ঐ মোক্ষ উপায়-সাধ্য।

কর্ম্ম—মোক্ষের উপায় নহে। কি নিষিদ্ধ, কি বিহিত, কোন প্রকার কর্ম্মকেই মোক্ষের উপায় বলা যায় না। নিষিদ্ধ-কর্ম্মের আচরণ দ্বারা কেবল নরকাদি অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। বিহিত-কর্ম্মের দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকিলেও তাহা দ্বারা মোক্ষ সিদ্ধ হয় না, স্বর্গাদি ভোগই সিদ্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্মযোগকে কেহ কেহ মোক্ষের উপায় বলিয়া নির্ণয় করিতে চাহেন, কিন্তু তাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায় নহে। কর্ম্মযোগ দ্বারা সুকৃতি-প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর জ্ঞানোদয়ের প্রারম্ভে কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। মিশ্র-কর্ম্ম যোগ দ্বিবিধ, ভগবৎপ্রীতি সম্পাদনার্থ কর্ম্ম-করণ, ও কৃত-কর্ম্মের ফল তদুদ্দেশ্যে অর্পণ। উভয়ই নিষ্কাম। উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মযোগের নামান্তর আরোপসিদ্ধা ভক্তি। উহারা ভক্তি না হইলেও ফলগত সাদৃশ্য দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপ হেতু আরোপসিদ্ধা ভক্তি নামে উক্ত হয়। উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্ম-যোগ, যথা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ (গীঃ ৯।২৭-২৮)

যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু দান কর, যে-কিছু তপস্যা কর, সেইসকল যাহাতে আমাতে অর্পণ হয়, সেইরূপ কর। এইরূপ করিতে করিতে কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাসযোগ-যুক্ত হইয়া শুভাশুভজনক কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং বিমুক্তির পর আমাকে লাভ করিবে।

জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে কোনও কোনও স্থলে মোক্ষ সাধক হইলেও, ভক্তি-বর্জ্জিত কেবল-জ্ঞান মোক্ষ উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে।—

'কেবল-জ্ঞান' মুক্তি দিতে নারে 'ভক্তি'-বিনা।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২১)

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ (ভাঃ ১।৫।১২)

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মল জ্ঞানই যখন অচ্যুত-ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সর্ব্বদা অভদ্র-স্বভাব-কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কিরূপে শোভা পাইবে? ভগবদ্ভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞানেরই যখন ঈদৃশী দশা, তখন সর্ব্বদুঃখ-প্রদ যে কাম্যকর্ম্ম বা অকাম্য কর্ম্ম, তাহা ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে তাহাও কখন শোভা পাইতে পারে না। তবে যে জ্ঞানকে কোথাও কোথাও স্বরূপানুভূতির সাধন বলা হইয়াছে, তাহা 'কেবল-জ্ঞান'কে নহে। ভক্তিবর্জ্জিত 'জ্ঞান', স্বরূপানুভূতি করাইতে অক্ষম। স্বরূপানুভূতির সাধনীভূত জ্ঞানের নামান্তর সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। উহা ভক্তির সাহচর্য্যে অর্থাৎ ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া মোক্ষফল উৎপাদন করে বলিয়াই ইহাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ (গীঃ ৭।১৬-১৮)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (গীঃ ১৮।৫৪-৫৫)

সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভেদে চতুর্ব্বিধ। যখন শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদে অথবা তদ্ভক্তগণের প্রসাদে আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থাশা ও

জ্ঞানরূপ চতুর্ব্বিধ দোষশূন্য হইয়া জীব সুকৃতিমন্ত হন, তখন এই চারিপ্রকার সুকৃতিমন্ত পুরুষই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন। দুষ্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ভজন দুর্ঘট; যেহেতু তাহাদের ক্রমোন্নতি প্রথা নাই। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী যদিও ভগবৎ-শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, তথাপি ভক্ত-পদবাচ্য নহেন। কেননা, তাহাদের শরণাপত্তির ভিতরেও সম্পূর্ণ আত্মসুখ বিজড়িত। ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া জীব যখন শুদ্ধ ভগবজ্-জ্ঞানকে আশ্রয় করেন, তখন তাঁহার মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান দূর হয় এবং তিনি নিজকে ভগবৎ-স্বরূপের নিত্যদা জানিয়া প্রপত্তি স্বীকার করেন এবং তখনই তিনি ভক্ত-পদবাচ্য হন।

আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী স্ব-স্ব কাম্যরূপ কষায়শূন্য হইয়া ভক্তিযোগ-যুক্ত হইলে অন্যান্য সাধারণ ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। কেবলা ভক্তি স্বীকার করিতে পারিলে সকল প্রকার ভক্তই উদার হন। তন্মধ্যে জ্ঞানীর চৈতন্যনিষ্ঠতা প্রবল থাকায় সর্ব্বোত্তম গতিস্বরূপ শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না; ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন। নির্গুণ-ভক্তি উদয় হইলেই জীব ভগবৎস্বরূপ ও নিজস্বরূপ শুদ্ধরূপে জানিতে পারেন। ইহারই চরম ফল নির্গুণ-ভক্তি বা প্রেম। "বিশতে মাম্"—এই শব্দ দ্বারা শুষ্ক আত্ম-বিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হইবে না। আত্মার জ্ঞানসাররূপ বৃত্তি-বিশেষের অঙ্কুরাবস্থার নাম—ভাব এবং ভাবের পরিপক্ব অবস্থার নাম—প্রেম। ঐ প্রেম আবার মিশ্র ও কেবলা ভেদে দ্বিবিধ। মিশ্রপ্রেম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যানুভবের এবং কেবল-প্রেম মাধুর্য্যানুভবের সাধন। কেবল-প্রেমই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। কেবল-প্রেমের নামই পরম-প্রেম বা পরম-পুরুষার্থ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

শ্রীচৈতন্যদেব ও সাম্যবাদ

সর্ব্বোদয় সমাজ, শ্রেণীবিহীন সমাজ, সমাজ-বাদ, সাম্য-বাদ ইত্যাকার বহুবিধ পরিকল্পনা মনুষ্য-সমাজের কল্যাণকল্পে উপস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত কল্পনার ভিতরই যে একটা "গলদ" রহিয়াছে, তাহা আমাদের ধরিবার ক্ষমতা হয় নাই। মনুষ্যমাত্রই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং কারণাপাটব এই

দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্ট হওয়ায়. উপরিউক্ত প্রত্যেক কল্পনাটিই যে অসম্পূর্ণ ও দোষযুক্ত, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতাগণ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মনুষ্য-সমাজের হিতকল্পে যে-কোন কল্পনা করুন না কেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, উপরিউক্ত দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহাদের প্রত্যেক কল্পনাটিই আংশিক বা ক্ষণিক-সত্যের ছায়া মাত্র; সার্ব্বভৌম মঙ্গলময় হইতে পারিতেছে না। সুতরাং প্রত্যেক কল্পনাটিই অপর কল্পনাটির মত ক্ষণভঙ্গুর, অস্থায়ী এবং নিত্যকার্য্যকরী নহে।

মহাত্মা গান্ধী যে পরিকল্পনা জগতের মধ্যে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাও যে উক্ত দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত হয় নাই—ইহা আমাদের অনুধাবন করা উচিত। পরলোকগত মহাত্মা গান্ধীর মত নিষ্কপট কর্ম্মী, আস্তিক এবং নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ব্যক্তি আধুনিক জগতে অত্যন্ত বিরল বলিলেই চলে। তথাপি তাঁহারও পরিকল্পনা—উক্ত দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্ট হওয়ায় অসম্পূর্ণ ও ক্ষণিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনায় ভারতে হিন্দু-মুসলমানের একতা এবং অহিংসা-নীতির উৎকর্ষ সাধনই মূল মন্ত্র ছিল; কিন্তু এই দুইটি উদ্দেশ্যই যে কোনও কারণে হউক বিধ্বস্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত হিংসা-নীতিতেই কবলিত হইয়াছে এবং হিন্দু ও মুসলমানের বিভৎসভাবে পৃথক্ হইয়া যাওয়াই মহাত্মাকে দর্শন করিয়া যাইতে হইয়াছে। শেষ জীবনে তিনি স্বরাজ্য লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই—ইহাই আমাদের সত্য অনুমান। আমাদের সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট যতপ্রকারই মনুষ্য-সমাজের হিতকারী পরিকল্পনা হউক না কেন, তাহা পরিণামে কোনদিনই কার্য্যকরী হইবে না।

সাম্যবাদ, সর্ব্বোদয়সমাজ বা শ্রেণী-বিহীন সমাজ তখনই সাধিত হইতে পারে, যখন মনুষ্যজাতি উক্ত দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত হয় এবং সেই মুক্ত অবস্থাতেই যে পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়, তাহা শ্রীভগবদ্গীতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৫।১৮)

সমাজের ভিতর যখন বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং গরু, হাতী, কুকুর, চণ্ডালকে একপর্য্যায়ে দর্শন হইবে, তখনই বুঝিতে হইবে—সর্ব্বোদয়-সমাজ বা শ্রেণী-বিহীন সমাজ সার্থক হইয়াছে। উক্ত দোষ-চতুষ্টয়ে দুষ্ট ব্যক্তিগণ কোনদিনই প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দেশের যে-কোন পশুপক্ষী

বা চণ্ডালের সহিত কোনও অংশেই এক করিয়া মানিতে পারিবে না। আমরা যতই সাম্যবাদ প্রচার করি না কেন, আমরা সকলেই উক্ত দোষ-চতুষ্টয়ে দূষিত বলিয়া আমাদের সাম্যবাদ কখনই বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত শ্লোকের দ্বারা যে সাম্যবাদের কথা কথিত হইয়াছে, তাহা কি আমরা চিন্তা করিয়া থাকি? ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন যে, জগতে যত প্রকার জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী, জলচর-খেচর-ভূচর ইত্যাদি প্রাণী আছে, সকলেরই জন্মদাতা পিতা শ্রীভগবান্। ভগবানের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা যে মনগড়া 'সর্ব্বোদয়' সমাজ চিন্তা করি, আমরা যে স্বদেশবাসীর চিন্তা করি, তাহাতে কি ঐপ্রকার সার্ব্বজনীন চিন্তাধারা আছে? আমরা কি চিন্তা করি যে, আমাদের দেশে যে কয়েকটী মুষ্টিমেয় মনুষ্যজীব আছে, সেইগুলি ছাড়া তাহা অপেক্ষাও শত শতগুণ জীব কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীরূপে এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে? আমাদেরও যেমন দেশের উৎপন্ন শস্যাদির দ্বারা জীবন ধারণ করিবার অধিকার আছে, তাহাদেরও সেইপ্রকার অধিকার আছে। ভগবান্ যেমন সকল জীব-জন্তুর পিতা বলিয়া নিজকে ঘোষণা করিয়াছেন, সেইপ্রকার তিনি সকলেরই আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা দেশের কয়েকটি মনুষ্যের জন্যই কেবল রাজ্যপাল, দেশপাল, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, জীবহিংসা প্রভৃতির বহু ব্যবস্থাই করিয়া থাকি। কিন্তু মুষ্টিমেয় মনুষ্য ছাড়া আর যে-সমস্ত ভগবানের সন্তান আছে, তাহাদের কথা ত ভাবিই না; পরন্তু তাহারা আমাদের মত দলবদ্ধ হইয়া গলাবাজী করিতে পারে না বলিয়া, তাহারা নিরীহ নিরুপায় বলিয়া আমরা তাহাদের অবাধে হত্যা করিয়া নিজেদের উদরপূর্ত্তি করিয়া তথাকথিত 'সর্ব্বোদয়'-সমাজের পরিকল্পনা করিয়া থাকি। এইপ্রকার খণ্ড 'সর্ব্বোদয়'-সমাজ কোনদিনই জগতের মঙ্গল আনিতে পারিবে না। সর্ব্বোদয়-সমাজের পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, জগতে যথার্থ বা পূর্ণ সাম্যবাদ স্থাপিত করিতে হইলে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রদর্শিত পথেই আমাদের অনুগমন করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেব যে সর্ব্বোদয়-সমাজের পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা জীবজন্তু, মনুষ্য, পশু-পক্ষী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপযোগী। তিনিই সর্ব্বজীবে সম-দয়া, অমন্দ-উদয়া দয়া করিতে পারেন। অতএব 'সর্ব্বোদয়-সমাজে'র পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ নিজ পরিকল্পিত দোষ-চতুষ্টয়ের বশবর্ত্তী না হইয়া শ্রীচৈতন্য-দেবের পদাঙ্কানুসরণ করুন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-দেবকে

যথাযথ দর্শন করিয়া সকলকেই অনুনয়-বিনয় করিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, যথা—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করিয়াছেন যে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।" যতপ্রকার পরিকল্পনা আছে, তাহাতে আমাদের দাসখত লিখিতেই হইবে। আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করি, তখন বিদেশী ব্যক্তির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া স্বদেশী লোকের দাসত্ব গ্রহণ করি। যখনই কোন পরিকল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া নিজকে উপাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলি, তখনই আমরা সেই সেই পরিকল্পনাকারীর চরণে দাসখত লিখিয়া দিতে বাধ্য হই। সেইপ্রকার দাসখত লিখিয়া দিয়া যখন দেখি—আমার অসুবিধা হইতেছে, তখনই আবার আর এক পরিকল্পনার অনুগামী হইয়া দাসখত লিখিয়া দেই। এইভাবে আমাদের স্বাভাবিক দাস-ভাবকে মায়ার পরিকল্পনায় স্বাধীন হইবার জন্য কেবল খণ্ড দাসত্বেই পরিণত করি। যিনি যত বড়ই হোমড়াচোমড়া হউন না কেন, তাঁহার দাসত্ব করা ব্যতীত কোন উপায়ই নাই। যিনি বাড়ীর কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া আছেন, তিনি ব্যতিরেকভাবে সমস্ত বাড়ীর লোকেরই দাসত্ব করেন। পরিবারের কাহারও কিছু ত্রুটী হইলে তাঁহাকেই দায়ী করা হয় এবং সকলের দাসত্বে সমভাবের অভাব হইলেই তিনি আর বেশীদিন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও দেখা যায়,—আজ যিনি মুখ্যমন্ত্রী, কাল তিনি দেশের মুখ্য শত্রু এবং কারাবাসী; কারণ, তাঁর দাসত্বের ত্রুটী হইয়াছে। দোকানদার খরিদ্দারের দাস, খরিদ্দার দোকানদারের দাস। স্বামী স্ত্রীর দাস, স্ত্রী স্বামীর দাসী, চাকর মনীবের দাস এবং মনীব চাকরের দাস। চাকর না হইলে মনীবের চলে না, মনীব না হইলে চাকরের চলে না। এইভাবে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, দেখিব—প্রত্যেক জীবই খণ্ডভাবে অপর জীবের দাস। কিন্তু মায়ার প্রভাবে সে সর্ব্বদাই মনে করে—আমি স্বাধীন বা মনীব। সেই স্বাধীনতা পূর্ণভাবে আমরা পাইতে পারি, যদি আমরা আমাদের নিত্য-দাসভাব সেই পূর্ণভোক্তা ভগবানের দাস্যভাবে নিযুক্ত করি। ইহাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, যে সকল নেতাগণ জগতের শুভ কামনায় নিজদিগকে বিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা যেন শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত সাম্যবাদের বিচার করেন।

—শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত

সৎপিতার পত্র

শ্রীশ্রীশ-শরণম্।

স্নেহাস্পদেষু।—　　হাবড়া ২২-৯-৫৩

স্নেহাধিক শিবপদ! তোমার চিঠি পেয়েছি। নানা কারণে উত্তর দিতে বিলম্ব হ'য়ে গেছে। সেজন্য দুঃখিত হইও না।

তুমি ধাম পরিক্রমা ক'র্‌তে যা'চ্ছ জেনে পরম আনন্দ লাভ করেছি। শ্রীভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। "তুমি কুল-পাবন হও"—এর চেয়ে বড় কামনা আমি ক'র্‌তে জানি না। যে বংশে প্রকৃত বৈষ্ণবের আবির্ভাব হয়, সে বংশ ধন্য হয়, পবিত্র হয়; পিতৃপুরুষ তার আবির্ভাবে স্বর্গে থেকেও আনন্দে নৃত্য করেন; সমস্ত পৃথিবী ধন্যাতিধন্য হয়—ইহা আমরা সাধু-বৈষ্ণবদের নিকট শুনেছি। আমরা হিরণ্য-কশিপুর গণ, বৈষ্ণবতার বিন্দু-বিসর্গও আমাদের মধ্যে নাই। তবে জানি না, শ্রীভগবানের কোন্ অহৈতুকী কৃপার ফলে ক্ষণিকের জন্য দূর থেকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের আলোক, সমুজ্জ্বল আলোকপাতের ক্ষীণতম রশ্মি একটু চোখে পড়েছিল। দুর্ভাগা আমি, বহুমানন ক'র্‌লেও তার প্রকৃত সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে পারিনি বা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও এখনো পারি না। প্রার্থনা করি, তুমি প্রকৃত বৈষ্ণবতা অর্জ্জনের দ্বারা নিজে ধন্য হও, আমাকে ধন্য কর, আমার কুলকে পবিত্র কর। হরি-গুরু-বৈষ্ণবে তোমার অচলা শ্রদ্ধা হোক্।

সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশ প্রাণপণ যত্নে পালন ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বে সকলের প্রিয় হ'তে সর্ব্বদা চেষ্টা ক'র্‌বে। অকপটে সেবাই তার মূল নীতি। প্রকৃত বৈষ্ণব নিষ্কপট, নিষ্কিঞ্চন, পরম সহনশীল এবং অমানী-মানদ বলিয়াই সর্ব্বজন-প্রিয় হইয়া থাকেন।

তুমি যেখানে গেছ, যাঁ'র আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছ, সেই মহাপুরুষকে আমি জানি। মঠে থা'কতে এবং শ্রীমায়াপুর ধাম পরিক্রমাকালীন তাঁ'র অলৌকিক কর্ম্মশক্তি দেখে আমি কখনও কখনও অবাক্ বিস্ময়ে মুগ্ধ হ'য়ে যেতাম। শ্রীভগবানের অসীম কৃপা তোমাকে উপযুক্ত আশ্রয়েই পৌঁছে দিয়েছে। এই অহৈতুকী করুণার মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য গৃহীত দায়িত্বের মর্য্যাদা রক্ষা কর—এই আশীর্ব্বাদ করি। আমি দুর্ভাগা পিতা; এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ আমার জানা নাই। তোমরা মানুষ হও, পৃথিবী ধন্য হোক্।

পরমপূজ্য শ্রীপাদ মহারাজ মঠে আস্‌লে যদি সংবাদ দাও, সৌভাগ্য হয়ত একবার শ্রীচরণ দর্শন ক'রে আস্‌ব।

কেমন থাক, মাঝে মাঝে জা'নালে খুবই সুখী হ'ব। কিমধিকমিতি।—

চিরশুভার্থী—**শ্রীহরিপদ মজুমদার**

(শিক্ষক :—হাবড়া, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়)

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা, ২৬১ পৃষ্ঠার পর)

ব্রহ্ম ও শূন্য

জগদ্-ব্যাপারে বুদ্ধ ও শঙ্কর যে একই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পাঠকবর্গকে নিবেদন করিয়াছি। জগৎ যদি অস্তিত্বহীন, মিথ্যা অথচ ক্ষণিক ও প্রাতিভাসিক হয়, তাহা হইলে সৎ ও নিত্য বস্তু কি ?—তাহাই বর্ত্তমানে বিচার্য্য। অদ্বয়বাদী বুদ্ধের শূন্যই তাঁহার সৎ ও নিত্য—অর্থাৎ শূন্যজ্ঞানই চরম জ্ঞান। আর ব্রহ্মবাদী শঙ্করের ব্রহ্মই সৎ ও নিত্য ; অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই চরমজ্ঞান। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শঙ্করমতে 'যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই সৎ।' এবং বুদ্ধও প্রতীতিহীন বস্তুকে শূন্য বা সৎ বলিয়া জানাইয়াছেন। শঙ্কর উহাকে 'ব্রহ্ম'-শব্দের দ্বারা বুঝাইতে গিয়া শূন্য হইতে অধিক কি বস্তু জানাইলেন ?—পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। আমার মতে—শূন্যের ধারণা ষোলআনাই বজায় রাখিয়া তিনি 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা 'শূন্য'-শব্দকে ভাষান্তরিত করিলেন মাত্র। 'শূন্য'-সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ যে-কিছু ব্যক্ত করিয়া থাকেন, শঙ্করও 'ব্রহ্ম'-সম্বন্ধে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সুতরাং শূন্য ও ব্রহ্মে কোনরূপ পার্থক্য হইতেছে না। আমরা দুই একটী প্রমাণ উদ্ধার করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তের আরও দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছি।

বুদ্ধের শূন্যবাদ

প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের ষোড়শ সূত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা—

"সুদুর্ব্বোধাসি মায়েব দৃশ্যসে ন চ দৃশ্যসে।"

অর্থাৎ, তুমি অতিশয় দুর্ব্বোধ এবং মায়ার ন্যায় কখনও দৃষ্ট হও, কখনও দৃষ্ট হও না।

উক্ত গ্রন্থে দ্বিতীয় সূত্রে—

"আকাশমিব নির্লেপাং নিষ্প্রপঞ্চাং নিরক্ষরাম্। যস্তাং পশ্যতি ভাবেন স পশ্যতি তথাগতম্।"

অর্থাৎ, যে তোমাকে আকাশের ন্যায় অর্থাৎ শূন্যতুল্য নির্লেপ, নিষ্প্রপঞ্চ ও নিরক্ষরভাবে দর্শন করে, সেই 'তথাগত' অর্থাৎ শূন্যত্বকে প্রাপ্ত হয়।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বিতীয় বিবর্ত্তে এইরূপ আছে,—

"সর্ব্বধর্ম্মা অপি দেবপুত্রা মায়োপমাঃ স্বপ্নোপমাঃ * * * প্রত্যক্-বুদ্ধোঽপি মায়োপমঃ স্বপ্নোপমঃ। প্রত্যেকবুদ্ধত্বমপি মায়োপমং স্বপ্নোপমম্। সম্যক্ সম্বুদ্ধোঽপি

মায়োপমঃ স্বপ্নোপমঃ। সম্যক্ সম্বুদ্ধত্বমপি মায়োপমং স্বপ্নোপমম্।"

অর্থাৎ,—সুগতবুদ্ধ দেবপুত্রগণকে কহিতেছেন,—সমস্ত ধর্ম্মই মায়োপম ও ও স্বপ্নোপম। প্রত্যক্ বুদ্ধ সম্যক্ সম্বুদ্ধ এবং তৎ-তৎ-ধর্ম্মসকলই স্বপ্নোপম ও মায়োপম।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে সায়নমাধব বৌদ্ধদর্শন-বর্ণন-প্রসঙ্গে পঞ্চদশ বাক্যে এইরূপ বলিয়াছেন,—

"মাধ্যমিকাস্তাবদুত্তমপ্রজ্ঞা ইত্থমচীকথন্। ভিক্ষুপাদ প্রসারণ-ন্যায়েন ক্ষণ-ভঙ্গাদ্যভিধানমুখেন স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগত সর্ব্বসত্যত্বভ্রমব্যাবর্ত্তনেন সর্ব্বশূন্য-তায়ামেব পর্য্যবসানাম্। অতস্তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব।"

অর্থাৎ, উত্তমপ্রাজ্ঞ মাধ্যমিকেরাই এইরূপ কহিতেছেন। প্রপঞ্চের ক্ষণভঙ্গাদি অর্থাৎ সংস্কারগত ক্ষণিক অভিধানমুখে যে স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগত সকল সত্যতাই ভ্রমব্যবর্ত্তন-হেতু সর্ব্বশূন্যতায়ই পর্য্যবসান লাভ করিতেছে। অতএব সৎ ও অসৎ উভয়েই উভয়াত্মক চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত শূন্যতত্ত্ব।

উক্ত গ্রন্থের ২৯ সংখ্যার বাক্যেও শূন্য সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"কেচন বৌদ্ধা বাহ্যেষু গন্ধাদিষু আন্তরেষু রূপাদি-স্কন্ধেষু সংস্বাপি তত্রানাস্থা-মুৎপাদয়িতুং সর্ব্বং শূন্যমিতি প্রাথমিকান্ বিনেয়ানচীকথৎ।"

অর্থাৎ, কোন কোন বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বাহ্যবস্তু গন্ধ, আন্তরিক ও রূপাদি স্কন্ধে, এমন কি 'সৎ'এও অনাস্থা উৎপাদনের নিমিত্ত সকল শূন্য, ইহা প্রাথমিকগণকে বলিয়াছেন।

শাক্যসিংহ বুদ্ধের বিবরণ প্রসঙ্গেও ললিতবিস্তারের (বৌদ্ধগ্রন্থ) ২১শ অধ্যায়ে শাক্যসিংহ বুদ্ধ 'শূন্য' ও 'নৈরাত্মবাদ'-ধনুকের দ্বারা সাংসারিক ক্লেশ-রিপুর বিনাশ করিয়াছেন।—এইরূপ উক্তি আছে। সমর্থ ধনুগৃ'হীত্বা শূন্য-নৈরাত্মবাদিনৈ ক্লেশরিপুন্ নিহত্বা।" ইত্যাদি। উপরিউক্ত বৌদ্ধ-গ্রন্থাদির প্রমাণসমূহ হইতে জানা যায়, মহানির্ব্বাণরূপ শূন্যবস্তু আকাশের ন্যায় নিরক্ষর নিষ্প্রপঞ্চ এবং যাহা প্রপঞ্চ অর্থাৎ কারণরূপ শূন্যের কার্য্য বা ধর্ম্মজ্ঞাপক, তৎসমুদয়ই শূন্য এবং স্বপ্নোপম, মায়োপম। প্রপঞ্চ ক্ষণিক হইলেও ইহার মূল কারণ 'শূন্য'। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে বলা হইয়াছে,—আম্রের আম্রত্বগুণসমূহ অপহৃত হইলে উহা শূন্যেই পর্য্যবসিত হয়। শঙ্করের নির্গুণব্রহ্মবাদ ইহারই নামান্তর। বুদ্ধ বলেন,—যাহাতে গুণ নাই বা কার্য্য নাই, তাহাই শূন্য। শঙ্করও বলেন,—যাহাতে গুণ নাই, তাহাই ব্রহ্ম।

শঙ্করের ব্রহ্মবাদ

এক্ষণে বুদ্ধের শূন্যবাদের সহিত আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদের ঐক্য প্রদর্শিত হইতেছে। সুতরাং উল্লিখিত প্রমাণগুলির সহিত তুলনা করিয়া পাঠ করিতে হইবে। **অপরোক্ষানুভূতিতে** ৪৫ শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন —

উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোন্য ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ ॥

৪৯ শ্লোকে :—

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥

৯৪ শ্লোকে :—

উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব দৃশ্যতে।
অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তাস্তন্নষ্টৈব কা বিশ্বতা ॥

অর্থাৎ, প্রপঞ্চের উপাদান ব্রহ্মব্যতীত ইতর কোন বস্তুই নহে (৪৫)। পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেই ভূতসমূহ জাত হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত (প্রপঞ্চভূত) ভেদসমূহ ব্রহ্মই, এইরূপ নিরূপণ করিবে (৪৯)। যে-প্রকার মাটীর পাত্রের উপাদান জল-মৃত্তিকাদি দেখিতে পাওয়া যায়,সেইপ্রকার প্রপঞ্চের উপাদান অজ্ঞান। বেদান্তে (?) আছে, সেই অজ্ঞান নষ্ট হইলে বিশ্বত্ব অর্থাৎ প্রপঞ্চত্ব কোথায় (৯৪)? অতএব দেখা যাইতেছে, শঙ্করমতে ব্রহ্ম জগতের মূল কারণ। ব্রহ্ম হইতেই সমগ্র ভূতসকলের উৎপত্তি। ব্রহ্মই অজ্ঞানহেতু জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই 'হেতু'র অর্থাৎ অজ্ঞানের বিনাশ বা অপনোদন হইলেই দৃশ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইবে। বিশ্বই দ্বৈতোৎপত্তিরূপ ভয়-ক্লেশাদির আকর।

বুদ্ধ শূন্যবাদ অস্ত্রদ্বারা বিশ্বক্লেশ বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং শঙ্করও ব্রহ্মবাদ অস্ত্রদ্বারা বিশ্বক্লেশ ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সংসার-ক্লেশ নিবারণের হেতুভূত ব্রহ্মত্ব যেরূপ, শূন্যও সেরূপ ; এবং জগৎ-প্রতীতি নষ্ট হইলে একের শূন্য, অপরের ব্রহ্ম থাকিবে। এক্ষণে জগৎ-প্রতীতি বিনষ্ট করিয়া দিবার উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও শঙ্করগণের পরস্পরের কি বিচার, তাহার সামান্যতঃ আলোচনা আবশ্যক। এবং উভয় মতের ঐক্য কোথায়, তাহাও প্রদর্শন করা দরকার। (ক্রমশঃ)

———

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ত্তমান-যুগে সংস্কৃত-শিক্ষার দুর্ভিক্ষ লক্ষ্য করিয়া একটী সংস্কৃত টোল পরিচালনা সঙ্কল্প করিয়া আসিতেছেন। এই সঙ্কল্প সিদ্ধির নিমিত্ত কলিকাতা মহানগরীর উত্তর অঞ্চলে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আদিপীঠে ৩৩।২ বোসপাড়া লেন, বাগবাজারে উক্ত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়া চলিতেছিল। এবং তথা হইতে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ ও কাব্যের ২।১টী ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া কৃতিত্বের সহিত কৃতকার্য্য হইয়াছিল, ইহা আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

বর্ত্তমানে উক্ত **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী** কলিকাতা হইতে অপসারিত হইয়া চুঁচুড়াস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** বিপুল আয়োজন ও উৎসাহের সহিত গত **৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬০**, ইং ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৩, সোমবার, কীর্ত্তনমুখে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অদ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। এই দিবস বিপুল সমারোহের সহিত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরিত হয়। কোন কোন পঞ্জিকাকারগণের মতে অদ্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুরও আবির্ভাব দিবস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এইরূপ পঞ্জিকার সহিত একমত নহি। গতকল্যই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব তিথি। যাহা হউক, তাঁহার অপ্রাকৃত বিরহ স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারই অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব দিবসে অসংস্কৃত ভাষার প্রাবল্যের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইল। অসংস্কৃত মনুষ্যের যে প্রকার বৈদিক জ্ঞানের অধিকার নাই, অসংস্কৃত ভাষারও সেই প্রকার অধিকার নাই। তজ্জন্যই ভগবদুপাসনার ভাষা, সংস্কৃতি লাভ করিয়া বেদজ্ঞানের উন্মেষিকা হইয়াছে। দীক্ষা, মন্ত্র ও মহামন্ত্র প্রভৃতির ভাষা সংস্কৃতি লাভ করিয়া 'সংস্কৃত-ভাষা'র সঙ্গ-লাভ করিয়াছে। বদ্ধজীবের নিত্য-মুক্তির জন্য এবং মুক্তজীবের পরাগতি লাভের জন্য অথবা কৃষ্ণপ্রীতি-লাভে সৌভাগ্যশালী হইবার জন্য, জীব-হৃদয়ের অপ্রাকৃত ভাবের অভিব্যক্তির যানবাহন স্বরূপ পরিভাষাকে সংস্কৃত করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী সর্ব্বজীবের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। আমরা সকলকেই ইহার সুযোগ লইতে অনুরোধ করি।

শ্রীমন্-মহাপ্রভু স্বয়ং সচ্চিদানন্দ স্বরূপে শব্দমাত্রেরই ঈশ্বর-লক্ষণ প্রকাশ

করিয়াছেন। তজ্জন্য জগদ্‌গুরু শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু বাল-শিক্ষার উন্মেষণার্থ যে অপ্রাকৃত ব্যাকরণ প্রকটিত করিয়াছেন,—তাহার নাম **শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ**। আমরা সর্ব্বপ্রথমেই আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীল জীবগোস্বামীর স্মৃতি সর্ব্বজীব হৃদয়ে জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিয়াছি। প্রাকৃত ব্যাকরণের 'অং-কং', 'অকার-ককার' প্রভৃতিকে 'শকার-বকার' করিয়া 'অরাম-করামের' প্রবর্ত্তন করাই সর্ব্বতোভাবে আত্মোন্মেষের হেতু—ইহাই শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের আদি-শিক্ষা।

হরিনামামৃত-ব্যাকরণ বলেন,—'নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ' অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই এই বর্ণক্রমের উৎপত্তি। 'বর্ণক্রম' বলিতে ইহার একটী পর্য্যায় লক্ষিত হইতেছে। অপর্য্যাপ্ত শব্দ ধ্বনিত হইলেও উহা বর্ণক্রমের শাসনাধীন। এই বর্ণবহির্ভূত ব্যাপারগুলি অর্দ্ধমাত্রা বা মাত্রাহীন পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য আবির্ভূত জীবনিচয়ের বর্ণসমূহও ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত। গীতা বলেন,—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'। শব্দের বর্ণ ও জীবের বর্ণে কোন পার্থক্য নাই। এইজন্যই নামবাদী বা স্ফোটবাদী শব্দ হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি নিরূপণ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভাষার বর্ণ এবং ভাষাভাষী জীবের বর্ণ নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। বর্ণবহির্ভূত তত্ত্বসমূহের নিত্য-বদ্ধত্ব শাস্ত্রে সূচিত হইয়াছে। যে সমস্ত বর্ণের সংস্কার নাই, সে-সমস্ত বর্ণ হেয় ও ঘৃণিত। ঈশ্বর-উপাসনায় তাহাদের শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। যাহারা এই শুদ্ধি লাভ করেন নাই, ঈশ্বর উপাসনা তাহাদের সুদূর-পরাহত। তজ্জন্য বিশুদ্ধ সারস্বত-ধারা অস্পৃশ্য নিম্নকুলোদ্ভূত যে-কোন ব্যক্তিকে সংস্কৃত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত সেবায় অধিকার দান করিতেছে। যাহারা তাঁহার এই অপ্রাকৃত বর্ণ পরিচয়ের বিরোধী, তাঁহারা শ্রীল জীবগোস্বামীর চরণে অপরাধী। প্রাকৃত-সাহজিক চিন্তাস্রোত জগৎ ধ্বংসের মূল কারণ। এই প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঘোর শত্রু; শুধু তাহাই নহে, সর্ব্বনাশ-সাধনকারী দৈত্য-বিশেষ। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর প্রচার-প্রসারের দ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়া-কুলোদ্ভূত এবং বর্ণ-বহির্ভূত দৈত্যগণকে বিধ্বংস করিবেন। আমরা প্রথম দিবসেই উক্ত চতুষ্পাঠীর (টোল) বিদ্যার্থীরূপে নবরত্নের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছি। ইহারাই ভবিষ্যতে নবধাভক্তির প্রকৃত প্রচারকরূপে প্রকাশিত হইবে।

সাউড়ী-দলের অপপ্রচার

সম্পাদক সতীশ বাবুর বেনামী পত্র

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৭ম সংখ্যা, ২৮০ পৃষ্ঠার পর)

বেনামী পত্রলেখক 'সজ্জনসঙ্গিনী' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক কেশিয়াড়ীর সতীশ বাবুকে আর একটী বিশেষ কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।—

মাননীয় সতীশ বাবু! আপনার সহকর্ম্মী শ্রীযুত প্রমোদ বাবু (সাউড়ীর পত্রিকার সম্পাদক-ত্রয়ের প্রধানতম) হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই তাঁহাদের গ্রাম্য-বার্ত্তাবহে লিখিতে ত্রুটী বোধ করেন নাই। তন্মধ্যে একটী রহস্যজনক কটুবাক্য সকলের, বিশেষতঃ আপনার অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। অন্যান্য বাক্যের প্রতিবাদ ও বিচার পরে করিব। তিনি আমাদিগকে 'কুষ্ঠরোগগ্রস্ত' বলিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কি তিনি সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবেন?—কখনও নহে। তবে আমার বোধ হয়, প্রবন্ধ লিখিবার সময় প্রমোদ বাবুর সম্মুখে আপনি বসিয়া থাকায়, তিনি আপনার গায়ের শ্বেত-কুষ্ঠের ব্যাধিটা দেখিয়া উহা আমাদের ঘাড়ে ক্রোধ ও মাৎসর্য্য-বশতঃ চাপাইয়া দিয়াছেন। আপনার সহকর্ম্মীর বিচার আপনি স্বয়ংই করিলে ভাল হয়; বিশেষতঃ প্রমোদবাবু বয়সে আপনার পুত্র-স্থানীয়। তাঁহাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিবেন। আপনি যে একজন শ্বেত-কুষ্ঠরোগী, ইহা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইল বলিয়া আপনি যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন; কারণ ইহা প্রকাশ করার মূলে আপনারই সহকর্ম্মী-সম্পাদক সাউড়ীনিবাসী শ্রীযুত প্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ই সর্ব্বতোভাবে দায়ী।

শ্বেতীশ বাবু! অনেকে আপনাকে সতীশবাবু না বলিয়া আপনার শ্রীঅঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া 'শ্বেতীশ বাবু' বলিয়া থাকেন। অবশ্য শ্বেতীশ বা সতীশ শব্দ একই পুরুষকে লক্ষ্য করে ও একার্থবোধক। আপনি যখন একটী সংবাদ-পত্রের সম্পাদক, তখন 'সতীশ' শব্দের অর্থ যে শিব—ইহা বোধহয় আপনাকে শিখাইতে হইবে না। এবং 'শ্বেতীশ' বলিলেও সেই একই শিবকে লক্ষ্য করা হয়।—কটকের নিকটবর্ত্তী মহানদী-গর্ভে একটী শৈলোপরি ধবলেশ্বর মহাদেবের সংবাদ আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ধবলেশ্বর কোন এক ধবল-কুষ্ঠরোগীকে তদ্ব্যাধি হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন বলিয়া শিব উক্ত নামে অভিহিত। সুতরাং শ্বেতীশ বা সতীশ শব্দ একার্থবোধক হওয়ায় আপনাকেও অনেকেই 'শ্বেতীশ' বা 'সতীশ' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আমাদের আর একটী কথা স্মরণ হইতেছে। ইঁচড়েপাকা, গুরুদ্রোহী,প্রাকৃত-সহজিয়াগুলি ব্রতোপবাসাদি ব্যাপারে প্রায়ই উদাসীন থাকে। তাহারা মনে করে, —চতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালনের কোন আবশ্যকতা নাই ; দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে স্ত্রীলোক-ঘটিত অনুশীলন, রাসলীলার আচরণ করিলেই তাহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। তাহারা জানে না যে, রাসলীলা কখন, কি-অবস্থায়, কে তাহা স্মরণ করিবে। অনর্থযুক্ত জীব চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাদি পালন না করিলে নরকস্থ হইয়া পড়ে অথবা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে—ইহা শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্বেতীশ বাবুর অবগতির জন্য আমি হরিভক্তিবিলাস হইতে সেই অংশটী উদ্ধার করিতেছি। তিনি গোস্বামিপাদের এই বাক্য হইতে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম, বর্ত্তমান জন্ম ও ভবিষ্যৎ জন্ম —এই তিন জন্মের নির্দ্দেশ পাইবেন। স্কন্দপুরাণের "ব্রতবৈফল্যমাসাদ্য কুষ্ঠী অন্ধশ্চ জায়তে" এই বাক্যের দিগ্‌দর্শিনী-টীকা (হঃ ভঃ বিঃ ১৬।২২৭) যথা,—

"নরকভোগানন্তরং কুষ্ঠী অন্ধশ্চ সন্ **দুর্যোনিষু জায়তে; 'শ্রাবণাদৌ' শাকাদি-বর্জ্জন-ব্রতে** চ সর্ব্বপাপক্ষয়াৎ তথা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবানাং প্রত্যেকং সমুচ্চয়েন চ শ্রাবণাদৌ শাকাদিষু সংক্রমণাত্তান্যবশ্যবর্জ্জ্যান্যেবেতি।"

উক্ত টীকার অর্থ সরল ও সুস্পষ্ট। চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের নিয়মে "শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং"—এইরূপ বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত ব্রত-কালে শাকাদি বর্জ্জনীয় দ্রব্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব একত্রে অবস্থান করেন। সুতরাং ঐ সময়ে উক্ত ব্রতে যাঁহারা বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া শাকাদি ভক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নরকভোগ করিয়া এই জন্মে কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন। সুতরাং কটকের উত্তরে উক্ত ধবলেশ্বরের কৃপা ব্যতীত কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিষ্কৃতি দেখি না। তাই শ্বেতীশ বাবু ধবলেশ্বরের আশ্রয় লইলে তাঁহাকে আর কেহ অবৈষ্ণব বলিবেন না। কারণ—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।" পাঠকবর্গ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন—প্রাকৃত-সহজিয়ার দল স্বভাবতঃই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালনে পরাঙ্মুখ। তজ্জন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত প্রমাণবাক্য উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের উপর প্রযুক্ত হইতেছে। আমরা যে সাউড়ীর দলকে 'সহজিয়া' বলিয়াছি, ইহাও তাহার একটী কারণ।

আমরা সাউড়ীর দলকে 'গুরুদ্রোহী'ও বলিয়াছি। প্রবন্ধান্তরে শাস্ত্র-প্রমাণাদির দ্বারা ইহা আমরা প্রমাণ করিব। যে দলের প্রধান পাণ্ডা সতীশ বাবু, আমরা তাঁহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়াই আমাদের সমস্ত বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণ

করিতেছি। কুষ্ঠরোগের অন্য কারণ অনুসন্ধান করিলেও পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন,—গুরুদ্রোহীতাও তাহার একটী অন্যতম হেতু। আমরা এস্থলে একটী শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার করিতেছি।—

"বিদ্যান্ গুরুন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্।
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বগ্রক্তং মাংসমম্বু চ।
দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহ॥"

অর্থাৎ—যাঁহারা ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে গুরু-ধর্ষণ বা গুরুদ্রোহিতা করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্বেতীশ বাবুর ন্যায় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

পাঠকবর্গ এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন,—আমরা যে সাউড়ীর দলকে 'সহজিয়া', 'গুরুদ্রোহী' বলিয়াছি, ইহাতে আমাদের অন্যায় হইয়াছে কি? আপনার বলিতে পারেন,—সতীশ বাবু কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত বলিয়া তাঁহাদের সকলেই কি ঐ দোষে দোষী হইবেন? অবশ্য প্রত্যেকেই ঐরূপ দোষে দুষ্ট কিনা, তাহা বলা সুকঠিন। তবে দলের প্রধান ব্যক্তিগণের স্বভাব, ক্রিয়াকলাপ, লেখনী প্রভৃতির দ্বারাই তাঁহাদের পরিচালিত সম্প্রদায়ের স্বভাব, ক্রিয়ার পরিচয় হইয়া থাকে। আমরা নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ সাউড়ী-দলের প্রচারিত কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদপরিপূর্ণ অপাঠ্য গ্রন্থের সমালোচনা করিতে থাকিব।

সতীশ বাবু তাঁহার বেনামী পত্রে আমাকে 'বর্ণজ্ঞানহীন' বলিয়া একটী মিথ্যা কটূক্তি করিয়াছেন। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, সতীশ বাবু এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে মুদ্রাকর-প্রমাদ ব্যতীত বর্ণবিন্যাসও এত ভুল, তাহা দেখাইয়া দিতে লজ্জা বোধ হয়। এমন কি, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থের সৌন্দর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া সাউড়ীর প্রাকৃত-সহজিয়ার দল জৈবধর্ম্মের যে কয়েকটী পৃষ্ঠা মুদ্রিত করিয়া তাঁহাদের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহাতে সম্পাদকগণ ও প্রকাশকগণ যে 'বর্ণজ্ঞানহীন'তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত পাঠকই ধরিতে পারিয়াছেন। আমরা সতীশ বাবু ও প্রমোদ বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কয়েকটী ভুল পাঠকগণকে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ের ৪ পৃষ্ঠার মধ্যে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি দ্রষ্টব্য:—

১। মধুশ্রাবী, ২। অপরাহ্নে, ৩। সম্পুর্ণ (২), ৪। কুটীচর, ৫। বহুদক, ৬। মহাত্মন (২), ৭। স্থুল, ৮। বাহ্যস্ফুর্ত্তি, ৯। অনুদ্যুত (২), ১০। প্রতিতী, ১১। স্ফুর্ত্তি ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া তাঁহারা মুদ্রাকর-প্রমাদ, কপি ছাড় ও নিজেদের খেয়ালমত বহুস্থানে পাঠ পরিবর্ত্তনাদি করিয়াছেন। এইরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তন করিবার তাঁহাদের কোন অধিকার আছে কিনা, ইহা আমাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য। আমরা ইহাকেও 'গুরুদ্রোহীতা' বলি। "জৈবধর্ম্মের" ছাপা গ্রন্থ দেখিয়া পুনর্মুদ্রণ-কার্য্যে যাঁহাদের এত বানান ভুল পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাদের গ্রন্থ প্রকাশ করিবার চেষ্টাকে বলিহারি যাই। বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল-পুরুষের প্রতি হিংসা, অসূয়া, দ্বেষ দ্বারা অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিলে শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষেই দেখিবেন। আমরা এইপ্রসঙ্গে গত ৭ম সংখ্যার ২৭৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মাননীয় শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন সরকার, পুরাণ-ভক্তি-কাব্যরত্ন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্রের প্রতি পাঠকবর্গের ও সাউড়ীর দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সতীশ বাবু! আমি আপনার পত্রের একটী উদ্ধৃত বাক্য পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—"পড়ে কিনা পড়ে মনে হল অনেক দিন।" আপনি ও আপনার দল যাঁহাকে কটাক্ষ করিয়া প্রবন্ধ ও বেনামী পত্রাদি লিখিতেছেন, তাঁহাকেই আপনি গৌরবের সহিত আপনার স্বগৃহে কেশীয়াড়ী-ভবনে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমিও তখন তাঁহার সঙ্গে অনুগমন করিয়া আপনার গৃহে গিয়াছিলাম। ইহা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে—তজ্জন্যই আপনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বেনামী পত্রখানি লিখিয়াছেন। আমি আপনার সমস্তই ভালরূপ অবগত আছি জানিবেন। আমরা যখন আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন আপনি নির্লজ্জের ন্যায় অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া "কাম-কম্বুপরি কনক-শম্ভুপরি টারত সুরধুনী-ধারা" ইত্যাদি বচন আওড়াইয়া যুবতী নারীগণের কুচ-কুম্ভের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আপনার ঐ ব্যাখ্যার প্রতিবাদ-স্বরূপ তৎক্ষণাৎ আপনার গৃহে হইতে আমরা চলিয়া আসি। ইহা কি আপনার স্মরণ আছে? তজ্জন্যই আমরা আপনাদিগকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া জানি এবং দুঃসঙ্গ জ্ঞান করিয়া থাকি। শ্রীমদ্ আচার্য্যবর্য্যের উক্ত ব্যবহারে আপনি ও পরলোকগত কুঞ্জবাবু আদৌ সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমায় যোগদান করেন নাই। সেইহেতু আপনার উদ্ধৃত বাক্যে পুনরায় বলি,—"পড়ে কিনা পড়ে মনে হল অনেক দিন।"

সতীশ বাবু সজ্জন-সঙ্গিনী পত্রিকার ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্তও সম্পাদক ছিলেন। হঠাৎ বর্ষশেষ হইতে না হইতেই ১১শ সংখ্যা হইতে তাঁহার নাম

ও সুধাংশু বাবুর নাম দুইটী সম্পাদক-স্তম্ভ হইতে উধাও হইয়া গেল কেন? আমরা, কেন, সাধারণ লোকও ইহার কারণ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছেন। সর্ব্বত্রই কি বেনামী চলে? সম্পাদনা বেনামীতে করিলেও তাহার দায়িত্ব হইতে কেহ এড়াইতে পারিবেন না। আমরা তজ্জন্য গুপ্ত-সম্পাদকদ্বয়কে প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করি। ধর্ম্মের নাম করিয়া এই প্রকার মিথ্যা, ভণ্ডামী, অসদাচার কখনই চলিবে না! কলিকাল বলিয়াই তাঁহারা এতটা সাহস পাইয়াছেন!

সতীশ বাবু বেনামী পত্রে আরও অনুযোগ করিয়াছেন,—আমরা মাননীয় সীতানাথ ভক্তিতীর্থ ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু ইহা তাঁহারা কখনও প্রমাণ করিতে পারিবেন না। তবে ইহা খুবই সত্য যে, তাঁহার মতের সহিত শুদ্ধ সাম্প্রদায়িক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অনেকস্থলে মতভেদ আছে। আমরা ইহাও প্রমাণসহ ক্রমশঃ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে জানাইয়া দিব। তবে তাঁহার সামাজিক দৈন্য-ব্যবহার, লোকপ্রিয়তা, স্নেহশীলতা ও সঙ্গীত যোগ্যতার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের পক্ষে তাঁহার গার্হস্থ্য-জীবন আদর্শস্থানীয় ছিল। তবে তাঁহার তথা-কথিত অনুগত জনগণ তাঁহাকে যেরূপভাবে প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প--আমরা তাহাতে একমত নহি। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

পাঠকমহোদয়গণ! আমরা কোন ব্যাধির প্রতি কটাক্ষ করিয়া কাহারও মহত্ত্বের প্রতি আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা জানি,—"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" শুধু তাহাই নহে, শ্রীল রূপগোস্বামীও লিখিয়াছেন,—

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।"

স্বভাবজনিত এবং বপুগত যে-কোনরূপ দোষই থাকুক না কেন, শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে এইগুলিকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করিতে হইবে না। বৈষ্ণবের বিনয়-নম্র ব্যবহার, তৃণ অপেক্ষা নীচতা ও বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণুতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা তাঁহাদের চির-দাসত্ব করিতে প্রস্তুত আছি। আমরা জানি,—শ্রীমন্ মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে 'বাসুদেব' নামক কুষ্ঠীবিপ্রকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের বাহ্য ব্যাধি লোক-বঞ্চনার জন্য, কিন্তু তাঁহারা কখনও কর্ম্মফলবাধ্য নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠীবিপ্রের অন্তর্নিহিত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই তাঁহার মহত্ত্ব জগতে প্রকাশের নিমিত্ত

বাসুদেব বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। আমরা যদি সেই বাসুদেব বিপ্রের ন্যায় কোন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত উন্নত বৈষ্ণবের পদলেহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। শুদ্ধ-বৈষ্ণব যে-কোন ব্যাধিগ্রস্তের লীলা প্রদর্শন করুন না কেন, তিনি আমাদের নিত্য-প্রণম্য ও উপাস্য। তজ্জন্য সমস্ত বৈষ্ণবগণের নিকট আমার সকাতর প্রার্থনা,—তাঁহারা যেন আমার যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাদের পদসেবায় নিযুক্ত রাখেন।

—বেনামী পত্র-প্রাপক

শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকার ভ্রান্তি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ 'শ্রীনবদ্বীপ'-পঞ্জিকা নামে এক খানা স্মার্ত্ত পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রতিবৎসরই তাঁহার পঞ্জিকার নানাবিধ ভ্রম প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকি। ৪৬৭ গৌরাব্দের পঞ্জিকায়ও মারাত্মক অসংখ্য ভুল দেখা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে কিছু ইঙ্গিত করিয়াছি। বর্ত্তমানে চাতুর্ম্মাস্য অথবা উর্জ্জব্রত পালনকারী সকলেরই জ্ঞাতার্থে উক্ত পঞ্জিকার ১টী প্রধানতম ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতেছি। শ্রমণ মহারাজ চিরদিন স্মার্ত্তানুগত, সুতরাং তিনি চেষ্টা করিলেও স্মার্ত্তের মত কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ "স্বভাব যায় না ম'লে"। তিনি এ বৎসর ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর, শুক্রবার গৌর-চতুর্দ্দশী দিবসে চাতুর্ম্মাস্য ও উর্জ্জব্রতের সমাপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত ভুল। এই দিবস অবম বলিয়া চতুর্দ্দশী তিথির পর পূর্ণিমারও অন্ত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ণিমাপক্ষে ব্রত-আরম্ভকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে উক্ত ব্রতের পূর্ণিমা-কৃত্য অন্ত বিদ্ধা পূর্ণিমায় কেবল স্মার্ত্তগণই করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ দিবস পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী-বিদ্ধা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ও ধাত্রীব্রত হইবে না লিখিয়াও উর্জ্জব্রত সমাপ্তি উক্ত সূর্য্যোদয়বিদ্ধা পূর্ণিমাতে নির্দ্দেশ করিলেন কি হিসাবে, বুঝিলাম না। সুতরাং **৫ই অগ্রহায়ণ, ২১ নভেম্বর, শনিবার—পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ও উর্জ্জব্রত সমাপ্ত হইবে**; পূর্ব্বদিবস নহে। আমরা ব্রতাচারী সমস্ত বৈষ্ণববর্গকে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত শ্রীমায়াপুর-পঞ্জিকার অনুসরণ করিতে অনুরোধ করি।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

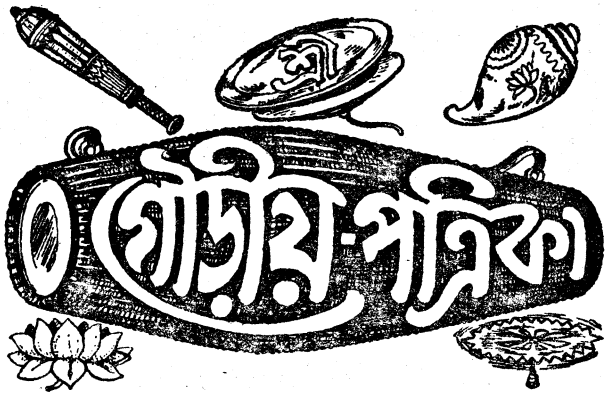

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৫ দামোদর, ৪৬৭ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৬০; ইং ১৬।১১।৫৩ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকম্

[শ্রীমদ্‌-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্‌]

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর-গতমাত্মাননতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাপ্তুমিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈক-তনুভাক্‌
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥১॥

পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোক্তদ্বিশদ-পরিচর্য্যা চ্চিতপদঃ
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমল-নীরাজিতমুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥২॥

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৩॥
অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস-ফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৪॥
নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৫॥
পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজদীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৬॥
মুদা দন্তৈর্দষ্টা দ্যুতিবিজিত-বন্ধূকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্না গণিত-পুলকো নৃত্যকুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৭॥
সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়ন-জলধারাবিততিভিঃ।
মুহুর্মুর্চ্ছাং গচ্ছন্মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৮॥
শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ
পৃথু প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্ ॥৯॥

শ্রীশচীসূনুষ্টকের বঙ্গানুবাদ

যে হরি (শ্রীকৃষ্ণ) দর্পণগত আপনার নিরুপম শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেয়সী সখী শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় আত্ম-মাধুর্য্যকে সর্ব্বতোভাবে আপনাতে অনুভব করিবার নিমিত্ত গৌড়দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো ! (কি আশ্চর্য্য !) যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তি দ্বারা স্বয়ং স্বীয় শরীরের সুন্দর গৌরবর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ?১॥

যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর অন্তঃকরণস্থিত প্রেম-মধুতে স্নাত হইয়া তৎপ্রতি স্নেহবিশিষ্ট এবং গোবিন্দ-নামক কোন ভক্ত-কর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ প্রকাশমানা নির্ম্মলা পরিচর্য্যা দ্বারা যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় নিরন্তর সেবিত এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর অসংখ্য প্রাণপদ্ম দ্বারা যাঁহার শ্রীমুখ নীরাজিত হইয়াছিল, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ?২॥

যিনি পরমেশ্বর হইয়াও ভক্তশিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং কৌপীন এবং তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার আকৃতি অতিউচ্চ এবং সুমেরুপর্ব্বতের কান্তি-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত অর্থাৎ (যাঁহার গলিত সুবর্ণ-সদৃশ শরীরের শোভা দর্শন করিয়া সুমেরু আপন শরীরের সৌন্দর্য্যত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপন কান্তি দ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তিকে সেবা করিয়াছে) এবং যিনি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামসমূহ অতি আহ্লাদে গান করিয়া ভক্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ?৩॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনিগণ ভক্তি নিপুণতায়ও যাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই এবং শ্রুতিগণ যাঁহাকে অমূল্যরত্নের ন্যায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উজ্জ্বল প্রেমরস যাঁহার ফল—এমন ভক্তিলতা যিনি গৌড়দেশে অতি কৃপায় বিস্তার করিয়া পরম কৃপালু হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ?৪॥

হে মন ! যিনি আমার স্মরণ-পথে সর্ব্বদা বিদ্যমান গৌড়ীয়-জনগণকে সংসারের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া গণন-বিধি দ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা "হরে কৃষ্ণ" এই প্রকার হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন এবং যিনি গৌড়দেশীয় জনসমূহকে পিতার ন্যায় এইরূপ প্রিয়শিক্ষা উপদেশ

দিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ?৫॥

যিনি প্রণয়িগরুড়-স্তম্ভের চরমদেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে সর্ব্বদা অবস্থান করত সম্মুখবর্ত্তী নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমসমূহ দ্বারা ক্ষরিত নয়ন-নীর-নিকরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জ্বল তনু স্নপিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ?৬॥

যে অধরের কান্তিদ্বারা বন্ধূক (রক্তবর্ণ পুষ্প-বিশেষ) পরাজয় প্রাপ্ত হয়, সেই স্বীয় অধরকে দন্তসমূহ দ্বারা আবরণকরত স্বীয় বামহস্ত কটিতটে অর্পণ করিয়া যিনি অপর দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ভঙ্গি দ্বারা চালন করত হর্ষ-সহকারে নর্ত্তন-কৌতুকবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মাথুরবিরহিণী শ্রীরাধার ভাব হেতু যিনি অসংখ্য রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হইবেন ?৭॥

যিনি নদীর তীরস্থ উপবনে গোকুলবিধুর (কৃষ্ণচন্দ্রের) বিরহে ব্যাকুল হইয়া নয়ন জলধারা-সমূহে অন্য একটী নদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি বারম্বার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ জনসমূহকে মৃতকের ন্যায় অচেতন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ?৮॥

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ-বুদ্ধি হইয়া দৈন্যাতিশয়-সহকারে স্বীয় অভীষ্টপ্রদ শ্রীশচীনন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসের আস্বাদন-স্বরূপ বিস্তীর্ণ প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন করেন ॥৯॥

6/4 Publishers

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা

পশু ও মানবের পার্থক্য

এই জগতের প্রাণিগণের মধ্যে মানবের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে। প্রাণিগণের মধ্যে অজড় চেতনভাব মানবেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাৎকালিক প্রতীতিবশে পশুও চেতনবিশিষ্ট বলিয়া তাহার কার্য্যাবলীতে পরিচয় দেয়। ঐহিক ও ব্যবহার বিচার-বিষয়ে পশু ও মানবে অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি ব্যাপারে মানবের সহিত পশুগণের সাদৃশ্য থাকিলেও মানব পশু হইতে অধিকতর বুদ্ধিমান্। সেই বুদ্ধিটী অন্য কিছুই নহে, কেবল ঐহিক জ্ঞানাতীত মানব পারলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-ভেদে ত্রিবিধ পারলৌকিক জ্ঞান

মানবের পারলৌকিক জ্ঞানে ত্রিবিধ বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। দেহ ও মন সম্বলিত আত্মপরিচয়ে ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ ও সুখভোগের যে বৃত্তিবশে মানব চালিত হন, ঐ গমনযোগ্য পথকে কর্ম্মপথ বলে। ইহারই নামান্তর প্রবৃত্তিমার্গ; দেহ ও মন-সম্বলিত আত্মপরিচয়ে যে-কালে মানব ঐহিক পারত্রিক ভোগ হইতে বিরত হন, এবং দেহ ও মনের চেষ্টাসমূহ স্তব্ধ হয়, শান্তিই যখন আরাধ্য বস্তু হয়, সেইকালে অপ্রবৃত্ত দেহ ও মন জ্ঞানের উদ্দেশে অজ্ঞানপথে চলেন এবং তাদৃশ প্রবৃত্তিপথ পরিহার করিবার ইচ্ছা করেন, উহাই জ্ঞানপথ বলিয়া সংজ্ঞিত হয়। এই দুই প্রকার পথ ব্যতীত অবিমিশ্র আত্মা নিত্যবৃত্তি-বিশিষ্ট হইয়া অপ্রাকৃত জগতে বৈকুণ্ঠনাথের যে অনুশীলন করেন, তাহাই অবিমিশ্র আত্মার নিত্য অয়ন-মার্গ বা ভক্তিপথ।

ভক্তির স্বভাব প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাত্মক

ভক্তি-পথ কেবল নিবৃত্তি-মার্গ নহে, উহা ভোগপর প্রবৃত্তি-মার্গও নহে, কিন্তু কৃষ্ণ-ভোগপর প্রবৃত্তি-মার্গ এবং জড়-ত্যাগপর নিবৃত্তি-মার্গ। **আত্মধর্ম্মে চেতনের স্বভাব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গাত্মক।** প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে চিদ্বৈচিত্র্য, তাহা নিত্য এবং তদ্রূপবৈভব নামে পরিচিত। পরমাত্মার নিত্য প্রবৃত্তি হইতে তদ্রূপবৈভব এবং জীবাত্মার প্রবৃত্তি হইতে আশ্রয়ের নিত্য সেবন-চেষ্টা।

মানব ব্যতীত পশুর ভক্তিতে অধিকার নাই

তিনি সেবন চেষ্টায় উদাসীন হইলেই তাঁহার রস-বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য শান্ত হইয়া পড়ে। তটস্থশক্তি বর্ণনে জীবের স্বরূপ শান্ত-ধর্ম্মময়। বৈকুণ্ঠে এবং তদুপরিভাগ গোলোকে শান্ত জীব নিত্য-সেবনোন্মুখ হইয়া চিদ্বৃত্তির পরিচয় দেন, এজন্যই ভক্তিযোগিগণ মানব-মাত্রেরই ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার আছে, বলেন। মানব ব্যতীত অন্য চেতনবিশিষ্ট প্রাণীরও কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে জড় রাজ্যে বিচরণ করা সম্ভবপর। কিন্তু কর্ম্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইবার সম্ভাবনা পশুতে নাই।

ভক্তসঙ্গে জ্ঞানীও ভক্ত হইতে পারেন

হরিবিমুখ জ্ঞানী জড়কে ভোগ করিতে অভিলাষী নহেন, নিত্য সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও সেবা করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি সচ্চিদানন্দ বস্তুকেও ন্যূনাধিক জড়ের অন্যতম বস্তু মনে করেন। এজন্য তাঁহার নিবৃত্তিমার্গে এত

আদর। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠ-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তিনি কর্ম্মী ও জ্ঞানী মানবের ন্যায় মায়িক রাজ্যে বিচরণ করেন না; মায়াবাদ দ্বারা জীব ও জগতের বিচার করেন না বা ভোগ্য ও ভোক্তার বিচার করেন না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অনুগ্রহে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই ন্যূনাধিক ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য দেখিবার অবকাশ পান এবং ভক্তি-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আকর্ষণকারী ও নিজেকে এবং তাঁহার মিত্রবর্গকে আকৃষ্ট তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। কর্ম্ম-জ্ঞানের আবরণ সে-কালে বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জানিবার বাধা দেয় না।

কর্ম্মী-জ্ঞানীর বিমুখতার কারণ—কৃষ্ণদাস্য-জ্ঞানের অভাব

যে কালে আত্মাকে কৃষ্ণদাস জানিবার অন্তরায় উপস্থিত হয়, তৎকালেই হরিবিমুখ বদ্ধজীবও ভোগময় জড় জগৎ দৃশ্যরূপে উপলব্ধ হয়। সেইকালে জীব আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তুবিশেষ অভিমান করেন। এই নশ্বর অভিমানফলে জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানপথের পথিক হইয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিমার্গকে আদর করিতে থাকেন।

মায়াবাদীর গুণবিচার অসম্পূর্ণ; বৈষ্ণব-মর্য্যাদা বিষ্ণু-মর্য্যাদার সমান ও অধিক

গুণজাত প্রাকৃত জগতে যে সত্ত্বগুণের অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা মিশ্রধর্ম্ম-ক্রমে অপূর্ণ ও হেয়ত্বযুক্ত। প্রাকৃত জগতের সত্ত্বগুণ হেয় ও অপূর্ণ হইলেও চিদানন্দের সহিত সমভাব-বিশিষ্ট। চিদানন্দের সত্তা আংশিকভাবে প্রপঞ্চে আছে বলিয়া পূর্ণ মাত্রায় পরম উপাদেয়রূপে নিত্য বৈকুণ্ঠে তাহার নিত্যপূর্ণ অজড় অবস্থান নাই—এরূপ মায়িক যুক্তিচাঞ্চল্য যাঁহারা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রে মায়াবাদী বলে। তাঁহারা স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও বিমুখ-বৃত্তিবশে মায়াবাদী বা অবৈষ্ণব। এই মায়াবাদ বা অবৈষ্ণবতার হস্ত হইতে শুদ্ধজীবাত্মা যতটা মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া হরিসেবাপর হন, ততটা পরিমাণে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে পারেন। **বৈষ্ণবের মর্য্যাদা ভগবন্মর্য্যাদা তুল্য বা অধিক জানিতে পারিলে জীবাত্মার নিত্য স্বরূপগত ধর্ম্ম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়।**

প্রাকৃত উচ্চাবচ ও অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ উচ্চাবচ

প্রাকৃত জগতে উচ্চাবচ-বিচারে শ্রেষ্ঠতা ও নিকৃষ্টতার বিশেষত্ব আছে। প্রাকৃত জগতে ক্রমোন্নতি-ক্রমে যে পরমোৎকৃষ্ট আসন আমরা ধারণা করি, তাহাই বরণীয় ও মর্য্যাদাসম্পন্ন। হেয়, অনুপাদেয় অভাববিশিষ্ট অনুভব-সমূহ

জীবের আনন্দে বাধা প্রদর্শন করে। আনন্দময় জীব চেতনবৃত্তি দ্বারা উপাদেয়, অনন্ত, পূর্ণ প্রভৃতি মর্য্যাদাসমূহ আবাহন করিয়া স্বীয় নিত্য স্বভাবের পরিচয় দেন। তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃত পরিচয়সমূহে উচ্চাবচ থাকিলেও প্রকৃতির অতীত-রাজ্য,—যাহাকে আত্মরাজ্য, বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা পরব্যোম প্রভৃতি শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হয়,—সেই নিত্যধামে পরমোপাদেয়তার জন্য, অকুণ্ঠতার জন্য চিদ্বিলাস বা চিদ্বৈচিত্র্য নিত্যাবস্থিত। উহা যদি মায়িক রাজ্য হইত, তাহা হইলে বদ্ধ-জীব মায়াবাদীর ন্যায় সেখানে যাইতে সমর্থ হইত। কিন্তু পরম নির্ম্মল শুদ্ধ-জীবাত্মা মায়াবাদের কবল হইতে আত্মরক্ষা করত তথায় গিয়া সেব্যতত্ত্ব সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষ কৃষ্ণের সেবা করিতে নিত্যকাল যোগ্য।

মায়াবাদীর মর্য্যাদা অপেক্ষা বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে উন্নত

জড়জগতে মায়ান্তর্গত মায়াবাদী যতই কেন না উচ্চত্বের আদর করুন না, তাঁহার সর্ব্বোত্তম আদর্শ অপেক্ষা বিষ্ণুর নিত্যদাস বৈষ্ণবের মর্য্যাদা অভ্যুন্নত। জ্ঞানী যখন মায়িক কল্পনাবশে পারমহংস্য ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন মনে করেন, তখনও মায়িক বিচার-নিবন্ধন অসমর্থতা, অর্ব্বাচীনতা তাঁহার সঙ্গত্যাগ করে না। সুতরাং, বৈষ্ণব-মর্য্যাদা সমল-জ্ঞানি-পরমহংসগণের মর্য্যাদা অপেক্ষা উন্নত সোপানে অবস্থিত। সমল-পরমহংসগণ বৈষ্ণবের পদবী সমন্বয়-বিচারে বহুমানন করেন না বলিয়াই যে তাদৃশ মর্য্যাদা অনিত্য, এরূপ নহে। দেহ ও মন যখন আত্মার নিত্য সেবন-বৃত্তিতে অবস্থিত হয়, তখনই বদ্ধজগতে থাকিয়াও তাঁহার বৈষ্ণবাভিমান হয়। বৈষ্ণবাভিমানে কোন প্রাকৃত দম্ভ-অহঙ্কার নাই। তাহাতে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু কিছুই নাই।

উত্তম-ভক্তের বৈষ্ণবাভিমান—চিদভিমান

তবে দৈহিক ও মানসিক হিংসার বস্তু থাকাকাল পর্য্যন্ত যে দৈহিক ও মানসিক বৈষ্ণবাভিমান, তাহা নরকের হেতু। বৈষ্ণবেরা সেজন্য উত্তমা-ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াও আপনাদিগকে কর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র-ভক্ত বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক আদর্শ শুদ্ধভক্তি স্থাপন করেন—বাস্তবিক অবিমিশ্র শুদ্ধ জীবাত্মার কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র অভিমান আদৌ নাই। শুদ্ধ জীবাত্মার কেবলা ভক্তিই একমাত্র বৃত্তি; যেহেতু কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণ-ভজনই অভিধেয়, এবং কৃষ্ণ-প্রেমই প্রয়োজন—এবিষয়ে বৈষ্ণব-পরমহংসের মতভেদ নাই।

বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনের ফল

কর্ম্মী ও জ্ঞানী যে-কালে কর্ম্মমিশ্র ভক্ত ও জ্ঞানমিশ্র ভক্ত হইবার সুযোগ

পান, সেই সময়ই তিনি কেবলা-ভক্তির স্বরূপ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মবৃত্তি দ্বারা কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হইলে, জীব হরি-সেবার প্রতিকূল জড়ীয় বস্তুসমূহে ভোগবুদ্ধি করেন না এবং যাঁহারা ভোগবুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগের সহিত একমত হন না। এতাদৃশ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, তাহা কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী অনেক সময় বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—**"মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি সহিতে না পারোঁ।"** অর্থাৎ যদ্যপি কেহ বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধযুক্ত হইয়া ভগবানের বিরাগভাজন হইবেন।

বৈষ্ণবকে উপদেশ দান—মর্য্যাদাহানি, যেহেতু তিনি সকলের গুরু

প্রাকৃত বিচারে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণবকে উপদেশ দিতে গেলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু, সুতরাং গুরুকে উপদেশ দিতে গেলে মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়; সেই জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদানন্দকে শ্রীমদ্ সনাতন-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীউপদেশামৃতে লিখিয়াছেন,—

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।"

জাতি-গোস্বামিগণ বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-দানে কুণ্ঠিত বলিয়া অপরাধী ও অবৈষ্ণব

আমরা শুনিতে পাই, অনেক আচার্য্য-সন্তান, নিত্যানন্দাদ্বৈত বংশপরিচয়াকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ শৌক্র-জড়দেহের প্রাকৃত-গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, জড় সমাজের সামাজিকগণের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈষ্ণব-মর্য্যাদার লঙ্ঘন করিয়া বসেন। এই অপরাধে জড়ীয় শৌক্র-সম্বন্ধকে প্রবল করায় যোষিৎ-সঙ্গহেতু তাহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব ও জড়ীয় স্মার্ত্তের ভারবাহী চতুষ্পদ না হইলেও দ্বিপদ সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন অবৈষ্ণব। এইসকল মূঢ় কপটাচারী ভাঁড়াটিয়া আচার্য্য-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও অপরাধবশতঃ নরক-পথের পথিক। তাহারা বৈষ্ণবদিগকে তাহাদের জড়চক্ষে জড়ের অন্যতম মনে করে। তাদৃশ মননই সেই নারকিগণকে স্বরূপ-পরিচয় বিস্মৃত করাইয়া বৈষ্ণবাপরাধে অপরাধী করাইয়াছে।

জাতি-গোস্বামিগণ অপরাধী, সুতরাং গুরু হইবার যোগ্য নহে

এই অবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে কেহ যেন পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ না করেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোদ্ধৃত—"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্রশাসনের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে আপনাদিগকে কেহই কখন নরক হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা এই বৈষ্ণব-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জড় শৌক্রাভিমানদৃপ্ত জনগণকে সম্বন্ধ-জ্ঞানহীন জানিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ হইতে তাহাদিগকে অবর সপ্তলোকে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করি। তাহা হইলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে হরি-ভক্তির নির্বাধ প্রচার হইতে পারিবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

পরমার্থী কে?

পরমার্থের স্বরূপ-নির্ণয়ে পূর্ব্বপক্ষ

পরমার্থ কি?—এই প্রশ্ন অনেকেই করিবেন; অতএব অগ্রেই ইহার উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অনেকেই মানবগণকে স্মার্ত্ত ও পরমার্থ—এই দুইটী ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিলে বোধ হয় যে, যাঁহারা স্মার্ত্ত-বিধিসকল মানেন না, কেবল হরিভক্তিবিলাস-মতে ব্রতাদি ধারণ করেন—তাঁহারাই পরমার্থী। অন্য কোন স্থানে আমরা এরূপ শুনিয়াছিলাম যে, যাঁহারা মাংস-ভোজনে বিরত, তাঁহারাই পরমার্থী; কোন সময় কোন পুরাতনকল্প লোক বাহ্যলিঙ্গ-সকলকেই পরমার্থ-চিহ্ন বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রকার সিদ্ধান্ত দ্বারা মূল পরমার্থ-তত্ত্ব বহুদিবস হইতে আচ্ছাদিত হইয়া আসিতেছে। অতএব 'পরমার্থ' শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে আমরা যত্ন করিতেছি।

'পরম' ও 'অর্থ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা, ও প্রতি কর্ম্মই 'অর্থ'-যুক্ত

'পরমার্থ'-শব্দে, 'পরম' ও 'অর্থ' এই দুইটী শব্দ সংযোজিত আছে। 'পরম' শব্দে শ্রেষ্ঠ এবং 'অর্থ' শব্দে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য বুঝায়। কর্ম্ম-মাত্রেরই একটী না একটী নিকট উদ্দেশ্য আছে। বাস করাই গৃহের উদ্দেশ্য; ভোজন করাই রন্ধনের উদ্দেশ্য; জ্ঞান সংগ্রহ করাই পাঠের উদ্দেশ্য; পুণ্য সঞ্চয় করাই সৎ-কর্ম্মের উদ্দেশ্য।—এই সকল উদ্দেশ্যই ঐ ঐ কর্ম্মের অর্থ। যাহাকে এক 'কর্ম্মের' অর্থ বলিয়া লক্ষ্য করি, তাহা আবার 'কর্ম্ম' না হইয়া অন্য-'অর্থ' প্রসব করে। ক্ষুন্নিবৃত্তি আবার কর্ম্মরূপী হইয়া কার্য্যক্ষমতা ও শরীর-পুষ্টিরূপ ফলোৎপত্তি করে।

কর্ম্ম 'অর্থ'হীন অর্থাৎ উদ্দেশ্য-শূন্য হইলে পরমার্থ হয়

এবম্বিধ কর্ম্মও অর্থ-শৃঙ্খলরূপে ক্রমান্বয়ে অবশেষে জীবন-যাত্রারূপ একটী 'অর্থ'কে প্রাপ্তি করায়। জীবন-যাত্রাও পরে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ অর্থকে উদ্দেশ করিতে পারে। এইরূপ 'কর্ম্ম' ও 'অর্থ' পর্য্যায়ক্রমে চলিতে চলিতে অবশেষে যে-অর্থ উদয় হয়, অর্থাৎ যে অর্থের কর্ম্মরূপতা ও অন্যার্থ উৎপাদকতা থাকে না—সেই অর্থই পরমার্থ। 'পরমার্থই সর্ব্ব কর্ম্মের চরমার্থ। যাঁহারা অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই অর্থী। যাঁহারা পরমার্থানুসন্ধান-পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, তাঁহারা পরমার্থী।

অর্থী ও পরমার্থীর ভেদ

অর্থী ও পরমার্থীর কোনপ্রকার বাহ্যভেদ নাই, কেবল অন্তর্নিষ্ঠার ভেদ মাত্র। যথা, ভাগবতে— ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।

নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।৯-১১)

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! অনেকেই ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম ও কামের ফল সুখ—ইহা বলিয়া জীবসকলকে ধর্ম্মে প্রলোভিত করেন। কিন্তু পরমার্থী লোক এরূপ সকৈতব সিদ্ধান্ত করেন না।

অপবর্গ ধর্ম্মই পরমার্থ

তাঁহারা বলেন যে, আপবর্গ্য ধর্ম্মই ধর্ম্ম। যে-ধর্ম্মের চরমার্থ অপবর্গ অর্থাৎ জীবের স্ব-স্বরূপে পুনরবস্থিতি, তাহাকে আপবর্গ্য ধর্ম্ম বলি। নীতি-ধর্ম্মের ন্যায় ঐ ধর্ম্মের ফল কেবল অর্থ, অর্থের ফল কাম—এরূপ নয়। ধর্ম্মাচরণে অর্থ অবশ্য উৎপন্ন হইবে এবং উৎপন্ন অর্থ অবশ্য কামকে প্রসব করিবে; কিন্তু কাম প্রসূত হইয়াও ইন্দ্রিয়-প্রীতিরূপ ফলকে উদ্দেশ করিবে না। অর্থাৎ আপবর্গ্য-ধর্ম্মশীল পুরুষের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সমস্তই জীবন-নির্ব্বাহকরূপে আদৃত হয়। জীবন রক্ষিত হইলে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসারূপ পরমার্থ লাভ হইবে। অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্ব ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

মঙ্গল-আরতি

(প্রভাতী সুর)

মঙ্গল শ্রীগুরু-গৌর মঙ্গল-মূরতি।
মঙ্গল শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগল-পীরিতি ॥১॥
মঙ্গল নিশান্ত-লীলা মঙ্গল উদয়ে।
মঙ্গল আরতি জাগে ভকত-হৃদয়ে ॥২॥
তোমার নিদ্রায় জীব নিদ্রিত ধরায়।
তব জাগরণে বিশ্ব জাগরিত হয় ॥৩॥
শুভ দৃষ্টি কর এবে জগতের প্রতি।
জাগুক হৃদয়ে মোর সুমঙ্গলা রতি ॥৪॥
ময়ূর শুকাদি সারী কত পিকরাজ।
মঙ্গল জাগর-হেতু করিছে বিরাজ ॥৫॥
সুমধুর ধ্বনি করে যত শাখীগণ।
মঙ্গল শ্রবণে বাজে মধুর কূজন ॥৬॥
কুসুমিত সরোবরে কমল-হিল্লোল।
মঙ্গল সৌরভ বহে পবন-কল্লোল ॥৭॥
ঝাঁঝর কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ করতাল।
মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥৮॥
মঙ্গল আরতি করে ভকতের গণ।
অভাগা কেশব করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৯॥
"ভজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর গৌরভক্তবৃন্দ ॥১০॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥১১॥"

রাসলীলা-শ্রবণের অধিকারী কাহারা ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৩ পৃষ্ঠার পর)

এখন দ্বিতীয় শ্লোকটী আলোচনার বিষয় হইতেছে। যথা—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

শ্লোকের সাধারণ অনুবাদ,— ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি **শ্রদ্ধান্বিত** হইয়া শ্রবণ-পূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।

'কৃষ্ণের বেলা লীলা খেলা। যত দোষ মানুষের বেলা॥' আমরা অনেক সময় এই প্রবাদ বাক্যটী বলিয়া থাকি। কিন্তু—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২পঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ঐ উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু পরতত্ত্ব বলিয়াছেন। সুতরাং "বিক্রীড়িতং" শ্লোকে "বিষ্ণোঃ" এই পাঠের দ্বারা ইহাই বুঝায় যে—তিনি ব্যাপক ধর্ম্মে বিষ্ণু পরতত্ত্ব। তিনি সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকালে, সকলের অন্তর ও বাহিরে বিচরণশীল। শৃঙ্গাররস সেবাভিলাষী আশ্রিতগণের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত তাঁহার এই রাসলীলা। ইহা কামদুষ্ট ত্রিতাপ-পীড়িত জনগণের ন্যায় কখনও দূষণীয় বা দুঃখদায়ক নহে। ভগবানের সমস্ত লীলাই নির্দ্দোষ। যিনি যেরূপ অধিকারী,তিনি সেইরূপ লীলারই স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেন। অনধিকার-চর্চ্চায় মঙ্গল নাই।

যিনি গোপ-বালাদিগের ও তাঁহাদিগের পতিগণের এবং নিখিল জগতস্থ জীবসমূহের অন্তরে অন্তর্যামী পুরুষরূপে অবস্থান করেন, যিনি পরমাত্মা অর্থাৎ যাঁহার আত্ম-পর ভেদ নাই, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার জন্যই দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যখন আত্ম-পর ভেদাভেদ নাই, তখন তাঁহার আবার পর কে ? সুতরাং তাঁহার পক্ষে পরদার আর কে হইতে পারে ? যদি কেহ বলেন,—পরমাত্মা নিরাকার। তাহার উত্তরে বক্তব্য—

শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল সচ্চিদানন্দ আকারবিশিষ্ট। ভগবান্ আপন ইচ্ছানুসারেই লীলার জন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি যখন যেরূপ লীলা করেন, তখন তদুপযুক্ত দেহেই বিরাজিত হন। পরমাত্মাকে যে নিরাকার বলা হয়, তাহার কারণ এই যে, তিনি অন্তর্যামী। সকলের অন্তরে থাকিতে হইলে, তিনি প্রাকৃত কোন আকারের অপেক্ষা করেন না। তজ্জন্যই পরমাত্মা নিত্য চিদাকার হইয়াও নিরাকার বলিয়া কথিত হন। পরন্তু তিনি নিরাকার নহেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক (অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য) যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে প্রেমোদয়ের পরিমাণ অনুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে। সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড় কামের গন্ধ থাকে না। শ্রীমদ্ ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি মধুর লীলা নিজের অপ্রাকৃত হৃদয় দ্বারা শ্রদ্ধার সহিত বর্ণন করিলে বা শ্রবণ করিলে প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হয়। এখানে 'শ্রদ্ধা' বলিলে সাধারণ লৌকিক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস মাত্রকে বুঝিতে হইবে না। ইহাই শ্লোকোদ্দিষ্ট 'শ্রদ্ধান্বিত' শব্দের বিশেষ তাৎপর্য্য। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত রাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায়, প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনিই পরম নির্গুণ ভাববিশিষ্ট হইয়া অচঞ্চল-মতি এবং কৃষ্ণ-সেবায় নিজাধিকার বুঝিতে সমর্থ হন। রাসলীলায় পরম মুক্ত বহু গোপীগণেরও অধিকার জন্মে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে কাহারা সেই অধিকার পাইবেন—বিবেচনা করা আবশ্যক।

ইঁচড়েপাকা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ যেন মনে না করেন যে, প্রাকৃত কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময় রাজ্যে বাস করত সাধনভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজসদৃশ প্রাকৃত ভোগের আদর্শ জানিয়া, তাহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিলেই তাহার জড় কাম বিনষ্ট হইবে। ইহা নিষেধ করিবার জন্যই ব্যাসদেব 'শ্রদ্ধান্বিত' শব্দ দ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত বুদ্ধি নিরসন করিয়াছেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদি বিলাস শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীরূপের অপ্রাকৃত ভাবানুসারে সর্ব্বক্ষণই শুদ্ধ অকৃত্রিম রাগাবিষ্ট হইয়া মানসে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার যে অপূর্ব্ব ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা প্রাকৃত ভাষায় বর্ণন করা যায় না। তিনি নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদ ;

তাঁহার সিদ্ধপ্রায় শরীর লোক-লোচনের দৃশ্য হইলেও, স্বরূপ-সিদ্ধি-ক্রমে কৃষ্ণ-সেবনপর ভাবসমূহের অধিষ্ঠান হেতু অপ্রাকৃত চেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁহার বস্তু-সিদ্ধির অপেক্ষায় তিনি সিদ্ধপ্রায় ও অপ্রাকৃত।

মুমূর্ষু শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের সভায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন বস্ত্রহরণ ও রাসলীলাদি বর্ণন করিয়াছিলেন, তখন সেখানে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-লম্পট সাধারণ শ্রোতা ও বক্তা কেহই ছিলেন না। পরন্তু কীর্ত্তনকারী জন্মমুক্ত শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর প্রাধান্যই সেখানে স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমানে রাসাদি-লীলা-কীর্ত্তনকারী ও পাঠকগণের মধ্যে শ্রীশুকদেবের ন্যায় কয়জন মহাপুরুষ আছেন, তাহাই আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য - শ্রোতার কথা ত দূরের কথা।

আমরা নিজেদের যুবক-যুবতী পুত্র-কন্যার নিকট শৃঙ্গার রস সম্বন্ধীয় কোন প্রকার আলোচনাই করি না। কারণ আমরা-জানি, ঐরূপ করিলে পুত্র-কন্যাকে চরিত্রবান্ ও চরিত্রবতী রাখা দুষ্কর হইবে; এদিকে আমাদের বেশ দৃষ্টি আছে। সেখানে সকলকে সমান অধিকার দিতে পারি না কেন? কিন্তু এখানে রাসাদি লীলা-শ্রবণে জোর করিয়া সকলের সমান অধিকার দিতে চাই, ইহা বড়ই শোচনীয় পরিতাপের বিষয়। ইহার মধ্যে আমাদের প্রচ্ছন্ন কামচেষ্টা আছে কিনা, তাহা সহজেই নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্ত-সমাজ ধরিয়া ফেলেন।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ অবস্থায় আমরা কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী বা কেহ সাধারণ বিষয়ী বলিয়া পরিচিত থাকিতে পারি; কিন্তু এই সকল অবস্থার মধ্যেও আমাদের বাস্তব মঙ্গল লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর উপাস্য বস্তু-জ্ঞানে শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে সদ্‌গুরুর কৃপায় ভজন করিবার নিমিত্ত অধিকার আমাদের আছে। এখানেও 'শ্রদ্ধা'-বৃত্তিটিকে বাদ দেওয়া হয় নাই। এই নিমিত্ত, "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং", 'শ্রদ্ধধানা মৎপরমা", 'শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ" প্রভৃতি বাক্য বিভিন্ন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অসাধারণী 'শ্রদ্ধা' বৃত্তিটিই ক্রমশঃ ঘনীভূতা হইলে ভক্তি সংজ্ঞা লাভ করে। তজ্জন্য ভাগবতে "তীব্রেণ ভক্তিযোগেন" পাঠ লিখিত আছে। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

পূর্ব্বে অকামই থাকুন, সর্ব্বকামই থাকুন, বা মোক্ষকামই থাকুন, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র ভক্তিযোগে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যজন করিবেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

মুক্তি-ভুক্তি সিদ্ধিকামী **'সুবুদ্ধি'** যদি হয়। গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে, 'আমা ভজে মাগে বিষয়-সুখ'। অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেনে দিব? স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
কাম লাগি কৃষ্ণে ভজে পায় কৃষ্ণ রসে। কাম ছাড়ি 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২পঃ)

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজ-পাদপল্লবম্॥ (ভাঃ ৫।১৯।২৬)

কৃষ্ণের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলেই তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা পুরণ করেন সত্য; কিন্তু যে কামনা হইতে পুনঃপুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, তাহা দেন না। অন্যকামী হইয়া যাহারা তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাঁহার ভজনা করেন, ভগবান্ স্বয়ংই তাহাদের অন্যকামনা বিনষ্ট করিয়া নিজ পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।

এই প্রকার কৃষ্ণ-ভজন উপদেশ-প্রকরণে শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই,—**'শ্রদ্ধা'**, **'শ্রদ্ধাবান্'**, **'শ্রদ্ধাধানা'**, **'শ্রদ্ধান্বিত'** প্রভৃতি উক্তি দেখা যায়। সেইপ্রকার শ্রদ্ধা বর্ত্তমানে গায়ক ও পাঠকদের এবং শ্রোতাদের মধ্যে উদয় হইয়াছে কিনা, জানিতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা শ্রবণের অধিকারী কাহারা—তাহা সহজেই আমাদের অনুমেয় হইবে। এখন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'শ্রীপ্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকার' একটী গীতি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি। শুদ্ধ ভক্তগণের নিকট প্রার্থনা,—তাঁহারা সকলে কৃপা করুন, যেন নিষ্কপটে কৃষ্ণ-ভজন করিতে পারি এবং কোনও জন্মেও যেন রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিতে পারি। দুর্ভাগ্য শতঃ যেন সহজিয়া না হইয়া পড়ি।

অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞান কর্ম্ম পরিহরি, কায় মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ভক্তি পরম কারণ॥
মহাজনের যেই পথ, তাতে হব অনুরত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন-স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায় মনে করিয়া সুসার॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ, কর্ম্মী, জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
কেবল ভকত সঙ্গ, প্রেমকথা-রসরঙ্গ, লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥

যোগি-ন্যাসি-কর্ম্মি-জ্ঞানী, অন্যদেব-পূজক-ধ্যানী, ইহলোক দূরে পরিহরি'।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক, যেবা থাকে অন্য যোগ, ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী ॥
তীর্থ-যাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম, সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ।
দৃঢ় বিশ্বাস হৃদে ধরি, মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি, সদা কর অনন্যভজন ॥
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি', কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি, **শ্রদ্ধান্বিতে** শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান, নবভক্তি মহাজ্ঞান, এই ভক্তি পরম কারণ ॥
পৃথক্ আয়াসযোগ, দুঃখময় বিষয়ভোগ, ব্রজে বাস গোবিন্দ-সেবন।
কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণ-নাম, সত্য সত্য রসধাম, ব্রজজন-সঙ্গে অনুক্ষণ।

(শ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

বৈষ্ণব-নিন্দা

সাধু সাবধান ঃ—

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫৬)

বৈষ্ণব-অপরাধরূপ মত্তহস্তী ভক্তি-লতার উপরে উঠিলে উহা ছিন্ন হইয়া শুকাইয়া মরিয়া যায়। সুতরাং যাহাতে অপরাধ না হয়, তজ্জন্য ভক্তিকামীগণ বিশেষ যত্ন করিবেন।

বৈষ্ণব-অপরাধ করিয়া মনুষ্য কিরূপভাবে পতিত হইয়াছে, তাহা নিজ চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছি। যে-সব দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ মানব সরলভাবে কৃষ্ণ-ভজনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের এই প্রকার বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু যে-সকল মানব অল্প শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তি যাজন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হন, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবার প্রবৃত্তি লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারাই বৈষ্ণব-অপরাধ করিবার দুর্ভাগ্য বরণ করেন। কি উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা সৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ কার্য্যে ব্যস্ত হন। এই কার্য্যে বৈষ্ণব নিন্দারূপ অপরাধ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইয়া, অবশেষে গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

নিষ্কপট বৈষ্ণবদাস বা গুরুদাসগণের বিচার আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়

আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে চক্ষু দ্বারা যাহা দেখিতে পাই, কর্ণের দ্বারা যাহা শুনিতে পাই, এবং মনের দ্বারা যাহা ভাবি—সবই ভুল হইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে যে কোন বিচার গুরুমুখেই শুনিতে হইবে। নিজে অন্যায় করিয়া বিচার করিতে গেলে অনেক সময় গুরুর প্রতি কটাক্ষপাত হইয়া পড়ে। সুতরাং গুরুদাসের নিন্দাতে গুরুর নিন্দাও অনুষ্ঠিত হয়। যে-ব্যক্তি গুরুদাস বলিয়া অভিমান করিতে চান, তিনি নিশ্চয়ই গুরুদাসগণের নিন্দা হইতে দূরে থাকিবেন। মক্ষিকা পচা ঘা'এর দিকেই দৃষ্টি করিয়া থাকে। মক্ষিকার স্বভাব লইয়া ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে, তাহার সেই বৃত্তিই ক্রমশঃ তাহাকে ভীষণ দুর্দ্দশায় ফেলিয়া দেয়।

গুরুদাসগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পূর্ব্বাচরিত কোনও দোষ দেখা যাইতে পারে; কিন্তু সেই দোষ তাঁহার ভজনের বাধক হয় না; কারণ সরলতা ও ভজন-প্রভাবে তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। গীতায় এসম্বন্ধে একটি সুন্দর বিচার দেখা যায়।—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ (গীঃ ৯।৩০)

অর্থাৎ:—হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করেন, তাঁহার ভিতরে সুদুরাচার দেখা গেলেও তাঁহাকে সাধু বলিয়াই সম্মান করিবে। কারণ তাঁহার হরিসেবার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি-রূপ ব্যবসায় সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর।

বদ্ধ জীবের আচার দুই প্রকার,—সাম্বন্ধিক এবং স্বরূপগত। শরীর রক্ষা, সমাজ রক্ষা ও মনের উন্নতি বিধানের জন্য যে আচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাম্বন্ধিক। শুদ্ধজীবস্বরূপে বা আত্মায় কৃষ্ণের প্রতি যে চিৎকার্য্য বা ভক্তিরূপ আচার প্রকাশ পায়, তাহা স্বরূপগত। জীব বদ্ধ-দশায় ভক্তি ও সাম্বন্ধিক আচারের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। অনন্য-ভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবে উদিত হইলেও শরীর থাকা পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্য থাকিবে। যাঁহার যে-পরিমাণে কৃষ্ণ-রুচি বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার সেই পরিমাণে ইতর-রুচি খর্ব্বিত হয়। ইতর-ভাব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত উহা কখনও কখনও প্রবল হইয়া কদাচারে পরিণত হয়। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের একান্ত অনুগত নিষ্কপট সেবকের কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি দ্বারা উহা শীঘ্রই দমিত হয়। ভক্তি বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হইয়া জীবগণের এরূপ তাৎকালিক পতন, সৌন্দর্য্য-বিহীন হয় না। এরূপ দুরাচারের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি দূষিত হইতে পারে না। ভক্তের এরূপ দুরাচার—অভক্তের

সদাচার হইতেও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

হরিভক্তিতে রতিবিশিষ্ট ভক্তের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি নির্ম্মল হওয়ায়, তিনি হরি-গুণ-কীর্ত্তন ও শ্রীহরির লীলা চিন্তন-কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন। এই অবস্থাকেই স্বরূপ-সিদ্ধি বা জীবদ্দশায় ভোগ-পিপাসা-মুক্তি বলা হয়। ভগবদ্ভক্তে হরিসেবা-প্রবৃত্তি অবস্থিত বলিয়া বস্তু-সিদ্ধি কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয় নূতন বাসনার বশবর্ত্তী হয় না। প্রাক্তন আরব্ধ কোন কার্য্য ভক্তের স্বরূপসিদ্ধি-লাভে বাধা দেয় না। এরূপ স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের বাহ্যিক কোনও ব্যবহার দর্শন করিয়া নিন্দা করিতে অগ্রসর হইলে অপরাধ করা হয়। সেইজন্য 'উদ্দেশামৃতে' দেখা যায়—'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ' —প্রাকৃত ব্যবহার দ্বারা ভক্তকে বিচার করা দোষাবহ।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ (স্কন্দপুরাণ)

অর্থাৎ:—বৈষ্ণবকে হত্যা করা, নিন্দা করা, বিদ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, ক্রোধ করা এবং তাঁহাকে দেখিয়া বিমর্ষ হওয়া, এই ছয়টি বৈষ্ণব-অপরাধ। এই সমস্ত অপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন—

১। কি করিলে বৈষ্ণব-নিন্দা হয়?

২। নিন্দা কাহাকে বলে?

৩। সমস্ত সদ্‌গুণের আধার বৈষ্ণবে নিন্দনীয় কাম কি-প্রকারে দেখা যায়?

শ্রীনামতত্ত্ব-রত্ন-মালায় এই তিনটি বিষয়ের মীমাংসা পাওয়া যায়, যথা:—

প্রাগ্‌ভক্তেরুদয়াদ্দোষঃ ক্ষয়াবশিষ্ট এব চ।
দৈবোৎপন্নশ্চ ভক্তানাং নৈবালোচ্য কদাচন॥
সদুদ্দেশ্যমৃতে যস্তু মৃষাপবাদমেব চ।
দোষানালোচয়ত্যেব স সাধুনিন্দকোঽধমঃ॥

প্রথমতঃ—ভক্তের ভক্তিপথে প্রবেশের পূর্ব্বে যে দোষ, ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ, এবং দৈবোৎপন্ন দোষগুলি কখনও আলোচ্য নহে। কিন্তু সদুদ্দেশ্য ব্যতীত উক্ত দোষগুলি অন্যায়পূর্ব্বক মিথ্যা অপবাদ দিয়া আলোচনা করিলেই সাধুনিন্দা হইবে এবং তাহাকে অত্যন্ত অধম ও অপরাধী বলিয়া জানিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—সদুদ্দেশ্য কাহাকে বলে? চিৎ-ব্যাপারমাত্রই সৎ এবং অচিৎ ব্যাপার মাত্রেই অসৎ। সদুদ্দেশ্য—ভক্তিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা লাভ করিবার ও করাইবার

জন্য, ভক্তি ছাড়িবার জন্য নয়। ভক্তির প্রসারের জন্য ভক্তের দোষ-গুণাবলীর নিরপেক্ষ আলোচনা করা সৎ, কিন্তু নিন্দা করা সৎ নয়। বস্তুর মহিমা জ্ঞান না হইলে শ্রদ্ধা দৃঢ় কি-প্রকারে হইবে? সুতরাং মহিমা-জ্ঞান লাভের জন্যই এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ বৈধ আলোচনাকে নিন্দা বলিয়া ত্যাগ করিলে মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই আলোচনা করার অধিকারী কে? গীতায় তাহার উত্তর দিয়াছেন। যথা :—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।১০)

ইহার অর্থ :—"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখান আপনে॥"

যে ব্যক্তি ভক্তিলাভের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, তিনিই এই শক্তি গুরুর কৃপায় লাভ করেন। কিন্তু যে-ব্যক্তি বৈষ্ণবের দোষমাত্র আলোচনা করেন, ভক্তি ছাড়িবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহার এরূপ আলোচনায় কোন অধিকার নাই বলিয়াই জানিতে হইবে। তত্ত্ব-জ্ঞানহীন দুর্ব্বল অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ দোষ-গুণের আলোচনা করিতে যাওয়া কোনও ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের নিন্দা এবং স্তুতি উভয়ই একই শ্রেণীভুক্ত। বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট লোকের নিন্দাও যেরূপ, তাহার প্রশংসাও সেইরূপ। বৈষ্ণবগণ বহির্ম্মুখ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী নন। তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে কাহারও নিন্দা করেন না। "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" এই নীতি তাঁহারা লঙ্ঘন করেন না। তাঁহাদের নিন্দা ও স্তুতি সদুদ্দেশ্যমূলক হওয়ায়, এই নীতির প্রতি আদর উভয় ক্ষেত্রেই সম্যক্ ভাবে দেখান হয়।

নিন্দা ও প্রশংসা সদুদ্দেশ্য লইয়া আলোচিত হইলে—উভয়ই বাহিরের দৃষ্টিতে পৃথক্ বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ তাহা পৃথক্ নয়। বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে উহা যে-প্রকার, ভক্তিকামিগণের পক্ষে উহা চিন্ময়ী চেষ্টা।

তৃতীয়তঃ—সর্ব্বগুণশালী বৈষ্ণবে কি-প্রকারে দোষ দেখা যায়? যাঁহারা একান্ত মনে ইতর অভিলাষ পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। অবশ্য যাঁহারা যতখানি ভজন-বল লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ততখানি অসৎ চেষ্টা খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অসৎ-চেষ্টা কোনপ্রকারে সমর্থন-যোগ্য নয়। ক্ষয়াবশিষ্ট অথবা দৈবোৎপন্ন কোন দোষও যদি ভক্তের ভিতরে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দোষের জন্য অন্যকে যে-প্রকারে ঘৃণা করা যায়,

অন্য ব্যক্তিও তাহাকে সে-প্রকারে নিন্দা করিয়া থাকে। বৈষ্ণবতাই আদরণীয়—দোষ আদরণীয় নহে।

আমরা কোনও গুরুদাসের পতন এবং তাঁহার উত্থানও স্বচক্ষে লক্ষ্য করিয়াছি। কি-প্রকারে গুরুদাস অত্যন্ত পাপের অনুষ্ঠান করিয়াও পরে উহা ত্যাগ করিয়া অতি উত্তম অবস্থা লাভ করিয়াছেন—তাহাও দেখিয়াছি। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরেরও পতনের লীলা অভিনয় শাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে আমাদের শিক্ষা হয় নাই। অবশ্য সাধক-ভক্ত সর্ব্বদা ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় ত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহার যতখানি ভজন-বল, তাঁহার ততখানি দোষ আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা তিনি অত্যন্ত নিন্দার সহিত গর্হণমুখে গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণবের দোষের কথা আলোচনা করা হইল; কিন্তু বস্তুতঃ বৈষ্ণবের দোষ থাকা অসম্ভব। দোষের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে মুক্ত, কৃষ্ণচিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত বৈষ্ণবের হৃদয়ে দোষের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কুদর্শন-প্রবৃত্তির আশ্রয় লইয়া কখনও কখনও তাঁহাদের ভিতরে দোষ দেখিবার জন্য অগ্রসর হই। "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া আমরা যদি নিজে অপরের দোষ দেখিবার জন্য অগ্রসর না হইয়া সেই সম্বন্ধে গুরু-বৈষ্ণবের কি নির্দ্দেশ তাহা জানিবার জন্য অপেক্ষা করি, তাহা হইলে এরূপ অপরাধ হইতে আমরা মুক্ত থাকিতে পারিব।

গুরুদাসকে গুরু হইতে পৃথক্ ভাবিয়া তাঁহার দোষের বিচারে প্রমত্ত হইলে, অথবা সেবকের দোষকে গুরুর উপরে আরোপ করিলে ভজনের পথ হইতে চ্যুত হইতে হইবে। ভজন-ব্যাপারে শ্রদ্ধাহীন হইলেই গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রীতির অভাব হয়। প্রীতির অভাব হইলেই এরূপ অবৈধ আলোচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। প্রীতির অভাবের আবার এক প্রবল কারণ এই যে,—আমরা নিজকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য গুরু-করণের অভিনয় করিয়াছি, প্রকৃতপক্ষে হরিভজনের জন্য নয়। এরূপ মানব আমাদের ভিতরে দেখিতে পাই যিনি গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রীতি ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হরিভক্তিতেও শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করেন; ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করেন। পরিশেষে, বৈষ্ণবদের অপেক্ষা আমরাই ভাল আছি,—এইরূপ মনে করিয়া নিজের দুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য বলিয়া বিচার করেন অন্যকেও তাহাদের দুর্ভাগ্যের অনুকরণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন।

যতদিন গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাকে প্রতিষ্ঠা দিবেন, আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কার্য্যে সহায়তা করিবেন, ততদিন তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকিবে। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবগণ যখন আমাকে ভোগ-প্রবৃত্তির পথ হইতে ফিরাইয়া সেবা-প্রবৃত্তিতে স্থাপন করিবার জন্য যত্ন করিবেন, তখনই আমি আমার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিতে অগ্রসর হইব।—এরূপ বিচার কোনও শিষ্যেরই হওয়া উচিত নয়। আমরা যদি এরূপ ভ্রান্ত বিচার লইয়া গুরু-পদাশ্রয় করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাতে আমার শিষ্যের অভিনয় করাই হইয়াছে মাত্র; প্রকৃত শিষ্য হওয়া যাহাকে বলে, তাহা হইতে অনেক দূরে রহিয়াছি। কপটতা ছাড়িয়া সরলভাবে গুরুর নিকট যাইতে না পারিলে, না যাওয়াই ভাল। কপটতা সাধন-রাজ্যের কথা ত দূরে থাকুক, সাধারণ নীতির রাজ্যেও উহা অত্যন্ত হেয় ও ঘৃণিত। রাবণের কপট সাধুর বেষ সর্ব্ব-প্রকারে নিন্দনীয়।

উপসংহারে বলি যে, গুরুদাসের চরিত্রের বিরুদ্ধ আলোচনার দ্বারাই যে কুফল লাভ হয়, তাহা এই জীবনেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সেইজন্য অন্য ব্যক্তিও তদ্রূপ আচরণে অগ্রসর হইলে তাহাকে সেই গর্হিত কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করি। হরি-ভজন-ব্যাপার মুক্তের আচরণীয়,—বদ্ধের নয়। আমরা গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিলে ইহাই আমাদের হরি-ভজন—ইহাই আমাদের সাধনা। যে-কোন গুরুদাস, গুরুপদাশ্রয় ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সেবা পাইতে থাকিবেন; কিন্তু যদি তিনি আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন—এইরূপ কথা শ্রীগুরুর মুখে শুনিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অর্পিত আমাদের সেবাও আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। আমরা সেবা করিতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহা যদি না নেন, সে দোষ সেবকের নয়,—প্রভুরই।

সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!!

—শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ

(আসাম)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক পরিচালিত।

নিয়মাবলীর জন্য শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয়মঠের ঠিকানায় পত্র লিখুন।

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

বৌদ্ধমতে মোক্ষোপায়

মোক্ষের উপায় বিচারে অর্থাৎ জগৎ বিনাশের চেষ্টায় বৌদ্ধগণ বলেন,—

"তৎ দ্বিবিধং তদিদং সর্ব্বং দুঃখং দুঃখায়তনং দুঃখসাধঞ্চেতি ভাবয়িত্বা তন্নিরোধোপায়ং তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ। অতএবোক্তং দুঃখ-সমুদায়-নিরোধ-মার্গাশ্চত্বারঃ আর্য্যস্য বুদ্ধাভিমতানি তত্ত্বানি। তত্র দুঃখং প্রসিদ্ধং সমুদায় দুঃখ-কারণং তদ্দ্বিবিধং প্রত্যয়োপনিবন্ধনো হেতূপনিবন্ধনশ্চ।" —সায়নামাধব

এই সমুদয় (বিশ্ব) দুঃখময়, দুঃখায়তন এবং দুঃখদায়ক—এইরূপ ভাবিয়া তাহার নিরোধের উপায়-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনে যত্ন করিবে। অতএব কথিত আছে যে, দুঃখ-সমুদয়ের নিরোধের ৪টী মার্গ আছে। কিন্তু আর্য্য বুদ্ধের অভিমতে তত্ত্বসকলই উক্ত দুঃখ নিরোধের মার্গ। দুঃখ কাহাকে বলে, তাহা প্রসিদ্ধই আছে অর্থাৎ উহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু সমুদয় দুঃখের কারণই 'বিশ্ব' এবং এইকারণ দুই প্রকার যথা :—প্রত্যয়োপনিবন্ধন ও হেতূপনিবন্ধন।

প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের ১৭ সূত্রে এইরূপ আছে,—"মার্গস্তমেকো মোক্ষস্য নান্যন্য ইতি নিশ্চয়ঃ" অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার স্তবে বলিতেছেন—তুমি একমাত্র মোক্ষমার্গ, অন্য কেহ নহে ; ইহাই নিশ্চিত।

বৌদ্ধ মহাযানীয় শাখার বহুগ্রন্থে প্রজ্ঞাপারমিতাকে মোক্ষের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রারম্ভেই এইরূপ লিখিত আছে যে,—

"নৈব তেন বিনা মোক্ষং তস্মাৎ শ্রোতব্যং আদরাৎ"।

অর্থাৎ প্রজ্ঞাপারমিতা ব্যতীত মুক্তি নাই। সেইহেতু আদরের সহিত তাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্রও উক্ত বাক্যের পৃষ্ঠপোষকতা আছে। যথা—

"যা সর্ব্বজ্ঞতয়া নয়ত্যুপসমং শৈত্যৈষিণঃ শ্রাবকান্।
যা মার্গজ্ঞতয়া জগদ্ধিতকৃপ লোকার্থসম্পাদিকা॥
সর্ব্বাকারমিদং বদন্তি মুনয়ো বিশ্বং যয়া সঙ্গতা।
তস্মৈ শ্রাবক-বোধিসত্ত্বগণিনো বুদ্ধস্য মাত্রে নমঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় সর্ব্বজ্ঞতা আসে, সেই প্রজ্ঞাপারমিতা শান্তিকামী

শ্রাবকদিগের সমস্ত সংসারক্লেশ উপশম করেন। তিনি জানেন, যে কোন্ পথে গেলে মোক্ষ পাইবে। সুতরাং তিনিই জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। সেই শ্রাবকবোধিসত্ত্ব বুদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতাকে নমস্কার করিতেছি। উক্ত বৌদ্ধ-শাস্ত্রের প্রমাণসমূহের দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, মোক্ষ অর্থাৎ শূন্যত্ব লাভের উপায় তত্ত্বজ্ঞান বা প্রজ্ঞাপারমিতা। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বলিতে বৌদ্ধগণ যাহা বলেন, তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের ১ম সূত্রে প্রজ্ঞাপারমিতার স্বরূপ-নির্ণয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"নির্ব্বিকল্পে নমস্তভ্যং প্রজ্ঞাপারমিতেঽমিতে।
যা ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গি নিরবদ্যৈর্নিরীক্ষসে॥"

অর্থাৎ, হে প্রজ্ঞাপারমিতে! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি নির্ব্বিকল্প ও অমিত। তোমার সকল অঙ্গ অনবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ। সুতরাং যাঁহারা নির্দ্দোষ তাহারাই তোমাকে দেখিতে সমর্থ হন। উক্ত শ্লোকের প্রত্যেক শব্দ লইয়া বিচার করিলে শঙ্কর ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত একই দাঁড়াইবে। বৌদ্ধরা আরও বলেন, সংসার-ক্লেশের পূর্ব্বোক্ত 'প্রত্যয়োপনিবন্ধন' ও 'হেতুপনিবন্ধন' কারণদ্বয়ের নিরোধ করিলে মুক্তি হইবে।

"তদুভয়নিরোধকরণান্তরং বিমলোজ্ঞানোদয়ো বা মুক্তি তান্নিরোধোপায়োমার্গঃ স চ তত্ত্বজ্ঞানং তচ্চ প্রাচীনভাবনাবলাদ্ভবতীতি পরমং রহস্যম্।"—সায়নমাধব

অর্থাৎ, উক্ত উভয় কারণের নিরোধ হওয়ার পর বিমল জ্ঞানের উদয় বা মুক্তি হয়। যিনি উক্ত কারণদ্বয়ের নিরোধ করিতে পারেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীন ভাবনা-বলেই উক্ত তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞাপার-মিতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই অতি পরম রহস্য।

ক্ষণিক জগতের বা প্রাতিভাসিক রজত-জ্ঞানের উক্ত দুইপ্রকার কারণের নিরোধ বা বিনাশ করিতে পারিলেই শূন্যপ্রজ্ঞা বা ব্রহ্মপ্রজ্ঞার উদয় হয়। 'কারণ' নষ্ট হইলেই 'কার্য্যে'র নাশ, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং, বৌদ্ধমতে শূন্যাপ্তির উপায়, জগৎ-প্রতীতির কারণ নাশ এবং অমিতা অবিদ্যা নির্ব্বিকল্পা প্রজ্ঞাই একমাত্র কারণ-নাশের উপায়।

শঙ্করমতে মোক্ষোপায়

আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর মুক্তির উপায় নিরূপণকল্পে "কেবলোঽহম্" শীর্ষক একটী পদ্য রচনা করেন। তাহা হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"ব্রহ্মাভিন্নত্বাবিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্মসম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩ ॥"

অপরোক্ষানুভূতিতে :—

"ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো যতঃ ॥ ১০৬ ॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্মের (ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের) অভিন্নত্ব-জ্ঞানই ভবমোক্ষ অথবা সংসার মোচনের কারণ। তদ্দ্বারা বুধগণ অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

চিদাত্মার অবলোকন-পূর্ব্বক প্রপঞ্চের রূপের ত্যাগ হইয়া থাকে। এই ত্যাগ মহদ্ব্যক্তিগণের পূজ্য, যাহা হইতে সদ্য মোক্ষময় হওয়া যায় ॥ ১০৬ ॥

চিদাত্মার অবলোকন বা ব্রহ্মাভিন্নত্ব চিন্তন প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা ব্রহ্ম-সম্পাদনরূপ ব্রহ্মাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানই বিশ্বরূপ অবিদ্যা বিনাশের কারণ। বুদ্ধ প্রজ্ঞাকেই সংসারক্লেশ নাশের হেতু বলিয়াছেন। বুদ্ধের এই 'প্রজ্ঞা' ও আচার্য্য শঙ্করের 'ব্রহ্মজ্ঞান' একই। প্রজ্ঞা ও ব্রহ্মে কোন পার্থক্য নাই। ইহা প্রদর্শনকল্পে শারীরক-ভাষ্যাদি বহুগ্রন্থে, ঐতরেয় উপনিষদের—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" মন্ত্র উদ্ধার করিয়া উক্ত মতের সর্ব্বৈব অনুমোদন করিয়াছেন। ঐতরেয় উপনিষদের অন্যত্র—"প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতাম্—প্রজ্ঞানেত্রোলোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা" —এইরূপ দৃষ্ট হয়। উহার শঙ্কর যে ভাষ্য করিয়াছেন ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ উহা অবলম্বন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়—'প্রজ্ঞান' শব্দের অর্থ 'নিরূপাধিক চৈতন্য' এবং 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দের অর্থ "সর্ব্ব-জগৎ 'রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আরোপিত।" "প্রজ্ঞানে নিরূপাধিক চৈতন্যে পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং জগৎ প্রতিষ্ঠিং রজ্জ্বাং সর্পবদারোপিতম্।" সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীপাদ শঙ্কর বুদ্ধের প্রজ্ঞাকেই অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে নিরূপাধিক চৈতন্যস্বরূপ এবং তাহাকেই সর্পারোপের ন্যায় ক্ষণিক জগৎ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই প্রজ্ঞা বা ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই ক্ষণিক বা প্রাতিভাসিক তাৎকালিক প্রপঞ্চের অপনোদন হইবে এবং শূন্যরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শঙ্কর আরও বলেন,—

"কার্য্যে কারণতা জাতা কারণে ন হি কার্য্যতা।
কারণত্বং ততো গচ্ছেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ ॥"

—অপরোক্ষানুভূতি ১৩৫

কার্য্যে কারণতা থাকে, কিন্তু কারণে কার্য্যতা থাকে না। সুতরাং জগৎ-রূপ কার্য্যের ক্ষণিকতা বিচারপূর্ব্বক তাহার নিরোধ বা অভাব হইলে ব্রহ্মরূপ কারণত্ব প্রাপ্ত হয়॥ ১০৫॥

পুনশ্চ অন্যত্র—

"কার্য্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ॥"

—অপরোক্ষানুভূতি ১৩৯

কার্য্যের ভিতরে কারণ অবলোকন করিয়া পরে কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কার্য্য পরিত্যাগ হইলে অবশিষ্ট কারণত্ব আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। ইহাই কার্য্য-কারণ-বিচার॥ ১৩৯॥

বৌদ্ধগণের উদাহৃত আম্রের আম্রত্ব-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, শঙ্করের কার্য্য-কারণের বিচারের মধ্যে তাহাই অবশেষরূপে পাওয়া যায়। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখুন, শঙ্করের উক্ত "অবশিষ্টং ভবেৎ" বাক্যের দ্বারা শূন্যকেই লক্ষ্য করিতেছে কিনা? আম্রের আম্রত্ব নষ্ট হইলে কিছুই থাকে না অর্থাৎ শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং 'অবশিষ্ট' শব্দের দ্বারা শঙ্কর প্রচ্ছন্নভাবে বুদ্ধের শূন্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব মোক্ষের উপায় সম্বন্ধে শঙ্কর বুদ্ধের মায়াবাদে বিভাবিত হইয়া নিজমত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন—এইরূপ বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। মোক্ষের উপায় নিরূপণ-ব্যাপারে বুদ্ধ ও শঙ্করের একই মত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান

পূর্ব্বকালে অযোধ্যার রাজা শ্রীলোমপাদ প্রথমে পরম সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে দৈববশতঃ দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ রাজ্যে অনাবৃষ্টির জন্য প্রজাগণের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়। ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষ, মহামারী দেখা দিল। অনাবৃষ্টি-বশতঃ ক্ষেত্রে আর সেরূপ শস্যাদি জন্মে না। অন্নাভাবে প্রজাসকল ক্লিষ্ট হইয়া জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিল। এইসব দুর্লক্ষণ দেখিয়া রাজা মহা দুশ্চিন্তায় দিবারাত্র কালযাপন করিতেছেন। কি-প্রকারে এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন, ভাবিয়া কোনই কূল-কিনারা পাইতেছেন না।

এমত সময়ে মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিলেন—"মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন; বিখ্যাত ঋষি মহামুনি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মহাযোগী পুরুষ। আপনি তাঁহাকে আনয়ন করিয়া একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন; তাহা হইলেই সুবৃষ্টি

হইয়া রাজ্যের এই দারুণ অমঙ্গল বিদূরিত হইবে। আপনি আর কাল-বিলম্ব করিবেন না; তাঁহাকে আনিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করুন। বিভাণ্ডক ঋষি অত্যন্ত ক্রোধ-পরায়ণ, তিনি পুত্রকে কিছুতেই এই রাজধানীতে আসিতে দিবেন না। কারণ, ইহা ভোগের রাজ্য, আর তাঁহার পুত্র পরম যোগী। ঐ ঋষির অজ্ঞাতসারে তাঁহার পুত্রকে কোন কৌশলক্রমে ভুলাইয়া এ রাজ্যে আনিয়া যজ্ঞ করিতে পারিলেই সুবৃষ্টি হইয়া প্রজারক্ষা হইবে; নতুবা বর্ত্তমানে আর কোন উপায় দেখিতেছি না।" রাজা মন্ত্রীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই এ কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন।

সুচতুর মন্ত্রী রাজাজ্ঞায় রাজ্যের মধ্যস্থিত শ্রেষ্ঠা এক বিলাসিনী সুন্দরী রমণীকে গোপনে আনয়ন করিয়া তাহার নিকট এই দারুণ সঙ্কটপূর্ণ প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত মুনিপুত্রকে রাজ্যমধ্যে আনয়ন করিয়া অনাবৃষ্টি দূর করিতে হইবে। সুন্দরী ঈষৎ হাস্য-সহকারে মন্ত্রীকে বলিল—'কোন চিন্তা নাই। মন্ত্রীবর! আমি কত যোগী-মুনি-ঋষিকে মোহিত করিয়াছি—এ সামান্য কার্য্য কি আর পারিব না? তবে এ কার্য্যে অনেক অর্থের আবশ্যক হইবে।' মন্ত্রী বলিলেন,—'অর্থের জন্য কোন চিন্তা করিবে না। কিন্তু সাবধান! ঋষ্যশৃঙ্গকে এমন কৌশলে আনিবে, তাঁহার পিতা জানিতে না পারেন। তিনি জানিলে মুনির শাপে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।'

বারবণিতা নবনলিনী মন্ত্রীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া একটী সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নৌকা প্রস্তুত করাইল। আর একটী প্রকাণ্ড রাজপথ যোগীর বসতি-কানন হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইল। রাজপথের দুই পার্শ্বে সুন্দর সুফল-বৃক্ষ সারি সারি রোপণ করাইল। লিচু, আম, জাম, পনস, নানাবিধ ফল এবং গোলাপ, মালতী, যূথিকা, বেল, মল্লিকা নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প-ফল বৃক্ষে ঐ প্রশস্ত রাজপথের দুই পার্শ্ব শোভা পাইতে লাগিল। পথিপার্শ্বস্থ গ্রামের নাম হইল ঋষ্যশৃঙ্গ গ্রাম, এবং পথের নাম—ঋষ্যশৃঙ্গ পথ।

এক দিবস উক্ত বারনারী ঐ ময়ূরপঙ্খী নৌকাটীকে নানাবিধ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া কতিপয় সুন্দরী রমণীকে বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিত করত ঐ সুদৃশ্য নৌকায় আরোহণ করাইল। গঙ্গাজলের কলস, নানা প্রকার সুমিষ্ট সরবত এবং অম্ল-মধুর মুখরোচক দ্রব্য, এবং জিহ্বার তোষণকারী রকমারী মিঠাই-মণ্ডা সযত্নে নৌকার ভিতর রাখিয়া দিল।

খরস্রোতা নদীর জলে ঐ সুন্দরীবৃন্দ দাঁড় বাহিয়া যোগাশ্রমের অভিমুখে চলিল। করতাল, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, বীণা ইত্যাদি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদনপূর্ব্বক চৌদিক্ আমোদিত করিয়া কাননাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিককণ্ঠে

[illegible] ধ্বনি, [illegible] সুমধুর ঝঙ্কার এবং [illegible] বেণীর মধ্যস্থিত [illegible] আমোদিত হইতে লাগিল। সেই সুন্দরীগণের অপূর্ব্ব [illegible] স্বর্গের অপ্সরীগণও লজ্জায় মস্তক অবনত করিতে লাগিল। অতি নব্যা, [illegible], নিবিড়-নিতম্বা, পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী, সুকেশা, সুবেশা, সুনাসা, মধ্যক্ষীণা, গজেন্দ্রগমনা, সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিধানা ললনাগণের সুমধুর হাস্য এবং বস্ত্র-মধ্য হইতে তাহাদের রূপ-লাবণ্য বিজলীর ন্যায় ফুটিয়া উঠিতেছে। এরূপ দেখিলে সত্যসত্যই পরমযোগিগণও মোহপ্রাপ্ত হয়। ক্রমে ক্রমে ইহারা নৌকাযোগে ঐ যোগীর আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া একটী নিভৃত স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিল, মুনিবর বিভাণ্ডক উষঃকালে তপস্যায় গমন করেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসেন। শ্রীঋষ্যশৃঙ্গ যোগাসনে বসিয়া বেদ পাঠ করেন।

পূর্ব্বাচরিত নিয়মানুসারে ঋষিবর বিভাণ্ডক তপস্যায় গমন করিয়াছেন; তাঁহার পুত্র বেদ পাঠ করিতেছেন। এমত সময়ে ঐ সুন্দরীবৃন্দ নানাবিধ হাব-ভাব-সহকারে নৃত্য এবং গীত করিতে করিতে ঋষ্যশৃঙ্গ-সমীপে উপনীত হইল। ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে দেখিয়া অবাক্। ইনি জন্মাবধি কোন রমণী দর্শন করেন নাই। এজন্য পুরুষ, রমণীতে তাঁহার ভেদজ্ঞান ছিল না। ইনি হরিণীর গর্ব্ভে জাত বলিয়া নাসিকার উপরে একটী শৃঙ্গ থাকায় ইহাঁর নাম 'ঋষ্যশৃঙ্গ' হইয়াছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ অবলাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'তোমরা কে? কোথা হইতে কি জন্য আসিয়াছ?' ঐ সুন্দরী বেশ্যা নবনলিনী বলিল—'আমরা স্বর্গের মুনিবৃন্দ; তোমাকে লইবার জন্য আসিয়াছি।' একথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ সকলকেই আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন,—'আহা! এমন সুন্দর মুনি ত আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। এখানে যে সব মুনিবৃন্দ আসেন, তাঁহারা কদাকার। তাঁহাদের বড় বড় দাড়ি-গোঁপ ইত্যাদি। আর এ কি চমৎকার রূপ! আমি আর এখানে থাকিব না। এই মুনিদের সঙ্গে স্বর্গে চলিয়া যাইব।' রমণীগণ ঋষিকে সুমিষ্ট হরিতকী, মিঠাই-মণ্ডা, সরবত ইত্যাদি প্রদান করিলে তাহার সুমধুর আস্বাদ পাইয়া বলিলেন—'আহা এ কি মধুর হরিতকী! এখানকার হরিতকী কষায়, ভাল লাগে না। এ যে সমস্তই মধুর। হে মুনিগণ! আমি অদ্যই আপনাদের সঙ্গে চলিয়া যাইব।' সুন্দরী বলিল—'আজ থাক্—আমরা দু'এক দিনের মধ্যেই তোমাকে আমাদের দেশে লইয়া যাইব।' এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

বিভাণ্ডক সন্ধ্যার সময়ে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পুত্র বলিলেন,—'বাবা!

আজ পরম রূপবান্ মুনিবৃন্দ আমাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন। এইরূপ মুনি আমি আর কোনদিন দেখি নাই। কি চমৎকার রূপ—তাঁহাদের কণ্ঠস্বর কি মধুর! তুমি দেখিলেই তাঁহাদের প্রতি তোমার ভক্তি হইবে।' মুনিপুত্র রমণী-বৃন্দের হাব-ভাব এবং অন্যান্য সকল কথা বর্ণনা করিলেন। বিভাণ্ডক বলিলেন—'পুত্র! তুমি কখনই ইহাদের সঙ্গে যাইবে না। সর্ব্বনাশ!—ইহারা রাক্ষসী!!' এইসব বলিয়া পুত্রকে ভয় দেখাইলেন। পুত্র কিন্তু মনে মনে বলিলেন,—'বাবা অজ্ঞান, কিছু বুঝিলেন না। বাবা যাহাই কেন বলুন না, এমন সৎসঙ্গ আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না।'

এইরূপ কিছুদিন যায়, প্রত্যহই রূপসীগণ আসিয়া মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে নানা হাব-ভাব বিলাসাদি প্রদর্শন করিয়া তাহার মন হরণ করিয়া লইল। একদিন সত্যসত্যই তাহারা ঋষ্যশৃঙ্গকে লইয়া সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খী নৌকায় উঠাইল এবং নানাবিধ গীতবাদ্য দ্বারা মুনিপুত্রকে ভুলাইয়া অযোধ্যাভিমুখে চলিল। এদিকে সন্ধ্যার সময় বিভাণ্ডক মুনিবর কুটীরে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার পুত্র নাই। ঋষি জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে পুত্রের অন্বেষণে বাহির হইলেন। ঐ সুদৃশ্য প্রশস্ত রাজ-পথে চলিয়া যাইবার সময় মুনি পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'আমার পুত্রকে তোমরা কেহ লইয়া যাইতে দেখিয়াছ?' তাহারা মন্ত্রীর পরামর্শ-সকল ঋষিকে বলিল,—'ঠাকুর! এ গ্রামের নাম—'ঋষ্যশৃঙ্গ' গ্রাম। আপনার পুত্র রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য এই পথের পার্শ্বে যে নদী আছে, সেই পথে অযোধ্যায় চলিয়া গিয়াছেন।'

ঋষি বিভাণ্ডক মনে করিলেন, আমার পুত্রের বুঝি বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছে; সেজন্যই রাজপুরীতে গিয়াছে, ইহা ভাবিয়া তিনি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার দারুণ ক্রোধের শান্তি হইল। এদিকে যথাসময়ে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজভবনে পৌঁছিলে রাজা তাঁহাকে বহু সমাদর করিয়া দিব্য অট্টালিকায় বাসস্থান প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার দ্বারা একটী সুবৃহৎ যজ্ঞ করাইলেন। তাহাতে রাজ্য মধ্যে সুবৃষ্টি হইয়া প্রজাগণ সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। রাজা তাঁহার ভ্রাতৃকন্যা কুমারী শান্তা দেবীকে মুনির সঙ্গে বিবাহ দিলেন।

সৌভরি ঋষির বৃন্দাবনে যমুনায় মৎস্যগণের আনন্দ-কেলি দর্শন করিয়া বিবাহের ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি রাজার নিকট তাঁহার পরমাসুন্দরী একটী কন্যার বিবাহ-প্রার্থী হইলেন। বৃদ্ধ মুনিকে দেখিয়া ও তাঁহার বচন শুনিয়া রাজার ভয় হইল; বিবাহ না দিলে মুনিবর কি অভিশাপ প্রদান করিবেন, ঠিক নাই। কৌশলে মুনিকে বলিলেন,—'আমার কন্যা যদি আপনাকে স্ব-ইচ্ছায় বিবাহ

করিতে চায়, তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই।' সৌভরিঋষি এই কথায় সম্মত হইলে রাজা অন্তঃপুরে যাইয়া কন্যাদিগকে লইয়া আসিলেন। তখন সৌভরি মুনি যোগবলে এমন মনোহর বেশ ধারণ করিলেন, তাহা দেখিয়া রাজার ৫০টী কন্যাই মোহিত হইয়া মুনির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিল। বহুকাল তপস্যার পর সৌভরি মুনির এইরূপ যোগভঙ্গ হইলে তিনি ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলেন। প্রসিদ্ধ বিশ্বামিত্র ঋষি ষাট হাজার বর্ষ ঘোর তপস্যা করিয়াও মেনকার মোহিনীরূপে মোহিত হইয়া তাহার গর্ভে 'শকুন্তলা' নামে একটী কন্যা উৎপাদন করিয়াছিলেন।

বড় বড় যোগী পুরুষদের যখন এই দশা, তখন ভগবৎকৃপা ভিন্ন জীব কখন ভগবানের এই দুর্জ্জয় মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। তাই শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আত্মাশক্তি মোহিনী বেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'কাহার এই নৃত্য দেখিবার অধিকার আছে? জিতেন্দ্রিয় না হইয়া গমন করিলে এ নৃত্য দেখিবার কাহারও অধিকার নাই।' এই বাক্য শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীবাসাদি প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দ সকলেই উক্ত নৃত্য-দর্শনে অস্বীকার করিলেন। ইহাকেই বলে আদর্শ শিক্ষা। রমণী-বেশে নৃত্য দর্শনেই অদ্বৈতাচার্য্যের এই শিক্ষা, আর যেখানে সেখানে রাসলীলার ত কথাই নাই।

পরমযোগী মহেশ্বর; তিনিও সমুদ্র মন্থন-সময়ে ভগবানের মোহিনী মায়া সন্দর্শনে নিজ পার্শ্বস্থিত পার্ব্বতী দেবীকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া, কামবশে মোহিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ক্ষুদ্র জীবের অহঙ্কার করা বৃথা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এইজন্য শ্রীগোপীনাথের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাইয়াছেন।—

"গোপীনাথ! আমি ত' কামের দাস।
বিষয়-বাসনা জাগিছে হৃদয়ে, ফাঁদিছে করম-ফাঁস॥
গোপীনাথ! কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি দূরে তেয়াগিব, হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥
গোপীনাথ! কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন, না ছাড়ে বিষয়-রতি॥
গোপীনাথ! হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া লহ নিজ-পানে, ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

ভজন-গীতি

প্রভাতী সুর

নব নটবর, জনমন-হর, নব জলধর বরণ।
ভকত সদয়, পরম অভয়, অঘ অনল দহন ॥১॥
চরণ কমল, কমল পর, চরণ পর চরণ ধর।
ভকত ভ্রমর, ভনত সতত, মদন মন হরণ ॥২॥
ভজন রত ভকত যত, সকল তব সদন গত।
অহরহ ধর নয়ন পর, পরম হরষ মগন ॥৩॥
দরশ' দরশ' পরম পথ, অবশ পদ চলন রত।
ভয় মগন সরম চলন, হয়ত কখন পতন ॥৪॥
ঝরত সতত নয়ন জল, সকল মম করম ফল।
অপহর মম করম ফল করম ফল, দহন ॥৫॥
তনয় তব তবত নয়! তপন তনয় সতত ভয়।
অভয় অভয়' চরম অভয়, শমন ভবন গমন ॥৬॥
মম ধন জন ঘন গহন, 'ষড়্-দশ-গণ* মন বহন।
ভয় অহরহ ভব ধব লহ, করহ সকল দলন ॥৭॥
জয় জয় জয় ভব ধব জয়, অবশ মরম সবশ' সদয়।
করহ সবল, জনম সফল, জনম জনম শরণ ॥৮॥

শ্রাবণ পূর্ণিমা, ১৩৬০। —শ্রীভূপতিচরণ অধিকারী, জ্যোতিরত্ন
পোঃ কোটবাড়, (মেদিনীপুর)

---

* 'ষড়্দশগণ'—ছয় রিপু, জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশটী।—লেখক

সান্বয়ং সানুবাদং সটীকং টীকানুবাদসহিতং

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

প্রকাশিত হইতেছে।

"যে যথা মাং" শ্লোক-ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে **তাংস্তথৈব** ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ **সর্ব্বশঃ**॥" (গীঃ ৪।১১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করত তাহা নিরাস করিতেছেন। যদি বল,—'তাহা হইলে তোমাতেও কি বৈষম্য বর্ত্তমান? কেন না, একমাত্র তোমারই শরণাগত জনগণকে তুমি নিজভক্তি প্রদান করিয়া থাক, অন্য সকাম কাহাকেও ত' প্রদান কর না? তদুত্তরে তোমাকে এই শ্লোক বলিতেছি। 'যথা' অর্থাৎ সকাম বা নিষ্কামভাবে যে প্রকারে যাঁহারা আমার ভজন করেন, আমি সেইভাবেই (তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল-প্রদান-দ্বারাই) তাঁহাদিগকে ভজন করি অর্থাৎ অনুগ্রহ প্রদান করি, পরন্তু যে-সকল সকাম ব্যক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া (ফলভোগ-কামনা-মূলে সকামভাবে) ইন্দ্রাদি নানা-দেবতার ভজন করে, তাহাদিগকেও আমি উপেক্ষা করি না, ইহাই বুঝিতে হইবে; যেহেতু 'সর্ব্বশঃ' অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে ইন্দ্রাদি নানাদেব-সেবকগণও আমারই বর্ত্মের অর্থাৎ ভজনপথের গৌণভাবে অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, কেননা, ইন্দ্রাদিরূপেও আমিই একমাত্র সেব্য'।

কর্ম্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যাহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে পারে না বা ইচ্ছা করে না, তাহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবগণ ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার-লাভ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে কর্ম্ম-মিশ্রাধিকারী বা জ্ঞান-মিশ্রাধিকারী কর্ম্ম ও জ্ঞান-বাঞ্ছা অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ক্রমশঃ সাধুসঙ্গফলে সমূলে বিনষ্ট হইলেই কেবলাভক্তি-প্রভাবে তাহাদের নিত্য পরম মঙ্গল-লাভ হইতে পারে।

প্রপত্তি বা শরণাগতি ব্যতীত কর্ম্মী বা জ্ঞানী কাহারও ভগবৎ-সেবায় অধিকার লাভ হয় না। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্য উপাদেয় কৈঙ্কর্য্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি ভগবদিতর কোনও খণ্ড ভোগ্য নশ্বর বস্তুর দাস্য করিবার জন্য কখনও অভিলাষ করেন না। যিনি যেরূপভাবে ভগবৎ-সেবায় প্রবিত্তিবিশিষ্ট, ভগবান্ তাঁহাকে সেইপ্রকার সেবাতেই অনুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবানকে স্বীয় ভৃত্য-

পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া বদ্ধজীব যে-কোন প্রকারে তাঁহার অবৈধ-কামনা পূরণ করিবার অধীন যন্ত্র-বিশেষ জ্ঞানে স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবেন এবং সেইরূপ তথাকথিত পাষণ্ডীর দাস হইয়া তথাকথিত ভগবান্ তাহারই সেবা করিবেন।

ইহা সর্ব্বদা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অনাদি-বিমুখ অক্ষজ-জ্ঞানী জীবের এই আসুরিক-প্রবৃত্তিমূলক জড়কর্ম্মকাণ্ড-বশ্যতারূপ নির্ব্বুদ্ধিতার প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাস্তিক-জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকেই তাদৃশ জীবের পরিচর্য্যা করিবার ছলনায় অশীতিবর্ষের বৃদ্ধকেও অব্যাহতি দেন নাই; অর্থাৎ সকলের উপর বিক্রম করিতেছেন। মায়াবদ্ধজীব ভ্রমবশতঃ নিজের ভোগ্য মোহিনী ভগবন্মায়াকেই প্রিয়, আত্মীয়, আরাধ্য সেব্যবস্তুজ্ঞানে ভগবৎ-স্বরূপের ভ্রান্তিময়ী উপলব্ধি করিয়া বসে এবং ভগবদ্ভজনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলভোগ-স্পৃহায় উন্মত্ত হয়।

অধোক্ষজ ভগবানকে অহৈতুকী অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ড জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। তখন ভগবান্ ঐকান্তিক ভক্তের সেবা-গ্রহণ ব্যপদেশে তিনিও নিজ-ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। যে-সময়ে ব্রাহ্মণ বাহ্য জড়জগতের নশ্বর হেয় অভিমান পরিত্যাগ করিয়া "তৃণাদপি সুনীচ" ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হন এবং নিজকে জড়াভিমান-শূন্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশজাত অভিমান-শূন্য হইয়া নিত্য-প্রভু বিভু-চৈতন্যচন্দ্রের চিন্ময় চরণোদককেই আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই একমাত্র পানীয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তখনই তাদৃশ ভগবদ্ভজন-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণতার সাফল্য জগতে প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্র-পাদোদকগ্রহণ-লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রাকৃত-সহজিয়া বা স্মার্ত্ত ভগবন্মায়ায় বিমূঢ় হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত শুদ্ধ-বিপ্রের সহিত বিমুখ হরি-গুরু-বৈষ্ণববিরোধী তথাকথিত শ্রীচৈতন্যবিমুখ বিপ্রাধমকে সমজ্ঞানে দেখিতে গিয়া অনন্ত নরকে পতিত হন। অর্থাৎ অক্ষর-ভগবদ্বিষয়ক চিদ্জ্ঞানহীন, ব্রহ্মেতর মায়ায় অভিনিবিষ্ট নরক-পথের যাত্রী 'কৃপণ' সংজ্ঞক বিপ্রব্রুবকে অদ্বয়জ্ঞান ভগবদুপাসক ব্রাহ্মণের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণিত করেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্" শ্লোকের সুসিদ্ধান্ত-বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক সদ্গুরুরূপে ঐ সকল প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্ত্তজীবের অজ্ঞান-তিমিরান্ধ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিত্যমঙ্গল সাধন করেন।

গীতোক্ত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" শ্লোকের বিকৃতার্থ করিতে গিয়া, ভ্রান্ত প্রমত্ত বিপ্রলিপ্সু খর্ব্বদৃষ্টি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানী কপট অশ্রৌতপন্থি-জনগণ যে-প্রকারে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হয় মাত্র। তাহারা "প্রপন্ন" শব্দের প্রকৃত অর্থের জ্ঞানলাভে উদাসীন হইয়া শরণাগতি-রহিত অবৈষ্ণব দাম্ভিক জীবগণকে শরণাগত 'বৈষ্ণব'-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া জগতের তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ কোমলমতি লোকের অহিত অর্থাৎ সর্ব্বনাশ-সাধনে সচেষ্ট। নিষ্কপট প্রপন্ন ভগবদুপাসক ভক্ত-সম্প্রদায়েরই ভগবদ্ভজনে অধিকার এবং ভগবানও তাঁহাদিগকে মুক্তকুলের সুদুর্ল্লভ নিজ প্রেমভক্তিযোগ প্রদানপূর্ব্বক সেবা করেন আর কপট অভক্তমুমুক্ষু-গণকে কখনই তাদৃশী সেবা করেন না। (ভাঃ ৫।৬।১৮) "অস্ত্যেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্"। তাঁহার বিমুখজীব-মোহিনী মায়াই বদ্ধজীবের মূঢ়তা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত সেবিকা-সূত্রে খণ্ড-মায়িক-প্রতীতিতে ভগবত্তাকে কল্পিত করায়, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা মায়া-কর্ত্তৃক বিমুখজীবের গুণবন্ধন মাত্র।

পঞ্চবিধ ভক্তিরস ভক্তগণ কর্ত্তৃক বাস্তব-সত্য বিষয়-জাতীয় ভজনীয় অধোক্ষজ-বস্তুতে সাধিত হয়। ভগবান্ উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিষয়রূপে যে-কোন প্রকার সেবা অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। বৈধ-ভক্তগণের নিকট শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ গৌরব-সখ্যের অর্থাৎ সার্দ্ধ-দ্বিপ্রকার রসের বিষয় নারায়ণ-স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন, আবার অনুরাগ-পথের ভক্তগণের নিকট উক্ত সার্দ্ধ-দ্বিপ্রকার ভক্তিরসের উন্নত বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ-স্বরূপে সেবা গ্রহণ করিয়া অনুরাগ-পথের সেবকগণকে উক্ত পঞ্চরসের কোন একটী গ্রহণ করাইয়া স্বীয় ভক্ত-বাৎসল্য বা ভক্ত-প্রেমাধীনত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

—সম্পাদক

———

ত্যাগীর গৃহ-প্রবেশে কালাবৃত্তি

শুক্লবৃত্তির পরিবর্ত্তে কালাবৃত্তি অবলম্বন

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিক্রমে কাহারও সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে" তিনি "কোন অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের সাক্ষাৎ কৃপা লাভ করিয়া" থাকেন। মহাপুরুষের কৃপা লাভ করিয়া অনেককে ভজনে উন্নত দেখা গেলেও পুনরায় তাঁহাদের ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতে দেখা যায়। তাহার ফলেই ত্যাগী গৃহে প্রবেশ করিয়া শুক্লবৃত্তির পরিবর্ত্তে কালা বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। —ইহাই মায়ার খেলা।

কালা-কৃষ্ণদাসের ন্যায় কালাবৃত্তি

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় আমরা দেখিতে পাই, **কালা কৃষ্ণদাস** মহাপ্রভুর অত্যন্ত নিকটে থাকিয়াও, এমন কি, তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিয়াও মায়ার প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ ভট্টথারীগণের প্রবৃত্তিমার্গীয়া বৃত্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কালা-কৃষ্ণদাসের কালা-বৃত্তিরূপ দুর্দ্দৈব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব মাত্রেরই আদর্শ। আমরা তাহা হইতে জানিতে পারি যে, হরিগুরু-বৈষ্ণবের অত্যন্ত নিকটস্থ হইয়া থাকিলেও সেবক প্রকৃত সেবা না করিয়া অনেক সময়ে ভোগে পরিচালিত হয়।

মৎকুণ মসকাদির ন্যায় একত্রাবস্থানই অন্তরঙ্গ সেবকের লক্ষণ নহে

ইহ জগতে আমরা দেখিতে পাই, বহু পোকা-মাকড় মানুষের সঙ্গ করিয়া থাকে। মৎকুণ মানুষের মস্তকে থাকে। ছারপোকা এক উপাধানে বা বালিশে অবস্থান করে ও শয়ন করে। মশক বলপূর্ব্বক এক মশারীর মধ্যে অবস্থান করিতে চেষ্টা করে ও অবস্থান করে। তজ্জন্য মৎকুন, ছারপোকা ও মশককে কাহারও অন্তরঙ্গ সেবক বলিয়া ধরা যায় না। কারণ তাহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য—মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাদের স্ব স্ব-শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পরিতুষ্টি করা। যাঁহারা এক বিছানায় শুইতে পান না, এক গৃহে থাকিতে পারেন না, এক মঠ বা আশ্রমে বাস করেন না, একই ধামের প্রত্যক্ষ সেবা করেন না, তাঁহারা কখনই সেবক নহেন—এইরূপ বিচার কোন শিক্ষিত বৈষ্ণব করিতে পারেন না।

বহুদূরে অবস্থান করিয়াও গুরু-বৈষ্ণবসেবার আদর্শ স্থাপন

আমরা "ত্যাগী ও গৃহস্থ-বৈষ্ণবের গুরুবৃত্তি" নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বৈষ্ণব-বিদ্বেষমূলক কটাক্ষ দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। তিনি এখনও হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা কাহাকে বলে, তাহা শিক্ষা করেন নাই। মঠের মধ্যে বা গুরুর নিকট বসিয়া থাকিলেই মঠসেবা বা গুরুসেবা হয়, তাহাপেক্ষা দূরে থাকিলে মঠের বা গুরুদেবের সেবা করা যায় না—ইহা এক অভিনব বিচার। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারাই শুদ্ধ হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন যাঁহারা বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া দূর হইতে সেবা-মগ্ন থাকেন। আমরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেই—শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ১৯৩৭ সালের জুন মাসে তিনি এবং তাঁহার সহিত আরও কয়েকজন দল বাঁধিয়া গুরুদেবের মঠ-মন্দির, সেবা-পূজাদি সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোডে এক মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন তিনি ঐ মঠের একজন মালিক হইয়া বসিয়াছিলেন। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ ৫।৭ বৎসর কাল দক্ষিণ কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র মঠ প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহাদের গুরু-দ্রোহীতা হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। তখন তাঁহারা গুরু বা মঠ-মন্দিরের সেবা করেন নাই—ইহাই তাঁহাদের বর্ত্তমান উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি গুরুসেবার চরম আদর্শ প্রদর্শন করিয়া চিরদিনই শ্রীমায়াপুর গৌরধামের সেবা করিয়া আসিতেছেন ও করিবেন। উক্ত সমিতির দীন সেবক তাহারের কল্যাণ কামনা করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে ধামসেবায় নিযুক্ত করিয়াছে। তজ্জন্য সমিতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ-বহ্নি উক্ত দলকে হরিভক্তি হইতে বিচ্যুত করিবে সন্দেহ নাই।

গৌর-নিজজন জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচারে গৌরলীলার প্রতিধ্বনি

ভোগী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি নিজের বা স্ত্রী-পুত্র-ভ্রাতা-ভগ্নী আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণার্থ মঠ-মন্দিরের বিত্ত-সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে গুরু-বৃত্তি না হইয়া কৃষ্ণবৃত্তি হইবে। মঠ-মন্দিরের সেবার নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করা অপেক্ষা আর পাপকার্য্য কিছুই থাকিতে পারে না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু লীলা-বিলাসকালে তাঁহার বিভিন্ন সেবকের দ্বারা আমাদিগকে সাবধান

করিয়া বহু শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা ইহা তাঁহার লীলা-গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ জগদ্‌গুরু পরমহংসকুল-মুকুটমণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকট-লীলাতে তিনি তাঁহার সেবকগণের দ্বারা আমাদিগকে বহু শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন; আমরা সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া একমাত্র তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—"গৌরজন সঙ্গ কর 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া।" তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচারে গৌরলীলা প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আমরা অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য লীলার একটী ঘটনা স্মরণ করিয়া আমাদের আত্মশোধন করিতেছি।—

গুরুসেবার অর্থে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ ও আত্মীয় পরিপোষণ— একপ্রকার কালাবৃত্তি

বিনোদনগরের জনৈক বন্ধু গুরু-সেবার আদর্শ দেখাইয়া 'বিদ্যারত্ন' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজকে অন্তরঙ্গ সেবক বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার বহু অপস্বার্থপরতা সাধন করিয়া লইয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ— 'শ্রীভাগবত যন্ত্রে'র বহু ক্লেশে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা ভুবনেশ্বরে একটী গুরু-সেবাশ্রম মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি তাহা আত্মসাৎ করিয়া বিক্রয় করত সমস্ত অর্থ নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণে লাগাইয়াছিলেন। গুরু-সেবার অর্থ অথবা শ্রীগুরুদেবের নিজস্ব অর্থ অপহরণ করিয়া গুরু-সেবক হওয়া যায় না। গুরুপীঠে থাকিয়া তিনি যতই সেবার অভিনয় দেখান না কেন, সমুদয়ই তাঁহার ভোগ ও ইন্দ্রিয়তর্পণ। যাহার গুরুদেবস্ব নিজ-ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না, এরূপ ব্যক্তির 'গুরুসেবক' সাজাকে ধিক্।

ত্যাগী ভোগী হইয়া পড়িলে ত্যাগের প্রতি তাহার প্রবল বিদ্বেষ

ত্যাগী যদি ত্যাগের প্রকৃত আস্বাদন লাভ করিতে না পারে, তবে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রবৃত্তিমার্গে গৃহস্থ হইতে বাধ্য করায়। শুধু তাহাই নহে, ত্যাগী যখন ভোগী হইয়া পড়ে, তখন ত্যাগের প্রতি তাহার বিদ্বেষ-বহ্নি এত প্রবলভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে যে, তাহা নির্ব্বাপিত করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। আমরা উক্ত গৃহস্থের অগুরু-বৃত্তিতে তাহাই প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইতেছি। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের তুল্য ত্যাগ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগীর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত গৃহব্রত-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

কালাপাহাড়ের ন্যায় কালাবৃত্তি

আমরা **কালাপাহাড়ের** জীবনী হইতে এইরূপ বৃত্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। ব্রাহ্মণপুত্র নিরঞ্জন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবাব সুলেমানের ভ্রাতুষ্পুত্রী নজিরণের প্রেমে (?) মুগ্ধ হইয়া মুসলমান-ধর্ম্ম অঙ্গীকার করে। তখন তাহার নাম নিরঞ্জনের স্থলে 'কালাপাহাড়' হইয়াছিল। কালাপাহাড় হিন্দু হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যতটা অত্যাচার করিয়াছে, মুসলমান-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমানেরা ততদূর করে নাই। কালাপাহাড়ের এই ঐতিহাসিক বৃত্তি সর্ব্বত্রই বিদিত। তজ্জন্য আমরা 'কালাবৃত্তি' বলিতে কালাকৃষ্ণদাসের বৃত্তি যেরূপ বুঝিয়া থাকি, অপর পক্ষে উক্ত শব্দদ্বারা কালাপাহাড়ের বৃত্তিও বুঝিয়া থাকি।

নিজের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে সমগ্র জগদ্দর্শন

"ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলেই ক্ষিপ্ত হয়।" 'গৃহস্থ-বৈষ্ণব' নিজে ত্যাগধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি সকলকেই তাঁহার মত ভোগী বলিয়া মনে করিতেছেন। অবশ্য একথা সত্য হইলেও হইতে পারে, তিনি যে দলে অবস্থিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ত্যাগী, তাঁহারা সকলেই হয়ত বিদ্যারত্ন প্রভুর কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় ত্যাগীব্রুব বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। তিনি হয়ত প্রকৃতই তাঁহাদের দলের লোকসকলের মধ্যে দেখিয়াছেন—"ত্যক্ত-গৃহ ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া সেই অর্থ পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়-স্বজনের সেবায় নিযুক্ত করেন।" এরূপ হইলে প্রকৃতই দুরবস্থা বা শোচনীয় পরিস্থিতি, সন্দেহ নাই।

ব্যবসাদারের কালাবাজারে কালাবৃত্তি

আমরা আর একটি কালাবৃত্তির পরিচয় দিয়া কালা-বৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সমাপন করত অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিব। আমাদের "চালনী ও সূচ" প্রবন্ধ-পাঠকগণ বৌবাজারের তেলের ঘানির পরিচয় পাইয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় এই ঘানি প্রস্তুত করিয়া তেলের ব্যবসায়ে যেরূপ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক ব্ল্যাক্‌মার্কেটকারীও লজ্জা পাইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবসাদারগণের যে-প্রকার অর্থলালসা দেখা যাইতেছে, তাহা শুক্লবৃত্তির পরিচয় নয়। অযথা মূল্যে তৈলাদি বিক্রয় করাকেই কালাবৃত্তি বলা হয়; ইহার অন্য নাম কালাবাজার।

গৃহস্থ ও ত্যাগীর শুক্লবৃত্তি সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

আমরা গৃহস্থ ও ত্যাগী-বৈরাগীর শুক্লবৃত্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভুর শিক্ষা এইরূপ দেখিতে পাই,—

"গৃহস্থ বৈরাগী—দুঁহে কহে গোরারায়।
দেখ ভাই, নাম বিনা (যেন) দিন নাহি যায়॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

মহাপ্রভুর এই আদেশ হইতে জানা যায়, তিনি গৃহস্থ এবং ত্যাগী উভয়কেই এক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নামাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করিতে বলিয়াছেন। অসরল ব্যক্তি প্রকৃত গৌরজনের ভজন করিতে অসমর্থ। সুতরাং ত্যাগী ও গৃহী উভয়েরই সরলতা অবলম্বন করিয়া গৌরজন শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কৃত্য সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শিক্ষা পরমানন্দ ভায়া খুঁজিয়া পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—**"শুক্লবৃত্তি বলিতে বৈষ্ণবগণ কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিকে নির্দ্দেশ করেন নাই।"** ইহা কি ঠিক কথা? তেলের ব্যবসা করিতে গিয়া "ধাপ্পা দিয়া লোক ঠকাইয়া বা ব্ল্যাক্-মার্কেট করিয়া অর্থার্জ্জন" করিলে ঐ অর্থদ্বারা নিজের মঙ্গললাভের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলেরই আহ্বান করা হয়। "মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মুঠেগিরি করিয়া বা জুতা সেলাই করিয়া সেই বিত্তদ্বারা হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা" করাই পরম মঙ্গলজনক। ত্যাগী সন্ন্যাসীবর্গের ভিক্ষালব্ধ শুক্লবিত্তের দ্বারা স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন করা কখনই কোন গৃহস্থের কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

গৃহী-বৈষ্ণবের বৃত্তি সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"গৃহী বৈষ্ণবের বৃত্তি" সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অবগতির জন্য কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।—

"গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয় দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-অনুসারে বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই, তাঁহারাও নীয় স্বীয় স্বভাব ও প্রবৃত্তি-অনুসারে ন্যায্য বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্ম-স্বভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী জীবন-যাপনের বৃত্তি। রাজ্যপালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্য-বৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা—ইহাই শূদ্র-বৃত্তি। এইসকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধন সঞ্চয় করত প্রাণ রক্ষা করার নাম 'ধর্ম্ম'।'

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা)

বর্ণাশ্রমোচিত বৃত্তি-অবলম্বনই শুক্লবৃত্তি

শ্রীল ঠাকুরের উক্ত শিক্ষা হইতে কি বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবের শুক্লবৃত্তি বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি নাই? বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বৈষ্ণবগণের বর্ণাশ্রমোচিত বৃত্তি অবলম্বন করাই শুক্লবৃত্তি। এবং তাহাতে যে বিত্ত উপার্জ্জিত হয়, তাহাই শুক্লবিত্ত। যিনি আচার্য্যের নিকট হইতে স্বভাবানুযায়ী ব্রাহ্মণ-সংস্কার লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জুতা সেলাই করিয়া বা মুঠেগিরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা শুক্লবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তি যে যজন, যাজন ইত্যাদি, তাহা ঠাকুরের উক্ত শিক্ষা হইতে জানিতে পারা যায়। তেলের ঘানি ঘুরাণো ব্যবসা বৈশ্যজাতির বৃত্তিবিশেষ। ইহা ব্রাহ্মণ-সংস্কারে সংস্কৃত ব্যক্তির পক্ষে শুক্লবিত্ত নহে। তবে যদি কোন ব্রাহ্মণ যজন-যাজনাদি কার্য্যে অক্ষম অথবা জগদ্বাসীকে ধর্ম্মশিক্ষা-প্রদানে অপারক হন, তবে তিনি কালাবাজারে কেনাবেচা প্রভৃতি না করিয়া রিক্সা টানিয়া অর্থোপার্জ্জন করিলে তাহাও মন্দের ভাল। কিন্তু উহাকে চারি বর্ণাশ্রমের বিশুদ্ধ বৃত্তি বলা যাইবে না।

নিবৃত্তি-মার্গীয় ত্যাগী-বৈষ্ণবগণের গৃহপ্রবেশে শাস্ত্রের অননুমোদন

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি কখনই গৃহে প্রবেশ করিবে না।—ইহাই শাস্ত্র-নির্দ্দেশ। প্রবন্ধলেখক নিজের সুবিধা অনুসারে শ্রীল প্রভুপাদের নামকরিয়া একটী বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কারণ তাহাতেই সুষ্ঠু হরিভজন হয়, গৃহব্রত-ধর্ম্মে হয় না। কৃষ্ণসেবা করিব, সঙ্কল্প করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ, ফল্গু মর্কট-বৈরাগ্য অপেক্ষা তাহা অতুলিত-গুণে শ্রেষ্ঠ"। উক্ত বাক্য নাকি শ্রীল প্রভুপাদ বক্তৃতায় বলিয়াছেন। তিনি কি-জন্য কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—ইহাই এস্থলে বিচার করা প্রয়োজন। 'গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য'—এই বাক্যটী প্রভুপাদের নিজস্ব জীবনে দেখিতে পাই নাই। এমন কি, তিনি মঠ-মান্দরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু ব্যক্তিকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে তাঁহাকে উক্ত প্রকার গৃহপ্রবেশ-রূপ কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ এ অধমকে প্রেরণ করিয়াছিলেন—ইহা একবার তাঁহাকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। ইহা দ্বারা কি বৈষ্ণব-মাত্রেরই গৃহে প্রবেশ করা প্রামাণিত হয়? এরূপ ক্ষেত্রে বুঝা যাইতেছে, তিনি তাঁহার দলের সমস্ত সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারীদেরই 'কিশোরীভজা','বাস্তাশী'অনন্তবাসুদেবের ন্যায় গৃহ-প্রবেশের বন্দোবস্ত করিবেন।

আমরা কিন্তু তাঁহার এইরূপ উক্তির সমর্থন করিয়া নিবৃত্তি-মার্গের ত্যাগী উন্নত বৈষ্ণবগণের গৃহ-প্রবেশ অনুমোদন করি না।

গৃহস্থ-অবস্থাটী আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি ও শিক্ষার চতুষ্পাঠী-বিশেষ

ফল্গু-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্যের তুলনায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-গৃহস্থ অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'কৃষ্ণসেবা করিব'—এই প্রতিজ্ঞা লইয়া প্রবৃত্তি-মার্গের জীব গৃহে প্রবেশ করিবে। নিবৃত্তি-মার্গের জীব 'কৃষ্ণসেবা করিব'—এই প্রতিজ্ঞা লইয়া মঠে বাস করিবে। মঠত্যাগ করিয়া অর্থ-লালসায় বা কামনা পুরণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে যাইবে না। যেখানে কৃষ্ণসেবাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানে কৃষ্ণসেবার অর্থ নিজের স্ত্রী-পুত্রের ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যয় করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? এইজন্যই "মুক্তকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গফলেই (গৃহস্থগণের) পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হয়"। সুতরাং গৃহস্থকে অনুক্ষণ সংসার-বাসনা হইতে মুক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে, যাহাতে তাহার সংসার-স্পৃহা ক্রমশঃ নিবৃত্তি লাভ করে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম'-গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

"গৃহস্থ অবস্থাটী জীবের আত্মতত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। **শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে।**"

গৃহস্থাশ্রমই উন্নত অবস্থা নহে; এসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুরের স্বয়ং আচরণমুখে শিক্ষা

ঠাকুরের উক্ত বাক্য হইতে জানা যায়, গৃহস্থাশ্রমে থাকাই উন্নত অবস্থিতি নহে। উহা সংযম-শিক্ষাক্ষেত্র এবং সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার বিদ্যালয়। উহা পরিত্যক্ত হইলেই তাহার অধিকার উন্নত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। "নাহি জান বন্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন"—ইহা সর্ব্বদাই স্মরণীয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও স্বয়ং সংসার পরিত্যাগ করত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'ঘরপাগলা' প্রাকৃত-সহজিয়াগণকেও সংসার পরিত্যাগের শিক্ষা দিয়াছেন। অবশ্য জীবন্মুক্ত পার্ষদ-ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র; তাঁহারা যে-কোন আশ্রম অঙ্গীকার করিয়া আশ্রমকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। গৃহস্থ জীবকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহারা গৃহস্থাশ্রম অঙ্গীকার করেন। তাঁহারা কখনই কর্ম্ম-ফলবাধ্য প্রবৃত্তি-মার্গের জন্য নহেন। তাঁহাদের উদাহরণ দেখাইয়া সাধারণ গৃহস্থগণ যেন অপরাধ-পঙ্কে নিপতিত না হন।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ
স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫ম বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৫ কেশব, ৪৬৭ গৌরাব্দ | মঙ্গলবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৬০; ইং ১৫।১২।৫৩ | ১০ম সংখ্যা

শ্রী শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

নীলস্তম্ভোজ্জ্বল-রুচিভরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে
চ্ছত্রচ্ছায়াং দধদঘরিপোর্লব্ধ-সপ্তাহবাসঃ।
ধারাপাত-ক্লপিতমনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং
কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ১ ॥

ভীতো যস্মাদপরিগণয়ন্ বান্ধব-স্নেহবন্ধান্
সিন্ধাবদ্রিস্ত্বরিতমবিশৎ পাববতী-পূর্ব্বজোঽপি।
যস্তং জঙ্ঘদ্বিষমকুরুত স্তম্ভ-সংভেদশূন্যং
স প্রৌঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ২ ॥

আবিষ্কৃত্য প্রকট-মুকুটাটোপমঙ্গঃ স্থবীয়ঃ
শৈলোঽস্মীতি স্ফুটমভিদধত্তুষ্টি-বিস্ফারদৃষ্টিঃ।
যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসয়দ্বল্লবৈর্দত্তমন্নং
ধন্যঃ সোঽয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৩ ॥

অদ্যাপ্যূর্জ্জ-প্রতিপদি মহান্ ভ্রাজতে যস্য যজ্ঞঃ
কৃষ্ণোপজ্ঞং জগতি সুরভি-সৈরিভী-ক্রীড়য়াঢ্যঃ।
শম্পালম্বোত্তম-তটতয়া যঃ কুটুম্বং পশূনাং
সোঽয়ং ভূয়ঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীগান্ধর্ব্বা-দয়িতসরসী-পদ্মসৌরভ্য-রত্নং
হৃত্বা শঙ্কোৎকরপরবশৈরম্বনং সঞ্চরদ্ভিঃ।
অন্তঃক্ষোদ-প্রহরিককৃলেনাকুলেনানুযাতৈ-
র্বাতৈর্জুষ্টঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৫ ॥

কংসারাতেস্তরিবিলসিতৈরাতরানঙ্গ-রঙ্গৈ-
রাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ।
ধৌত-গ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্ত্যসিন্ধো-
র্বীচিভ্রাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৬ ॥

যস্যাধ্যক্ষঃ সকল-হঠিনাঃ নাদদে চক্রবর্ত্তী
শুল্কং নান্যদ্ব্রজমৃগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য।
ঘট্টস্যোচ্চৈর্মধুকররুচস্তস্য ধাম-প্রপঞ্চৈঃ
শ্যামপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৭ ॥

গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরত-কলহোদ্দামতা বাবদূকৈঃ
ক্লান্ত-শ্রোত্রোৎপল-বলয়িভিঃ ক্ষিপ্ত-পিঞ্ছাবতংসৈঃ।
কুঞ্জৈস্তল্পোপরি পরিলুঠদ্বৈজয়ন্তী-পরীতৈঃ
পুণ্যাঙ্গশ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ৮ ॥

যস্তষ্টাত্মা স্ফুটমনুপঠেচ্ছ্রদ্ধয়া শুদ্ধয়ান্ত-
র্মেধ্যঃ পদ্যাষ্টকমচটুলঃ সুষ্ঠু গোবর্দ্ধনস্য।
সান্দ্রং গোবর্দ্ধনধর-পদদ্বন্দ্বশোণারবিন্দে
বিন্দন্ প্রেমোৎকরমিহ করোত্যদ্রিরাজে স বাসম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকের বঙ্গানুবাদ

নীল-স্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি ছত্রশোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ অঘাসুর-হন্তার হস্তে যিনি সপ্তাহকাল বাস করিয়াছিলেন, মেঘবৃন্দের অবিরল বারিবর্ষণে ব্যাকুলিত গোকুল ও গোপকুলের রক্ষক সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ১ ॥

পার্ব্বতীপূর্ব্বজ মৈনাক-পর্ব্বতও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বীয় বান্ধবগণের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জম্ভশত্রু ইন্দ্রেরও যিনি গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, সেই প্রগল্‌ভচেতা গোবর্দ্ধন আমাদিগের কুশল বিস্তার করুন ॥ ২ ॥

অহঙ্কারযুক্ত অতি স্থূলতর কায় বিস্তার করিয়া "আমি শৈলরাজ গোবর্দ্ধন"—ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্ব্বতরাজের প্রতি গোপ-গোপীগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই ধন্যতম গিরিবর গোবর্দ্ধন সদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৩ ॥

অদ্যাবধি কার্ত্তিকমাসের প্রতিপৎ-তিথিতে যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটিত অন্নযজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গৃহপালিত গো-মহিষাদি যাঁহাতে ক্রীড়া করে, বহু নির্ঝর-বারি-সিঞ্চনোৎপন্ন অভিনব তৃণ ধারণবশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্ব-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনগিরি আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের পদ্ম-সৌরভরূপ রত্ন অপহরণের নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত শঙ্কাকুল, অতএব নিঃশব্দ এবং বারিবিন্দু-স্বরূপ প্রহরিগণ-কর্ত্তৃক অনুধাবিত অর্থাৎ স্নিগ্ধ সুশীতল পবন-পরিসেবিত, সেই গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৫ ॥

যাঁহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকা-পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সমর্পিতাত্মা আভীরীদিগের প্রণয়বর্দ্ধনকারিণী সেই

মানসীগঙ্গার তরঙ্গমালায় যাঁহার শীলাসমূহ ক্ষালিত হইতেছে, সেই গিরিরাজ আমাদের কল্যাণ বিস্তার করুন ॥ ৬ ॥

মরকত শিলা-নির্ম্মিত ঘট্টপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সকল ঘট্টস্থিত জনগণের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ঘট্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্য কোন পণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্দ্ধনগিরি সদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৭ ॥

যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল-বলয়, ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত কর্ণভূষণ যে স্থানে পতিত এবং শয্যোপরি বৈজয়ন্তী-মালাও বিলুণ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রণয়-মাধুর্য্য প্রকাশকারী সেই কুঞ্জসমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গিরিবর গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৮ ॥

যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের এই মনোহর পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মযুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তি লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরিতে বাস করেন ॥ ৯ ॥

শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ *

বর্ণ কাহাকে বলে ও তাহার উৎপত্তি-কাল

দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু বিষয়ক নিদর্শনের বিশেষত্ব উপলব্ধি যে-পরিচয়ে সিদ্ধ হয়, তাহাকে বর্ণ বলে। দ্রষ্টার অভাবে বা দর্শনের বিশিষ্ট-জ্ঞানাভাবে বিশিষ্ট-লক্ষণ-গত বর্ণের উপলব্ধি নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের বর্ণ-বিচারে নির্ব্বিশেষ-ভাব প্রবল ছিল। ক্রমশঃ সত্য-যুগাবসানে ত্রেতা-মুখে চারিটী বর্ণ বিভাগ লক্ষিত হয়। এবিষয়ে শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্মে ১৮৮ অধ্যায়ে নিম্ন-লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়—

---

* **ইঁচড়েপাকা সাউড়ীর সহজিয়া-দলের ও তাহাদের মুরুব্বী নৌ-ব্যবসায়ী শ্রীযুত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এস্ এন্, ব্যাণ্ডো) মহাশয়ের শিক্ষা ও স্মরণার্থে 'জয়মঙ্গল' চাবুক-স্বরূপ জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।** ইহাতে সর্ব্বসাধারণও পারমার্থিক শুদ্ধ-বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

—সম্পাদক

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং-ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব-সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মাকর্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট **সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল**, জীবের মধ্যে বর্ণ-গত পার্থক্য ছিল না; পরে **কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে**।

সত্যযুগে সকলেরই এক 'হংস'-বর্ণে অবস্থিতি এবং ত্রেতাযুগ হইতেই স্বভাবানুসারে বর্ণের উৎপত্তি

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ ১৭ অধ্যায়ে—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ। ১০ ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াত্রয়ী। ১২ ॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রাঃ মুখবাহুরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ ॥ ১৩ ॥

সত্যযুগের আদিতে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা 'হংস' নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ, আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিল। আমার বিরাট্ ব্রহ্ম-রূপের মুখ, বাহু, উরু ও পদ-দেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ স্ব-স্ব আচার-জ্ঞাপক স্বভাব-ভেদে উৎপন্ন হইল।

বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন লক্ষণ, বৃত্তি ও স্বভাব

যে-যে লক্ষণ, বৃত্তি, স্বভাব বা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশিষ্ট বর্ণ পার্থক্য-লাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ **ব্রহ্মলক্ষণম্** ॥ ২১ ॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ **ক্ষত্রলক্ষণম্** ॥ ২২ ॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং **বৈশ্যলক্ষণম্** ॥ ২৩ ॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং ॥ ২৪ ॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥৩৫॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণ—শম, দম, তপ, শুদ্ধাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য। **ক্ষত্র-লক্ষণ**—শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য। **বৈশ্য-লক্ষণ**—দেবগুরু ও ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য, উদ্যম ও নিত্যনৈপুণ্য। **শূদ্রের লক্ষণ**—সাধুদিগের নতি, শুদ্ধাচার, প্রভুর নিষ্কপটসেবা, মন্ত্রহীনতা, যজ্ঞহীনতা, অচৌর্য্য, সত্য ও গো-বিপ্রের রক্ষা। এই সকল কথিত লক্ষণ পুরুষের বর্ণ নির্দ্দেশ-কারক। **যদিও অন্য লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট মানবক দৃষ্ট হয়, তাহার লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ বৃত্ত, স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে বর্ণের বিশেষ নির্দ্দেশ করিবে। অন্যথা অকরণে নির্দ্দেশকারী আচার্য্যের প্রত্যবায় হইবে।**

মানবের তিন প্রকার জন্ম—মাতৃ, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ

মানবের জন্ম ত্রিবিধ। শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৬৯ শ্লোক :—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জি-বন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞ-দীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥

মাতা হইতে সর্ব্বাগ্রে মানবকের জন্ম হয়, মৌঞ্জিবন্ধন বা উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয় জন্ম-লব্ধ দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-দীক্ষায় বেদ-শ্রবণ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ, ৩১ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক এবং দশমস্কন্ধ ২৩ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক—

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র্য-যাজ্ঞিকৈঃ। (ভাঃ ৪।৩১।১০)

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্। (ভাঃ ১০।২৩।৪০)

শ্রীধরস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ ও চক্রবর্ত্তীঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—

"শুক্রসম্বন্ধিজন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন, যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম।"

অর্থাৎ **বিশুদ্ধ** পিতামাতা হইতে জন্মের নাম **শৌক্র জন্ম**। উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে **দ্বিতীয় সাবিত্র্য জন্ম** অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। দীক্ষাদ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম, ইহাই পারমার্থিক **ব্রাহ্মণ-জন্ম**।

ত্রিবিধ-জন্ম মধ্যে কোন্ জন্মে কাহার অধিকার

ব্রাহ্মণেরই একমাত্র দৈক্ষ্য বা যাজ্ঞিক জন্মের যোগ্যতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্যের সাবিত্র্য বা উপনয়ন-সংস্কারময় দ্বিতীয় জন্মে যোগ্যতা। বর্ণ চতুষ্টয়ের শৌক্রজন্ম-যোগ্যতা আছে। **শূদ্রের সংস্কার, মন্ত্র ও যজ্ঞক্রিয়া নাই।** শৌক্রজন্ম লাভ করিয়া জীবের আচার্য্যের কৃপায় দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা লাভ করিবার পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তগত বর্ণ লভ্য হয়। সাবিত্র্য জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ মন্ত্রদীক্ষা প্রভাবে তৃতীয় বা যাজ্ঞিক জন্ম লাভ করেন। **শৌক্র জন্ম লাভ করিয়া অসংস্কৃত মানব বৈদিকী দীক্ষার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাফলে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না।**

শৌক্রজন্ম-বিচারে যে সংস্কার, তাহা অশুদ্ধ

যামল বলেন,—কলিকালে শৌক্র-বর্ণগত বিচার অবলম্বন করিয়া যে সাবিত্র্য সংস্কার দেওয়া হয়, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কার শব্দ-বাচ্য নহে। তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা সম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা বা উপনয়ন-সংস্কারের অযোগ্যতা বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের সম্ভাবনা নাই। যামল বলেন :—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ, ৩ সংখ্যাধৃত)

কলিকালে শৌক্রবিচারে যে সাবিত্র্য সংস্কার হয়, তাহা অসংস্কৃত শূদ্রের সংস্কার-রাহিত্যের তুল্য।

দীক্ষাপ্রভাবে শৌক্রশূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্ব লাভ

পঞ্চরাত্র আরও বলেন :—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংসং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ, ৭ম সংখ্যাধৃত)

যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে কাংস স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইরূপ মানবগণের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা (সম্বন্ধজ্ঞান) বিধানক্রমে দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। শ্রীমহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়, ৪৬,৫০-৫১ শ্লোক—

'এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূন-জাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য **বৃত্তমেব তু কারণম্॥**

সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

নিম্নকুলোদ্ভূত শৌক্রশূদ্রও ইহজীবনে এইসকল কর্ম্মফল-প্রভাবে আগম-সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। দীক্ষিত অসংস্কৃত মানব উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইলে দ্বিজ হন। **'শৌক্রজন্ম', 'প্রাণহীন ক্রিয়াপর সংস্কার', 'সম্বন্ধজ্ঞানরহিত বেদাধ্যয়ন', 'আধস্তনিক শৌক্রপারম্পর্য্য' প্রভৃতি সংস্কার-গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না। দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতি। স্বভাবক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের সংস্কার বিধান হইয়া থাকে। শূদ্রও ব্রাহ্মণ-বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।**

লক্ষণদ্বারাই ব্রাহ্মণ-নির্ণয়ের প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত

ছান্দোগ্য মাধ্বভাষ্যধৃত সাম-সংহিতাবাক্য—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে সাক্ষাৎ কুটীলতা। গৌতম ইহা জানিয়াই সত্যকাম-জাবালকে সাবিত্র্য উপনয়ন-সংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষৎও লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ * * * কাম-রাগাদি দোষ-রহিতঃ শম-দমাদি-সম্পন্নো ভাব-মাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশা-মোহাদি-রহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির্নাস্ত্যেব।"

তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কাম-রাগাদি দোষ-বর্জ্জিত শম-দমাদি-গুণ-বিশিষ্ট ভাব-মৎসরতা-তৃষ্ণা-আশা-মোহহীন দম্ভাহঙ্কারাদি ত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন এতাদৃশ লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়।

বৃত্তিদ্বারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, অন্য উপায়ে নহে

বৃত্তগত বর্ণবিচার শ্রীমহাভারতে অনেকস্থলেই প্রমাণিত আছে। বনপর্ব্ব ২১৫ অধ্যায় :—ব্রাহ্মণো ব্যাধায়

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু॥ ১৩॥

দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ॥ ১৪॥
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥ ১৫॥

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে বলিলেন—আমার বিনির্দ্দেশে তুমি সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ ইহাতে সংশয় নাই। কারণ যে-ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্য-পরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে সে শূদ্রতুল্য। যে-শূদ্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যম-বিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করি। কারণ বৃত্ত-বিচারই ব্রাহ্মণ-নির্দ্দেশের একমাত্র কারণ।

গুণহীন শৌক্র-ব্রাহ্মণকে শূদ্র প্রতিপন্ন না করিলে প্রত্যবায় হয়

বর্ণপর্ব্ব ৮০ অধ্যায়েও বৃত্তবিচার লক্ষিত হয়—

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥ ২৬॥

যুধিষ্ঠির সর্প-তনুধৃক্ নহুষকে বলিলেন—হে সর্প! যাঁহাতে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ—সত্য, দান, অক্রোধ, অহিংসা, অনিষ্ঠুরতা, পাপে ঘৃণা প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিতে উপনয়ন-সংস্কারাদি চিহ্ন থাকিলেও তাহাকে বৃত্ত-বিচারে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। না করিলে সত্যভ্রংশ-জনিত বিধি লঙ্ঘিত হইয়া প্রত্যবায় ঘটিবে।

শূদ্রের দ্বিজত্ব লাভের উপায়

অনুশাসন পর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়—

ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকুর্ব্বন্হ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতেৰ্ব্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

উমা জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ বৃত্ত-বিশিষ্ট হইলে এই জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন। মহেশ্বর তদুত্তরে বলিলেন—ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-বৃত্তিতে জীবন যাপন করিলে শূদ্র শূদ্রাচার ও বৃত্তিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্য বৈশ্যবৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। **যেখানে শূদ্রে শুভকর্ম্ম ও ব্রহ্ম-স্বভাব বর্ত্তমান, তিনি দ্বিজ-জাতির মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে,** ইহাই আমার ধারণা।

বৃত্তগত ব্রাহ্মণতা সম্বন্ধে নীলকণ্ঠাচার্য্য

শ্রীনীলকণ্ঠ বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিষয়ে (মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৫ টীকায়) এইরূপ বলিয়াছেন :—

শূদ্রলক্ষ্মকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্ম-শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।

অর্থাৎ, শূদ্রের বৃত্তগত চিহ্ন কামাদি ব্রাহ্মণে নাই, থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তগত চিহ্ন শমাদি শূদ্রে নাই, থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শমাদি-গুণযুক্ত শূদ্রাভিহিত মানব নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদিযুক্ত বিপ্রপরিচয়াকাঙ্ক্ষী মানব নিশ্চয়ই শূদ্র।

শ্রীনীলকণ্ঠও বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিনির্দ্দেশে একটী শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন—

ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বোত।

আমরা জানিনা, আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ।

বৃত্তগত বর্ণ নিরূপণে শ্রীধরস্বামী

বৃত্তবিচারে বর্ণ নিরূপণে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিতি। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, **ন তু জাতিনিমিত্তেন।**" (ভাঃ ৭।১১।৩৫ টীকা)

শমাদি গুণদ্বারা বৃত্তগত প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণাদি স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ শৌক্র-বিচারে যে ব্রাহ্মণাদি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই কেবল বর্ণনির্দ্দেশের হেতু নহে। যদি শৌক্র-বিচার-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য অশৌক্র ব্রাহ্মণে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে শৌক্রজাতি-নিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-হেতুমূলে বর্ণ নিরূপণ করিবে।

বৃত্তগত বর্ণনির্দ্দেশে মনুসংহিতা

মনু দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বৃত্তগত বর্ণনির্দ্দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ (২।১৬৮)
উত্তমান্নুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি **প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্**॥ (৪।২৪৫)
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ। (৪।২৫৫)

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ (২।১৫৭)

যিনি উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশায় সবংশে সত্বর শূদ্রতা লাভ করেন। উত্তমোত্তম অধমাধম বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, আবার তদ্বিপরীতে প্রত্যবায় দ্বারা শূদ্রতা লাভ হয়। যিনি একপ্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া সাধুর নিকটে অন্যপ্রকার প্রতিপন্ন হইবার কথা বলেন, ইহলোকে তিনি পাপকারীর অগ্রগামী, আত্মবঞ্চক ও চোর। যেরূপ কাঠের হস্তী, মৃগ-চর্ম্মাচ্ছাদিত-মৃগপুত্তলি, হস্তী ও মৃগ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেরূপ অপঠিত-বেদ-ব্রাহ্মণ নামে ব্রাহ্মণ হইলে, কাযে লাগে না। শাস্ত্রে বৃত্তগত বর্ণবিচার ও বর্ণ নির্দ্দিষ্ট থাকাসত্ত্বে শৌক্র-পন্থাবলম্বনে বর্ণ-নির্ণয় প্রবলতা লাভ করিয়াছে।

কলির প্রাবল্যে বংশগত বর্ণবিচার প্রচলিত

বৃত্তগত বর্ণনির্দ্দেশ-প্রণালী আবহমানকাল প্রচলিত ছিল, কিন্তু কলি-প্রাবল্য-হেতু ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় অন্যায়পূর্ব্বক স্বার্থপরতাই সমাজের মেরুদণ্ড বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। শৌক্রপন্থায় যোগ্যব্যক্তিরই অব্যভিচার বর্ণ সংজ্ঞা লাভ হইত। পুরাকালে যখনই পারম্পর্য্যপন্থায় বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিত, তখনই পাতিত্য বা উচ্চবর্ণাধিকার লাভ হইত। উদাহরণ-স্বরূপ সামান্য কয়েকটি প্রসঙ্গ এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

স্বভাবের উন্নতি ও অবনতিক্রমে বর্ণের উচ্চাবচ গতি এবং তাহাদের শাস্ত্রীয় উদাহরণ

হরিবংশ ১০ অধ্যায়ে, 'নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ।' নাভাগ ও অরিষ্টপুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যবর্ণ হইয়াছিলেন। **ভাগবত** ৯ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ে, 'নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।' কর্ম্মবশে নাভাগ ও দিষ্টপুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন। **হরিবংশ** ১১ অধ্যায়ে, 'নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।' আবার নাভাগাদিষ্ট-তনয় বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যবর্ণে অবনতি এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণবর্ণে পরিণতি, বর্ত্তমান শৌক্রবর্ণ-বিচারে অভিনব মনে হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে।

বৃত্তগত বর্ণতা প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় অন্যান্য উদাহরণ

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখা

যায় যে, (১) বলিরাজের পাঁচটি ক্ষত্রিয় পুত্রব্যতীত বালেয় ব্রাহ্মণ পুত্র হইতে ব্রাহ্মণ বংশ উদ্ভূত হইয়াছে। (২) গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণ পুত্রব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল। (৩) **ঋষভদেবের একশত সন্তানের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ, নয় জন ক্ষত্রিয় এবং নয় জন বৈষ্ণব পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।** (৪) ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি তৎপুত্র গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (৫) ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হন। (৬) অজমীর রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। (৭) মুদ্গলরাজ হইতে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণ বংশের সৃষ্টি। (৮) পুরুরাজবংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণগণ জাত হইয়াছেন। (৯) চন্দ্রবংশীয় যযাতি-পৌত্র কণ্ব-বংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদয়। (১০) ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নি বেশ্যায়ন ব্রাহ্মণ বংশের উৎপত্তিকারক ক্ষত্রিয় ধাষ্টর্গণ ব্রাহ্মণ হন। (১১) ক্ষত্রিয় বীতিহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (১২) গৃৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। (১৩) পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধজন্য শূদ্র হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে শৌক্র-সাবিত্র্য অপেক্ষা দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতারই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজন

শৌক্রপারম্পর্য্যক্রমে ব্রাহ্মণ-তনয়গণ অনেক সময় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেন। আবার বৃত্তগত উপনয়নাদি দ্বারা দ্বিজ এবং দীক্ষা সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইবার ইতিহাস তাৎকালিক ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের সাহায্য করিয়াছে। শৌক্র-সাবিত্র্য ও দৈক্ষ-সাবিত্র্য উভয় প্রকারেই বর্ণ-নির্দ্দেশের কারণ ছিল এবং এক্ষণেও তাহা ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইলে পুনঃ স্থাপিত হইবার বাধা নাই। **বৈষ্ণবগণ বৃত্তগত বর্ণভেদ স্বীকার করেন, তাহাতে জাতি-সামান্যের দোষ স্পর্শ করে না।**

—শ্রীল প্রভুপাদ

বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ

লক্ষণ কাহাকে বলে ও তাহা কতপ্রকার? এবং বৈষ্ণবের কি-কি লক্ষণ

যাহার দ্বারা বস্তু লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুই প্রকার—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থা-

বিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থ-লক্ষণ। যেমত সকল বস্তুরই দুই প্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবেরও দুইপ্রকার লক্ষণ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন—

"সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।"
"কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, **কৃষ্ণৈকশরণ।**
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭২,৭৫-৭৭)

উক্ত ছাব্বিশটী লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন।

কৃষ্ণৈকশরণতা বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ কেন?

উক্ত গুণগণ মধ্যে **'কৃষ্ণৈকশরণতা'** গুণটী বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ। অপরগুণগুলি তটস্থ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তিই বা কেন স্বরূপ-লক্ষণ হইল, তাহার একটু বিচার করা আবশ্যক। শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১০৮-১০৯)

স্বরূপতঃ জীব চিদ্বস্তু এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণস্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, জীবও সেইরূপ কৃষ্ণকিরণ-মণ্ডল-বহির্গত হইয়া বিগত-স্বরূপ হইয়া পড়েন। অতএব শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

জীবের উক্ত স্বরূপলক্ষণই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না। কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলেই পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুবর্ণ যেরূপ রাসায়নিক বিকৃত অবস্থায় জ্যোতিশূন্য হইয়া থাকে এবং রাসায়নিক বিয়োগ দ্বারা পুনরায় তাহার ঐ ধর্ম্ম উদয় হয়, জৈবধর্ম্মও তদ্রূপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া অবস্থাক্রমে পুনরুদিত হয়।

সাধুসঙ্গে স্বরূপ-ধর্ম্মের উদয়

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপধর্ম্ম অনুদিতপ্রায় থাকে, সেইরূপ

কতকগুলি মায়িকধর্ম্ম জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মায়িক ষড়্‌বিকার, ষড়্‌রিপু, ভোগপিপাসা ইত্যাদি তখন জীবের সঙ্গী হইয়া পড়ে। সেই জীব মায়াত্যাগের একমাত্র উপায় যে সাধুসঙ্গ, তাহা যখন ভাগ্যক্রমে আশ্রয় করেন, তখনই তাহার স্বরূপ-ধর্ম্ম পুনরুদিত হইতে আরম্ভ হয়। সাধুসঙ্গে সেই ধর্ম্মের যত আলোচনা করিতে থাকেন, ততই তাহার উন্নতি ও ক্রমশঃ পূর্ণতা-প্রাপ্তি হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮০)

যে-সময়ে সাধুসঙ্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণচরণ-শরণাপত্তির আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময়ে মায়িক গুণ-বিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণব শরীরে অবশ্য উদয় হইবে। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িক গুণসকলকে বিনষ্ট করত বৈষ্ণবের স্বরূপধর্ম্ম-সমুদ্রের ঊর্ম্মির ন্যায় বিলীন হইয়া পড়ে। মায়ামুক্ত বৈষ্ণব-দিগের কৃষ্ণৈকশরণতা মাত্র লক্ষণ।

ভক্ত্যুন্মুখ জীবের স্বভাব ও গুণ

ভক্তি-উন্মুখ জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজীবে কৃপাবিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। সত্যতত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন। সকল জীবকে সমদৃষ্টি করিবেন। স্বয়ং নির্দ্দোষ। যথাশক্তি বদান্য। তিনি ধীর, পবিত্র ও দৈন্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন। নিজে ভুক্তি-মুক্তি-কামশূন্য। জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহাতিরিক্ত উদ্যমরহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। ভক্তি আলোচনার অবিরোধী ভোগমাত্র স্বীকার করেন। অত্যন্ত নিদ্রা, আলস্য ও মাদক সেবনাদি পরিত্যাগী। সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ। নিজে গুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য। অসার আলোচনা-রহিত। অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট। তিনি জগদ্বন্ধু। ভগবল্লীলাদি বর্ণনে কবি। সৎকার্য্য-পটু। তিনি অকারণ বাক্য ব্যয় করেন না।

বৈষ্ণবের তারতম্য

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে এই পঁচিশ প্রকার তটস্থ গুণ অবশ্য উদয় হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এইসকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যেস্থলে এইসকল তটস্থ গুণের অত্যন্ত অভাব, সেস্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অনুদয় বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব-তারতম্যের একমাত্র পরিচয়।

অবৈষ্ণবের গুণ নিরর্থক ও প্রতিষ্ঠাপর

কোন কোনস্থলে ভক্তি নাই, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। সেস্থলে ঐ সমস্ত গুণগণ কুরূপা স্ত্রীর অলঙ্কারের ন্যায় অযথাযথ। ফলতঃ ভক্তিহীন ব্যক্তির উক্ত গুণসকল স্থায়ী হয় না ও উন্নতি লাভ করে না। যশোলাভ বা অর্থলাভ-জনিত বিধায় তাহাদের প্রতিষ্ঠা হয় না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৪।১৪৬)

প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহারা সাধুসঙ্গক্রমে ভক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত তটস্থ-গুণগণ স্বভাবতঃ উদিত হইয়া প্রতিষ্ঠাশাশূন্য-ব্যক্তিকেও জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে প্রার্থনা

হায়রে আমার মন অতি দুরমতি।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে কেন না হইল রতি॥
কত শত সহস্র সৌভাগ্যের ফলে।
পেয়েছি জনম শ্রেষ্ঠ মানবের কোলে॥
মানব-জনম অতি দুর্ল্লভ জনম।
কায়-মনে ভজ মন কৃষ্ণের চরণ॥
সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ, তাই জনিহ নিশ্চয়।
শিবাদি দেবতা তাঁর অংশরূপ হয়॥
সর্ব্বরোগ, সর্ব্বক্লেশ উপদ্রব সনে।
অরিষ্টাদি বিনাশ হয় হরি-উচ্চারণে॥
যথা অতি বায়ু-বলে মেঘ দূরে যায়।
সূর্য্যোদয়ে তমোনাশ অবশ্যই ভায়॥
যতন করহ তাই কৃষ্ণ লভিবারে।
সদ্‌গুরু বিনা তাহা লভিতে না পারে॥

বৈষ্ণব-সেবায় হয় বিষ্ণু-সন্তোষণ।
সেবাকার্য্য কর সদা হ'য়ে একমন ॥
গুরুকেই জান মন, সর্ব্বেসর্ব্বা বলি'।
চিত্তেতে রাখহ তাঁহে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বলি' ॥
শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে।
গুরুকেই চিন্ত মন সর্ব্ব-অবস্থাতে ॥
গুরুর কৃপায় হয় কৃষ্ণ-দরশন।
একমনে পূজ ভাই শ্রীগুরুচরণ ॥
দেখ মন, যিনি গুরু—নিত্যকাল গুরু।
শিষ্য গেলে তাঁর কাছে হইবেক উরু ॥
গুরুরূপে কৃষ্ণ আসি' এই মরলোকে।
উদ্ধার করেন হেন পাতকী জনকে ॥
ওহে প্রভো গুরুদেব! দীনের মিনতি।
তব পাদপদ্মে যেন থাকে নিত্যা মতি ॥

—শ্রীধন্যাতিধন্য ব্রহ্মচারী (আসাম)

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

বৌদ্ধমতে শূন্য ও ব্রহ্ম

এক্ষণে ব্রহ্মে ও শূন্যে পার্থক্য কি অথবা কোন প্রকার পার্থক্য আছে কিনা, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিচার করা যাইতেছে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে'র ১৯ শ্লোকে শূন্যতত্ত্বরূপ পরম নির্ব্বাণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"শক্তঃ কস্ত্বামিহস্তোতুং নির্নিমিত্তাং নিরঞ্জনাম্।
সর্ব্ববাগ্‌বিষয়াতীতাং যা ত্বং ক্বচিদনিশ্রিতা ॥" ১৯ ॥

উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়, শূন্যতত্ত্ব নির্নিমিত্ত নিরঞ্জন অনিশ্রিত এবং সর্ব্ববাগ্‌বিষয়াতীত বিধায় কেহ তাঁহার স্তুতি করিতেও সমর্থ নহে। আমার পূর্ব্ব কথিত 'বৌদ্ধের শূন্যবাদ' বর্ণনে আমি পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি শূন্যতত্ত্বটী—

'আকাশাম্ নির্লেপাম্ নিষ্প্রপঞ্চাম্ নিরক্ষরাম্'।

'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র অষ্টাদশ পরিবর্ত্তে শাক্যসিংহ বুদ্ধ সুভূতির নিকট শূন্যের যাহা লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়াঽপি তে। যা চ শূন্যতা অপ্রমেয়তা অপি সা॥"

অর্থাৎ হে সুভূতি, যাহা শূন্য তাহাই অক্ষর। যাহাকেই শূন্যতা বলা যায়, তাহাই অপ্রমেয়। পুনরায় উক্ত গ্রন্থে বলিতেছেন—

"অপ্রমেয়মিতি বা অসঙ্খ্যেয়মিতি বা অক্ষয়মিতি বা শূন্যমিতি বা অনিমিত্তমিতি বা অপ্রনিহিতমিতি বা অনভিসংস্কার ইতি বা অনুৎপাদ ইতি বা অজ্ঞাতিরিক্ত বা অভাব ইতি বিরাগ ইতি বা নিরোধ ইতি বা নির্ব্বাণমিতি।"

দেবপুত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে উক্ত গ্রন্থের দ্বাদশ পরিবর্ত্তে শূন্যের লক্ষণ জানাইতেছেন—

"শূন্যমিতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। অনভিসংস্কার ইত্যনুৎপাদ ইত্যনিরোধ ইত্যসংক্লেশ ইত্যব্যবদানমিত্যভাব ইতি নির্ব্বাণমিতি ধর্ম্ম ধাতুরিতি তথাতেতি দেবপুত্রা অত্র লক্ষণানি স্থাপ্যন্তে। নৈতানি লক্ষণানি রূপনিশ্রিতানি।"

উক্ত বাক্যসমূহ হইতে জানা যায়, শূন্যতত্ত্ব অপ্রমেয়, অসংঙ্খেয়, অক্ষয়, অনিমিত্ত, অপ্রনিহিত, অনভিসংস্কার, অজ, অজাতি, অভাব, অনিশ্রিত। অনুৎপাদ, অনিরোধ, অসংক্লেশ, অব্যবদান, অরূপ এবং আকাশের মত নির্লেপ, নিষ্প্রপঞ্চ, নিরক্ষর, নির্নিমিত্ত, নিরঞ্জন, নিরোধ, নির্ব্বাণ, নিরবদ্য, বিরাগ, রাগবিষয়াতীত ইত্যাদি। 'শূন্য'তত্ত্বের এই লক্ষণগুলি বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে শঙ্করের 'ব্রহ্ম'-তত্ত্ব হইতে কিছুমাত্র পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না। এমন কি, আচার্য্য-শঙ্কর ব্রহ্মকেও শূন্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিতেছি।

শঙ্করমতে ব্রহ্মও শূন্য

শ্রীপাদ শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, ব্রহ্মনামাবলীমালা প্রভৃতি আদ্যন্ত আলোচনা করিলে উক্ত শূন্যের লক্ষণসমূহ ব্রহ্মলক্ষণরূপে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে শঙ্করাচার্য্যের লিখিত অধিক প্রমাণ উদ্ধার করা প্রবন্ধ-বিস্তারভয়ে নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। তবে উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপাদন জন্য দুই একটী শ্লোক মাত্র লিপিবদ্ধ হইল।—

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈক বস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ (বিবেকচূড়ামণি-৪০২)

বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্‌বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥ (অপরোক্ষানুভূতি-১০৮)
নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥ (ব্রহ্মনামাবলীমালা-৪)

উক্ত শ্লোকগুলি হইতে নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নিরবদ্য, অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি ব্রহ্মের যে স্বরূপ-লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা 'শূন্য' ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শূন্যের লক্ষণ-বিচারে 'অভাব' বলিয়া একটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উহা দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শনাদি ভাবশূন্যরূপ অভাবকেই লক্ষ্য করিতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রাতঃস্মরণস্তোত্রের দ্বিতীয় শ্লোকে "যন্নেতি নেতি বচনৈঃ" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত শূন্যলক্ষণাত্মক অভাবকেই লক্ষ্য করিতেছে। **যে শূন্য, "সর্ব্ববাক্‌বিষয়াতীত" সেই ব্রহ্ম "শব্দবিবর্জ্জিত"। যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—"তদ্‌বক্তুং কেন শক্যতে", সেই শূন্যকেই বৌদ্ধগণ "শক্তঃ কস্ত্বামিহস্তোতুম্" বলিতেছেন। বৌদ্ধগণ যাহাকে "নিরঞ্জনাম্, নির্লেপাম্" বলিতেছেন, শঙ্কর তাহাকেই "নিরঞ্জনো নির্লেপো বিগতক্লেশঃ" ইত্যাদি বলিতেছেন** (মুণ্ডকোপনিষদের ৩য় মুণ্ডক ৪৭ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এখন সুধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখুন, শঙ্করের ব্রহ্মবাদ ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ একই কিনা?

অদ্বয়বাদী ও অদ্বৈতবাদী

বৌদ্ধ-চিন্তা-স্রোতেই যে মায়াবাদের জীবন পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে। অমরকোষ বুদ্ধকে **অদ্বয়বাদী**-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন এবং আচার্য্য শঙ্করও যে **অদ্বৈতবাদী** তাহা লোক-প্রসিদ্ধ। অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে উভয় মতবাদ একই বলিয়া বোধ হইবে।

তথাপি, উভয় বিচারের মধ্যে আশু পার্থক্য যাহা প্রতীত হয়, তাহার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। **পরিণাম-বিচারে** বুদ্ধ শূন্যকে অসৎস্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—শূন্যকে শূন্য বলিয়াই জানিবে, অভাব বলিয়া জানিবে, **নির্ব্বাণ** বলিয়া জানিবে। এবং শ্রাবক ও বোধিসত্ত্বশ্রেণী যদি উক্ত শূন্যকে শূন্যরূপ না জানিয়া বা নির্ব্বাণকে একটি গুণাত্মক-বিশেষ অবস্থাকে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে উহাও "মায়োপম স্বপ্নোপম"।

পরিণাম-বিচারে আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলিয়াছেন এবং **অন্যত্র**

আনন্দস্বরূপ এবং নির্ব্বাণস্বরূপও বলিয়াছেন। সাধারণ বিচারে উভয় মতের মধ্যে পরিভাষায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবের বা চিন্তা-ধারায় যে কোনও ভেদ নাই, তাহা একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নির্ব্বাণ' অর্থে শুষ্কতাশূন্য সারস্য বুঝাইলে কাহারও 'নির্ব্বাণ' শব্দে আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু উভয়ই তাঁহাদের স্ব-স্ব তত্ত্বকে অর্থাৎ শূন্যকে ও ব্রহ্মকে 'নির্ব্বাণ'-স্বরূপ বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর মুক্তির পর ব্রহ্মের যে 'আনন্দ'-স্বরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত লক্ষণ নিরর্থক প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ তাঁহার মতে উহার প্রাপক কেহ নাই। সুতরাং প্রাপ্য-প্রাপকত্বের অভাবহেতু উহা 'নিরানন্দ স্বরূপ' হইলেই বা দোষ কি?

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—

"ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যাহি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যাহি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥

(অপরোক্ষানুভূতি-১২৯)

অর্থাৎ ভাববৃত্তির দ্বারা ভাববস্তু এবং শূন্যবৃত্তির দ্বারা শূন্যতা লাভ হয়। ব্রহ্মবৃত্তি অবলম্বন করিলে ব্রহ্মত্ব লাভ করা যায়।

উক্ত বাক্যের দ্বারা তিনি শূন্যবাদ অপেক্ষা ব্রহ্মবাদের একটী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিচার করিলে উক্ত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। উহা কেবল কথার কথা মাত্র। উক্ত শ্লোকের ইঙ্গিত এই যে, ভাবরূপ ব্রহ্মবৃত্তি অভ্যাস করিলে সৎস্বরূপ এবং ভাবস্বরূপ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর অভাব-রূপ শূন্যবৃত্তি স্বীকৃত হইলে অসৎস্বরূপ শূন্যই লাভ হইবে। এখানে সদ্বস্তু ব্রহ্ম ও অসদ্বস্তু শূন্যে পার্থক্য কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকায় ও না থাকায় ক্ষতিবৃদ্ধি কাহার? 'দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্য বস্তু'কে প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাব বা সৎ বলা অথবা অভাব বা অসৎ বলার মধ্যে পার্থক্য যে কি, তাহা অনুসন্ধান করিলে কিছু পাওয়া যাইবে কি? অনাবিষ্কৃত বহু দ্রব্যের সত্তা স্বীকার করিলে তাহাতে যেরূপ জীবের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সেইরূপ বহু দ্রব্যের অনস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না—ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের বিচার। যেখানে যে বস্তুর পারমার্থিক দৃশ্যত্ব নাই এবং তাহার কেহ দর্শকও নাই, সে স্থলে তাহাকে 'সৎ'ই বলুন্ আর 'অসৎ'ই বলুন্—বস্তুতঃ একই হইয়া পড়ে—কোনওরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

মায়াবাদকে বৌদ্ধবাদ বলিয়া পরিচয় না দিয়া উহা গোপন রাখিবার কারণ

অদ্বয়বাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার মতবাদকে বৌদ্ধমতবাদ বলিয়া পরিচয় দেন নাই—যদিও তিনি যে প্রকৃত বৌদ্ধ, তাহা অন্তরে অন্তরে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার আত্ম-পরিচয় গোপন রাখার বিশেষ কারণ ছিল। সে-কারণ তাঁহার দার্শনিক বিচারের পার্থক্যই হেতু নহে—ভগবদাদেশই তাহার মূল কারণ। আচার্য্যকুলশিরোমণি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সম্বন্ধে এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥" (চৈঃ চঃ)

"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।"

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্মে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল,—

"পরমহংস বাবাজী মহাশয় শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিয়া দণ্ডবৎ-প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—মহোদয়, 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ', একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। শঙ্কর বৈষ্ণবদিগের গুরু, এইজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ করেন। শঙ্কর স্বয়ং পূর্ণ বৈষ্ণব। যে-সময়ে তিনি ভারতে উদিত হইয়াছিলেন, সে-সময় তাঁহার ন্যায় একটী গুণাবতারের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে বেদশাস্ত্রের আলোচনা ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপ বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদে শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। শূন্যবাদ নিতান্ত নিরীশ্বর। তাহাতে জীবাত্মার তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত থাকিলেও ঐ ধর্ম্ম নিতান্ত অনিত্য। সে-সময় ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই বৌদ্ধ হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন শঙ্করাবতার উদিত হইয়া বেদশাস্ত্রের সম্মান স্থাপনপূর্ব্বক শূন্যবাদকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করেন। এই কার্য্যটী অসাধারণ। ভারতবর্ষ শ্রীশঙ্করের নিকট এই বৃহৎ কার্য্যের নিমিত্ত চিরঋণী থাকিবেন। কার্য্যসকল জগতে দুই প্রকারে বিচারিত হয়। কতকগুলি কার্য্য তাৎকালিক ও কতকগুলি কার্য্য সার্ব্বকালিক। শঙ্করাবতারের সেই বৃহৎ-কার্য্য তাৎকালিক। তদ্দ্বারা অনেক সুফল উদিত হইয়াছে। শঙ্করাবতার যে-ভিত্তি পত্তন করিলেন, সেই ভিত্তির উপর পরে শ্রীরামানুজাবতার ও শ্রীমধ্বাদি আচার্য্যগণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অতএব শঙ্করাবতার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরম বন্ধু ও

একজন প্রাগুদিত আচার্য্য।"—(জৈবধর্ম্ম ২য় অধ্যায়)

ভগবানের আদেশ পালনকারী আচার্য্যের পাদপদ্মে আমি অপরাধ না করিয়া, তিনি যে ভগবদাদেশ সুষ্ঠুরূপে পালন করিবার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্নভাবে শূন্যবাদকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাই বিজ্ঞগণ-সমক্ষে প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছি।

বুদ্ধের প্রতি আচার্য্য শঙ্করের কি মনোভাব, তাহা তাঁহার "দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রে" প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি গুপ্তভাবে বুদ্ধের প্রতি যে স্তব করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,— "চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥"

উক্ত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, তিনি দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রচ্ছলে বুদ্ধের প্রতি কি প্রকার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন! 'চিত্রং'-শব্দে অতীব সম্মানসূচক মুগ্ধের ভাব বুঝায়। বটতরুমূলে গুরুশিষ্য উভয়েই মৌনভাবে আছেন। শিষ্যেরা সকলেই বৃদ্ধ, আর গুরু যুবা। গুরু মৌনভাবে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতেই শিষ্যগণের সন্দেহ দূর হইতেছে।

উক্ত শ্লোকের পূর্ব্ব শ্লোক আলোচনা করিলেও ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত শ্লোকদ্বয় শাক্যসিংহ বুদ্ধের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শূন্য সম্বন্ধে নৃসিংহতাপনী উপনিষদের নিম্নলিখিত বাক্য দর্শনে আচার্য্য মহানন্দের সহিত শূন্যতত্ত্বকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। উক্ত বাক্য যথা,— **"আনন্দঘনং শূন্যম্, ব্রহ্মআত্মপ্রকাশং শূন্যম্"।**
(নৃসিংহতাপনী—উঃ ৬।২,৪)

অর্থাৎ শূন্যই আনন্দস্বরূপ, শূন্যই ব্রহ্মস্বরূপ।

বৌদ্ধগণও উক্ত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি করিয়া মিলিন্দপঞ্হ গ্রন্থে শূন্যরূপ নির্ব্বাণকে "একান্ত সুখম্", "বিমুক্ত সুখম্ পটিসম্বেদি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা একান্ত সুখস্বরূপ বিমুক্ত সুখস্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ অমরসিংহ নির্ব্বাণকে নিঃশ্রেয়স অমৃত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।—"মুক্তি কৈবল্য নির্ব্বাণং শ্রেয়োনিঃশ্রেয়সামৃতম্"। উহার টীকাকার বলেন,—"নির্ব্বাতেঃ আত্যন্তিক-দুঃখোচ্ছেদে ভাবেক্ত"। সুতরাং আনন্দঘন শূন্যকে, আত্মপ্রকাশ শূন্যকে, ব্রহ্মস্বরূপ শূন্যকে বৌদ্ধেরাও আত্যন্তিক দুঃখচ্ছেদরূপ, অনন্তসুখস্বরূপ, নিঃশ্রেয়স অমৃতস্বরূপ, বিমুক্ত সুখস্বরূপ বলিয়া জানেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধের যাহা শূন্য, শঙ্করের তাহাই ব্রহ্ম।

(ক্রমশঃ)

যযাতি-রাজার উপাখ্যান

পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়-বংশে উদ্ভূত এক মহা-পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন; তাঁহার নাম ছিল 'যযাতি'। রাজন্যবৃন্দের মৃগয়া করা, পাশাখেলা এবম্বিধ ব্যসন ছিল। এবং তাঁহাদিগের এই মৃগয়া করা রাজ-ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত।

এক দিবস রাজা যযাতি হস্তী, ঘোটক, সৈন্য-সামন্তসহ মৃগয়ায় শোভাযাত্রা বাহির করিলেন। সুসজ্জিত এক বৃহৎ হস্তীর উপর রাজা আরোহণ করিয়াছিলেন। রণবাদ্য, সৈন্য-কোলাহলে কাণে তালি লাগিল—কর্ণে আর কিছুই শুনা যায় না। এরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যসহ রাজা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছেন; কিন্তু দৈবের কি বিচিত্র গতি। অকস্মাৎ আকাশে ঘনঘটা দেখা দিল,—ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রাঘাত, প্রবল বারিপাত, শিলাবৃষ্টিতে রাজার সৈন্য-সামন্ত কোথায় ভাসিয়া গেল! রাজা যযাতি এই মহাবিপদে পড়িয়া একাকী সেই ভীষণ অরণ্য মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দুরন্ত মেঘ কাটিয়া গেল, আকাশে সূর্য্য-প্রভা দেখা দিল; তখন বেলা দুই প্রহর, প্রচণ্ড রৌদ্রে দারুণ পিপাসায় রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। নিকটে নদী কিম্বা অপর কোন জলাশয় নাই। রাজা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া অদূরে একটী বৃহৎ কূপ দেখিতে পাইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবযানী

পূর্ব্বে দেবাসুরের মধ্যে প্রায়ই প্রবল যুদ্ধ হইত। মহর্ষি কশ্যপের বহু পত্নী থাকিলেও দুইটী প্রধানা; তন্মধ্যে একটীর নাম দেবমাতা 'অদিতি,' দ্বিতীয়া অসুর-জননী 'দিতি'। দেবতাবৃন্দ অদিতি-মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন, আর অসুরকুল দিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল। দেবতা এবং অসুরবৃন্দ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাহেতু স্বর্গ-অধিকার লইয়া প্রায়ই তাহাদের তুমুল যুদ্ধ হইত। এই যুদ্ধে কখন দেবতারা পরাজিত হইতেন, কখনও বা অসুরকুল পরাজিত হইত। উভয়ের মধ্যে প্রবল বিদ্বেষভাব সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিত। কেন-না, স্বর্গে উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা তিলোত্তমা, সুগন্ধি পারিজাত-পুষ্প, অমৃত—এই সমস্ত বিলাস-দ্রব্য থাকায়, উভয় ভোগীকুলই দিব্য ভোগের জন্য প্রায়ই কলহ করিত।

সর্ব্ববিচক্ষণ বৃহস্পতি —দেবগুরু ছিলেন; তিনি দেবতাদিগের হিত-কামনা করিয়া দেবতাগণ বিপদে পড়িলে পরামর্শ দিতেন। অপরদিকে মহাতেজস্বী

শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগের গুরু ছিলেন। তিনি অসুরকুলের মঙ্গল কামনা করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তখন দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা দৈত্যদিগের লালন-পালন করিতেন; তিনিও দেখিতে যেরূপ ভয়ঙ্কর, তদ্রূপ মহাবীর ছিলেন। এই দৈত্যরাজের একটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম 'শর্ম্মিষ্ঠা'। দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যেরও একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ছিল,তাহার নাম 'দেবযানী'। এই কন্যা দুইটী সমবয়স্কা বলিয়া পরস্পর সখীভাবে প্রীতি করিত। তবে দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানী অপেক্ষা স্থূল ও বলিষ্ঠা ছিল।

এক দিবস এই দুই সখী শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবযানী স্নানের নিমিত্ত নিকটস্থ নদীতে গমন করিয়াছিল; উভয় কন্যা নদীতীরে বসন রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া নদীতে সাঁতার দিতেছিল। এদিকে বায়ু সঞ্চালনে উহাদের বসন বিপর্য্যয় হইয়া গেলেও উহারা তাহা জানিতে পারিল না। ক্রমশঃ বিষম ঠাণ্ডা লাগিয়া উভয়ের শরীর কম্পিত হইতে থাকিলে, তাহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া শশব্যস্তে নদী হইতে উঠিয়া ভ্রমক্রমে দেবযানীর বসন শর্ম্মিষ্ঠা এবং শর্ম্মিষ্ঠার বসন দেবযানী গ্রহণ করিল। পথে যাইতে যাইতে সহসা শর্ম্মিষ্ঠা বসন-বিপর্য্যয় দেখিতে পাইয়া অভিমান-ভরে বলিয়া উঠিল,—দেখ্ দেবযানী! তোর এতদূর অহঙ্কার! আমি রাজকন্যা, তুই কোন্ সাহসে আমার বসন পরিধান করিলি? তা' বল্? এই কথা শুনিয়া দেবযানী মানিনী হইয়া ক্রোধে বলিতে লাগিল,—তুইও তো আমার বসন পরিধান করিয়াছিস্, আমিও গুরুকন্যা, তোর চেয়ে লঘু নই। তখন ব্যঙ্গ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে বলিতে লাগিল,—আমার পিতা রাজা, আমি রাজকন্যা। তুই ভিখারীর মেয়ে; আমার পিতার দয়াতেই বাঁচিয়া আছিস্। দেবযানী এই কথায় পাদতাড়িতা ফণিনীর ন্যায় গর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিয়া উঠিল,—আমার পিতা দৈত্যদিগকে—তোর পিতাকে রক্ষা না করিলে এতদিনে সকলে যমালয়ে গমন করিত।

এইকথা শুনিয়া বলিষ্ঠা শর্ম্মিষ্ঠা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে দেবযানীকে উলঙ্গা করিয়া নিকটস্থ শুষ্ক কূপে বলপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। ইহাতেও নিস্তার নাই; তদুপরি কণ্টক বন ছড়াইয়া দিয়া বলিল,—আমার সঙ্গে আড়ি! এখন এই কূপে অনাহারে প্রাণ ত্যাগ কর্। এই বলিয়া সে ক্ষুণ্ণমনে রাজধানীতে নিজগৃহে উপনীত হইল। তখন দেবযানী নিরুপায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।—ওগো, কে কোথায় আছ? আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। এই নির্জ্জন প্রদেশে তাহার কাতর ক্রন্দন আকাশে মিলাইয়া

গেল,—কে শুনিবে তাহার ঐ কাতর বিলাপ?

ইন্দ্র-পুত্র কচ

দৈত্যগুরু শুক্রচার্য্যের একটী মহৎ গুণ ছিল;—কিন্তু দেবগুরু বৃহস্পতির তাহা ছিল না। শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানিতেন। তাহার বলে যুদ্ধে মৃত অসুরদিগকে জীবিত করিয়া দিতেন। এইসমস্ত কারণে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে একটী গোপন সভায় দেবগণকে একত্রিত করিয়া একটী গুপ্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ বলিলেন—দেখ, দেববৃন্দ! আমাদের গুরু মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন না। যে-প্রকারেই হউক, মর্ত্ত্যলোকে শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া এই দুর্ল্লভ মন্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। এই দেবকার্য্যের জন্য তোমাদের সকলকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু কেহই প্রাণভয়ে অসুর-কুলের মধ্যে যাইতে সাহসী হইল না। পরিশেষে ইন্দ্রপুত্র ব্রহ্মচারী কচ বলিলেন—হে পিতঃ! আমিই এই দেবকার্য্যের জন্য দৈত্যপুরীতে যাইব। আমার এই তুচ্ছ প্রাণ-দ্বারা যদি ইহা সম্পন্ন হয়,তাহা আমি স্বীকার করিতেছি।

পুত্রের বাক্যে দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া তাহার গলদেশে মাল্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং তাহার কর্ণে গোপনে বলিলেন—হে পুত্র! দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের দেবযানী নামে একটী পরমাসুন্দরী কন্যা আছে;—তাহার মাতা নাই, সেজন্য সে পিতার আবদারী মেয়ে। তুমি ছাত্রবেষে বিদ্যার্থী হইয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন কর। ঐ কন্যার সহিত প্রীতি রাখিবে। তাহা হইলে কৌশল করিয়া একদিন নিশ্চয়ই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে।

পিতার আদেশ পাইয়া কচ ব্রহ্মচারীর বেষে, পুঁথি স্কন্ধে বিদ্যার্থীরূপে শুক্রাচার্য্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শুক্রাচার্য্য দিব্যকান্তিবিশিষ্ট অপূর্ব্ব ব্রহ্মচারী দর্শনে আনন্দিত হইয়া কহিলেন—বাবা! তুমি কে? কিজন্য এই নবীন বয়সে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া আমার নিকট আসিলে? কচ বিনীতভাবে করযোড়ে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি বিদ্যার্থী, আমি আপনার শিষ্য হইতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনি আমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করুন। মহামতি শুক্রাচার্য্য কচের বিনয়পূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কুটীরে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এবং বলিলেন,—হে সৌম্য! তুমি আমার সবৎস গোসকলকে মাঠে লইয়া তৃণ ভক্ষণ করাইবে এবং সন্ধ্যাকালে উহাদিগকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

কচ মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত কচের বিশেষ প্রীতি সংস্থাপিত হইল। কচ দেবযানীর অভিলষিত দ্রব্যাদি পরম যত্নের সহিত প্রদান করিতেন, এজন্য দেবযানী কচকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। ইন্দ্রপুত্র প্রত্যহ গাভীগণকে মাঠে লইয়া গেলে অসুরগণ তাহাকে দেখিয়া সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিল। অসুরবৃন্দ গোপনে পরস্পর পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিল,—এই সুন্দর যুবক কখনই মনুষ্য নহে; মনুষ্যের শরীর এরূপ থাকিতে পারে না। কোন ছদ্মবেশী দেবতা অসুরগণের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত আমাদের গুরু-গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং অবিলম্বে ইহাকে বিনাশ না করিলে দৈত্যবংশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহাতে সকলে সম্মতি দান করিলে এক দিবস দুষ্ট অসুরগণ কচকে পাষাণে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যাকালে যথাসময়ে গো এবং বৎসসকল হাম্বারবে শুক্রাচার্য্যের গৃহে প্রবেশ করিল। দেবযানী কচকে দেখিতে না পাইয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—পিতঃ! আজ ব্রহ্মচারী কোথায় রহিল? শুক্রাচার্য্য ধ্যানে জানিয়া দেবযানীকে বলিলেন,—মা! কচ আর ইহ জগতে নাই। অসুরগণ তাহাকে বিনাশ করিয়াছে। তখন দেবযানী ক্রন্দন করিয়া পিতাকে বলিল,—আপনি মন্ত্রবলে ইহার প্রাণ দান করুন; নতুবা, আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

আবদারী কন্যার অনুরোধে শুক্রাচার্য্য মন্ত্রবলে কচকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এইরূপ দুষ্টগণ কচকে প্রায়ই বিনাশ করিত, আর শুক্রাচার্য্য জীবনদান করিতেন। তখন অসুরগণ অন্য উপায় অবলম্বন করিল; একদিন কচের দেহ, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিত্য পানীয় সোমরসের সঙ্গে মিশাইয়া রাখিল; যথাসময়ে শুক্রাচার্য্য সেই সোমরস পান করিলেন।

এদিকে কচ সন্ধ্যাকালে আসিতেছে না দেখিয়া কন্যা পিতাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শুক্রাচার্য্য মন্ত্রবলে তাহাকে জীবিত করিয়া বলিলেন—কচ, তুমি কোথায়? কচ শুক্রাচার্য্যের পেটের ভিতর থাকিয়া উত্তর করিলেন—প্রভো! আমি আপনার উদর মধ্যে আছি, এবং সবিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শুক্রাচার্য্য দেবযানীকে বলিলেন—মাতঃ! কচ আর বাঁচিবে না; অসুরগণ তাহাকে চূর্ণ করিয়া আমার পানীয় সোমরসের সহিত মিশাইয়া রাখিয়াছিল; আমি তাহা না জানিয়া পান করিয়াছি। তখন অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দেবযানী প্রাণত্যাগের উদ্যোগ করাতে শুক্রাচার্য্য অনন্যোপায়

হইয়া কন্যাকে বলিলেন,—মা! তুমি প্রাণত্যাগ করিও না—আমার বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার তুষ্টির জন্য কচকে বাঁচাইয়া দিব। তিনি উদরস্থিত কচকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বৎস! আমি তোমাকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি, তুমি মন্ত্রবলে আমার উদরভেদ করিয়া বাহির হও এবং আমি মৃত হইলে আমাকে পুনরায় উহা দ্বারা জীবিত করিবে। তখন কচের আর আনন্দের সীমা নাই; যে কার্য্যের জন্য তিনি দেবলোক হইতে আসিয়াছেন, অসহ্য কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদিন পরে তাহা সিদ্ধ হইল। কচ এই প্রণালীতে শুক্রাচার্য্যের উদর ভেদ করিয়া বাহির হইলেন এবং দৈত্য-গুরুকে জীবিত করিলেন।

কিছুদিবস পরে কচ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া, গৃহে যাইতে চাহিলে গুরুদেব বলিলেন,—আমার কন্যার নিকট গমন কর; সে যাহা ইচ্ছা করে, তাহা দিলেই তোমার গুরু-দক্ষিণা প্রদান করা হইবে। গুরুর আদেশ শুনিয়া কচ দেবযানীর নিকট যাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিবার কথা বলিলে, দেবযানী কচকে বলিলেন,—তুমি আমাকে বিবাহ কর; কিন্তু কচ তাহাতে সম্মত হইল না দেখিয়া দেবযানী কচকে অভিশাপ প্রদান করিল। কচও দেবযানীকে বলিলেন—তুমি যেমন বিনা কারণে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলে, আমিও তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি,—তুমি ব্রাহ্মণের কন্যা হইলেও ক্ষত্রিয় যুবক তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(শ্রীধাম মায়াপুর মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সন্ন্যাসগুরু)

স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩১ পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্র গ্রহণ ঃ—বেদের অংশবিশেষ বা দেবাদির উপাসনোপযোগী বাক্যকে 'মন্ত্র' বলে অথবা যে বাক্যকে একাগ্রতার সহিত অবলম্বন করিলে মানবকুল মনোধর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহাই 'মন্ত্র'। বিষ্ণু ও দেবাদির উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে মন্ত্রগ্রহণের আবশ্যকতা বিধায়, বৈষ্ণব এবং স্মার্ত্ত উভয়েই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা উভয়েই সদাচারসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান্

হইলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান রহিয়াছে। কারণ নিষ্ঠার সহিত বহু-দেবদেবীর পূজোপাসনা করেন বলিয়া স্মার্ত্তগণ বহুনিষ্ঠ, আর নিষ্ঠার সহিত সর্ব্ব-আরাধনার শ্রেষ্ঠ আরাধ্য এক বিষ্ণুকেই কায়, মন, বাক্যে আরাধনা করেন বলিয়াই বৈষ্ণবগণ একনিষ্ঠ। বৈষ্ণবগণ এক বিষ্ণুকেই আরাধনা করিবার নিমিত্ত মন্ত্র গ্রহণ করেন, আর স্মার্ত্তগণ বহু দেবদেবীর আরাধনা করিবার নিমিত্ত মন্ত্র গ্রহণ করেন। যদি কেহ বলেন,—এরূপ উপাসনা দ্বারা কি ভগবানের পূজা হয় না?—তদুত্তরে বলা যায়—ভগবানেরই উপাসনা হয়; কিন্তু তাহা অবিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। গীতায় বলেন—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩)

এখানে 'অবিধি' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ উপাসনা দ্বারা ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তিরূপ নিত্যমঙ্গল লাভ হয় না। সুতরাং তাহা অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত তুচ্ছ ফলপ্রদ মাত্র।

শালগ্রামার্চ্চন:—স্মার্ত্তগণ কর্ম্মকাণ্ডীয় হোম, ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত, চান্দ্রায়ণ, শ্রাদ্ধ, জন্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারাদি কর্ম্মসমূহের অধিপতি দেবতা-বিশেষ মনে করিয়া শালগ্রাম-শিলার্চ্চন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ প্রত্যেক কাম্যকর্ম্মের সফলতা ও সম্পূর্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত এবং বিঘ্ন বিনাশের জন্য শালগ্রাম শিলাকেই ভগবান্ মনে করতঃ পূজা করিয়া থাকেন। স্মার্ত্তমতে বিগ্রহের আবাহন ও বিসর্জ্জন প্রভৃতি রহিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবমতে তাহা নাই। বৈষ্ণবগণ প্রতিমাকে পঞ্চভূতাত্মক কাঠ-পাথরে গড়া পুতুলবিশেষ মনে করেন না। বৈষ্ণবগণ বলেন যে—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"। স্মার্ত্ত-গণ শিব, শক্তি, সূর্য্য, গণেশ ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণকে সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়া পূজা করেন। বৈষ্ণবগণ কিন্তু বিষ্ণুকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর জ্ঞান করিয়া পূজা করেন। তাঁহারা কৃষ্ণেতর দেবতাগণকে এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেন না; দেবতাগণকে কৃষ্ণের ভৃত্যজ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৪২)

অষ্টপ্রকারের প্রতিমাদিগকে নিত্য, অক্ষয়, অপ্রতিষ্ঠ্য মনে করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীযুগলকিশোর জীউর নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। এবং কনিষ্ঠ, মধ্যম,

উত্তমাধিকার-ভেদে ভজনের সোপানসমূহ অতিক্রম করত ভজনের চরমসীমায় উপনীত হইয়া নিত্যকালের জন্য কৃষ্ণপ্রেমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই বৈষ্ণবদিগের অর্চ্চন-মার্গ।

তুলসী-সেবন, ধারণ ও তিলক ধারণ ঃ—

কোন্ পুষ্প ও পত্র দ্বারা পূজা করিলে কোন্ দেবতা প্রীত হন, অথবা কোন্ পুষ্প ও পত্র কাহার পূজার যোগ্য বা নিষিদ্ধ, তাহা পূজাবিধি পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্বভাবতঃ স্মার্ত্তগণ পঞ্চোপাসক। তাঁহারা বিষ্ণুসহ সকল দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। তুলসী বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়া, তুলসী ব্যতীত বিষ্ণুপূজা হইতে পারে না; এই কারণ স্মার্ত্তগণ তুলসীর সেবা-পূজা করিয়া থাকেন। স্মার্ত্তগণ তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া অশেষ পাপরাশি ও দুষ্কর্ম্ম ধ্বংস-কামনায় এবং অক্ষয় স্বর্গসুখভোগ-কামনায় তুলসীসেবা করিয়া থাকেন। আর বৈষ্ণবগণ তুলসীকে গোবিন্দবল্লভা ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী জ্ঞানে সেবা-পূজা করেন। তুলসীর স্নান, পূজা, প্রদক্ষিণ ও প্রণাম-মন্ত্রাদিতে তুলসী কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী, কেশবপ্রিয়া প্রভৃতি উক্তি থাকায় ভক্তগণ পরমাদরের সহিত তুলসীর সেবা, তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ, পূজা, বন্দনাদি করিয়া থাকেন। প্রত্যেক দেব-দেবীর উপাসনার নিমিত্ত তিলকাদি চিহ্ন ও বেশ স্ব-স্ব নিয়মানুসারে স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবগণ ধারণ করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপাঠ ঃ—ভগবানের নাম শ্রবণাদি দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল সাধিত হয় ও আনুসঙ্গিকভাবে চতুর্ব্বর্গ প্রভৃতি অন্যান্য ফলও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্মার্ত্তগণ পুণ্যাদি সঞ্চয় ও চতুর্ব্বর্গ ফল কামনা করিয়া শ্রবণ, পঠনাদি করিয়া থাকেন। আর বৈষ্ণবগণ বাসুদেব-কথা-প্রসঙ্গকে জীবনের জীবাতু মনে করিয়া গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে উহা সর্ব্বক্ষণ শ্রবণ, পঠনাদি করেন। যদি কেহ বলেন—

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥ (ভাঃ ১০।১।১৬)

[বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা অথবা শ্রীবিষ্ণুচরণোদক যেরূপ ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং অধঃ লোকসমূহকে (ত্রিভুবনকে) পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরিত্র-বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।]

এখানে ত' স্মার্ত্তের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা নাই? তদুত্তরে বলা যায় যে, বাসুদেবের কথা, প্রশ্ন সকলকেই অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবকে পবিত্র

করিতে সমর্থ, কিন্তু শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, ভগবানের কথা একমাত্র শুদ্ধ-ভক্তগণের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অভক্ত বা স্মার্ত্তমুখে শ্রবণ করা উচিত নয়। কেন না, পদ্মপুরাণ বলেন—

অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

দুগ্ধ অতীব পবিত্র বস্তু হইলেও, তাহা সর্পমুখদুষ্ট হইলে যেমন পানের অযোগ্য হয়, তদ্রূপ ভুবনমঙ্গলময়ী পতিতপাবনী প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী হরিকথাও অবৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত হইলে তাহা শ্রবণের অযোগ্য হয়। অর্থাৎ যে তে প্রকারে হরিকথা শ্রুত বা কীর্ত্তিত হইলে তাহার গৌণফল পাপরাশি হয়ত ভগবদিচ্ছায় ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু উহা শ্রবণের মুখ্যফল—প্রেমভক্তি লাভ হয় না। তাহা কেবল অন্তর্দ্দর্শী পরম-ভাগবত বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে শ্রুত হইলেই লাভ হইয়া থাকে। এবং উহাতেই পাপবাসনা, পাপমূল চিরতরে সমূলে উৎপাটিত হবে, তাহাতে আর কথা কি? এইজন্যই বৈষ্ণবগণ গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া থাকেন। যথা—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩১)

স্মার্ত্তগণ অর্থাৎ স্মৃতির অনুগত কামকামী পঞ্চোপাসকগণ গীতা-ভাগবতাদি পাঠ করেন—কেবলমাত্র দৈহিক ও ঐহিক সুখলাভের নিমিত্ত এবং পুণ্য-সঞ্চয়ের নিমিত্ত; আর বৈষ্ণবগণ গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থ শ্রবণ-পঠন করিয়া থাকেন—কেবলমাত্র নিত্যমঙ্গল লাভের নিমিত্ত। যেখানে নিত্য মঙ্গলের কথা আছে, সেখানে কামনার কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। সেখানে কেবল নিত্য-সেবার কথা আছে এবং অধিকারী জনগণ শ্রীমতী বৃষভানুরাজ-নন্দিনীর দাস্যে নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রীতি-বিধানকল্পে নিত্য প্রেমসেবায় মগ্ন থাকেন। এই জন্যই বৈষ্ণবগণের গ্রন্থপাঠের আবশ্যকতা স্মার্ত্তগণের গ্রন্থপাঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। (ক্রমশঃ)

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

কলিপঞ্চক

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভুষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥

(শ্রীভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

কলিরে নিগ্রহ কৈলে রাজা পরীক্ষিৎ।
শরণ লইল কলি হ'য়ে অতি ভীত॥
নিরূপায় দেখি' কলি করে নিবেদন।
আমা-যোগ্য স্থান এবে দেহ হে রাজন্॥ ১॥

কলির প্রার্থনা নৃপ শুনিয়া তখন।
কলি লাগি' যোগ্যস্থান কৈল নির্ব্বাচন॥
দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা—এই চারিস্থান।
দিলেন নৃপতি তারে করিব ব্যাখ্যান॥ ২॥

'দ্যূত'-শব্দে তাশ-পাশা খেলাধূলা যত।
'পান'-মধ্যে ধূম্র-মদ্য আদি নির্দ্ধারিত॥
'স্ত্রী'-শব্দে বৈধাবৈধে অসংযতাসক্তি।
'সূনা'-শব্দে জীব-হিংসা—এই চারি স্থিতি॥ ৩॥

পাইয়াও চারিস্থান সন্তুষ্ট না হ'য়ে।
পুনঃ যাচে রাজ-পদে কলি প্রণমিয়ে॥
তাহার অন্তর জানি' 'সুবর্ণ' প্রদান।
করিয়া তাহার আশা করিলা পূরণ॥ ৪॥

'কনকের' মধ্যে আছে 'মিথ্যা', 'অহঙ্কার'।
'কাম' আর রজোমূলা 'হিংসা'—এই চার ॥
আর এক স্থান আছে শুন দিয়া মন।
'বৈরতা-সাধন' হয় কলির পঞ্চম ॥ ৫ ॥
অধর্ম্মের পিতা কলি লভিয়া আদেশ।
শিরে ধরি' পঞ্চস্থানে করিলা প্রবেশ ॥
স্বচ্ছন্দে রাজ বিস্তার করে কলিরাজ।
মোহেতে ভুলিল সব পায় নাহি লাজ ॥ ৬ ॥
আপন কল্যাণ যদি চাহ মূঢ় মন।
ইহাদের সেবা তুমি না কর কখন ॥
বিশেষতঃ ধার্ম্মিকাদি যত মহাজন।
কলির প্রশ্রয় নাহি দিবেন কখন ॥ ৭ ॥
শাস্ত্রের বচন শুনি' তবু মূঢ় জন।
সাধুবেশ ধরি' পঞ্চ সেবে অনুক্ষণ ॥
অনাচার ছাড়ি' মন কর সদাচার।
তবে কৃষ্ণ-ভজনেতে পাবে অধিকার ॥ ৮ ॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

চুঁচুড়ায় শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরও চুঁচুড়া-সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। মঠাশ্রিত মহিলাবৃন্দ বিশেষ উৎসাহের সহিত পাচিত অপাচিত শ্রীবিগ্রহের বহুবিধ ভোগ-সামগ্রী সরবরাহ করেন। তাঁহারা বৎসরান্তে অন্নকূট দিবসে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সেবার সুযোগ লাভ করিয়া নিজদিগকে সৌভাগ্যবতী ও ধন্যা জ্ঞান করিয়াছেন। এবৎসর ২১শে কার্ত্তিক, ৮ই নভেম্বর, শনিবার—অন্নকূট মহোৎসবের সঙ্গে গো ও গোবর্দ্ধনপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবারের সুযোগ লইয়া হুগলী চুঁচুড়ার অগণিত লোক ইহাতে যোগদান করেন। মঠের

[illegible] [illegible] [illegible] [

সমিতি তাঁহার নিমন্ত্রণ-পত্র ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রচার-পত্র অনুসারে একমাত্র পুরী ব্যতীত সমুদয় স্থানই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্দর্শন ও পরিক্রমা করিয়াছেন। তাঁহারা "গৌর আমার যেসব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥"—এই মহাজনবাক্য হৃদয়ে রাখিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থানসমূহ দর্শনাদি সমাপন করেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণ-প্রসঙ্গ মধ্যলীলা, ৯ম অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী হইতে যাত্রা করিয়া যে-সমস্ত স্থান দর্শন করিয়াছেন, সেইসমস্ত স্থানের অধিকাংশই যাত্রিগণ এবার পরিক্রমা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। অবশ্য পূর্ব্বে দক্ষিণ-পরিক্রমা উপলক্ষে সমিতি যে সকল স্থান যাত্রিগণকে দর্শন করাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান পরিক্রমায় সে-সকল স্থান গ্রহণ করা হয় নাই। কূর্ম্মক্ষেত্র, রায় রামানন্দের স্থান—কব্বুর, পাণ্ডারপুর, কোলাপুর, নাসিক, মুম্বাই, ত্র্যম্বক প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মহাপ্রভু তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের স্থানে ফিরিয়া আসেন। জেজুরী, পুণা, আলন্দি প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শুভবিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সেন-প্রকাশিত "গোবিন্দদাসের কড়চা"য় লিপিবদ্ধ আছে। সমিতি মাননীয় দীনেশ সেন মহাশয়ের প্রকাশিত এই "গোবিন্দদাসের কড়চা"র প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। তথাপি জেজুরী, পুণা, আলন্দি প্রভৃতি কয়েকটী স্থান মহারাষ্ট্রদেশের প্রসিদ্ধ দর্শনীয় বিবেচনা করিয়া ঐগুলিও দর্শন করা হইয়াছে। শ্রীবেদান্ত সমিতির এই পরিক্রমার সুযোগ লইয়া কেহ যেন উক্ত "গোবিন্দদাসের কড়চা"র প্রামাণিকতা স্থাপনে প্রয়াস না পান। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভ্রমণ-পথের উল্লিখিত বিবরণের মধ্যে উক্ত স্থান কয়েকটীর উল্লেখ না থাকায় উহা মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান বলিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে না। পরিক্রমার দর্শনীয় বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্ব-ব্যবস্থানুসারে ৩৭ দিনের স্থলে ৩৮ দিনে পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া যাত্রিগণ ২৬শে নভেম্বর হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরিক্রমা-তালিকা হইতে পাঠকবর্গ পরিক্রমার স্থানসমূহ ও পথের সন্ধান পাইবেন। ভবিষ্যতে কেহ ইচ্ছা করিলে সর্ব্বনিম্ন খরচে ও সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধায় এই প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিয়া আসিতে পারিবেন—(পর-পৃষ্ঠায় "পরিক্রমা-পদ্ধতি" দ্রষ্টব্য)।

পরিক্রমা-পদ্ধতি

যাত্রা-স্থান		হইতে পৌঃ-স্থান	যানবাহন	মাইল	পৌঃ তাং
হাওড়া (২০।১০।৫৩)	„	শ্রীকাকুলম্ রোড	বড়রেল	৪৬৬	২১।১০।৫৩
শ্রীকাকুলম্ রোড (২১।১০)	„	কূর্ম্মক্ষেত্র (শ্রীকূর্ম্মম্, কূর্ম্মাচলম্)	মোঃ বাস	১৮	২১।১০।৫৩
শ্রীকূর্ম্মম্ (২২।১০)	„	শ্রীকাকুলম্ রোড	ঐ	১৮	২২।১০।৫৩
শ্রীকাকুলম্ রোড (২২।১০)	„	কব্বুর	বঃ রেল	২১০	২৩।১০।৫৩
কব্বুর (**বিদ্যানগর**) (২৪।১০)	„	ভদ্রাচলম্	ষ্টীমার	২০০(?)	২৫।১০।৫৩
ভদ্রাচলম্ (২৫।১০)	„	ভদ্রাচলম্ রোড	মোঃ বাস	২৫	২৫।১০।৫৩
ভদ্রাচলম্ রোড (২৫।১০) (ডোরনাকাল, কুরডুয়ারী হইয়া)	„	পাণ্ডারপুর	বঃ রেল ও ছোটরেল	৪৭২	২৭।১০।৫৩
পাণ্ডারপুর (২৯।১০)	„	কোলাপুর	মিঃ রেল	১১৫	২৯।১০।৫৩
কোলাপুর (২৯।১০)	„	জেজুরী	ঐ	১৫৮	৩০।১০।৫৩
জেজুরী (৩০।১০)	„	পুণা	ঐ	৩২	৩০।১০।৫৩
পুণা (৩১।১০)	„	আলন্দী	মোটর	১৩	৩১।১০।৫৩
আলন্দী (৩১।১)	„	দেহু	ঐ	১০	৩১।১০।৫৩
দেহু (৩১।১০)	„	পুণা	ঐ	১৮	৩১।১০।৫৩
পুণা (৩১।১০)	„	বম্বে	বঃ রেল	১১৯	৩১।১০।৫৩
বম্বে (মহালক্ষ্মী, বাবুলেশ্বর, **মুম্বাদেবী**, লক্ষ্মী-নারায়ণ) (১।১১)	„	ঐ	মোঃ বাস	২৪	২।১১।৫৩
বম্বে (৩।১১)	„	নাসিক রোড	বঃ রেল	১১৭	৪।১১।৫৩
নাসিক রোড	„	পঞ্চবটী	মোঃ বাস	৬	৪।১১।৫৩
পঞ্চবটী	„	ত্র্যম্বক	ঐ	২০	৫।১১।৫৩
ত্র্যম্বক (৫।১১)	„	পঞ্চবটী	ঐ	২০	৫।১১।৫৩
পঞ্চবটী (৬।১১)	„	নাসিক রোড	ঐ	৬	৬।১১।৫৩
নাসিক রোড (৬।১১) (মানমাড় হইয়া)	„	আওরঙ্গাবাদ	বঃ রেল ও মিঃ রেল	১১৭	৭।১১।৫৩

যাত্রা-স্থান		হইতে পৌঃ-স্থান	যানবাহন	মাইল	পৌঃতাং
		পর্ব্বতগুহা)	মোঃ বাস	১৮	৭।১১।৫৩
ইলোরা (৭।১১)	„	আওরঙ্গাবাদ	ঐ	১৮	৭।১১।৫৩
আওরঙ্গাবাদ (৮।১১)	„	অজান্তা (২৭ গুহা)	ঐ	৭০	৮।১১।৫৩
অজান্তা (৮।১১)	„	জলগাঁও	ঐ	৩৬	৮।১১।৫৩
জলগাঁও (৮।১১)	„	খাণ্ডোয়া	বঃ রেল	১৯২	৯।১১।৫৩
খাণ্ডোয়া (৯।১১)	„	ওঙ্কারেশ্বর	মোঃ বাস	৪৮	৯।১১।৫৩
ওঙ্কারেশ্বর (১০।১১)	„	ওঙ্কারেশ্বর রোড	ঐ	৭	১০।১১।৫৩
ওঙ্কারেশ্বর রোড (১০।১১)	„	উজ্জয়িন্	মিঃ রেল	৯০	১১।১১।৫৩
উজ্জয়িন্ (**অবন্তিকা**) (১৪।১১)					
(রাটলম্, গোধ্‌রা হইয়া)	„	ডাকোর	বঃ রেল	২৮০	১৫।১১।৫৩
ডাকোর (১৫।১১)					
(গোধরা হইয়া)	„	রাটলম্	ঐ	১৪৫	১৫।১১।৫২
রাটলম্ (১৫।১১)	„	নাথদ্বার	মিঃ রেল	১৭৩	১৬।১১।৫৩
নাথদ্বার (১৬।১১)	„	আজমীর	ঐ	২৭৮	১৭।১১।৫৩
আজমীর (১৭।১১)	„	পুষ্কর	মোঃ বাস	৮	১৭।১১।৫৩
পুষ্কর (১৮।১১)	„	আজমীর	ঐ	৮	১৮।১১।৫৩
আজমীর (১৮।১১)	„	জয়পুর	মিঃ রেল	৮৪	১৯।১১।৫৩
জয়পুর (২০।১১)	„	করৌলী	মোঃ বাস	১৪৫	২০।১১।৫৩
করৌলী(মদনমোহন)(২০।১১)	„	হিণ্ডৌন সিটি	ঐ	১৮	২০।১১।৫৩
হিণ্ডৌন সিটী (২০।১১)	„	মথুরা	বঃ রেল	৩৭	২১।১১।৫৩
মথুরা (২১।১১)	„	বৃন্দাবন	মিঃ রেল	৮	২১।১১।৫৩
বৃন্দাবন (২৩।১১)	„	মথুরা	ঐ	৮	২৩।১১।৫৩
মথুরা (২৩।১১)	„	করুই	বঃ রেল	৩২৬	২৪।১১।৫৩
করুই (২৪।১১)	„	চিত্রকূট	মোঃ বাস	৬	১৪।১১।৫৩
চিত্রকূট (২৫।১১)	„	এলাহাবাদ	মোঃ বাস	৯৮	২৫।১১।৫৩
এলাহাবাদ (২৫।১১)	„	হাওড়া	বঃ রেল	৫০৫	২৬।১১।৫৩
আওরঙ্গাবাদ (৭।১১)	„	ইলোরা (৩৪টী			

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

অতিবাড়ী শ্রমণের স্মার্ত্তাচার

চাতুর্ম্মাস্য-সমাপ্তি সম্বন্ধে নবদ্বীপ-পঞ্জিকার ভ্রান্তি

মূর্খকে উপদেশ করিলে সে তাহা গ্রহণে শান্তি লাভ করিতে পারে না, অধিকন্তু ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া পাগলের ন্যায় অনধিকার-চর্চ্চা করত অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপক্ষেত্রে শাস্ত্র বলেন,—"মূর্খস্য লাঠ্যৌষধিঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ শ্রেণীর জীবকে পশুশ্রেণীভুক্ত করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন—"পশূনাং লগুড়ো যথা"। সাধারণ কথায় বলে,—"ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না"। আমরা দুঃখের সহিত মূর্খগণকে শাসনের জন্য দণ্ডধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

চাতুর্ম্মাস্যব্রত-সমাপ্তি সম্বন্ধে অতিবাড়ী শ্রমণ মহারাজ যে স্মার্ত্ত-পঞ্জিকাকারগণের পদলেহন করিয়া তাঁহাদের বিচার যুক্তির শরণগ্রহণ করত জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তমূলক পঞ্জিকার হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে তাহা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণবজগতে স্মার্ত্তাচার প্রবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত "নবদ্বীপ-পঞ্জিকা" নামের সুযোগ লইয়া তিনি যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিতেছেন। ইহাই শ্রমণ মহারাজের প্রচ্ছন্ন স্মার্ত্ত ও বৌদ্ধ-বিচার।

যাবতীয় স্মার্ত্ত-পঞ্জিকাকারগণ বিদ্ধা তিথিতেই ব্রতারম্ভ ও ব্রত-সমাপ্তি করিয়া থাকেন। শ্রমণ মহারাজ বলিতে চাহেন,—ব্রত আরম্ভের সময় শুদ্ধা তিথি গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিদ্ধা তিথিতেই উহার সমাপ্তি মানিতে হইবে। **শুদ্ধায় আরম্ভ করিয়া বিদ্ধায় ব্রত-সমাপ্তির ব্যবস্থা প্রদর্শন---অভিনব বলিতে হইবে।** যে-সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রত ১ দিনের জন্য নিয়মিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ব্রতের প্রারম্ভ বিচারই শ্রমণ মহারাজের ছানিপড়া চোখে পতিত হইয়াছে। যে-সমস্ত ব্রত একাধিক দিনব্যাপী পালনীয়, অর্থাৎ ৫ দিন বা ১ মাস, অথবা ৪ মাসব্যাপী, **সেইসমস্ত ব্রতগুলিও শুদ্ধায় আরম্ভ করিয়া বিদ্ধায় শেষ করিবার বিধি তিনি কোথায় পাইলেন?** স্মার্ত্তগণই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের উপর এইরূপ বিচার ঈর্ষামূলে বা দুরভিসন্ধিমূলে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থের নামের সুযোগ লইয়া স্বকপোল-কল্পিত অসদাচার প্রবর্ত্তন করাকেই গুরুদ্রোহিতা বা অতিবাড়িত্ব বলা হয়। ইহা গুরুভোগি-সম্প্রদায়ের একটী প্রধান লক্ষণ।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকরক্ষক শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেন,--"বৈষ্ণবানাং **সর্ব্বথা সর্ব্বত্র** বিদ্ধাত্যাগং দৃষ্টান্তেন স্মারয়তি বিদ্ধেতি। এতচ্চৈকাদশী-প্রকরণে স্পষ্টং লিখিতমেব।"—(হরিভক্তিবিলাস—দিগ্‌দর্শিনী টীকা)

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সর্ব্বকালে বিদ্ধাত্যাগ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ একাদশী-ক্ষেত্রেও প্রসঙ্গক্রমে নির্ণয় করিয়াছেন। নিম্নে আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একাদশী-প্রসঙ্গে যে যাবতীয় ব্রতাদিতেই বিদ্ধাত্যাগ করিতে হইবে, তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিতেছি। তিনি একাদশী-বিচার বলিতে গিয়া বলিতেছেন,-

"প্রসঙ্গাদ্বৈষ্ণব-ব্রতেষু সর্ব্বেষ্বপি সবেধদিনাত্মকং পরিত্যজ্যানি।" অর্থাৎ প্রসঙ্গক্রমে যাবতীয় বৈষ্ণব-ব্রতেই বিদ্ধাদিবস পরিত্যাগ করিতে হইবে।

উক্ত বাক্যদ্বয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি হরিবাসর ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ব্রতপক্ষেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা কেবল-মাত্র ব্রতের আরম্ভপক্ষে গৃহীত হইবে—এইরূপ নহে। **"বৈষ্ণবব্রতেষু সর্ব্বেষু** অপি" বলিলে এবং **"সর্ব্বথা সর্ব্বত্র বিদ্ধাত্যাগং"** বলিলে কেবল-মাত্র ব্রতারম্ভকেই লক্ষ্য করিতেছে না। ইহা আরম্ভ, সমাপ্তি এবং মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়াকেও লক্ষ্য করিতেছে। যথা—চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের আরম্ভ একাদশী, দ্বাদশী বা পূর্ণিমা তিথি হইতে হইলে ইহা যেমন বৈষ্ণবপক্ষে শুদ্ধাই গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্রূপ উক্ত চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের মধ্যবর্ত্তী আনুষঙ্গিক বা একান্ত আবশ্যকীয় ব্রতাদিও শুদ্ধায় করিতে হইবে,—বিদ্ধায় করিতে হইবে না। স্মার্ত্ত শ্রমণ কি বলিতে চাহেন, যাঁহারা দামোদর-ব্রত বা ঊর্জ্জব্রত পালন করিবেন, তাঁহাদের শুদ্ধা তিথিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবর্ত্তী ব্রতোপবাসগুলি বিদ্ধা তিথিতে করিলেও চলিবে। তিনি হয়ত বলিবেন, দামোদব্রতের মধ্যবর্ত্তী একাদশ্যাদি ব্রত পৃথক্ ব্রত। কিন্তু একাদশী ব্যতীত দামোদর-ব্রতের অন্তর্গত কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষীয় অধিকাংশ তিথিরই কৃত্য হরিভক্তিবিলাসে লিখিত হইয়াছে। সেই তিথিগুলি কি বিদ্ধায় করিতে হইবে? দামোদর-ব্রতের শুক্লা চতুর্দ্দশী-কৃত্য ৩রা অগ্রহায়ণ বিদ্ধা চতুর্দ্দশীতেই করিতে হইবে কি? আমরা বলি,—৪ঠা অগ্রহায়ণ ৭।২মিনিট পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশী থাকায় চতুর্দ্দশীকৃত্য ৪ঠা শুক্রবারেই করণীয়। **পূর্ণিমা-কৃত্য তৎপরদিবস পূর্ণিমা না থাকিলেও ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবারে শুদ্ধা তিথিতে সম্পন্ন করিতে হইবে।** বিদ্ধা পূর্ণিমায় কোন-প্রকারেই ব্রতসমাপ্তি করা যাইতে পারে না।

শ্রমণ মহারাজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—সাধারণতঃ শুদ্ধা তিথিতেই ব্রতের পারণ হইয়া থাকে। ১ দিবসের ব্রতের পারণ সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাস পৃথক্ পৃথক্ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন; তদনুসারেই পারণ কর্ত্তব্য। যদিও বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই ব্রতাদিতে বিদ্ধাত্যাগ করিবেন, তথাপি অন্য ব্রতের হানি ঘটিলে বিদ্ধা তিথিতেও ব্রত-উপবাসের ব্যবস্থা হরিভক্তিবিলাস প্রদান করিয়াছেন। সেইসমস্ত ব্রতের বিধি পৃথক্‌ভাবে বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ বিধিকে সাধারণ বিধির সহিত এক করিয়া লওয়া মূর্খতার পরিচায়ক। শ্রমণ মহারাজের উক্তবিশেষ বিধিগুলিকে সাধারণ বিধির সহিত একত্র করিয়া বিচার প্রদর্শন দেখিয়া বিচার-জগতের সাধারণ শিশুও বিদ্রূপ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছে না।

স্মার্ত্ত প্রতিবাদী তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া ব্যাকরণের ধাতুপ্রত্যয় এবং কাব্যের অর্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাকথার অবতারণা করিয়াও কাহারও হাস্য নিবারণ করিতে পারেন নাই। তিনি কাব্য-ব্যাকরণের সাহায্যে লিখিয়াছেন—"যে দিবস পর্য্যন্ত পালিত হইলে ব্রতের পূর্ণাপ্তি হয়, তাহাই তাহার সমাপ্তি।" তাঁহার এই কথা মানিয়া লইলেও, ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার ব্রত-সমাপ্তি হয় না। অর্থাৎ ৪ঠা পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে ব্রত পালন করিয়া তৎপরদিবস পারণ করিলেই ব্রতসমাপ্তি হইবে। আমরা শুনিতে পাইলাম,—শ্রমণ মহারাজের পঞ্জিকার বিচারে সন্দিহান হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-প্রকাশিত পঞ্জিকানুসারে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার দিবসেই ব্রতভঙ্গের মহোৎসব হইয়াছে। কেহ কেহ নাকি গোঁড়ামি করিয়া বা দু'কূল বজায় রাখিতে গিয়া ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবারে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিয়া ৫ই অগ্রহায়ণ শনিবারে আহার-বিহারের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন। এইরূপ করিবার সার্থকতা কি? সাধারণ লোক তাঁহাদের পঞ্জিকার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করিয়া স্মার্ত্তানুগত বিধি পালন করিলে তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইবে কে? ইহাকেই বলে—"বিশ্বাস-ঘাতকতা।" তাই আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম—"স্মার্ত্ত শ্রমণের বিশ্বাস-ঘাতকতা।"

প্রতিবাদী আরও লিখিয়াছেন—"পৌর্ণমাস্যারম্ভপক্ষে দামোদরমাসের শেষ দিবসেই এই ব্রত সমাপ্ত হইয়া থাকে।" ইহা শুনিয়া কাহার না হাসি পায়? দামোদর মাস বর্ত্তমান থাকিতেই যদি দামোদরব্রত-সমাপ্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলিতে চাহি,—দামোদর মাসের শেষ দিবসেই অর্থাৎ

পূর্ণিমা-তিথিতেই রাসযাত্রা বা ধাত্রীব্রত আরম্ভের দিন নির্দ্ধারিত আছে। উক্ত রাসযাত্রা ও ধাত্রীব্রত দামোদর মাসের শেষ দিবসেই হইয়া থাকে। শ্রমণ মহারাজ কি-বিচারে দামোদর মাস পার করিয়া কেশব মাসে ঐ ব্রতদ্বয় নির্দ্দেশ করিলেন? তিনি দামোদর মাসের শেষ দিবস বিদ্ধা পূর্ণিমা বিচার করিয়া দামোদর মাস অন্তে ১লা কেশব, ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে উক্ত-ব্রতদ্বয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দামোদর মাসেই দামোদর ব্রত শেষ করিতে হইবে ইহাই যদি তাঁহার সঙ্গত যুক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে দামোদর মাসেই রাসযাত্রা ও ধাত্রীব্রত হইবে—ইহাও তাঁহার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার এই যুক্তিও তাঁহার অশুদ্ধ পঞ্জিকা হইতে স্থিরীকৃত হইতেছে না।

শ্রমণ মহারাজ চুঁচুড়া চৌমাথার সমালোচককে প্রভুপাদের দোহাই দিয়া ভয় দেখাইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"শ্রীল গুরুপাদ-পদ্ম-প্রবর্ত্তিত নবদ্বীপ পঞ্জিকার শুদ্ধ বিচারকে ভুল বলিতে সাহসী হইতেন না।" আমি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিতে চাহি,—তিনি কি স্বয়ং প্রভুপাদ হইয়াছেন? তিনি কি সাক্ষাৎ গুরুপাদপদ্ম যে, তাঁহার লিখিত পঞ্জিকার ভুল দর্শাইতে হইলে সাহসের প্রয়োজন হইবে? শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বিচার করিয়া তাঁহার প্রকটকালে যে 'নবদ্বীপ-পঞ্জিকা' প্রবর্ত্তন করিতেন, বর্ত্তমানে তাঁহার অপ্রকটকালে সেই পঞ্জিকার নামটুকু লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকা বলিয়া ঘোষণা করিতে হৃদয় বিন্দুমাত্রও কম্পিত হইতেছে না? নিজের অসদাচার, ভ্রান্তিপূর্ণ বিচারগুলি প্রভুপাদেরই আচার বলিয়া প্রকাশ করা পাষণ্ডতা, নাস্তিকতা ও অহংগ্রহতা নহে কি? স্মার্ত্ত শ্রমণই কি প্রভুপাদ হইয়া গেলেন? তাঁহার লেখনীকেই কি শ্রীল প্রভুপাদের লেখনী বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? ইহাই প্রকৃত অহংগ্রহোপাসনা, নাস্তিকতা, সোঽহংবাদ, মায়াবাদ বা বৌদ্ধবাদ। এইজন্যই শ্রমণকে আমরা বৌদ্ধ-শ্রমণ বলিয়া থাকি। তিনি অন্তরে অন্তরে পূর্ণ মায়াবাদ পোষণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের বক্ষের রক্ত শোষণ করিতেছেন! ধিক্ বৌদ্ধ-শ্রমণের দাম্ভিকতা ও সাহসিকতা! ইহাকেই বলে প্রকৃত অতিবাড়ী! কাম-ক্রোধের দাস লইয়া সাক্ষাৎ গুরুপাদপদ্মের সিংহাসনকে কলঙ্কিত করিতে যাওয়ার ন্যায় অপরাধ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। যাহারা সাক্ষাৎ গুরু-পাদপদ্মের সহিত নিজেকে সমান মনে করিবার ধৃষ্টতা পোষণ করে, পৃথিবীতে এমন কোন অন্যায় কাজ নাই, যাহা তাহাদের দ্বারা সাধিত হইতে না পারে।

যাহারা গুরুর সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ জগদ্গুরু

শ্রীল প্রভুপাদকে আদালতে হীন প্রতিপন্ন, এমন কি, অযথা 'শূদ্র' বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হন নাই, তাহাদের গুরুসেবার অভিনয়কে ধিক্। অতিবাড়ী-সম্প্রদায়কে যদি বর্ত্তমানে কেহ দেখিতে চান, তবে উক্ত দলের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পাইবেন।

সাউড়ীর ইঁড়েপাকা সহজিয়া-সম্প্রদায়

আমরা সাউড়ীর অপসম্প্রদায়ের ২খানা বেনামী পত্রের সমালোচনা করিয়াছি। আমাদের সমালোচনা পড়িয়া সমস্ত সজ্জনই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাদিগকে পত্র দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চরিত্রহীন অসৎপ্রকৃতির রজস্তমোগুণ তাড়িত ধর্ম্মধ্বজী অকাল-কুষ্মাণ্ডগুলি অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমরা তাহাদের যথোপযুক্ত সুশিক্ষা প্রদানের জন্য দণ্ড ধারণ করিতে ছি। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে এবিষয়ে নির্দ্দেশ দিতেছেন—"তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা।"

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের চরমসীমায় উপনীত একখানা প্রাকৃত গ্রাম্য বার্ত্তা-বহের কয়েক খণ্ড আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এই পত্রিকাখানি সর্ব্বতোভাবে অশ্রাব্য ও অপাঠ্য। ইহার সম্পাদক প্রভৃতি লেখকগণের কোনপ্রকার ভাষাবোধ দূরে থাকুক, বর্ণশুদ্ধি-জ্ঞানেরও বিশেষ অভাব। ঐ পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই ঐরূপ অসংখ্য ভুল প্রদর্শন করিয়া আমরা একটী তালিকা ছাপাইয়া দিব। এতদ্ব্যতীত পাঠকবর্গের অবগতির জন্য গুরুপরম্পরাশূন্য অথবা অসদ্‌গুরু-বর্গের তালিকাযুক্ত অপসম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ, বিচার-আচার, যুক্তি-তর্ক ও সিদ্ধান্তসমূহের সমালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ পাষণ্ড-দলনোদ্দেশ্যে প্রকাশ করিব।—

১। অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ।
২। সাউড়ীর প্রমোদ-কাননে রাসলীলার ছড়াছড়ি।
৩। জলজন্তুর রায় বা ভাটের ভাঁড়ামি
৪। পঞ্চানন তেলীর বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন।
৫। শম্ভু-নিশুম্ভ বধ।
৬। সাউড়ী-শালার ভিতে গলদ।
৭। গুরুপরম্পরার পদ্ধতি ইত্যাদি আরও অন্যান্য প্রবন্ধ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৫ম বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৫ নারায়ণ, ৪৬৭ গৌরাব্দ বৃহস্পতিবার, ৩০ পৌষ, ১৩৬০; ইং১৪।১।৫৪ | ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-স্তোত্রম্‌

দেবা উচুঃ—

১। জয় দাশরথে সুরার্ত্তিহঞ্জয়তাদ্দানব-বংশদাহকঃ।
জয় দেব বরাঙ্গনাগণ-ব্যপকর্ষাদিকরারিদারকঃ ॥ ৫৬ ॥

২। তব যদ্দনুজেন্দ্রনাশনং কবয়স্তৎকথয়ন্ত চোৎসুকাঃ।
প্রলয়ে জগতাং ততীঃ পুনর্গ্রসসে ত্বং ভুবনেশ লীলয়া ॥ ৫৭ ॥

৩। জয় জন্মজরাদিদুঃখকৈঃ পরিমুক্তপ্রবলোদ্ধরোদ্ধর।
জয় ধর্ম্মকরাম্বয়াম্বুধৌ কৃতজন্মন্নজরামবাচ্যুত ॥ ৫৮ ॥

৪। তব দেববরস্য নামভির্ব্বহুপাপাশ্চ গতাঃ পবিত্রতাম্।
কিমু সাধুদ্বিজবর্য্যপূর্ব্বকাঃ সুতনুং মানুষতামুপাগতাঃ ॥ ৫৯ ॥

৫। হরবিরিঞ্চিনুতং তব পাদয়োর্যুগলমীপ্সিত-কামসমৃদ্ধিদম্।
হৃদি পবিত্রযবাদিক-চিহ্নিতৈঃ সুরচিতং মনসা স্পৃহয়াম তে ॥৬০॥

৬। যদি ভবান্ন দধাত্যভয়ং ভুবো মদনমূর্ত্তি-তিরস্করকান্তিভৃৎ।
সুরগণাশ্চ কথং সুখিনঃ পুনর্নমু ভবন্তি ঘৃণাময় পাবন ॥ ৬১ ॥

৭। যদা যদাস্মান্ দনুজা হি দুঃখদাস্তদাতদা ত্বং ভুবি জন্মভাগ্ ভব।
অজোঽব্যয়োঽপি প্রবরোঽপি সন্ বিভো স্বভাবমাস্থায় নিজং নিজার্চ্চিতঃ

৮। মৃত-সুধাসদৃশৈরঘনাশনৈঃ সুচরিতৈরবকীর্য্য মহীতলম্।
অমনুজৈর্গুণশংসিভিরীড়িতস্ত্বমত আশু পুনঃ প্রবিশেঃ পদম্ ॥৬৩॥

৯। অনাদিরাদ্যোঽজররূপধারী হারী কিরীটী মকরধ্বজাভঃ।
জয়ং করোতু প্রসভং হতারিঃ স্মরারি-সংসেবিত-পাদপদ্মঃ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীরাম উবাচ—

১০। ভবৎকৃতং মদীয়ৈর্বৈ গুণৈর্গ্রথিতমদ্ভুতম্।
স্তোত্রং পঠিষ্যতি মুহুঃ প্রতিনিশি সকৃন্নরঃ ॥ ৭১ ॥
মদীয়চরণদ্বন্দ্বে ভক্তিস্তেষাঞ্চ ভূয়সী।
ভবিষ্যতি মুদা যুক্তং স্বান্তং পুংসাং তু পাঠতঃ ॥ ৭৩ ॥

—শ্রীপদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ে

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ

১-২। (শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর) দেবতাবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।—হে দেবগণের আর্ত্তিনাশন! দশরথ-নন্দন রাম! আপনার জয় হউক; হে রাম! আপনি দৈত্যবংশ ধ্বংস করিয়াছেন। আপনি দেবাঙ্গণাগণের অত্যাচারকারী অতিদুষ্ট ত্রিভুবন-শত্রু রাবণকে বধ করিয়াছেন। আপনার জয় হউক। আপনার এই দৈত্যরাক্ষস-বিনাশন-

কথা কবিগণ আগ্রহ-সহকারে বর্ণন করুন। হে ভুবনেশ্বর! এই জগৎ আপনারই লীলা; এই লীলা-অবসানে,—প্রলয়কালে আপনিই আবার এই জগৎসমূহ গ্রাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

৩। (হে শ্রীরামচন্দ্র!) আপনি জন্ম-জরাদি দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত; আপনার জয় হউক। আপনি অতি উদ্ধত দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। হে অজর, অমর অচ্যুত! আপনি সূর্য্যবংশরূপ সাগরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; আপনার জয় হউক ॥ ৫৮ ॥

৪। হে দেববর! আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া বহুতর পাপী উদ্ধার পাইয়াছে, যাঁহারা সাধু দ্বিজবর সতত পুণ্যকারী সুমানুষ-জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই ॥ ৫৯ ॥

৫। (হে রঘুনাথ!) ঈপ্সীত ফলদায়ী হর-বিরিঞ্চি-স্তুত পবিত্র যবাদি-চিহ্নযুক্ত ভবদীয় পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে আমাদের নিতান্ত স্পৃহা হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

৬। হে ভুবনমোহন! সুন্দরমূর্ত্তে! আপনি যদি পৃথিবীকে অভয়দান না করেন, তাহা হইলে হে দয়াময় পাবন! দেবগণ কিরূপে সুখী থাকিবে? ৬১ ॥

৭-৮। হে সর্ব্বেশ্বর! হে বিভো। আপনি অজ, অব্যগ্র এবং স্বভাবে অবস্থিত হইলেও দৈত্যগণ যখন নিতান্ত উপদ্রবকারী হইবে, তখন অনুগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং এইরূপে মৃতব্যক্তির সঞ্জীবনী-সুধা-কল্প পাপনাশন বহুগুণশোভিত অলৌকিক চরিত্র-গুণে সমস্ত ভূতলে পূজিত হইয়া পুনরায় নিজ বৈকুণ্ঠধামে প্রবিষ্ট হইবেন ॥৬২-৬৩॥

৯। (হে রঘুবর্য্য!) আপনিই সকলের আদি, আপনার আদি কেহই নাই। আপনি অজর রূপধারী, কন্দর্পতুল্য রূপবান; হার-কিরীট-শোভিত। মহাদেব আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। আপনি নিখিল শত্রু নিহত করিয়াছেন, আপনার জয় হউক ॥৬৪॥

১০। মহাযশস্বী রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদিগের স্তবে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করত বলিলেন,—দেবগণ! আপনারা মদীয় গুণগ্রথিত যে অপূর্ব্ব স্তব করিলেন, এই স্তোত্র মানব প্রাতঃকালে অথবা সন্ধ্যাকালে একবার মাত্র পাঠ করিলেও তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই আনন্দযুক্ত হইয়া মদীয় পদযুগলে একান্তভাবে আসক্ত থাকিবে ॥৭১, ৭৩॥

—শ্রীপদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে তৃতীয়-অধ্যায়ে

প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে

শ্রীগৌর-ভগবানের বৈকুণ্ঠ ও জড় জগতের পার্থক্য

শ্রীগৌর-ভগবানের দুইপ্রকার রাজ্য। **প্রথম** প্রকার—তদ্রূপ-বৈভব গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধাম সমূহ এবং **দ্বিতীয়** প্রকার সৃষ্টি—দেবীধাম, ব্রহ্মাণ্ডাদি। বৈকুণ্ঠাদির স্থিতি প্রকৃতির অতীত ভূমিতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত রাজ্যে। তথায় খণ্ড কাল প্রবেশ করিতে পারে না, প্রাকৃত গুণ অধিকার লাভ করে না, জড়বদ্ধ-জীবের নিন্দিত কামের গতি তথায় নাই। জড়জগতে স্বর্গাদি লোক-সমূহে গুণের ক্রিয়া, জীবের ফল-ভোগ, ও কৃষ্ণ-প্রেমের অভাব লক্ষিত হয়। শ্রীগৌর-ভগবান্ স্বীয় প্রকাশ নিত্যানন্দ-প্রভুর রূপ মহাবৈকুণ্ঠ-স্থিত সঙ্কর্ষণের অংশ কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণুদ্বারা নিত্যপ্রকাশ বৈকুণ্ঠ ও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুও নশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন বলিয়া কাহারও বৈকুণ্ঠকে দেবীধামের মত স্থান মাত্র মনে করা উচিত নহে। ব্রহ্মাণ্ড প্রাকৃত ও কালান্তর্গত। কিন্তু বৈকুণ্ঠ অপ্রাকৃত ও কালাতীত।

অপ্রাকৃত জগতে শূদ্রত্ব নাই

অপ্রাকৃত রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের বস্তুগত নিত্য অস্তিত্ব নাই, পরন্তু তত্তদ্ভাব আছে মাত্র। প্রাকৃত জড়ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির বস্তুগত নশ্বর অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই যে, **অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্য শূদ্রত্বের বস্তুগত অধিষ্ঠান আছে—এরূপ নহে।** জড়জগতের নশ্বর শূদ্রাভিমানের বস্তুগত সত্তা অপ্রাকৃত রাজ্যপ্রবেশে সহায়তা করে—মনে করিয়া, **অবৈষ্ণব প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়** প্রাকৃত-রাজ্যে ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করেন।

সহজিয়ারা নিন্দুক, শূদ্র ও পাপাচারী সুতরাং অবৈষ্ণব

ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা করেন না বলিয়া প্রাকৃত সহজিয়াকে লোকে নিন্দা করে। যোগ্যতার অনাদরে তাঁহাকে অব্রাহ্মণ বা সদ্‌গুণের বিরোধী মনে করে। বদ্ধজীব ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণকালে অসৎ বা অশুভ কর্ম্ম—যাহাকে পাপ বলে, সেই পাপ অনুষ্ঠান করিয়া লৌকিক মর্য্যাদাহীন হয়। পাপিষ্ঠগণ প্রাক্তন কর্ম্মফলে শূদ্রাভিমানে প্রমত্ত হয়। পুণ্যকর্ম্ম-প্রভাবে প্রাক্তন কর্ম্মফলে জড়বদ্ধজীব সগুণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া মর্য্যাদাবান্ হন। **প্রাকৃত সহজিয়াগণ পাপচিত্ত বলিয়া বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিতে ভালবাসেন,** শূদ্রজ্ঞানে ঘৃণা করেন; এবং

প্রকারান্তরে পাপিষ্ঠ বলেন, সুতরাং **শূদ্রের বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনা নাই।** সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে—এই কথা বিশ্বাস না করিয়া, পাপকর্ম্মে আসক্তি-প্রভাবেই তাঁহার মঙ্গল হইবে, মনে করেন।

ব্রাহ্মণগণই বৈষ্ণব হইবার যোগ্য—অন্যে নহে

ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃত রাজ্যে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া মিশ্রগুণ-সমূহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেই নির্গুণতা লাভ করেন। তখনই তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্ব ষড়্‌বিংশগুণ-সম্পন্ন বৈষ্ণব হন। ব্রাহ্মণের কর্ম্মাধিকার ও দক্ষিণা-গ্রহণাদি ফলকামনা নিরস্ত হইলে বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্যের বৃত্তিসমূহ উদয় হয়। বিষ্ণুর যথায় অবস্থান নাই, সেই মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত জড় ভোগাতীত রাজ্যে বিষ্ণুকে লাভ করিয়া তাঁহার অনুশীলন করেন।

ব্রাহ্মণগণ সাত্ত্বিক এবং শূদ্র তমোগুণাচ্ছন্ন ও পাপ-পরায়ণ

যে-কাল পর্য্যন্ত শূদ্রতাই বিষ্ণু-সেবার আধার জ্ঞান হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত জীব পাপিষ্ঠ বলিয়া আপনাকে হীন জ্ঞান করেন এবং বিষয়-সেবা করিয়া হরি-সেবাহীন অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবাভিমান জানেন। **তমো-গুণাচ্ছন্ন জীবই শূদ্র।** সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট জীবই ব্রাহ্মণ। পাপবুদ্ধি-বিশিষ্ট শূদ্র, স্বীয় পাপ-রূপ উপচারে কখনই বিষ্ণুসেবা করিতে পারে না। অবশ্য মিশ্র-সত্ত্বাভিমানে জড়াভিনিবেশ-সহ পুণ্যবান্ সকাম বিপ্রত্বেও বিষ্ণুসেবা হয় না। **সেজন্যই বর্ণাভিমান-যুক্ত মানব বিষ্ণু-সেবার অধিকারী নহেন।**

হরিসেবক বা বৈষ্ণব হইবার উপায়

বর্ণধর্ম্মের সম্যক্ পালন করিতে করিতে তদভিমান নিরস্ত হইলেই অপ্রাকৃত হরিসেবায় অধিকারী হন। **শূদ্র স্বীয় পাপিষ্ঠতা ত্যাগ** না করিলে বৈষ্ণব হয় না, **ব্রাহ্মণ স্বীয় কর্ম্মকাণ্ডীয় পুণ্য কায়-মনোবাক্যে পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব হইতে পারেন না।** ভগবান্ বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ" (গীতা ৪।১০)—ব্রাহ্মণাদি চারিটী বর্ণকে গুণ ও কর্ম্ম বিভাগক্রমে ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেকাল পর্য্যন্ত প্রাকৃত গুণসমূহের গ্রহণ—হরিসেবা প্রবৃত্তির দ্বারা হ্রাস না হয়, সেকাল-পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্ম-কাণ্ডাধিকার অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগ-রাজ্যে বিচরণ সিদ্ধ হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে স্থিত ব্রাহ্মণাভিমান লইয়া হরিসেবা করিলে কখনই কেবলা হরিভক্তি সম্ভাবনা নাই। কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তিই তৎকালে জীবকে জড়মিশ্র সেবায় নিযুক্ত করে। তখন কর্ম্ম-মিশ্র-ভক্তিময় ব্রাহ্মণ ষড়্‌বিংশ গুণের অধিকারী হইয়া জগতে বৈষ্ণব নামে

পরিচিত হন; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মমিশ্র ভজন ত্যক্ত হইয়া, হরিভজন আরম্ভ হইলেই শুদ্ধ-ভক্তি লাভ হয়।

বৈষ্ণব শূদ্র নহেন, ব্রাহ্মণের গুরু—ইহার উদাহরণ

কর্ম্মমিশ্র-ভক্তি আশ্রয় করিয়াও অনেক সকামী বিপ্রকে, শুদ্ধবৈষ্ণব হরিদাস ঠাকুর, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর, নবনী হোড় ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভৃতির প্রতি বর্ণগত অবরতা আরোপ করিতে দেখা যায়। আবার কর্ম্মত্যক্ত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, হরিদাসগণের মহামহিম চরণকমল আশ্রয় করিয়া গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব-মূর্ত্তিকে স্বীয় লোকাতীত বিপ্রত্বের আদর্শ প্রদান করিয়াছেন। বৈষ্ণব যদি শূদ্র হইতেন বা পাপিষ্ঠ হইতেন তাহা হইলে কখনই শ্রীল ঠাকুর নরহরি, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল রসিকানন্দ, শ্রীল ঠাকুর কৃষ্ণদাস, শ্রীল গোস্বামী রঘুনাথ দাস, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিযুক্ত বিপ্রের গুরুত্বে বরিত হইতেন না।

শাস্ত্র ও সমাজ-মতে অব্রাহ্মণের হরিসেবায় অনধিকার

আমরা শূদ্রতা বা সকামবিপ্রত্ব ত্যাগ করিলেই হরিভক্তির দাতা-গৃহীতারূপে বৈষ্ণবে পাপ-পুণ্যাধিকার নিদর্শনরূপ বর্ণগত বৈষম্য দেখিতে পাই না। নতুবা অবান্তর উদ্দেশের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মমিশ্রাভক্তির ব্যাজে বৈষ্ণবে শূদ্রত্বের (সংস্কার-রাহিত্যের) আবশ্যকতা লইয়া এত ব্যস্ততা কেন? **শাস্ত্র বলেন, সমাজ বলেন, সদ্ধর্ম্ম বলেন,—ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অপ্রাকৃত সেবায় অধিকার নাই।** সেজন্যই অবান্তর লক্ষ্যজীবী সকাম বিপ্রের মধ্যে বৈষ্ণবকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিবার বৃত্তি জাগরূক। বৈষ্ণবগণের পাপোত্থ শূদ্রতা ব্যতীত অপর গতি নাই বলিতেও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু তাদৃশ বিচার হরিজন-সেবার বিশিষ্ট অন্তরায়। প্রতিকূল বিচার না ছাড়িলে হরি-ভজনে উন্নতি হয় না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

নবদ্বীপ-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন

প্রত্যেক দ্বীপেই অবস্থিতি

যাত্রিগণ প্রস্তুত হউন

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (১)

মুক্তজীবের শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধ-জীবে বিকৃত

আমরা বারম্বার বলিতেছি যে,—যাহাকে পবিত্র জৈবধর্ম্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীবের নিত্যধর্ম্মের নাম—জৈবধর্ম্ম। জীব যখন উপাধিশূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ—শুদ্ধ চিন্ময়। তখন তাহার নিত্যধর্ম্ম কি? —নিরুপাধিক প্রেম। যখন জড়গ্রন্থিরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম—বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধ জীবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধজীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি অপরিহার্য্য

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যত প্রকার বিধি আছে, সকলই জড়বিধিময়। জড় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড়শরীরে অবস্থিত হইয়াই জীবকে জড়ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল নয় বলিয়া জড়দেহ নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মঘাত-পাপে অধিকতর বন্ধনের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরূপ-লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দেহরক্ষা নয়, দেহের পুষ্টিবর্দ্ধন ও দৈহিক নানাবিধ অভাব নিবৃত্তির জন্যও যত্ন করা আবশ্যক।

নিষ্পাপ দেহ-যাত্রায় আশ্রম ও সমাজের আবশ্যকতা

উত্তমরূপ দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জনের একটী উপায় অবলম্বন করারও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য একটী আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস-গ্রহণই করুন, একটী আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম-উপযোগী একটী সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএই বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই একটী একটী সমাজ আছে।

বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্তভেদে সমাজ তিন প্রকার

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না।—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুক্ষু-

সমাজ ও মুক্ত সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। **জীবের স্বভাব সামাজিক। জড়-মুক্ত হইলে জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য।** অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন,বা বৈকুণ্ঠে থাকুন,তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীবে ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর-জীবের ইতর-সমাজ। এস্থলে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজে কোন ভেদ নাই।**

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজে ভেদ

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য—স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি—এইরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব নাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়সুখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই বদ্ধজীবের সামাজিক ব্যবস্থা

যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, **বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা।** বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারেনা, বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি-প্রকার তাহা **'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে'** প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এস্থলে পুনরালোচিত হইল না। কেবল এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, **মনুষ্য নিজের স্বভাববশতঃ একটী বর্ণ** এবং **অবস্থাবশতঃ একটী আশ্রম স্বীকার** করিয়া জীবন নির্ব্বাহপূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা **কর্ম্ম ও 'ঘটনা দ্বারা' স্বভাব নির্ম্মিত হয়; তন্মধ্যে জন্মও একটী 'ঘটনা-' বিশেষ।**

জন্ম বা বংশক্রমে বর্ণ-নির্ণয়ে বর্ণাশ্রম অপদস্থ

ঘটনাক্রমে, আপততঃ কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সেই ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। **বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি করিয়া অনেক সহৃদয় লোকে* ভারতের ভাবীমঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন।** এইজন্যই কৃতবিদ্য ভারতবাসীগণ† বর্ণ-ধর্ম্মের উৎসন্ন কল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, বর্ণধর্ম্মের বিনাশ দ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন 'দেশহিতৈষী' ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। **বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।**

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের ১০টী উপায় নির্দ্দেশ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়; যথা :—

১। **কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না**

২। বাল্য-সঙ্গ ও জ্ঞান সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই **স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।**

৩। বর্ণ নির্ণয়-কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতামাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণনির্ণয় করিতে হইবে।

৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুল-পুরোহিত, ভূস্বামী, পিতামাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

৫। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

---

* ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং। † শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়।

৬। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায়, উচ্চবর্ণোচিত যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইবে যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ হইবে।

৮। প্রতি গ্রামে একটী সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক।

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্‌ব্যতিক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ-বর্ণাশ্রম স্থাপনের বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক

এখন দেখা যাউক যে, এইপ্রকার সমাজ-সংস্কার আজকাল হইতে পারে কি না; আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য্য হইবার সুবিধা নাই। আদৌ রাজ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, রাজ সাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়; যেহেতু রাজা যে-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ না করেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সরল সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ কার্য্যের কোনক্রমেই ঘটিতে পারে না। ভারতবাসীদিগেরও এ বিষয়ে সম্যক্ সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতাক্রমে অনেকেই এই প্রথালায় পরিবর্ত্তনে মত দিবেন না; বরং সংস্কার-সময়ে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্ন-বর্ণের লোকেরা মূর্খতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ বর্ত্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বৃহৎ কার্য্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে-স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বর্ণাশ্রম-স্থাপনের অসীম আকাঙ্ক্ষা-সত্ত্বেও বিপদাশঙ্কা ও হতাশাজ্ঞাপন

এখন দেখুন, দুই দিকেই বিপদ। **একদিকে**—কুসংস্কার কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্য-বংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমালা ছিল, সেই

আর্য্য-সন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে। এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এইসকল কথা আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন।

অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না; যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থল দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ-সমাজ, জৈন-সমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধ-সমাজ ও জৈন-সমাজ পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল, ব্রাহ্ম-সমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল! তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না! কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না—যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরো 'হুলস্থূল' পড়িয়া যাইবে। সকলদিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

নানাবিধ বিপদ ও প্রতিবন্ধক-সত্ত্বে ভগবানের নিকট দৈববর্ণাশ্রম স্থাপনের প্রার্থনা

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে-পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধান-স্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সদ্য সদ্য বর্ণাশ্রম স্থাপনের শাস্ত্রীয় আপত্তি খণ্ডন

পুরাণ অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজাদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিযুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাত্মাগণ **ধন্য কলি'** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগেই কেবল কলিকালের অবসানে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। **'ধন্য কলিযুগে' আর কল্কি-অবতারের অপেক্ষা নাই।** যে কলিযুগে পরিপূর্ণশক্তি, পরম-কারুণিক, পরপ্রেমমূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-কলিযুগের আর কথা কি? সেই করুণাময় **মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই।** অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়েরচিন্তা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপনই প্রধান ধর্ম্মসংস্কার

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম, সামাজিক মঙ্গল সাধন ও **'বর্ণাশ্রমরূপ প্রধান ধর্ম্মের সংস্কার-বিষয়ে' যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব।** আশা করি যে, সহৃদয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। **যে-বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম তাহা অত্যন্ত গম্ভীর।** সংযত অন্তঃকরণে এই বিষয়টীর আলোচনা করা আবশ্যক। অনেক নিগূঢ় কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই বলি যে, বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে আর অধিকতর গুরুতর বিষয় ইহা অপেক্ষা নাই।

(সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সপ্তদশবার্ষিক তিরোভাব-বাসরে দীনের

প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি

'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন,'
সনাতন যুগ-ধর্ম্ম, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
পুনঃ প্রচারিয়া জীবে করিলা প্রসাদ,
হেন প্রভু কোথা গেলা মোর প্রভুপাদ॥

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট প্রচারকবর,
রূপানুগাচার্য্য-বর্য্য আচার্য্য-ভাস্কর।
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী স্রোত প্রবাহিতে,
এসেছিলে মর্ত্ত্যলোকে শ্রীক্ষেত্র-ধামেতে॥

কালক্রমে লুপ্তপ্রায় ধর্ম্ম সনাতন,
পুনঃ সংস্থাপিতে প্রভু করিয়া মনন।
পুণ্যতীর্থ নীলাচলে হইয়া উদয়,
মনোভীষ্ট স্থাপি' কোথা গেলা দয়াময়॥
জগতের ধ্বান্তরাশি যেমতি নাশিতে—
পূর্ব্বদিকে প্রভাকর অরুণোদয়েতে।
যাবতীয় অন্ধ-তমঃ করি' নিরাকৃত,
স্বপ্রকাশ দিনমণি হন সমুদিত॥
(তেমনি) গৌড়ীয়গগনে যত মতবাদরাশি
জীবে মুগ্ধ করে সদা আত্ম-পরকাশি।
তা'সবার ভাগ্যাকাশে হইয়া উদয়,
কুরাধ্বান্ত-ধ্বান্ত নাশি' শোধিলে হৃদয়॥
নিখিল সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র করি' আলোচন,
ভকতি-সিদ্ধান্তসিন্ধু করিলে মন্থন।
শাস্ত্রসিন্ধু-মন্থনে যে উঠিল অমিয়া,
সে অমিয়া পিয়ায়েছ কর্ণদ্বার দিয়া॥
প্রেরিয়া আপন জনে নগরে নগরে,
বিলায়েছ নাম-প্রেম জীব-দ্বারে-দ্বারে।
কর্ণরন্ধ্র পথদিয়া হৃদে প্রবেশিয়া,
কতসুধা বর্ষিয়াছ শক্তি সঞ্চারিয়া॥
ভূত-ভাবী-বর্ত্তমান ত্রিকালেই সত্য,
'একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।'
সেবাধর্ম্ম শিখায়েছ ত্যজি' মতবাদ।
অপার করুণাসিন্ধু শ্রীল প্রভুপাদ॥
একমাত্র জৈবধর্ম্ম করিয়া ব্যাখ্যান,
সাম্প্রদায়িকতা-গণ্ডি করি' খান খান।
হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, জৈন আর মুসলমান,
সবারে জানালে সবে একের সন্তান॥
কিবা বর্ণাশ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন,
যেই ভজে সেই বড় আর সব দীন।
বেদগোপ্য এই বাণী যে কৈলা প্রচার,
হেন প্রভু কোথা গেলা দয়া-অবতার॥
অনাদি করম ফলে পড়ি' ভবার্ণবে,
তরিবারে তরী আর নাহি পাই যবে।
হেনকালে প্রভু তুমি হইয়া সদয়,
কেশে ধরি' মোরে কৃপা কৈলে দয়াময়॥
বিষয়-মদান্ধ অতি শুভ-ক্রিয়াহীন,
অকিঞ্চন অভাজন জ্ঞান-ভক্তিহীন।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি সাঁতার,
সংসার-সমুদ্র হ'তে মোরে কর পার॥
জগদ্-বরেণ্য ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর,
গৌর-সারস্বত-বাণী দানিয়া প্রচুর।
দাসে ত্যজি, প্রবেশিলা নিশান্ত-লীলায়,
কুঞ্জভঙ্গে নিত্য রাধাকৃষ্ণের সেবায়॥
গুরুদেব! প্রভুপাদ! পতিতপাবন!
বিরহ-অনলে আজি দহিছে জীবন।
অমন্দ উদয়া দয়া করি' বিতরণ,
সুশীতল কর মোর শোক-তপ্ত মন॥
প্রভু তব পাদপদ্মে মোর নিবেদন,
নাহি চাহি দেহ-সুখ, বিদ্যা-ধন-জন।
যথা তথা যে যোনিতে জন্ম লভি কেন,
অভয় চরণযুগে মতি রহে যেন॥

শ্রীচরণাশ্রিত দাসানুদাস—
—শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী (ভক্তিশাস্ত্রী)
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

———

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮১ পৃষ্ঠার পর)

শাঙ্কর যুক্তিতেই শঙ্করের বৌদ্ধত্ব স্থাপন

আমরা শঙ্করের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধত্ব জ্ঞাপনার্থ দেখাইয়াছি যে, জগদ্বিচারে বৌদ্ধের ণিক ও শঙ্করের প্রাতিভাসিক বা তাৎকালিক-বাদ একই ; মোক্ষের অভিধেয় চারে বৌদ্ধের বন্ধন-কারণ নাশকল্পে প্রজ্ঞাপারমিতা ও শঙ্করের উক্ত কারণ-নাশকল্পে ব্রহ্মজ্ঞান ; এবং মোক্ষ-রূপ প্রয়োজন বিচারে বৌদ্ধের শূন্যত্ব ও শঙ্করের ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি বিচারাবলী একই। কতিপয় পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়,শঙ্কর মায়াবাদী এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। অদ্বৈতবাদী শাঙ্কর সাম্প্রদায়িকগণ পুরাণ-মূহের উক্তিগুলিকে **প্রক্ষিপ্ত** বলিয়া 'খেয়ালি' যুক্তি দ্বারা বলিতে চান, যে তাঁহারা মায়াবাদীও নন্ বা বৌদ্ধও নন্। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত বাক্যসমূহকে প্রক্ষিপ্ত না বলিয়া **সত্য** বলিয়া মানিয়া লইয়া এক আশ্চর্য্যজনক ঐতিহাসিক যুক্তির বৃথা অবতারণা করিয়া ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত বলিতে চাহেন —উক্ত পুরাণসমূহ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছে। শঙ্করের পরে পুরাণ রচিত হইয়াছে যাহারা বলেন, তাহারা ঐ বাক্যগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তাহারা আরও বলিয়া থাকেন—যেহেতু পুরাণে শঙ্করের নাম উল্লিখিত হইয়াছে সেহেতু শঙ্কর যীশুখৃষ্টেরও জন্মের পূর্ব্বে।

দুঃখের বিষয়,এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক জ্ঞানশূন্য মূর্খ ভণ্ডদের জানা উচিত যে, শঙ্করে সমসাময়িক পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, গোবিন্দপাদ প্রভৃতিকেও খৃষ্টের পূর্ব্বেকার বলিয়া মানিতে হয়। সে যাহা হউক, এই সমুদয় যুক্তিই এক অসৎ উদ্দেশ্য-মূলক। উক্ত যুক্তিদ্বয়ের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বমূলক বহু বিচার প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে মায়াবাদের জীবনী প্রকাশ করিতে গিয়া মায়াবাদীর উক্তি-সমূহকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি এস্থলে স্ব-পক্ষের যুক্তি ও অন্যপক্ষ প্রদর্শন করিলাম না। তর্কস্থলে পুরাণগুলিকে শঙ্করের পরবর্ত্তী বলিয়া অন্যায়-পূর্ব্বক ধরিয়া লইলেও অথবা শঙ্কর সম্বন্ধে তৎ তৎ পুরাণের উক্তিগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মানিয়া লইলেও দেখান যাইতেছে যে, শঙ্কর একজন প্রধান মায়াবাদী এবং বিশুদ্ধ বৌদ্ধ।

শঙ্কর মহাযানিক বৌদ্ধ

শঙ্করের আবির্ভাব খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক আচার্য্য ভাস্করের সহিত শঙ্করের বিচার-যুদ্ধ হয়। ইহা কোন অদ্বৈতবাদী অস্বীকার করিতে পারিবেন না ; শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য আনন্দগিরির 'শঙ্কর বিজয়' গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আচার্য্য শঙ্কর ভাস্করকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন নাই—ইহাও জানা যায়। পরন্তু আচার্য্য ভাস্কর তাঁহার বেদান্তভাষ্যে শঙ্করের ভাষ্য খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে বৌদ্ধ ও মায়াবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দূর হইতে অসাক্ষাতে লেখনী দ্বারা নানা প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা, শব্দের ছড়াছড়ি না করিয়া সাক্ষাদ্ যুদ্ধ বা সম্মুখ-বিচার করিতে হইলেই মায়াবাদ কোথাও ছিন্নাবচ্ছন্ন হইয়াছে, কোথাও বা আত্মগোপন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে, কোথাও বা মতান্তর গ্রহণ করিয়া শান্তি পাইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি অধিক বিচার-যুক্তি প্রদর্শন না করিয়া কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ ক্রমশঃ উদ্ধার করিয়া আমার উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিব। এক্ষণে আচার্য্য ভাস্কর শঙ্কর-সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধার করিলাম।

"তথাচ বাক্যং পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং **বিচ্ছিন্নমূলং মহাযানিক-বৌদ্ধ-গাথায়িতং মায়াবাদং ব্যবনর্য়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।**"

—(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্—শ্রীভাস্করাচার্য্য-বিরচিতম্ ; ১৯১৫ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত—৮৫পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ (মায়াবাদী শঙ্কর) ঘৃণিত মূলহীন (সাররহিত) মহাযানিক বৌদ্ধ-গাথাগুলিকেই (তাঁহার নিজমতরূপ) মায়াবাদরূপে বর্ণনা করিয়া লোকদিগকে বিশেষভাবে মোহিত করিতেছে। এবং অন্যত্রও—

"যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তেঽপ্যনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ"।

—(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্-ভাস্করাচার্য্য-বিরচিতং—১৯০৩ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো হইতে প্রকাশিত—১২৪ পৃষ্ঠা।)

এই ন্যায়ের দ্বারা স্বয়ং সূত্রকারই (ব্যাস) বৌদ্ধমতাবলম্বি-মায়াবাদিগণকেও নিরস্ত করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

ভাস্করাচার্য্য শঙ্করমতকে খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত বাক্যসম্বলিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভাষ্যের প্রারম্ভেই তিনি লিখিয়াছেন,—

সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্ত্যা স্বাভিপ্রায়-প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং * শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥

—(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্—ভাস্করাচার্য্য-বিরচিতং—১৯০৩ সালে চৌখাম্বা সংস্কৃত বুক্ ডিপো হইতে প্রকাশিত ১ম পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ **শঙ্করমতকে নিবৃত্ত করিবার জন্যই** এই শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইতেছে। পুরাণ আধুনিক হউক বা তাহা প্রাচীন হউক এবং তাহার উক্তিসমূহ প্রক্ষিপ্তই হউক, আর না-ই হউক, ভাস্করের উক্ত বাক্যের দ্বারা শঙ্কর কি মায়াবাদী এবং মহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন না? আচার্য্যভাস্কর শঙ্করের সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী; ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং তাঁহার উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে,—আচার্য্য শঙ্করের প্রকটকালেই বিশেষ বিশেষ আচার্য্যবর্গ তাঁহাকে মহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া জানিতেন। কারণ মহাযানিক বৌদ্ধগাথাগুলি অবলম্বন করিয়াই মায়াবাদের শরীর, মন ও জীবন গঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়াবাদের যাবতীয় সিদ্ধান্তই বৌদ্ধগণের অদ্বয়বাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে আধুনিক কয়েকজন বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদীর স্বীকার-উক্তি সন্নিবেশিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

অদ্বৈতবাদী শিবনাথ শিরোমণির মত

অদ্বৈতবাদী মাননীয় শিবনাথ শিরোমণি মহাশয় আচার্য্য শঙ্করের মত আলোচনা করিতে গিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ঈশোপনিষদ্ প্রভৃতি দশখানি উপনিষদের টীকা, বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্ত ভাষ্য বা শারীরক ভাষ্যই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এই গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। **ঐ গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, তিনি বৌদ্ধ-মত নিরস্ত করিতে গিয়া বৌদ্ধদেরই যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ দর্শনকার নাগার্জ্জুনের মত তিনি অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।**"

—(১৩০৮ সালে প্রকাশিত শব্দার্থমঞ্জরী পরিশিষ্ট, ৩৫ পৃষ্ঠা)

শিরোমণি মহাশয় শঙ্করের প্রাধান্য রক্ষা করিতে গিয়া বলিতে চাহেন—শঙ্কর বৌদ্ধমত-নিরসনকারী। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি বৌদ্ধমতের পোষণকারী আদৌ

* যদিদং শাস্ত্রম্ ইতি পাঠান্তরম্।

নিরস্তকারী নহেন। তৎকালের সাধারণ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন করিবার জন্যই কপটতা করিয়া ঐরূপ উক্তি প্রচার করা হইয়াছে। বৌদ্ধ-বিতাড়ন-সম্বন্ধে শঙ্কর-বিরোধী অন্যান্য আচার্য্যবর্গের কীর্ত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ও আদরণীয়। ইহা আমরা পরে উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব।

অদ্বৈতপন্থী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের মত

বর্ত্তমান শতাব্দীতে গৌড়দেশের মধ্যে মাননীয় রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ই একজন প্রধান ও গোঁড়া অদ্বৈতবাদী। তিনি অযথা শঙ্কর-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অন্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অযথা কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহাতে আমরা তাঁহার গোঁড়ামির পরিচয়ও পাইয়াছি। সে যাহা হউক, প্রসিদ্ধ রাজেন বাবুও তাঁহার উপাস্য শঙ্করকে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধমতের একজন প্রধান পোষক বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার লেখনী হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিতেছি।—

"বুদ্ধদেবের পর প্রায় পাঁচশত (৫০০) বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য রাজ্যের (৫৭ খৃঃ পূঃ) আবির্ভাব পর্য্যন্ত অদ্বৈত-মত বৌদ্ধমতের মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে থাকে।"

—(অদ্বৈতসিদ্ধি ভূমিকা—১০ পৃষ্ঠা)

রাজেনবাবু আরও বলিতে চাহেন যে, বৌদ্ধমত অবৈদিক নহে। উহাও বৈদিক। কারণ বৌদ্ধমত অবৈদিক হইলে শঙ্করের মতও বাধ্য হইয়া অবৈদিক হইয়া পড়ে। তবে তিনি বৌদ্ধের মতের সহিত শঙ্করের একটু পার্থক্যও বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা এই যে—বুদ্ধের মত বৈদিক হইলেও মূলচ্ছেদী, আর শঙ্করের তাহা মূলরক্ষী (?)। প্রকৃতপ্রস্তাবে শঙ্করও মূলচ্ছেদী। রাজেন বাবু বলেন—

"**বৌদ্ধমত বেদমূলক হইলেও** মূলচ্ছেদী মতে পরিণত হইল।" তিনি আচার্য্য শঙ্করকে অনেক রকমে বৌদ্ধত্বের হাত হইতে রক্ষা করিবার অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা কোনও রকমেই সম্ভবপর হইতেছে না।

মায়াবাদ প্রচারের কারণ

মায়াবাদ প্রচারের কারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। তথাপি প্রসঙ্গক্রমে আরও দুই একটী কথার অবতারণা করিয়া মায়াবাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিণা॥"

"মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টি রেষোত্তরোত্তরা।"—(পদ্মপুরাণ)
"বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যামি বৃষধ্বজ।"
"চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবে স্থিতঃ।"
—(কূর্ম্মপুরাণ-পূর্ব্বভাগ)

উক্ত বচনসমূহের দ্বারা প্রধানতঃ শঙ্করকেই মায়াবাদের জন্মদাতা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু "প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" বাক্যের দ্বারা বুদ্ধকেও উক্ত মতবাদের আদি জনক বলিয়া বুঝা যায়। এবং "মাঞ্চ গোপয়" এই উপদেশের দ্বারা "ঈশ্বরেচ্ছা" মায়াবাদ সৃষ্টির একটী কারণ—ইহাও প্রতিপন্ন হয়। ভগবান্ এপ্রকার ইচ্ছা প্রকাশের লীলা ভক্তবাৎসল্যহেতুই প্রদর্শন করিয়াছেন। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ"—সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীব কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া যাওয়ায় "সোঽহং"ভাবে বিভাবিত হইয়া ভক্তগণের প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিতে থাকে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ভগবদ্বিস্মৃতি এবং তদ্দরুন ঈশ্বর-ইচ্ছাই মায়াবাদ সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এবং ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কাহাকেও কাহাকেও অদ্বয়জ্ঞান পথের পথিক হইতে দেখা যায়।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর—এই যুগত্রয়ের প্রতি যুগেই অতি সামান্য সামান্য দুই একজন করিয়া জ্ঞানবাদী দৃষ্ট হয়। তাহাদের জ্ঞানের প্রভাবে বা মায়াবাদের প্রখর তাপে ভক্তিলতা শুষ্কপ্রায়া হইতে থাকিলে ভগবান্ ধর্ম্মরূপ ভক্তিশাস্ত্র সংস্থাপনের জন্য এবং মায়াবাদরূপ দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য যুগে যুগেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। 'দেবগণের রক্ষণ ও অসুরগণের বিনাশ'—ভগবান্ বলদেবেরই লীলা। তাই তিনি উক্ত যুগত্রয়ে আবির্ভূত হইয়া মায়াবাদিগণকে তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশ করিয়া ভক্তিধর্ম্মে স্থাপন করেন। মায়াবাদিগণ তাহাদের স্বমতের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে না পারিয়া ভক্তির সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শুষ্ক জ্ঞানপথ মলবৎ পরিত্যাগ করত ভগবানের নিত্য সেবাধর্ম্মে মস্তক বিক্রীত করিয়া থাকেন। (আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্মাবলম্বী একজনও তাঁহার স্বমত পরিত্যাগ করিয়া মায়াবাদীর নিকট মস্তক বিক্রয় করেন নাই)। আমি ঐতিহাসিক ভাবেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বিষয়টী বর্ণন করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। সুতরাং যাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা কর্ত্তব্য বিষয়ের দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিতেছি মাত্র। (ক্রমশঃ)

যযাতি-রাজার উপাখ্যান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৬ পৃষ্ঠার পর)

রাজা যযাতি ও দেবযানী

শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত বিবাদ করিয়া কূপ-মধ্যে নিপতিতা হইয়া রোদন ও কাতর বিলাপ করিতে থাকিলে রাজা যযাতি কূপ-মধ্যে বিবস্ত্রা অবস্থায় দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া নিজের মস্তকের শিরোবস্ত্র কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন এবং তাহার হস্ত ধরিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করিলে দেবযানীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। রাজা নিজের গাত্রবস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে শুক্রাচার্য্য কন্যার স্নান হইতে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কন্যা দেবযানী পিতার নিকট তাহার দুঃখের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তখন তাহার পিতা ক্রোধে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৈত্যপুরীতে গমন করিলেন। দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা তখন রাজ-সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন; সহসা গুরুদেবকে দেখিয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। গুরু আরক্তলোচনে বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার কন্যা আমার কন্যাকে বিশেষ অপমান করিয়াছে, আমি এখনই এই পুরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। দেবগণ অচিরেই তোমাদিগকে ধ্বংস করিবে।

দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশ বিবেচনায় রাজা শুক্রাচার্য্যের পদদ্বয় ধারণ করত ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনি কিসে প্রসন্ন হইবেন তাহা বলুন, আমি সেই কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি। দৈত্যগুরু বলিলেন,—তোমার কন্যা যদি আমার কন্যাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে তবেই আমি থাকিব, নতুবা শীঘ্রই অন্যত্র চলিয়া যাইব।

এই কঠোর বাক্যে রাজা অন্তঃপুরে যাইয়া কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! তুমি দৈত্যকুলের সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়াছ; গুরু-কন্যাকে অপমান করিয়াছ। এখন যদি গুরুদেব আমাদের ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তবে দৈত্যদের আর কে বাঁচাইবে? অতএব তুমি সত্বর যাইয়া দেবযানীকে সন্তুষ্ট কর। পিতৃবৎসলা কন্যা পিতার এই বিপদ বুঝিতে পারিয়া দেবযানীর নিকট যাইয়া করযোড়ে বলিল,—সখি! আমি না বুঝিয়া তোমার চরণে অপরাধ করিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া ক্ষমা কর।

এই কথা শুনিয়া দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠাকে বলিল,—তুই এবং তোর সহস্র দাসী সকলেই আমার দাসীপণা করিবি তবেই রক্ষা, নতুবা আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যা। শর্ম্মিষ্ঠা তাহাই স্বীকারান্তে আজীবন দেবযানীর দাসী হইয়া রহিল।

কালক্রমে কচের* শাপপ্রভাবে দেবযানীর সহিত ক্ষত্রিয়রাজা যযাতির বিবাহ হইয়া গেল। রাজা দেবযানীকে রাজধানীতে মহাসমারোহে লইয়া গেলেন; এবং তাহার সহিত দাসী শর্ম্মিষ্ঠাকে সঙ্গে লইলেন। তাহার সঙ্গেও সহস্র দাসী রাজা যৌতুক পাইলেন। রাজা দেবযানীকে রাণীর সুরম্য রাজমহল অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। আর তাহার দাসী শর্ম্মিষ্ঠার সহস্র দাসী-সহ বহির্ভাগে এক বৃহৎ পুষ্পোদ্যানে আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

বহুদিন পরে রাজা বৈকালিক বায়ু সেবানার্থ ঐ পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইলেন,—একটী পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যা পুষ্পডালী লইয়া গোলাপ মল্লিকা, বেল ইত্যাদি সুগন্ধি পুষ্প তুলিতেছে। রাজা যযাতি মোহিত হইয়া ঐ রমণীকে বলিলেন—হে সুন্দরি! তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? তখন রাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা বলিতে লাগিল,—হে রাজন্! আমি আপনার প্রধানা মহিষী দেবযানীর দাসী।—দাসীকে কি আজ্ঞা করেন? তখন কামমোহিত রাজা বলিতে লাগিলেন,—কি বলিলে?—তুমি দাসী! যাহার এত রূপলাবণ্য, সে কখনও দাসী নহে। তুমি অদ্য হইতে রাজরাণী—আমার প্রেয়সী।

এইরূপে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজা দেবযানীর অজ্ঞাতসারেই শর্ম্মিষ্ঠার রূপে মুগ্ধ হইলেন। কালক্রমে রাজার ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। প্রথম পুত্রের নাম যদু, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম পুরু; একদিন দৈবাৎ রাজা দেবযানী সঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঐ পুষ্পোদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইলে, শর্ম্মিষ্ঠার প্রথম পুত্র যদু 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া যখন তাহার পিতার ক্রোড়ে উঠিবার উপক্রম করিল, তখন দেবযানী সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া রাজাকে তীব্র ভৎর্সনাপূর্ব্বক ক্রোধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। পিতাকে দেবযানী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিলে শুক্রাচার্য্য কন্যাকে বলিলেন,—মা! তুমি অধৈর্য্য হইও না, সমস্তই কর্ম্মফল। কিন্তু মহামানিনী দেবযানী নিরস্ত না হইয়া রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাহার পিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ রাজাকে

---

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশে 'কচ ইন্দ্রপুত্র' এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কচ দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র।

"তোমার জরা হউক" বলিয়া শুক্রাচার্য্য অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। এই অভিশাপের ফলে রাজা যযাতি অকালে বার্দ্ধক্যদশায় নিপতিত হইয়া নিদারুণ 'জরা'-দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দেবযানীর চৈতন্য হইল—ক্রোধবশতঃ রাজাকে জরাগ্রস্ত করিয়া সে নিজেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছে, বুঝিতে পারিল। ক্রোধের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে; নিজের পায়ে নিজেই কুড়ালী মারে।

যাহা হউক, দেবযানী পুনরায় লজ্জাহীনা হইয়া পিতাকে বলিলেন,—পিতঃ! আমার স্বামীকে জরা হইতে মুক্ত করিয়া দাও। শুক্রাচার্য্য বলিলেন—ক্ষেপী মেয়ে, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই। ব্রহ্মবাক্য কখনই অন্যথা হইবার নহে; তুমি নিজদোষে সর্ব্বসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছ, আমি এখন আর কি করিব?

কিন্তু আবদারী কন্যার আবদার হইতে নিস্তার না পাইয়া পরিশেষে বলিলেন—দেখ দেবযানী, তোমার স্বামী যদি এই জরা অন্য কাহাকেও দান করেন, তবে এই জরা হইতে রাজা মুক্ত হইবেন, নতুবা নহে; দেবযানী এই সংবাদ রাজাকে বলিলে, ভোগে অতৃপ্ত রাজা যযাতি কামনা পূরণের জন্য নির্লজ্জ হইয়া প্রথমপুত্র যদুকে জরা লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পুত্র কিছুতেই উহা স্বীকার করিল না; পরন্তু বলিল,—হে পিতঃ! আমার এই নবীন যৌবন-সময়ে এই দুঃখময় জরা আমি কিছুতেই লইতে পারিব না। অবশেষে হতাশ হইয়া রাজা যযাতি অপর তিন পুত্রের নিকট এই দারুণ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সকলেই একবাক্যে অস্বীকার করিল। কেবল পিতৃবৎসল কনিষ্ঠ পুত্র এই জরার দুঃখ বহন করিতে স্বীকৃত হইল। বলিল—পিতঃ! আমাকে এই জরা প্রদান করিয়া আপনি রাজ্যসুখ ভোগ করুন। পুত্রের এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা এই কনিষ্ঠ পুত্রকেই অবশেষে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপে বহুদিন রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াও রাজা তৃপ্ত হইলেন না, বরং দুরন্ত রজোগুণ কাম, ভোগের উপর ভোগ করিয়াও, অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল! কিছুতেই শান্তি নাই দেখিয়া রাজার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি খেদের সহিত বলিলেন;—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

কামনা পূরণের দ্বারা কখনও কামনার শান্তি হয় না; ঘৃত যদিও জলের ন্যায় তরল, তথাপি অগ্নিতে নির্ব্বাপিত না হইয়া—আরও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

এইস্থানে 'শাক্তেয়' মতবাদ নিরস্ত হইয়াছে। তন্ত্রে কামনা পূরণের দ্বারাই ক্রমে শান্তি হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও তাহা কোনও প্রকারে সত্য হইতে পারে না। তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'-কারের উল্লেখ আছে। ভোগ কর—ভোগ কর, আনন্দ পাইবে। পঞ্চ 'ম'-কার যথা :—(১) মদ্য, (২) মাংস (৩) মৈথুন (৪) মুদ্রা ও (৫) মৎস। ভোগের পরিণাম কি, রাজা যযাতি তাহা দেখাইলেন। ভোগে তৃপ্তি নাই; বরং পুনঃ পুনঃ উহা বৃদ্ধি পায়; এবং পরিণামে অতৃপ্তিহেতু অশান্তিই হইয়া থাকে—ইহা বুঝিয়া রাজার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি সত্বর সস্ত্রীক একমাত্র শ্রীহরির আরাধনার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(শ্রীধাম মায়াপুর মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সন্ন্যাস-গুরু)

স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৮৬ পৃষ্ঠার পর)

তীর্থ দর্শন ও বন্দন ঃ—পুণ্যময় স্থানকে সচরাচর তীর্থ বলা হয়। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মানবকুলকে সর্ব্বদাই কুটুম্ব-ভরণ, কৃষিকর্ম্ম, অগ্নি-ক্রিয়া (রন্ধনাদি ব্যাপার), আহার-সংস্থান প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়। এবম্প্রকারে ন্যায়-অন্যায়ভাবে কৃত কর্ম্মের দরুণ যে-সকল পাপাদি সঞ্চিত হয়, তৎসমুদয় ক্ষালন করিবার নিমিত্ত আশ্রমী ও বর্ণী-নির্ব্বিশেষে স্মার্ত্তগণ তীর্থ-দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন। এবং বৈষ্ণবগণ ভগবদাবির্ভাবস্থলী, ভক্ত ও ভগবানের লীলা-নিকেতন-সমূহকে 'তীর্থ' আখ্যা দিয়া থাকেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীপাদকে দর্শন করিয়া আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে :—

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫৩)

পাপমলিন-চিত্ত ব্যক্তিগণের সংস্পর্শে তীর্থও অতীর্থে পরিণত হয়; কিন্তু তীর্থ-পদ ভগবান্ ও ভাগবতগণের সংস্পর্শে, পাপিগণ কর্ত্তৃক স্নান-মজ্জনাদি দ্বারা মলিনীকৃত তীর্থ পরমতীর্থে পরিণত হয়। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্তি-লাভের আশায় সাধুসঙ্গে তীর্থ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ একাদশেন্দ্রিয়কে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে 'পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে'—বাক্য দ্বারা

জানা যাইতেছে যে, শাস্ত্রাদিতে তীর্থ দর্শনের উপকারিতা ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

সন্ধ্যা-বন্দনাদি ঃ—সন্ধ্যা-বন্দনাদি মানবগণের নৈমিত্তিক সদাচার-রূপ কর্ম্মবিশেষ। সন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিলে শুদ্ধিতা আসিতে পারে না। বিক্ষিপ্ত-চিত্ত সংযমিত হইয়া নিষ্ঠা ও একগ্রতার সহিত কাম্যকর্ম্ম ও পূজাদিতে নিবিষ্ট হওয়া যায় বলিয়া স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়ের মধ্যেই সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিবার প্রথা রহিয়াছে। স্মার্ত্তগণ সন্ধ্যা-বন্দনাদি করেন পঞ্চোপাসনায় সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত; কিন্তু বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া প্রেমভক্তি-লাভের জন্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া থাকেন।

শ্রাদ্ধাদি স্বীকার ঃ—মৃত ব্যক্তিগণের আত্মার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের নাম 'শ্রাদ্ধ'। মানবগণের মৃত আত্মার তৃপ্তিমানসে অর্থাৎ স্বর্গাপবর্গ-লাভের নিমিত্ত স্মার্ত্ত-স্মৃতিতে শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে। আর বৈষ্ণবগণ মৃত পিতৃপুরুষগণের ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা-লাভ করাইবার নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। কারণ,—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্ঠব্যং দেবতান্তরম্,
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৭)

বিষ্ণু অখণ্ড ও অনন্ত বস্তু; মহাপ্রসাদ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, ইহা খণ্ডিত বস্তু নহে। ইহা পিতৃ বা দেবতাগণে অর্পিত হইলে অনন্ত-ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহাদের ভগবৎ সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা দান করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে স্মার্ত্তগণ আমিষাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করাইয়া থাকেন ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের ভোজনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪)

শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে, বৈষ্ণব ব্যক্তি সেইদিন প্রথমতঃ শুদ্ধ ও শুচি হইয়া ভগবৎপূজা করত চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত নৈবেদ্যাদি ভগবানে অর্পণ করিবে। তদনন্তর সেই নিবেদিত নির্ম্মাল্যের কিয়দংশ দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবে। এরূপভাবে নিবেদিত হইলে মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিহেতু পিতৃপুরুষগণ অনন্তকালের জন্য পরিতৃপ্ত হইয়া প্রপঞ্চ জয় করিতে সমর্থ হন এবং নিত্যকালের জন্য ভগবৎ-সেবা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়, সকল প্রপঞ্চ জয়॥" বৈষ্ণবগণ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবানের নৈবেদ্য অর্পণ করত তৎপরে বৈষ্ণবসেবা করিয়া পিতৃপুরুষগণকে অর্পণ করেন। তাঁহারা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের শ্রাদ্ধকে শুদ্ধশ্রাদ্ধ বলেন না। তাহাকে রাক্ষসশ্রাদ্ধ আখ্যা দিয়া থাকেন, যেহেতু—

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ **শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ**॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৭)

অতএব উপরিকথিত শাস্ত্রের বচনানুসারে—

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্য সম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩)

অতএব কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণকে তাহাদের লোভনীয় অর্থাদি প্রাকৃত বস্তু দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকেই শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবে। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও তাঁহার নিজ আচরণ দ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন,—বৈষ্ণবকেই প্রথম শ্রাদ্ধ পাত্র দিতে হয়। ঠাকুর হরিদাসকে তিনি শ্রাদ্ধ পাত্র প্রথম অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর তাহা অঙ্গীকার করিতে অস্বীকার করিলে অদ্বৈত প্রভু বলিয়াছিলেন।—

তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২২০)

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবগণ উভয়ে শ্রাদ্ধাদি স্বীকার করিলেও, তাহাদের উক্ত ক্রিয়ার মধ্যে বিপুল পার্থক্য রহিয়াছে।

ব্রতানুষ্ঠান ঃ—একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী, শিবচতুর্দ্দশী ও চাতুর্ম্মাস্যাদি-ব্রত উভয়ে স্বীকার করিলেও বৈষ্ণবগণ "মাধবী তিথি ভক্তি-জননী" বলিয়া উহা পালন করিয়া থাকেন। এবং স্মার্ত্তগণ স্বর্গাপবর্গ কামনা, দেহরক্ষা, পুণ্যাদি সঞ্চয়ের নিমিত্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন। এবং উক্ত ব্রত-ধারণের তিথি-নির্ণয় সম্বন্ধে বিদ্ধা ও অবিদ্ধার বিচারেও প্রচুর পার্থক্য আছে।

সংস্কার গ্রহণ ঃ—সংস্কার ব্যতীত বৈদিক ক্রিয়াদিতে কাহারও অধিকার জন্মে না। দৈব, পৈত্র্য প্রভৃতি কর্ম্ম ও দেবদেবীর পূজার অধিকার লাভের জন্য সংস্কার গ্রহণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। জন্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার এবং তাপাদি পঞ্চসংস্কার ও কায়, মন, বাক্যকে সংযমিত করিয়া ডোর-

কৌপীন, বহির্ব্বাস গ্রহণরূপ পঞ্চসংস্কার—এই দশবিধ সংস্কারাদি রহিয়াছে। স্মার্ত্তগণ দৈব, পৈত্র্যাদি কার্য্যের জন্য সংস্কারাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসেবার অধিকার লাভের জন্য সংস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর বিধি-অনুসারে সংস্কার লাভ না করিলে কেহ বৈষ্ণব হইতে পারে না। শূদ্র কখনও বৈষ্ণব নহে।

গোত্র স্বীকার ঃ—স্মার্ত্তগণ শৌক্র-পারম্পর্য্যে গোত্র স্বীকার করেন। বৈষ্ণবগণ আম্নায়ধারা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকে মূল-পুরুষ স্বীকার করেন এবং কৃষ্ণ হইতে শিষ্য-পারম্পর্য্যে অধস্তন নিজগুরু পর্য্যন্ত সকলকেই গুরু-পরম্পরা-রূপে গোত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আত্মজ শৌক্র পুত্ররূপে কোন পুরুষ না থাকিলেও শাস্ত্রাদিতে তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকেই পুত্র ও গোত্র-রূপে স্বীকার করিতে দেখা যায়—

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥

এইসকল আলোচনাদ্বারা জানা যায় যে, বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ বহু সৌসাদৃশ্য থাকিলেও ব্যবহারগত বিপুল ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

—শ্রীরাসবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী
কল্যাণপুর (মেদিনীপুর)

প্রার্থনা-পঞ্চক (১)

(ক)

প্রভুপাদ!
তুমি সে পতিত পাবন।
আমি অতি মূঢ় মতি,　　তোমাতে না হৈল রতি,
না পাইনু তব শ্রীচরণ ॥১॥
পাঠাইয়া নিজজন,　　হরিনাম বিতরণ,
করিতেছ প্রতি ঘরে ঘরে।
প্রভু তব করুণায়,　　কত পাপী ত'রে যায়,
পশু-পাখী তব গুণে ঝুরে ॥২॥

এই ভূমণ্ডল-মাঝে, তব সম কেবা আছে,
দীন-হীন-পতিতের বন্ধু।
নিত্যানন্দ-অবতার, হরিছ পাপীর ভার,
অশেষ গুণের তুমি সিন্ধু ॥৩॥
কাতরে গোপাল কয়, শুন প্রভু দয়াময়!
শ্রীচরণে স্থান দেহ মোরে।
নহিলে কাঙাল হায়, ভব-কূপে ডুবে যায়,
তোমা বিনে কে মোরে উদ্ধারে ॥৪॥

(২)

প্রভুপাদ!
মো' বড় অধম দুরজন।
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, তব পদ পাসরিয়ে,
না চিনিনু আপনার জন ॥১॥
বিষম বিষয়-মদে- মত্ত হ'য়ে তব পদে,
করিতেছি কত অপরাধ।
অসৎ সঙ্গেতে মজি', কামিনী-কাঞ্চনে ভজি,
যাতে ঘটে ভজনের বাধ ॥২॥
ঘৃণ্য সারমেয় সম— বৃথা জন্ম গেল মম,
বৃথা বাক্য করি আলাপন।
অতি দুঃখে হিয়া ফাটে, সদা চিত্তে চিন্তা উঠে,
কি করিব আইলে শমন ॥৩॥
হেন অসময়ে বন্ধু, তুমি প্রভু দয়া-সিন্ধু,
তোমাবই অন্যগতি নাই।
তোমার চরণ-তলে পড়িয়া গোপাল বলে,
শ্রীচরণে দেহ মোরে ঠাঁই ॥৪॥

(৩)

প্রভুপাদ!
কারে ক'ব এ-দুঃখের কথা।
তোমার আশ্রয় ত্যজি' রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজি,
এজনম গোঙাইনু বৃথা ॥১॥

ধিক্ ধিক্ এ-জীবনে,　　পশু-সম অকারণে,
ভোজন-বিলাসে রৈনু মত্ত।
সদা করে দুষ্টমন,　　পরছিদ্র অন্বেষণ,
তোমাগত না হৈল চিত্ত ॥২॥

আপনার ইষ্ট যাহা,　　অহং-জ্ঞানে ভুলি' তাহা,
হইয়াছি মায়ার অধীন।
হিংসা-দ্বেষপূর্ণ হিয়া,　　পাপেতে প্রমত্ত হৈয়া,
রঙ্গ-রসে মত্ত নিশিদিন ॥৩॥

আসিয়াছি কি কারণ,　　হইয়াছি বিস্মরণ,
(পড়ি') ভব-কূপে করি আর্ত্তনাদ।
তোমার চরণে ধরি,　　তুমি প্রভু কৃপা করি',
গোপালের ক্ষম অপরাধ ॥৪॥

(খ)

প্রভুপাদ!

তুমি প্রভু কৃপাসিন্ধু,　　কাঙালের চির-বন্ধু,
করুণা করহ এই দীনে।
তোমা'বই কে আমার,　　আছে হেন আপনার,
কে করিবে দয়া তোমা বিনে ॥১॥

হায় বড় খেদ মনে,　　কৃষ্ণকথা আলাপনে,
সতত পড়য়ে বহু বাধা।
কলুষিত কর্ম্ম-ফলে,　　ষড়্‌রিপু ছলে-বলে,
ভুলায়ে ক'রেছে মোরে গাধা ॥২॥

বহুগুণ-নিধি তুমি,　　বিষম পাতকী আমি,
কৃপা করি' কর মোরে ত্রাণ।
পাপে পূর্ণ দেহতরী,　　হ'য়েছে বিষম ভারী,
ত্রাহি ত্রাহি করে সদা প্রাণ ॥৩॥

দাসে ঘৃণা না করিয়া, শ্রীচরণে স্থান দিয়া,
উদ্ধারহ ভব-কূপ হ'তে।
গোপাল পড়েছে ফাঁদে, রাত্র-দিবা প্রাণ কাঁদে,
কর তাই—রক্ষা পাই যা'তে ॥৪॥

(৬)

প্রভুপাদ!
মো সম অধম জনে, স্থান দিয়া শ্রীচরণে,
কৃপা-বারি কর বরিষণ।
ত্রিভুবনে সবে কহে, পশু-পাখী আদি গাহে,
তুমি প্রভু পতিতপাবন ॥১॥

দয়াময় কৃপা করি' দিয়ে তব পদ-তরী,
পতিতে করিছ কত পার।
হাহা প্রভু দয়া কর, আমি মূঢ় ভয়ঙ্কর,
মো'-সম পতিত নাহি আর ॥২॥

লক্ষ লক্ষ ভক্তগণ, কায়-মনে অনুক্ষণ,
পূজিছেন তোমা' নিশিদিন।
তবুও তোমার তত্ত্ব, নাহি পান কোন ভক্ত,
কি জানিব আমি দীন-হীন ॥৩॥

জয় জন-মনোহর, করুণার অবতার,
করুণা করহ এই দাসে।
এ গোপাল করযোড়ে, বড় আশা মনে ক'রে,
ব'সে আছে শ্রীচরণ-আশে ॥৪॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় পুরাণরত্ন
নারমা, (মেদিনীপুর)

———

শ্রীমদ্ভাগবত

ভাগবতের স্বরূপ—'ভাগবত'-শব্দের অর্থ 'ভগবান্ সম্বন্ধীয়'। ভগবৎ-ভাগবত, কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ, বিষ্ণু বৈষ্ণব হিসাবে অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্বের দুই প্রকার প্রতীতিই বাস্তব সত্য। চিৎ-তত্ত্বের এই বৈচিত্র্য স্বীকার না করিলে নির্ব্বিশেষ প্রতীতির প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'জগৎ—মিথ্যা' এইরূপ উক্তি মায়াবাদীর একটা অযৌক্তিক পরিকল্পনা।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥ (ভাঃ ১।৭।৪)

শ্রীব্যাসদেব পূর্ণ-পরুষকে দেখিলেন এবং তাঁহার সহিত অপাশ্রিতাভাবে মায়াকেও দেখিলেন। এস্থলে যে মায়া, তাহা জড়া মায়া। মায়া বলিতে প্রধানতঃ তিন প্রকার—যোগ-মায়া, জীব-মায়া এবং জড়-মায়া। যোগ-মায়ার পরিণতি, বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ-ভাব, জীব-মায়ার পরিণতি জীবগণ ও জীব-স্বভাব, এবং জড়-মায়ার পরিণতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মক জড়-ব্রহ্মাণ্ড ও জড়-স্বভাব। সুতরাং মায়া-শক্তির দর্শন—বাস্তব দর্শনের বাধক নয়।

বাস্তব দর্শন হইতে মায়ার দর্শনকে দূর করিতে গেলে ভগবানের লীলার উপকরণের নিত্যত্ব অস্বীকার করা হয়। ভগবানের লীলাময়ত্ব দর্শন মায়িক দর্শন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। লীলাপুরুষোত্তম-রূপে পরতত্ত্বের যে দর্শন, তাহাই প্রকৃত দর্শন বা পূর্ণ-দর্শন; তাহাই ব্যাসের দর্শন বা ভাগবত-দর্শন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—"এক ভাগবত বড় 'ভাগবত-শাস্ত্র'। আর এক ভাগবত 'ভক্তিরস-পাত্র'॥ অতএব ভাগবত গ্রন্থ ও ভক্ত হিসাবে দুই প্রকার। "গ্রন্থ-ভাগবত কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার। ভাগবত শাস্ত্ররূপে কৃষ্ণ অবতার॥" গরুড়-পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ এরূপ-ভাবে বর্ণিত আছে:—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥"

অর্থাৎ, শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-বিজ্ঞাপক, গায়ত্রীর ভাষ্য এবং বেদার্থ-বিস্তারক। বেদব্যাস 'ভাগবত'-পুরাণের স্বরূপ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

সর্ব্ববেদান্ত-সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্‌রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্‌রতিঃ ক্বচিৎ॥ (ভাঃ ১২।১৩।১৫)

শ্রীমদ্ভাগবত সমগ্র বেদান্তের সার। অন্য যত শাস্ত্র আছে সমস্ত শাস্ত্রেরই উদ্দিষ্ট বস্তু কৃষ্ণভক্তি হইলেও তাহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি কৈতব-ধর্ম্মের আলোচনা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় 'প্রোজ্‌ঝিত-কৈতবঃ' ভাগবত-ধর্ম্মের শিক্ষা অন্যত্র কোথাও নাই। ভাগবতে কোনও প্রকার কপটতার কথা নাই।

'অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা-আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা—'কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥' (চৈঃ চঃ)

সুতরাং ভাগবত-ধর্ম্মের রস যে-ব্যক্তি বুঝিয়াছেন, সে-ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রকে কখনও তাহার তুল্য আদর করিতে পারেন না।

'কৃষ্ণভক্তি-রসস্বরূপ শ্রীভাগবত। তাতে বেদ-শাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥' এই পুরাণরাজ অনাদি। চতুঃশ্লোকীরূপে ইহা শ্রীনারায়ণের কৃপায় আদিকবি পদ্মযোনি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ করেন। পুনঃ ব্রহ্মার নন্দন শ্রীনারদের কৃপায় ইহা বেদব্যাসের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। পরে তাঁহার ইচ্ছাতেই শুকদেবের মুখ হইতে অখণ্ডরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি স্তব পদ্মপুরাণে এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়—

'ত্বমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে 'ভাগবত'-স্বরূপম্॥"

অর্থাৎ, আমি সেই আদিদেব, করুণাময়, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার অপার সংসার-সাগরের সেতুস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে ভজনা করি। শব্দ-ব্রহ্মরূপে ভাগবতের আদর হিন্দু-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ। আজ এই অমল পুরাণ প্রতি বিষ্ণুমন্দিরে অভিন্ন কৃষ্ণ-বিগ্রহরূপে পূজিত হইতেছেন।

আমরা এই ভাগবতে পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে তিন প্রকার প্রতীতির উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

অর্থাৎ, পরতত্ত্ব জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম-প্রতীতিরূপে ও ভক্তের নিকট ভগবৎ

প্রতীতিরূপে প্রতিভাত হয়। জগৎ-ব্যাপকরূপে যোগিগণের নিকট পরমাত্ম-প্রতীতির উদ্ভব হয়; জগতের মধ্যে এই প্রতীতি লক্ষিত হয় বলিয়া, ইহা একটী জগৎ-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব-বিশেষ। ইহার ব্যতিরেক আলোচনায় অর্থাৎ জড়-বিপরীত রূপে পরতত্ত্বের যে প্রতীতি লাভ করা যায়, তাহাই ভগবৎ-প্রতীতি। চিন্ময় ভগবৎ- প্রতীতির ছায়ারূপেই ইহ জগতের ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতে হইলে 'অনুমান প্রমাণ নয় ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানে। কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥'—এই মহাজনবাক্য স্মরণ রাখা আবশ্যক। ভগবানের কৃপায় ভগবানকে জানা যায়। অন্য কোন প্রকারে ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। ব্যাসদেব শ্রীনারদের কৃপায় সহজ সমাধিযোগে তাঁহার ভক্তিময় অমল চিত্তে কৃষ্ণস্বরূপ পূর্ণপুরুষ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

'সত্যং পরং ধীমহি'—ভাগবতের এই বাক্যে পরম সত্যের ধ্যানের কথা নির্দ্দিষ্ট আছে। আরোহ-পন্থায় পরতত্ত্বের যে ধ্যান আবিষ্কৃত হয়, তাহা পরম সত্যের ধ্যান নয়। জ্ঞানী এবং যোগীর নিজ-চেষ্টালব্ধ ধ্যানে পরম সত্যের ধ্যান নাই। সে-সমস্ত ধ্যান বা প্রতীতি সেই পরতত্ত্বের একটি একটি আংশিক প্রতীতি মাত্র। বাস্তব-সত্য-রাজ্যে তাহার কোনও মূল্য নাই; কারণ আংশিক সত্য সত্য বলিয়া গণ্য হয় না—পূর্ণ-সত্যই বিজ্ঞগণের নিকট সত্য। কর্ম্ম, যোগ এবং জ্ঞানের চেষ্টা গুণময় জগতের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। 'ভক্তি' নির্গুণ-বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের কথা। ভক্তির দ্বারাই পরম সত্যের ধ্যান সম্পাদিত হয়। ভক্তির বিষয়—লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। —এই কৃষ্ণই নন্দাত্মজ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাই ভাগবত বলেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। তাঁহাকে 'মায়ামানব' বলিয়া বিচার করিলে—মায়াবাদী হইয়া চিরদিনই মায়ার মধ্যে থাকিতে হইবে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ধ্বংস সাধন করা হয় এবং যোগমায়া-প্রকটিত বৃন্দাবন লীলার নিত্যত্বকে আক্রমণ করা হয়। সাকার লীলা বা বিগ্রহধারী কৃষ্ণের উপাসনা দ্বারাই নিরাকার পরব্রহ্ম প্রাপ্তির যে অবৈধ, অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক বিচার-ধারা মানব-সমাজে বর্ত্তমানে প্রচলিত দেখা যায়, তাহা মায়াবাদীর ন্যায় অসৎ-সম্প্রদায়ের মিথ্যা কল্পনা-প্রসূত। তাহার সহিত ভাগবত-দর্শনের কোনও সম্বন্ধ নাই।

এক্ষণে ভাগবতের প্রকৃত অধিকারী কে?—তাহা আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আজকাল যেখানে সেখানে, হাটে বাজারে তত্ত্বকথার আলোচনা

করিতে গিয়া ভাগবত শাস্ত্রকেই একমাত্র প্রধান শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, একবারও তাঁহারা ভাবেন না যে,ভাগবতের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ গ্রহণ করিবার অধিকারী কে? এই সম্বন্ধে প্রাচীনগণের একটী বাক্য আমরা আলোচনা করিতেছি।—"ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥" অর্থাৎ, কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভাগবতের বিচার বুঝিতে পারা যায়। ভাগবত আলোচনা করিয়া পরে ভক্তি লাভ করিব,এরূপ নয়; ভক্তি লাভ করিয়াই ভাগবত আলোচনা করিতে হইবে। দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহকে পবিত্র করিতে করিতে একদিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই সিদ্ধান্তের পোষক একটি লীলার অবতারণা করিয়াছিলেন। একজন ভক্তবিপ্র গীতা-পাঠ করিতে করিতে কাঁদিতেছিলেন। মহাপ্রভু কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার পাঠ শুনিতেছিলেন। তাঁহার পাঠ শুদ্ধভাবে হইতেছিল না। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু বিপ্রের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি গীতার অর্থ কিছু বুঝিতেছেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে না, তথাপি আপনি কাঁদিতেছেন ;—ইহার কারণ কি? তদুত্তরে—

"বিপ্র কহে, মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঁও কৃষ্ণ-দরশন।
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন॥" (চৈঃ চঃ)

এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"গীতা পাঠের একমাত্র তুমিই যথার্থ অধিকারী।" ব্রহ্মবিদ্যা গুরু-সেবোন্মুখিনী। গুরু-দেবের কৃপায় তাঁহার সেবাদ্বারা ভক্তিলাভ করিয়া গীতা-ভাগবত অনুশীলন করিবার উপদেশ সাধু-শাস্ত্রমুখে শুনা যায়। যাঁহারা কৃষ্ণের লীলাকে জড়-রসের বিষয়ীভূত করিয়া আলোচনা করিবার জন্য অগ্রসর হন, তাঁহারা নিজের দুর্ভাগ্যকেই বরণ করিয়া অপরকেও সেই পথে লইবার জন্য চেষ্টা করেন। যাহারা প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া ভাগবত পড়িয়া বা পড়াইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ করে,তাহারা "শ্রোতার সহিত যম 'পাশে' ডুবি মরে॥"—সুতরাং সাধু সাবধান!

"ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যাঁর। সে জানে ভাগবত-অর্থ—ভক্তি-সার॥" চিৎ-বৈচিত্র্যরূপে ভাগবতের অবস্থান বলিয়া ধারণা করিতে না পারিলে গ্রন্থ-ভাগবতে 'অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি' হইতে পারে না। নির্ব্বিশেষ বিচার-পরায়ণ মায়াবাদীগণ ভগবৎ-স্বরূপের ব্যক্তিত্ব যে-ভাবে উড়াইয়া দিবার জন্য যত্ন করে, ভাগবতের শাব্দিক ভগবত্তা ও আশ্রয় জাতীয় ভগবত্তাও সেইভাবে উড়াইয়া

দিবার জন্য যত্ন করে। ভগবৎ-সত্তা হইতে ভাগবত-সত্তাকে পৃথক্ জ্ঞান করিলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। শব্দব্রহ্মের সেবাই অপরাধহীন পুরুষকে সদ্য সদ্য তারণ করে—অপরাধীকে নয়।

আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব। তিনি ভাগবতশ্রেষ্ঠ এবং ভগবানের সহিত অভিন্ন। যাঁহাকে ভগবানের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করা যায় এমন গুরুকে গুরু না করিয়া অগুরুকেই গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিয়া ভক্তির অনুশীলন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে ভক্তি লাভ করা যায় না। বৈধ-ভক্তির অনুশীলন করার সময় বিধি ত্যাগ করিলে ভক্তির ব্যভিচার প্রবর্ত্তন করা হয়।

'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥' (গীঃ ১৪।১৬)

গীতার উপদেশ,—ব্যভিচার-ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা ব্রহ্মভাবযুক্ত নির্গুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করা অসম্ভব। 'সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ-নাম এই মাত্র চাই।' ভক্তকে বাদ দিয়া ভক্তি নাই এবং ভক্তিকে বাদ দিয়া ভাগবত নাই। ভক্ত, ভক্তি ও ভাগবতের যুগপৎ আরাধনাই ভগবদ্ আরাধনা। "প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি"* এবং "তীর্থ বুদ্ধি করি করে জলত শুদ্ধি"*, কিন্তু বৈষ্ণবকে দেবতা-বুদ্ধি করে না;—এরূপ প্রাকৃত ভক্তের বিচার-প্রণালী আদর করিতে পারা যায় না।

সুতরাং প্রকৃত ভাগবতে শ্রদ্ধাহীন হতভাগ্য জীবসকলের অনুগমন না করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত বাক্যসকল আলোচ্য,—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥"

ভাগবত পাঠের অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত শুনিতে হইবে। চৈতন্যভক্ত ব্যতীত ভাগবত-সিদ্ধান্ত কেহ সম্যক্রূপে অবগত নহেন। সুতরাং মৎসরতা পরিহার করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভক্তের সঙ্গ কর। তাহা হইলে,—

'তোমার ভাগবত পাঠ হইবে সফল। কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল ॥'

বর্ত্তমানে ভাগবত-পাঠ একটি ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। চুক্তি করিয়া ভাগবত পাঠ, অর্থ লইয়া নাম দেওয়া, এবং 'ভেট' লইয়া ঠাকুর দেখান হয়। বৈশ্য-বৃত্তিই আজ হিন্দু-সমাজকে অধিকার করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে বহু গোস্বামী ও ব্রাহ্মণ বৈশ্য হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্র বলেন—

---

* আসামী ভাষায় লিখিত।

'অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥৯৪॥ (পদ্মপুরাণ)

বদ্ধজীবে যখন গুরুত্ব আরোপ করা হয়, রক্ত-মাংসের মধ্য দিয়া যখন পবিত্রতার বিচার করা হয়, তখনই বৈশ্য-বৃত্তি পারমার্থিক বিচারকে আক্রমণ করিবার জন্য চেষ্টা করে। আজকাল আমরা জানি,—বৈশ্য-বৃত্তির পোষকতা করিতে গিয়া কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের কোনও একজন বিশেষ ব্যক্তিকে গুরুরূপে স্থাপন করা হয়। সেই গুরুক্রবই শিষ্যগণের এই অবৈধ মনোবৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের নামে ব্যবসা খুলিয়া বসেন। শ্রীনাম,বিগ্রহ,ভাগবত-কথামৃত তখন তাহার দোকানের পণ্যদ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীনাম ও ভাগবত-বাক্যে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি, এবং বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি না হইলে কখনই এই সমস্ত অপ্রাকৃত বস্তুকে পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায় না। মন্ত্র এবং ভাগবত-ব্যবসায়কে নিন্দা করিয়া ভাগবত স্বয়ং বলিয়াছেন :—

'ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ ॥' (ভাঃ ৭।১৩।৮)

অর্থাৎ, প্রলোভনের দ্বারা মুগ্ধ করিয়া কাহাকেও শিষ্য করিবে না ; শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না এবং বহু গ্রন্থ অভ্যাস ও মহা-আড়ম্বরাদি পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেও একটি বাক্য পাওয়া যায়—

'যো হরের্নাম-বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ।' অর্থাৎ, যে ব্রাহ্মণ হরিনাম বিক্রয় করে, সে বিষহীন ঢোড়াসর্পের ন্যায় অর্থাৎ সে ঢোড়া সাপ।

জিতেন্দ্রিয় কৃষ্ণভক্তের হস্তে পাণ্ডিত্য, তপস্যা, অধ্যয়ন, ধর্ম্ম, ব্রত ইত্যাদি অপবর্গ কৃষ্ণ-সেবার উপকরণরূপে পরিণত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অভক্তগণের হস্তে এ সমস্ত ভোগের উপকরণ বলিয়া গণ্য হয়।

তাই লোভী গুরুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞে ইন্ধন যোগাইতে গিয়া শিষ্য পারমার্থিক আত্মহত্যাই বরণ করিয়া থাকেন। পুনঃ বলি সাধু সাবধান—

'অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥' (পদ্মপুরাণ)

নামাপরাধী গুরুক্রবের মুখে হরিকথা শুনা উচিত নয়। তাহাদের মুখে যে 'নাম' বাহির হইয়া থাকে, তাহা প্রকৃত নাম নয়—নামাপরাধ মাত্র। নামা-পরাধকেই নাম বলিয়া ভ্রম করিলে, তাহার মঙ্গল লাভ ত দূরের কথা,অমঙ্গলেরই

অধিক সম্ভাবনা। নামতত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগণ এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই একবার অনুধাবন করা উচিত।—

'অসাধু-সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়। নামাক্ষর বাহিরায় বটে,নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস, সদাই নাম-অপরাধ। এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥'

বর্ত্তমানে যাঁহারা ঐ প্রকার নামাপরাধী অসৎ গুরুগণের শিষ্য হইয়া মঙ্গল লাভ করিবেন মনে করিয়াছেন, তাঁহাদের বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে যে, তাঁহারা আর কত দিন এই অবৈধ ধর্ম্ম-ব্যবসায় বজায় রাখিয়া নিজ অকল্যাণকে আহ্বান করিবেন। মহাজন-অনুমোদিত ভজন-প্রণালী গ্রহণ না করিয়া অজামিলের ভজন-চেষ্টার অবৈধ অনুকরণ করিলে কোন ফল লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। অজামিল যে অধিকারে বৈকুণ্ঠ নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, সেই অধিকার লাভ করিতে হইলে নামাপরাধের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

—**শ্রীসনৎকুমার দাসাধিকারী,** ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতভূষণ (আসাম)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শ্রীরামপুরে প্রচার

১। বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৩, মঙ্গলবার, সমিতির সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার কৃপাপাত্র শ্রীরামপুরনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী মহোদয়ের সকাতর প্রার্থনায় তাঁহার নিজ বাসভবনে শুভবিজয় করেন। শ্রীপত্রিকার সম্পাদক, প্রচার-সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ প্রভৃতি চারমূর্ত্তি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও চারজন ব্রহ্মচারীও তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি পক্ষাধিক কাল উক্ত ভাগবতবরের গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়া শ্রীরামপুর-সহরের নিম্নলিখিত বিভিন্ন কেন্দ্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বিপুলভাবে শ্রীহরি-কথা কীর্ত্তন ও প্রচার করেন। শ্রীরামপুরবাসী সজ্জনবৃন্দ সকলেই একবাক্যে শ্রীল আচার্য্য-দেবের অভিনব দার্শনিক বিচার ও অকাট্য যুক্তি শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ও অধিকারের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হন। সর্ব্বোপরি তাঁহার অতিমর্ত্ত্য বীর্য্যবতী বাণীর স্পন্দন লাভ করিয়া তথাকার শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সকলশ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি-

গণ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ব্যাপক প্রচার-কল্পে যাঁহারা বিশেষ যত্ন ও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে **শ্রীরামপুর 'ধর্ম্ম সভার'** সুযোগ্য সম্পাদক মাননীয় **শ্রীযুত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়** মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-পঞ্জী

১। মাননীয় শ্রীযুত হরিপদ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে—১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৬০, মঙ্গলবার ও ১লা পৌষ, বুধবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত।

২। মাননীয় শ্রীযুত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে শ্রীযুত পাঁচুবাবুর চুণের গোলায়—২রা ও ৩রা পৌষ ১৩৬০, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাত্র ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

(ধর্ম্মসভা ও টাউন হলে বক্তৃতা—৪ঠা ও ৫ই পৌষ ১৩৬০, শনি ও রবিবার যথাক্রমে বৈকাল ৪টা হইতে রাত্র ৭॥ টা ও ৫॥ টা হইতে রাত্র ৭॥ টা পর্য্যন্ত। বিস্তারিত নিম্নে ও পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

৩। মাননীয় শ্রীযুত রামপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর আদালতের প্রবীণ উকিল মহাশয়ের বাড়ীতে—৬ই ও ৭ই পৌষ, সোমবার ও মঙ্গলবার, রাত্র ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

৪। শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির (জোড়া মন্দির) চাতরা—৮ই ও ৯ই পৌষ, বুধ ও বৃহস্পতিবার—রাত্র ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

২। শ্রীশ্রীগীতা-জয়ন্তী উৎসব

শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ **'ধর্ম্মসভার'** উদ্যোগে বিগত ৪ঠা পৌষ ১৩৬০ (ইং ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৩) শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় বল্লভপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে বার্ষিক **শ্রীশ্রীগীতা-জয়ন্তী** উৎসবের একটি বিরাট অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পূর্ব্ব ব্যবস্থা ও আহ্বান অনুসারে চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক মাননীয় **শ্রীযুত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী** মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বহু উচ্চ-শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন।

সভার কার্য্য

সভাপতি-মহাশয়কে সভাস্থলের কিয়দ্দূর হইতে কীর্ত্তন সহযোগে সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। তৎপরে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তাঁহাকে মাল্য প্রদান করা হয়। অতঃপর কীর্ত্তন ও দুইটী

উদ্বোধন সঙ্গীত হওয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব এই সভায় শ্রীশ্রীগীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটি অভিনব বক্তৃতা প্রদান করেন। (বক্তৃতার সারমর্ম্ম আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)। অতঃপর কীর্ত্তনান্তে রাত্র ৮ ঘটিকায় সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

৩। শ্রীরামপুর টাউন-হলে বক্তৃতা

২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় শ্রীরামপুরস্থ রাজা কিশোরীলাল মেমোরিয়্যাল হলে (টাউন হলে) এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীরামপুরস্থ উচ্চশিক্ষিত ও গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় **"বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান"** সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী সুদীর্ঘ বিচার-মূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। (বক্তৃতার সারমর্ম্ম আগামী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

স্বামিজীর বক্তৃতার পর শ্রীরামপুরবাসীর পক্ষ হইতে স্বামিজীকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়। এই সভায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সমূহের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের সারগর্ভ ও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতাশ্রবণে বিশেষ প্রশংসা ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। **কলিকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত বক্তৃতার সংবাদ "সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি" শিরোনামায় শ্রীপত্রিকার ৩৩৮-৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য**

৪। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের তিরোভাব তিথি শুভাবিভূ'ত হন। তজ্জন্য ২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় পরলোকগত মাননীয় ক্ষেত্রমোহন সাহার ঠাকুর-বাড়ীতে একটী বিরাট বিরহ-সভা আহূত হয়। সহরস্থ গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণকেও এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়। শ্রীল ঠাকুরের মাল্যভূষিত আলেখ্য-মূর্ত্তি সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে উচ্চাসনে বিরাজিত ছিলেন। মঙ্গলাচরণরূপ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনামুখে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীল ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত "জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়" গীতিটী সমস্বরে কীর্ত্তিত হয়। বিরহ-সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষম ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীল ঠাকুরের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিবার জন্য পদ্য-প্রবন্ধাদি আচার্য্যদেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাও সভাস্থলে পাঠ করা হয়। তৎপর শ্রীল ঠাকুরের **"শেষ বাণী"** নামক প্রবন্ধটী গৌড়ীয় হইতে পঠিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরমার্থী মহারাজ,

শ্রীপত্রিকার প্রচার-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং শ্রীপত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব আবেগময়ী ভাষায় শ্রীল ঠাকুরের আচার্য্যত্বের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। শুদ্ধ দৈববর্ণাশ্রম সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুরের চরিত্র বিশেষভাবে সভাস্থলে আলোচিত হয়। শ্রীরামপুর ঠাকুরের বাল্য-লীলাক্ষেত্র; তজ্জন্য তাঁহার বাল্য-লীলারও কিছু আলোচনা করা হয়।

৫। ছায়াচিত্রে বক্তৃতা

শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ নিম্নলিখিত কয়েকটীস্থানে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১। পরলোকগত মাননীয় ক্ষেত্রমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ীতে (২ দিবস)
২। মহাপ্রভুর বাড়ীতে
৩। মাহেশে শ্রীল কমলাকর পিপ্পলাইয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে।

—কার্য্যাধ্যক্ষ

সংবাদপত্রের প্রতিধ্বনি

যুগান্তর

(কলিকাতা—বুধবার, ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩)

"শ্রীরামপুর :—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত প্রচার সমিতির সভাপতি পরমহংস-স্বামী **শ্রীভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** গত রবিবার অপরাহ্নে শ্রীরামপুর টাউন হলে **'বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান'** সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্ববিষয়েই ঋষিনীতি অবলম্বিত হইলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে। ৪৫০ বৎসর পূর্বেকার হুসেন শা বাদশাহের প্রধানমন্ত্রী শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিলাভ করিয়া মনুষ্য-জগতের সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছিলেন, তাহারও আলোচনা করেন। বাংলার বুদ্ধিমান জাতির ঐ শিক্ষাই হইবে সমাধানের আদর্শ উপায়। তিনি আরও বলেন যে, ঋষিনীতি অবলম্বন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থরাজি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে শিক্ষা-বিভাগের ঔদাসীন্য পরিহার করা প্রয়োজন। সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়।

—নিজস্ব"

HINDUSTHAN STANDARD

(CALCUTTA:-SATURDAY, DECEMBER 25, 1953)

" 'Preaching Of 'Sanatan Dharma'

(From our own correspondent.)

Serampore, Dec 23.—Paramhansa Swami 108 **Sri Sri Bhakti Prajnan Keshab Maharaj** accompanied by a band of disciples has been delivering lectures on **'Satatan Dharma'** reading the holy scriptures and singing 'Kirtans' at different places in the town for the last several days.

He presided over a meeting held on Dec 19 last at the Ballavpur M. E. School on the occasion of 'Sri Sri Gita Jayanti'. Prof. Janardan Chakravarti was the guest-in-chief. Swamiji's analysis of the significance of the Gita was highly appreciated by those present. "Teachings of the Gita were not" in his opinion, "really meant for Arjun but for all souls seeking liberation from the body cage."

Swamiji delivered an address at another meeteng held on Dec 20 last at the Serampore Town Hall before a distinguished gathering. The burden of his speech was the present problems and their solution."Present problems political, economic and social connot," he said, "be solved by blind imitation of the west. We may try to solve them in the same way as our ancient sages did in the past and for this purpose Sanskrit literature should be popularised and widely read" "

(মর্ম্মানুবাদ)

সনাতন ধর্ম্মের প্রচার

(নিজস্ব সংবাদদাতার নিকট হইতে)

শ্রীরামপুর, ২৩শে ডিসেম্বর— পরমহংস স্বামী ১০৮ **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** শিষ্য-গোষ্ঠীসহ কয়েকদিন যাবৎ সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ-কীর্ত্তন সহযোগে **'সনাতন-ধর্ম্ম'** সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন।

গত ১৯শে ডিসেম্বর বল্লভপুর এম,ই স্কুলে, "শ্রীশ্রীগীতা জয়ন্তী" অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহূত সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক শ্রীযুত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে স্বামিজীর সমালোচনা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার মতে "গীতার শিক্ষাগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্জ্জুনের জন্য উদ্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু উহা মুক্তিকামী সমস্ত জীবগণকেই উদ্দেশ করে।

গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুর টাউন হলে স্বামিজী **"বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান"** সম্বন্ধে আর ১টী বক্তৃতা দেন। সভায় বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ করিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভবপর হইবে না; ইহার সমাধান-কল্পে প্রাচীন ঋষিনীতি অনুসারে আমাদের চেষ্টা করা প্রয়োজন। এবং এইজন্য সংস্কৃত সাহিত্যের আদর এবং ব্যাপক আলোচনা হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
৬ই মাঘ, ১৩৬০ সাল

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১১ই ফাল্গুন ১৩৬০, ইং ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪, মঙ্গলবার, ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরিউক্ত মঠে আগামী ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার হইতে ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, শ্রীব্রহ্মাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা ও হোম প্রভৃতি বিরাট্ ভাবে অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ কীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সংশন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—**শনিবার** পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, **রবি ও সোমবার** অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা। **মঙ্গলবার** পূর্ব্বাহ্নে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৫ম বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ২৪ মাধব, ৪৬৭ গৌরাব্দ শুক্রবার, ২৯ মাঘ, ১৩৬০ ; ইং১২।২।৫৪ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহার্য্যষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে

ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ
ফুল্লনীপ-কুসুমাঞ্চিত-কর্ণঃ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি হারী
সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥১॥

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ
সর্ব্ববল্লববধূ-ধৃতিচৌরঃ।
চর্চ্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চারী-
চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥২॥

সর্ব্বতঃ প্রথিত-কৌলিকপর্ব্ব-
ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্ব্বঃ।
গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারী-
লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৩॥

রাগমণ্ডল-বিভূষিত-বংশী-
বিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী।
স্তূয়মান-চরিতঃ শুকশারী-
শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৪॥

শাতকুম্ভ-রুচিহারি-দুকূলঃ
কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত-চূলঃ।
নব্যযৌবন-লসদ্ব্রজনারী-
রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৫॥

গৈরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভালঃ
কেলিচঞ্চলিত-চম্পক-মালঃ।
অদ্রি-কন্দর-গৃহেষভিসারী
সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৭॥

শ্বাসকীকৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ
স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ।
রাধিকোন্নত-পয়োধর-বারী-
কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৬॥

বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য-
ক্ষিপ্ত-গোপললনাখিল-কৃত্যঃ।
প্রেমমত্ত-বৃষভানু-কুমারী-
নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৮॥

অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি-
ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি।
স প্রযাতি বিলসৎ পরভাগং
তস্য পাদকমলার্চ্চন-রাগম্ ॥৯॥

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারী-অষ্টকের বঙ্গানুবাদ

ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতি-মনোহর যাঁহার বর্ণ, বিকসিত কদম্ব-কুসুমদ্বারা যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাইতেছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥১॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চ্চরী-তালে সুন্দর নৃত্য-কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥২॥

যিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত গোপদিগের ইন্দ্রপূজারূপ কৌলিক-পর্ব্বের ধ্বংসহেতু অতি ক্রুদ্ধ দেবরাজের গর্ব্ব হরণ ও গোষ্ঠ রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন-ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৩॥

সমূহ রাগ-রাগিণী-বিভূষিত বংশীর মধুরস্বরে যিনি প্রেয়সীবৃন্দের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশী-রব শুনিয়া অনুরক্ত শুক-শারীগণ যাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৪॥

যাঁহার পীতাম্বর সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উজ্জ্বল, যাঁহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছে বিরাজিত এবং যিনি নবযৌবনে সুশোভিত ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥ ৫ ॥

সুগন্ধি চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চীদ্বারা যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত বক্ষোজরূপ হস্তিবন্ধন-শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৬॥

যাঁহার ললাট গৈরিক ধাতুদ্বারা তিলকাঙ্কিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোদুল্যমান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের সহিত অদ্রি-কন্দররূপ সঙ্কেত-স্থানে যিনি গমন করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৭॥

যিনি স্মরবিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষপাতদ্বারা গোপ-ললনাদিগের নিখিল কার্য্য বিদূরিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক নায়ক-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৮॥

কৃষ্ণলীলাময়ী অতিমধুর ও মনোহর এই পদ্যাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥৯॥

(সাউড়ীর ভাক্ত-সম্প্রদায়)

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়-নামধারীগণের অপচেষ্টা

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকট কালের অব্যবহিত পর হইতে আমরা একটী প্রাকৃত বিষয়োন্মুখ **ভাক্ত সম্প্রদায়** লক্ষ্য করিতেছি। তাঁহারা শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর এবং গোস্বামীগণের মতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃত হরিভজনকে প্রাকৃত বিষয় জ্ঞান করেন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ সঞ্চয়-পূর্ব্বক অপরাধী হইয়া পড়েন।

'বিক্রীড়িতং' ও 'অনুগ্রহায়' শ্লোকদ্বয়ের অছিলায় প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কামুকতা

অপরাধীগণ বিশ্বাস করেন এই যে, 'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ' এবং 'অনুগ্রহায় ভক্তানাং' শ্লোক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিরোধী। তাঁহারা বলেন যে, কাম-রোগ-গ্রস্ত মানব কপট শ্রদ্ধা দেখাইয়া হরিলীলা শ্রবণ বা গান করিলেই হৃদ্রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। আরও বলেন যে, কামাসক্ত ব্যক্তির, নামে রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি হওয়ার পরিবর্ত্তে, নামাদিকে জড়জ্ঞান করিলেও কাম বিদূরিত হইবে। বলা বাহুল্য, শ্রীনাম—চিৎস্বরূপ। তাঁহাকে অচিৎ বুদ্ধি করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণলীলা শ্রবণকে সাধন জ্ঞান করিলে উহা জড়ের ভজন হইয়া যাইবে। 'হৃদ্রোগমাশ্বপহিণোত্যচিরেণ ধীরঃ' এই শ্লোকের কদর্থ করিতে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অবজ্ঞা এবং শ্রীরূপ-গুরুর অমর্য্যাদা করিয়া সাধন ও ভাবাবস্থাদ্বয় অস্বীকার করিলে কোনও সুফল হইবে না। "শ্রদ্ধান্বিত" শব্দকে উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ সাধন-ভক্তির ক্রমগুলি ত্যাগ করেন এবং জাত-রতি হইবার পূর্ব্বেই জড়বুদ্ধিতে সেবা সঙ্কল্পিত হন, তাহা হইলে 'শ্রদ্ধান্বিত' শব্দকে আচ্ছাদন করা হয়। 'অনুগ্রহায়' শ্লোকের অর্থ বিপর্য্যয় করিয়া চিন্ময় সেবনোপযোগী দেহ লাভের পূর্ব্বেই যদি এই জড়লোভময় দৈহিক ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্ত্র-হরণাদি কার্য্যে বা অষ্টকাল নিত্যসেবায় তৎপর হন, তাহা হইলে বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত অন্য উপকারিতা তাঁহারা স্বয়ং বা জগৎ বোধ করিবেন না।

সাধনের ক্রমপথে জাতরতি-ব্যক্তির পক্ষেই রাসলীলা আলোচ্য

যে অভক্তির দূষিত বীজ অতি পূর্ব্বকালে পশুমতি জীবের হৃদয়ে প্রোথিত হইয়াছিল, সেই দূষিত বীজ ও জড়ীয় ধারণা-রূপ বৃক্ষ, শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন পতিত-পাবন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন। তাঁহার কৃপাপাত্রগণের মধ্যেই শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-প্রদর্শিত ক্রমপন্থা এবং ভক্তির অবস্থাত্রয়ে নামরস-ভজন দেদীপ্যমান আছে অর্থাৎ সাধনভক্তি-কালে সাধক কপটতাক্রমে আপনাকে জাত-রতি বা লব্ধরস মনে করেন না। ফল-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই 'রস'-নামক ফল লাভ ঘটিয়াছে, এরূপ ভ্রমে পতিত হন না। পতিতপাবন শ্রীমৎ পরমহংস বাবাজী মহাশয় এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাধনভক্তিতে অবস্থিত ব্যক্তিগণকে কপটতা গ্রহণ করিয়া রত্যাভাস এবং রসাভাস-দোষে পতিত হইতে দেন না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মত,—নাম-ভজনই রস-ভজন। কিন্তু সাউড়ীর প্রাকৃত-সহজিয়াগণ নামভজন ও রসভজনকে পৃথক্ জ্ঞান করায় তাহাদের গুরুদ্রোহিতা-মতের খণ্ডন

যাঁহারা নির্দ্দয় হইয়া মায়াবদ্ধ জীবকে ক্রমপন্থা ছাড়িয়া নামকে রস হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া জড় রসকে সাধনাঙ্গ জ্ঞান করেন, তাঁহারা শুদ্ধভক্তি উৎসাদন করেন মাত্র। 'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি' শ্লোক আবরণ করিয়া লোকবঞ্চনা-রূপ কুবৃত্তি-তাড়নাকে প্রবল করায় তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা আমরা সমাদর করিতে পারিলাম না। আমরা ভক্তির বাধিকা তাদৃশ বঞ্চনামূলে উদিত কৃপাকে অনুমোদন করিয়া চিৎস্বরূপ নামের নিকট অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। "কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকে নাম-রসের সহিত ভেদজ্ঞান করিয়া অপ্রাকৃত নামোচ্চারণে নামরস-লাভ ঘটিবে না"—এরূপ কুমতের সমর্থন করি না এবং শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকাশিত ভজন-প্রণালীকে কলঙ্কিত করিয়া পাপাচরণ-মানসে অজাত-রতি কোনও ব্যক্তিকে কৃত্রিমভাবে রস-শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী নহি। যাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নামোচ্চারণ এবং রস-ভজন উচ্চারণ করেন, তাঁহারাই নাম ও রসে ভেদ করিয়া থাকেন।

শ্রীনাম-ভজনেই রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি; অনধিকারীর পক্ষে মনেও রাসলীলা আচরণীয় নহে

শ্রীমহাপ্রভু বলেন,—সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিবে, তাহাতেই শ্রীনামে রূপ, গুণ ও লীলা জীবের চিত্তে বিকাশ লাভ করিবে। মায়িক ভেদ-বুদ্ধিতে পৃথক্‌ভাবে কৃত্রিম রূপোচ্চারণ, গুণোচ্চারণ বা লীলোচ্চারণ করিবে না। করিলে নামের সহিত রূপ-গুণের ভেদ হইয়া মায়িক ধারণা হইবে এবং একান্তভাবে নামাশ্রয় না করিয়া নাম-রসকে নামের সহ ভিন্ন-জ্ঞানে স্বতন্ত্র রস-সেবা উপদেশ দিতে বাধ্য হইবে। শ্রীভাগবত-পদ্যে 'আশু' শব্দ এবং 'অচিরেণ' শব্দ দ্বারা শ্রীগৌর-কথিত 'সাধন' ও 'ভাবাবস্থা'-দ্বয় বিনষ্ট হয় নাই। 'আশু' এবং 'অচিরেণ' দ্বারা ঐ অবস্থা-দ্বয়েরই উপদেশ আছে।

অতিবাড়ী, বাউলিয়া ও সহজিয়াদের রাসলীলা আলোচনায় হৃদ্‌রোগ বৃদ্ধিহেতু অধঃপতন

ঠাকুর মহাশয়ের কথিত "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা,"—এই গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নিজের কৃত্রিম প্রেম-চেষ্টাসমূহ

দ্বারা অনভিজ্ঞ অভক্ত সমাজে 'ভক্ত' বলিয়া পরিচয় লাভ করেন। পারকীয় রসকথা লইয়া 'চেঙ্গড়ার দলে' যখন উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল, সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীজীবপ্রভু বিশৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে উপযুক্ত শাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতিবাড়ি শ্রীমান্ রূপ কবিরাজের কথা, বাউলীয়া মুকুন্দ দাসের কথা এবং বঞ্চিত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কথা, শুদ্ধভক্তগণ কখনই আদর করেন না। যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-লীলারসে মহাভাগবত উন্মত্ত হন, তখনই ব্রজবধূগণের বিক্রীড়ন-সন্দেশ শ্রুত হইয়া এবং বর্ণনা করিয়া জীব হৃদ্রোগের হস্ত হইতে পরিমুক্ত হন। অশ্রদ্ধায় বা অজাত-রতি অবস্থায় (অসময়ে) শ্রবণ-কীর্ত্তনে হৃদ্রোগ বৃদ্ধি হয়।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (২)

ধর্ম্ম ও সমাজের দুর্গতির কারণ

সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত মানব-সমাজের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে-প্রকার সমাজ প্রচলিত,তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইতেছে। কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, সনাতন-ধর্ম্মের যে কতদূর অবনতি হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য। উপযুক্ত পাত্রে উপযুক্ত কার্য্য না পাইলে—না দেশের উন্নতি,না পাত্রের উন্নতি হয়। এইজন্যই ধর্ম্মের এত দুর্গতি। অতএব সমাজ-সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন।

সমাজ-সংস্কারে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও বীরভদ্র প্রভু

পরম কারুণিক চৈতন্যপার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দ সমাজের এইপ্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া এই বঙ্গভূমিতে একটি অচ্যুতবর্ণের বীজ বপন করিয়াছিলেন। সেই বীজ প্রভু বীরচন্দ্রের হস্তে অঙ্কুরিত হয়। ক্রমশঃ সেই অঙ্কুর আজকাল একটি বৃক্ষরূপে বর্ত্তমান আছে। হে পাঠকবর্গ! আপনারা যে একটি বৈষ্ণব-জাতির কথা শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমাদের উল্লিখিত বৃক্ষ।

বৈষ্ণব-জাতির লোকসংখ্যা—১৮৮১ সালে ৫ লক্ষ

বৈষ্ণব-জাতি কি-প্রকার এবং ঐ জাতির মধ্যে কি-প্রকার ব্যক্তিসকল বর্দ্ধমান, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। আমরা ১৮৮১ সালের নর-সংখ্যা দৃষ্টি

করিয়া জানিতেছি যে, সম্প্রতি বঙ্গভূমিতে নিম্নলিখিত-মত একটি জাতি (যাহাদিগকে বৈষ্ণব-জাতি বলে) বাস করে, যথা :—

বর্দ্ধমান	২৮৬৫২	বাখরগঞ্জ	৫১৪৯	জলপাইগুড়ী	৩৩২০
বীরভূম	২১৪১১	চট্টগ্রাম	২০৩৫	ফরিদপুর	৭৬৫৫
হুগলী	১২১০৭	বাঁকুড়া	২০৩২৫	মৈমনসিংহ	১৮০২৪
২৪ পরগণা	১৮০২৩	মেদিনীপুর	৮১৮৮৮	নোয়াখালী	২৯৮৩
কলিকাতা	৭১৩০	হাওড়া	১৫২৮৪	ত্রিপুরা	৬১৪৬
যশোহর	১৪৮৬১	কলিকাতা চতুষ্পার্শে	৮৬৩৫	কটক	২৯৬১৪
মুর্শিদাবাদ	২৫০৩৪	নদীয়া	২১৩৩০	বালেশ্বর	২৩০৫৭
রাজসাহি	১৭০৮১	খুল্না	১২৯৩৯	বাঁকি	১৯৮
বগুড়া	১১১১১	দিনাজপুর	১৯৩৪৯	চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় ভূমি—৫	
দার্জিলিং	৫৭৬	রঙ্গপুর	২৬৯৭৪	পুরী	৭২৭৩
ঢাকা	১৭২৩৯	পাবনা	১৩১৫৭	অনগুল	৬৪৩

সর্ব্বসাকল্য ৪৯৯৩১০

বৈষ্ণব-জাতি বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, তাঁহারা প্রায় পাঁচ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ষোড়শ অংশের দশ অংশ স্ত্রীলোক এবং ছয় অংশ পুরুষ।

আমাদের পাঠকবর্গ এইরূপ মনে না করেন যে, বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যার মধ্যে কেবল পাঁচলক্ষ বৈষ্ণব বই নাই। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা অনেক এবং যাঁহারা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক অভ্যাগত পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও নিতান্ত কম নন। সে-সকল মহাত্মাদিগকে এই সংখ্যার মধ্যে বুঝিতে হইবে না।

জাতি-বৈষ্ণবের আচার, ক্রিয়া-কলাপ ও উপজীবিকা

এই পাঁচলক্ষ বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গুণ-দোষ হইতে পৃথক্। ইঁহারা পতি-পত্নীরূপে সংসারে বর্ত্তমান হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করেন। ইঁহাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সম্মত দশবিধ সংস্কার নাই। সংস্কার উপলক্ষে ইঁহাদের যে ক্রিয়াসকল আছে, তাহা বর্ণাশ্রমীদের ক্রিয়া হইতে বিলক্ষণ। বৈষ্ণব-জাতির মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক ক্রিয়া হয় না। তাহারা সকল কর্ম্মই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। অন্য দেবদেবীর পূজা, হোম, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই করেন না। মৃতাশৌচ ও জাতাশৌচ অঙ্গীকার করেন না। বিবাহে কেবল মাল্য বদল করেন। কোন বৈষ্ণব-পরিবারের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়া, দেবদেবীর

আরাধনা এবং স্ত্রীলোক-পরম্পরা কতকগুলি ব্যবস্থা দেখা যায়। এইসকল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের সেবা, পর্ব্বদিনে উৎসব, বিশেষ বিশেষ কার্য্যে মহোৎসব, হরিবাসর প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখা যায়।

এই বৈষ্ণব-জাতি প্রায়ই **ভিক্ষাদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ** করে। কোন কোনস্থলে উহারা অন্যান্য ব্যবহার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে। কোন কোন প্রদেশে উহারা কৃষিকার্য্য করে, কোন কোন প্রদেশে অন্যান্য বণিক্-ব্যবসায় দ্বারা দিন-পাত করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই **গীত-বাদ্যাদি অভ্যাস** করত তদ্দ্বারা উদর পালন করে।

কীর্ত্তন ব্যতীত বৈষ্ণব-জাতির অন্য ব্যবসায়ে দোষ নাই

প্রভু বীরচন্দ্র যে-সময়ে সংযোগী বৈষ্ণবের পত্তন করেন, তখন তাঁহার এইমাত্র অনুমতি ছিল যে, তোমরা যদিও ইন্দ্রিয়-পরবশ হও, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সংসার নির্ব্বাহ করিবে। কেহ কেহ বলেন,—তাঁহার সময় কেবল বারশত নেড়া-নেড়ী ছিল। কিন্তু আজকাল সেই বারশত নেড়া-নেড়ীর স্থলে আমরা সমস্ত বঙ্গ-ভূমিতে প্রায় পাঁচ-লক্ষ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেখিতেছি। বারশত ব্যক্তির অবশ্যই গান-কীর্ত্তন ব্যবসায় দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু পাঁচ-লক্ষ জীবন কেবল কীর্ত্তন ও ভিক্ষায় দ্বারা রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব বৈষ্ণব-জাতি যে অন্যান্য ব্যবসায় করিতেছে, তাহা তাহাদের পক্ষে দূষণীয় নয়।

বৈষ্ণব-জাতির সামাজিক অবস্থিতি কোথায়?

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বাস্থ্য-অবস্থায় থাকিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিত। সেই ধর্ম্মে কতকগুলি উৎপাত উপস্থিত হওয়ায়, সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে। বৈষ্ণব-জাতিও যদি সেই বর্ণ-ধর্ম্মের মল আকর্ষণ করে, তবে এই জাতির উভয় কুল নষ্ট হয়। অতএব বৈষ্ণব-জাতি সর্ব্ব বিষয়ে পবিত্র না থাকিতে পারিলে, সকল সমাজের অধম হইবে—সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-জাতি হয় সর্ব্ব সমাজের নমস্কৃত সমাজ হইবে, নতুবা সকল সমাজের হেয় হইয়া পড়িবে। এই বৈষ্ণব-জাতির কোন মধ্যবর্ত্তী অবস্থান নাই। কিরূপে থাকিলে এই বৈষ্ণব-জাতি সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতে পারে, তাহা বিচার করা যাউক। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিধি-বিধানমত কার্য্য করিলে তাহারা পূজনীয় হইবে।

বৈষ্ণব-জাতির সর্ব্বোচ্চতা-লাভের উপায়

১। তাঁহাদের সমাজটীকে একমাত্র কৃষ্ণসেবার যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া রাখুন। বহির্ম্মুখ-জ্ঞান-কর্ম্ম একেবারে দূর করুন। কৃষ্ণসেবার বাধক হইতে পারেনা—এরূপ যে-সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া ও ব্যবহার আছে, তাহা সতর্কতার সহিত অবলম্বন করুন।

২। সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ অবশ্য বৈজ্ঞানিক গঠন-বিধি পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সনাতন বর্ণ ও আশ্রম-বিধান গ্রহণ করুন। বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত যে, কোন-প্রকারে সমাজ যেন জন্মদ্বারা নির্ণীত, অযথা বর্ণবিধি ও অনধিকার-দূষিত আশ্রম-বিধি গ্রহণ না করে।

৩। এই পত্রিকার (সজ্জনতোষণী) ১২৩ পত্রে * এক দুই ক্রমে যে দশটী বিধির সঙ্কলন হইয়াছে, সেই বিধিগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পালিত হউক।

৪। আশ্রম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধি প্রতিপালিত হউক; যথা :—

(ক) বিবাহযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ মহাজনগণের অনুমোদন সহকারে বিবাহিত হইয়া একপত্নী, একপতি-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সংসার নির্ব্বাহ করুন।

(খ) বিদ্যার্থী ব্যক্তি দেশ ভ্রমণার্থে ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলে বাস দ্বারা বিদ্যা উপার্জ্জন করুন। এবম্বিধ অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তিনি শুদ্ধ থাকিতে পারিবেন।

(গ) অধিক বয়সে অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক বাণপ্রস্থ অবলম্বিত হউক।

(ঘ) ব্রাহ্মণ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের কৃষ্ণভক্তি-জনিত বিরক্তি উদিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ ভেকাশ্রম স্বীকৃত হউক।

(ঙ) সাঙ্কর্য্য লক্ষিত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ সমাজ-বহিষ্কৃত হইবেন।

৫। যে-কেহ সরলতা-সহকারে এই বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি গৃহীত হইবেন।

৬। সমাজের উন্নতির জন্য কৃষ্ণভক্তির সাধক সমস্ত পার্থিব ও পারমার্থিক বিদ্যা ও শিল্পের অনুশীলন দ্বারা জাতীয় মূল উন্নতির চেষ্টা করা যাউক।

---

*শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৪০৯-৪১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

মনুষ্য-সমাজ-সংস্কারের জন্য নির্দ্দেশ

বৈষ্ণব-জাতি এইরূপে সংস্থাপিত হইলে আর এতদ্দেশে কোন ক্লেশ থাকিবে না। বোধহয়, সকল আর্য্য-সন্তানগণ অল্পকালের মধ্যেই এই জাতিকে পুষ্ট করিবেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত ক্ষত্রিয়, উপযুক্ত বৈশ্য ও উপযুক্ত শূদ্র দ্বারা ভারতের মুখ-শ্রী পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। ইহা হইলেই সত্যযুগ আসিয়া জগতে পুনরায় রাজ্য করিবে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই উন্নতির বীজ লাভ করিয়াছি। **এখন প্রার্থনা করি যে, সমস্ত সহৃদয় পুরুষ এ বিষয়টীর বিশেষ আলোচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন।**

বর্ত্তমান ভারতের কর্ত্তব্য-নিরূপণে ঠাকুরের নির্দ্দেশ

তৃতীয় প্রবন্ধে এই বিষয় সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিব। এই বিষয়ে যত্ন করিলে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর সকল লাভই হইবে। জাতি-সংস্কার, বিবাহ-বিধি-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার ও শরীর-সংস্কার সম্বন্ধে আজকাল যে-সকল খণ্ড উদ্যম হইতেছে, সে-সকল উদ্যমের আর প্রয়োজন থাকিবে না। বৈষ্ণব-সমাজকে যথোচিত উন্নত করিয়া তাহাতে সকলের প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে সমস্ত ভাল কথাই পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণবগণই জগৎভূষণ। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এ বিষয়ে সাহায্য করুন। তাঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া অদ্য এইস্থলে নিবৃত্ত হইলাম। (সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

জৈবধর্ম্ম

বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে উপন্যাস আকারে সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ। পঞ্চম সংস্করণের পর অভিনব আকারে অপূর্ব্ব সঙ্কলন।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ৫০০ পৃষ্ঠার অধিক—মূল্য ৫৲ মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা আফিসে আবেদন করুন।

গৃহব্রতের পরিণাম

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্॥ (ভাঃ ৭।৫।৩০)

(১)

গৃহ যার ব্রত, হেন অসংযত,
সমূহ ইন্দ্রিয় দ্বারে।
ভোগেতে মগন, হয় সর্ব্বক্ষণ,
গৃহাসক্তি নাহি ছাড়ে॥

(২)

ঘোর অন্ধকার- ময় এ সংসার,
নরকে প্রবিষ্ট হয়।
চর্ব্বিত বিষয়, চর্ব্বণ করয়,
বিষয়ে প্রমত্ত রয়॥

(৩)

গুরুব্রুব যারা, উপদেশি' তা'রা,
কৃষ্ণ-পদে দিতে মতি।
না পারে কখন, জানিহ রাজন্!
ভোগেতে প্রমত্ত অতি॥

(৪)

সদ্‌গুরু চরণ, ছাড়ি' যেই জন,
বিষয়েতে করে রতি।
তার সঙ্গ-ফলে, কভু নাহি মিলে,
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে মতি॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

শ্রীদক্ষ-যজ্ঞের উপাখ্যান

বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ

বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে আহূত হইয়া দেববৃন্দ সেই যজ্ঞ-সভায় গমন করিলেন। শ্রীব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাসকল এবং দিক্‌পালগণ স্ব-স্ব-স্থানে দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মহা-সমারোহে যজ্ঞ-কার্য্য চলিতেছে; চতুর্দ্দিক্ আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ। এমত সময়ে মহা-তেজস্বী প্রজাপতি দক্ষ সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবতাসকল সভাস্থল হইতে উত্থিত হইয়া করযোড়ে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মান করিলেন। কেবল শ্রীসদাশিব ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন থাকায়, স্থাণুর ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীদক্ষ-প্রজাপতি তাঁহার সমাধির অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া অক্ষজ-জ্ঞানে ধারণা করিলেন,—সকল দেবতাগণই সসম্ভ্রমে আমার অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু আমার (কনিষ্ঠা কন্যার পতি) জামাতা শিব আমার কোনই মর্য্যাদা দিল না। এই বিরাট সভামধ্যে আমার অপমান করিল; অতএব ইহার প্রতিকার আমি অবশ্যই করিব।

প্রজাপতি দক্ষের ক্রোধ

যজ্ঞান্তে সকলেই স্ব-স্ব গৃহে গমন করিলেন। দক্ষ-প্রজাপতি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অধর দংশন করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন,—আমি 'শিবরহিত' একটী বিরাট যজ্ঞ করিয়া এই দারুণ অবমাননার প্রতিশোধ লইব। শ্রীদক্ষ-প্রজাপতির ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই; তিনি 'বৃহস্পতি-সব' নামক একটী বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিলেন এবং বিখ্যাত শ্রীনারদ-ঋষিকে আনয়ন করিয়া সেই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিবার যাবতীয় ভার প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—দেখ, ভূ-লোকে, দেব-লোকে যাহাকে দেখিবে, সকলকেই আমার এই মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ দিবে, কিন্তু তুমি কখনও আমার জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করিবে না। নারদ 'তথাস্তু' বলিয়া বীণা-যন্ত্রযোগে সুমধুর শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য নিমন্ত্রণ করিয়া পরিশেষে মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন,—'আমি অবশ্যই কৈলাসে ভবানীকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইব';—এই সঙ্কল্প করিয়া নারদঋষি কলহ বাঁধাইবার উদ্দেশেই শ্রীকৈলাস-ধামে যাত্রা করিলেন।

কৈলাস-ধামে শিব শ্রীনারদ-ঋষিকে দেখিতে পাইয়া আদর করিয়া বসাইলেন এবং হাস্যমুখে বলিলেন,—তুমি কি মনে করিয়া সম্প্রতি এইস্থানে আগমন করিলে? ঋষি যথাযথভাবে সমস্ত বর্ণনা করিয়া শিবকে বলিলেন,—আপনি বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে আপনার শ্বশুরকে অভ্যর্থনা না করায় তিনি ক্রোধ করিয়া 'বৃহস্পতি-সব' নামক একটী বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া আমাকে এই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ-ভার প্রদান করিয়াছেন। তিনি কেবল আপনাকে এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সদাশিব একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—অন্তঃপুরে শিবানীকে তুমি এই সংবাদ প্রদান করিও না।

কিছুক্ষণ পরে নারদমুনি অন্তঃপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। ভবানী নারদকে দেখিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন ও বলিলেন,—বৎস! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? নারদঋষি বলিলেন,—মাতঃ! তোমার পিতা একটী বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া আমাকে সেই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ ভার অর্পণ করায় আমি ত্রৈলোক্যের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পরিশেষে দুঃখের সহিত একটী গোপন-বার্ত্তা বলিবার জন্য কৈলাসে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। তোমার পিতা 'শিব-রহিত' যজ্ঞ করিতেছেন। ইহার পরিণাম কি?—বুঝিতে পারি না। কেবল শিবই এই যজ্ঞে বাদ পড়িয়াছেন, কেন-না, তিনি 'বিশ্বজিৎ' যজ্ঞে তাঁহার শ্বশুরকে সম্মান না করায় তিনি অপমান বোধ করিয়াছেন। সুতরাং প্রতিশোধ লইবার জন্যই এই যজ্ঞের আয়োজন। শ্রীনারদ-ঋষি এই কথা বলিয়া আর কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীশিব এবং ভবানীকে প্রণাম করত সত্বর অন্যস্থানে গমন করিলেন।

শিব-রহিত 'বৃহস্পতি-সব'-যজ্ঞ

প্রসিদ্ধ শ্রীহরিদ্বার তীর্থের সন্নিকট, কন্‌খল নামক স্থানে এই যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, দিক্‌পাল, লোকপাল সকলেই এই যজ্ঞের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে যজ্ঞে যাত্রা করিয়াছেন; এই সুবৃহৎ যজ্ঞে এক বিষ্ণু ভিন্ন অন্যান্য সকল দেবতাই আগমন করিয়াছেন। বৃহৎ যজ্ঞ-কুণ্ডের চৌদিকে হোতা, উদ্গাতা-অধ্বর্য্যু,—পুরোহিত উপবেশন করিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা', 'অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন; যজ্ঞানলে যজ্ঞস্থান প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'দিয়তাং', 'ভুজ্যতাং' শব্দে মহা কোলাহলের সৃষ্টি হইয়াছে। যজ্ঞের চৌদিকে স্বর্ণবেদীসমূহ এবং শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, সবুজ বর্ণের বিবিধ পতাকাসকল উড্ডীয়মান হইয়া চমৎকার শোভা

বিস্তার করিয়াছে। অন্তঃপুরে রমণীবৃন্দ পাকশালায় খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, লুচি, কচুরী, মল্লপূপ, পরমান্ন, শাক, ভাজি, ডালি, ডালনা ও নানাবিধ রাশি রাশি ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া স্তূপাকারে সজ্জিত করিতেছেন। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, সন্দেশাদি নানাবিধ দ্রব্যে গৃহাদি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিচিত্র পুষ্পমাল্যে তোরণ-শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। আনন্দের আর সীমা নাই।

এদিকে উমার ভগ্নীসকল পিতার যজ্ঞে যাইবার পথে নানাবিধ অলঙ্কারে সুশোভিতা হইয়া ছোট ভগ্নী উমার নিকট কৈলাসে আগমন করিয়াছেন; চন্দ্রের স্ত্রী রোহিণী উমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—বোন্! পিতার যজ্ঞে সকলেই আনন্দে যাত্রা করিতেছে, তুই কেন ম্লানমুখে বসিয়া রহিয়াছিস্? চল্‌না আমাদের সঙ্গে। আহা! জামাই কি নির্দ্দয়, তোর গায়ে একখানাও গহনা দেয় নাই, কেবল ছাই মাখিয়া বসিয়া আছিস; আমরা সকল বোনেই তোকে এক একখানা গহনা দিলে তোর গা ভরিয়া যাইবে,—চিন্তা কি? আয় বোন, আমরা সকলে একত্র হইয়া পিতার যজ্ঞে যাই। রোহিণীদেবীর এই কথা শুনিয়া খেদের সহিত ভবানী বলিলেন,—তাই ভাবি গো, বিনা নিমন্ত্রণে কিরূপে যজ্ঞে যাই, বল না? তোমরা সবাই যাবে, সমাদর পাবে, আমি গেলে পিতা কথা বলবে না। তোরা সব যা,' আমি যাব না। এই বলিয়া দেবী বিষাদিত হইয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন। দেবীর প্রতিজ্ঞা বুঝিয়া ভগ্নীসকল অহঙ্কারে মল বাজাইয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া চলিয়া গেল।

সতীর পিত্রালয়ে যাত্রা

সতী বিমনা হইয়া বসিয়া আছেন; এমন সময়ে আকাশ-পথে দেখিতে পাইলেন,—কত শত বিমান, বিচিত্র-পতাকাদি ভূষিত হইয়া তাঁহার পিতার যজ্ঞে যাত্রা করিয়াছে। আকাশচারী-সকল এই যজ্ঞের মহিমা-কীর্ত্তিসকল গান করিতে করিতে চলিয়াছেন। স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ সতী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি একবার গৃহমধ্যে, একবার বাহিরে পদচারণা করিয়া পাগলিনীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া,—শিবের নিকট গমন করত পিতার যজ্ঞে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীসদাশিব তাহাতে সম্মত হইলেন না।

শিব বলিলেন,—সতি! তুমি পিতার যজ্ঞে যাইও না, কেন-না আমাকে কোন অপমানের কথা বলিলে তুমি তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু শিব এইরূপ বলিলে কি হইবে? তাঁহার কোনও উপদেশই সতীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল না। তিনি পিতার যজ্ঞে যাইবার জন্য কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, মহাবিদ্যা ই ত্যাদি

ভীষণ মূর্ত্তি প্রকট করিলেন এবং একাকিনী পদব্রজে পিতার যজ্ঞে যাত্রা করিলেন। শিব নিরুপায় হইয়া ভৃত্য নন্দী ও ভৃঙ্গীকে আজ্ঞা করিলেন,—যাও তোমাদের মাতাকে লইয়া ত্রিশূল-হস্তে যজ্ঞে গমন কর। এই অনুমতি পাইয়া নন্দী-ভৃঙ্গী ভবানীকে কুবেরের ভাণ্ডারে লইয়া নানাবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া বৃষোপরি উপবেশন করাইয়া দক্ষালয়ে যাত্রা করিল। শ্রীদুর্গাদেবী রূপে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া পিত্রালয়ে পিতার যজ্ঞ দেখিতে যাত্রা করিয়াছেন। অনুচরসকল আনন্দিত হইয়া 'জয় মা' 'জয় মা' ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

এদিকে সতীর মাতা দক্ষ-গৃহিণী যজ্ঞে সকল কন্যাগণ আসিয়াছে, কিন্তু স্নেহের ছোট কন্যাটী না আসায় শোকে-দুঃখে বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন এবং নয়ন হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু প্লাবনে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে সহসা দেখিতে পাইলেন,—পূর্ব্বদিক্ আলো করিয়া তাঁহার স্নেহের কন্যা সতী দেবী অনুচরবর্গের সহিত আসিতেছে। এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়া মাতার আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি অগ্রসর হইয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখ চুম্বন করত কাঁদিতে কাঁদিতে স্নেহাপ্লুত-স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,

হাঁ মা! এমন করিয়া কি তোর দুঃখিনী মাতাকে ভুলিয়া থাকিতে হয়? সকল কন্যা আসিয়াছে; তোর বিবাহের পর আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া মণিহারা ফণীনীর ন্যায়—তোকে দেখিবার আশায় অনিমেষ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া থাকি,—কবে আবার উহার সহিত দেখা হইবে; এখন বল্ দেখি, কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি; উমা, বল্ মা।—কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই। জামাই নাকি শ্মশানে থাকে; ভূত, প্রেত নিয়ে ঘোরে; —তুই নাকি মা তারি সঙ্গে তোর সোণার অঙ্গে ছাই মাখিস্। ছিঃ ছিঃ! জামাই নাকি তোকে আদর করে না—এমন সোণার শরীর কালিমা বর্ণ হয়ে গ্যাছে। পথে আসতে আসতে ক্ষুধায় তোর মুখ ম্লান হয়েছে, কিছু খেয়ে নে।

প্রসূতি মাতা তাঁহার ভাণ্ডারে যে ক্ষীর, সর ছিল—তাহা কন্যার মুখের নিকট ধরিলে, সতী ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া বলিলে,—মা এ'যজ্ঞে আমার স্বামীর নিমন্ত্রণ হয় নাই। মুখে শুধু ভাল বাসিস্, এখন আমি আর কিছু খাব না, পিতার যজ্ঞ দেখিয়া আসিয়া পরে খাব। মাতা নানাবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার সতীর সম্মুখে ধরিলেন। নিদারুণ দুঃখে সতী, মাতার প্রদত্ত উপঢৌকন

সকলই প্রত্যাখ্যান করিলেন। আমি পিতার যজ্ঞ দেখিতে যাই, বলিয়া ভবানী দ্রুতপদে যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন।

যজ্ঞের শোভা দেখিয়া দেবী আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। হোতাগণ 'স্বাহা' 'স্বাহা' ধ্বনিতে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিতেছেন, যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহার সপ্তশিখা ঊর্দ্ধে উঠিয়া যজ্ঞের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। সতী যজ্ঞের এককোণে বসিয়া পড়িলেন। তাহার পিতা দক্ষ কোণজ-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন,—এই যজ্ঞে তাহার ছোট কন্যা সতী আসিয়াছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হওয়ায় দক্ষ প্রজাপতির ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সভাস্থ দেবগণকে সম্বোধন করিয়া সতীর সম্মুখেই জামাতা শিবের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ

(শ্রীধাম মায়াপুর মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সন্ন্যাস-গুরু)

মায়াবাদের জীবনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৪১৮ পৃষ্ঠার পর)

সত্যযুগে জ্ঞানবাদ ও তাহার পরিণতি

'চতুঃসন'

(সত্যযুগে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই চারিজন ঋষির কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। ইঁহারা চতুঃসন নামে পরিচিত। প্রাজাপাত্যনিবন্ধন যে-প্রকার জীবের জন্ম হয় অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সম্মেলনে যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া লোক-সমাজে প্রচলিত আছে, চতুঃসন তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ব্রহ্মার কল্পনাপ্রসূত সনকাদি ঋষি-চতুষ্টয় মানসপুত্ররূপে ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি-কৌশল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহারা বাল্যাবধি জ্ঞানযোগে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। চতুঃসনের এই জ্ঞানযোগ কতকটা নির্ব্বিশেষপর হওয়ায় শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল হইয়াছিল। তাহাতে পিতা ব্রহ্মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভগবানের নিকট তাঁহাদের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। সৃষ্টির প্রথম সন্তানগণের এ প্রকার অবস্থা দর্শন করিয়া ভগবান্ হংসরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে ও নারদকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—

"তুভ্যঞ্চ নারদ! ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্বাসুদেব-শরণা বিদুরঞ্জসৈব॥" (ভাঃ ২।৭।১৯)

অর্থাৎ ব্রহ্মা, নারদ ও চতুঃসনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—ভগবান্ হংসাবতারে তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়া ভক্তিযোগ ও তদনুকূল ভগবদ্বিষয়ক-জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন।)

উক্ত শ্লোকের 'তুভ্যঞ্চ নারদ' বাক্যের মধ্যে 'চ' এই শব্দের দ্বারা অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বাচার্য্য গোবিন্দভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব সনকাদি ঋষি-চতুষ্টয়কে বুঝাইতেছে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লঘুভাগবতামৃতের হংসাবতার বর্ণনে ৭২ শ্লোকের 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' টীকায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, —"তুভ্যঞ্চেতি চাৎ সনকাদিভ্যঃ" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লেখনী হইতে জানা যায়, শেষাবতার সনকাদি ঋষিগণকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান।
নিরবধি গুণগান অন্ত নাহি পান॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে॥—(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২০-১২২)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, কেবল হংসাবতারই তাঁহাদিগকে ভক্তিসিদ্ধান্তের কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন এমন নহে, পরন্তু শেষাবতারও ভাগবত-ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-বিষয়ক অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত শাস্ত্র। সনকাদি ঋষিগণ ভক্তাবতার অনন্তদেবের নিকট সেই ভাগবতের সিদ্ধান্ত শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাই সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বার্কস্বামী বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারকল্পে চতুঃসনকেই পূর্ব্বাচার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া বেদান্তের "পারিজাত সৌরভ"-নামক ভাষ্য প্রকাশ করেন এবং সনকাদি ঋষিগণের নামানুসারেই এই সম্প্রদায়ের নাম 'সনক সম্প্রদায়' হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, হংসাবতারই এই চতুঃসনের গুরু ছিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহারা শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের পর শুষ্কজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিধর্ম্মের প্রধান আচার্য্যগণের মধ্যে পরিগণিত হন।)

বাস্কলি

বাস্কল উপাখ্যানে জানা যায়, ইনি অদ্বৈতবাদী বাধ্বঋষির নিকট অদ্বৈতবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে 'বাধ' বলিয়া থাকেন। বাধ্বঋষির অন্তেবাস্কল (বাস্কলি) একজন প্রসিদ্ধ মায়াবাদী হইয়াছিলেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের ৩।২।১৭ সূত্রের ভাষ্যে বাধ্ব-বাস্কলির কথোপকথন শ্রুতি হইতে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম।—

"বাস্কলিনা চ বাহ্বঃ (র্ধঃ) পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে স হোবাচাধাহি ভগবো ব্রহ্মেতি স তূষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ—ব্রহ্মঃ খলু, ত্বন্তু ন বিজানাস্যুপশান্তোঽয়মাত্মা।"

অর্থাৎ মায়াবাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইতে হইলে চুপ করিয়া 'বুঁধ' হইয়া বসিয়া থাকিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে। যুক্তি-বিচার বা শাস্ত্র-জ্ঞানের দ্বারা মায়াবাদের ব্রহ্ম-বিষয় জানিবার কোন উপায় নাই। আমার পূর্ব্বপ্রদর্শিত শঙ্করকৃত দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের দ্বাদশ শ্লোক 'বাধ্ব বাস্কল' উপাখ্যানেরই প্রতিধ্বনি। শঙ্করোদ্ধৃত উক্ত শ্রুতিবাক্যের বেদান্তবাগীশ-কৃত মন্তব্য-সমেত অনুবাদ আপনাদিগকে জানাইতেছি। যথা—

শ্রুতিতে আরও শোনা যায়, বাস্কলিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাধ্ব নিরুত্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। বাস্কলি, "হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান"—এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাধ্ব নিরুত্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার "ব্রহ্ম বলুন" বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি ত নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিই জানিতে পারিতেছ না যে, এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত।" (অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বিশেষতাহেতু তাহা বাক্যপথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, সুতরাং নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।)

উক্ত প্রমাণ-দৃষ্টে বাস্কল একজন মায়াবাদী ছিলেন, তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হয়। এই বাস্কল বা বাস্কলির অন্য পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে দেখান যাইতেছে। যথা,—

হিরণ্যকশিপোর্ভার্য্যা কয়াধুর্নাম দানবী।
জম্ভস্য তনয়া সা তু সুষুবে চতুরঃ সুতান্॥
সংহ্রাদং প্রাগনুহ্রাদং হ্রাদং প্রহ্রাদমেব চ।
তৎস্বসা সিংহিকানাম রাহুং বিপ্রচিতোঽগ্রহীৎ॥
অনুহ্রাদস্য সূর্য্যায়াং বাস্কলো মহিষস্তথা॥—(ভাঃ ৬।১৮।১২-১৬)

[অর্থাৎ জম্ভাসুর-তনয়া কয়াধু নাম্নী দানবী হিরণ্যকশিপুর পত্নী ছিলেন।

তিনি ক্রমে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ নামক চারিটী পুত্র প্রসব করেন। সিংহিকা নাম্নী তদীয় ভগিনী বিপ্রচিৎ নামক দানবের সংসর্গে রাহুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন (১২-১৩)। অনুহ্লাদের সূর্য্যা নাম্নী ভার্য্যা হইতে বাস্কল ও মহিষ এই দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে ॥১৬॥

হিরণ্যকশিপুর ঔরসে কয়াধুর গর্ভে অনুহ্লাদের জন্ম হয়। পিতামাতা অসুর বিধায় অনুহ্লাদও তাহাদের অপেক্ষা অন্যরূপ কিছু হইলেন না। এই অনুহ্লাদের পুত্র বাস্কল। সুতরাং বাস্কলও তদ্‌যুগে অসুর বলিয়াই খ্যাত ছিলেন। মায়াবাদের ইতিহাসে এ প্রকার উদাহরণ প্রতিযুগেই পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহ্যের যদি কিছুমাত্র প্রামাণিকতা থাকে, তবে মায়াবাদের চিন্তাস্রোত যে অসুরকুলে ও রক্ষকুলেই অধিকরূপে আদৃত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়। নিরপেক্ষ সরল-হৃদয় মুনি-ঋষিগণের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভগবদবতারগণের দ্বারা শোধিত হওয়ায় মায়াবাদ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমদ্ভগবৎ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু মায়াবাদাশ্রিত কঠিন-হৃদয় অসুরগণ অত্যন্ত 'গোঁড়া' বিধায় ভক্তিতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই। ভক্তিতত্ত্বৈকরক্ষক ভগবান্ এবং ভগবৎ অবতারগণ উক্ত অসুরগণের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করিয়া ভক্তিতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। ভগবদবতার বামনদেব এই বাস্কলিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁহার শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে বামনদেবের বাস্কলি-উদ্ধার ব্যতীত আরও দুইবার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—বলি ও ধুন্ধের যজ্ঞে বামনদেবের আরও দুইবার আবির্ভাব হয়। উক্ত গ্রন্থের অষ্টাদশাবতার শ্রীবামনদেবের বিষয় বর্ণনক্ষেত্রে অশীতি (৮০) শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"বামনস্ত্রিরভিব্যক্তিং কল্পেঽস্মিন্ প্রতিপেদিবান্।
তত্রাদৌ দানবেন্দ্রস্য বাস্কলেরধ্বরং যযৌ ॥"

অর্থাৎ এই কল্পে বামনদেবের তিনবার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে বাস্কলি নামক দানবেন্দ্রের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন।

বামনদেব বাস্কলি অসুরের যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইরূপে সত্যযুগে চতুঃসন জ্ঞানবাদ ত্যাগ করিয়া ভক্তিপথাশ্রয় করায় এবং বাস্কল দানবের উদ্ধারের দ্বারা অদ্বৈতবাদের বিনাশ ও ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

প্রার্থনা-পঞ্চক (২)

(ক)

প্রভুপাদ !

আমি অতি পাপাচারী, সাধুসঙ্গ নাহি করি,
অপরাধে আয়ু করি ক্ষয়।
আসিয়া এ' দেবী-ধামে, মত্ত লোভ-মোহ-কামে,
মায়া মোরে করিয়াছে জয় ॥ ১ ॥

এ' অধমে যদি হায় ! নাহি রাখ রাঙা পায়,
তবে মোর কি হবে উপায় !
স্থান দিয়া তব পদে, রক্ষ মোরে এ বিপদে,
বিকাইনু তব রাঙা পায় ॥ ২ ॥

টানি' লহ কাছে মোরে, বাঁধিয়া করুণা-ডোরে,
কর মোরে চরণের দাস।
সেবিব যুগল পদ, সেই মোর সুসম্পদ,
সেই মোর মন অভিলাষ ॥ ৩ ॥

ভবে যত পাপী ছিল, সকলেই তরে গেল,
তব রাঙা চরণের গুণে।
এ গোপাল পড়ে' রৈল, উপায় না কিছু হৈল,
কে আছে আমার তোমা-বিনে ॥ ৪ ॥

(খ)

প্রভুপাদ !

রাখ মোরে কেশে ধরি', ঠেলিও না ঘৃণা করি',
শ্রীচরণ নিকট হইতে।
আমি তব চির-দাস, পূর্ণ কর মোর আশ,
দাও তব চরণ সেবিতে ॥ ১ ॥

কাঁদি আমি দিবানিশি, ভবনদীর কূলে বসি,
পার কর অকূল কাণ্ডারী।
নদীর বিষম ঢেউ, তরিতে নাহিক কেউ,
ভরসা তোমার পদ-তরী ॥ ২ ॥

সদা প্রাণপণ করি', মায়া হ'তে দূরে সরি',
রহিবারে বৃথা চেষ্টা করি।
তোমার শরণ বই, অন্য মোর গতি নাই,
আমি তব করুণা ভিখারী ॥ ৩ ॥
ভয়ে ভীত সদা মন, অবিরত উচাটন,
ভয়ঙ্কর হেরি ভব-নীর।
এ'দীন গোপালে কয়, কেমনে তরিব হায়!
মন-প্রাণ হ'তেছে অস্থির ॥ ৪ ॥

(ঘ)

প্রভুপাদ!

হায় নব নব কত, সংসার অরণ্যস্থিত,
শ্বাপদাদি করিছে হুঙ্কার।
অরণ্য রাক্ষসীগণ, ভুলাইতে মোর মন,
কতমতে করিছে ঝঙ্কার ॥ ১ ॥
হায় প্রভু তোমা বিনে, নাশিয়া এ শত্রুগণে,
কে পারে রক্ষিতে এই দাসে।
তুমি না করিলে দয়া, দারুণ রাক্ষসী মায়া,
উদ্যত হইবে সর্ব্বনাশে ॥ ২ ॥
সদা ঢাকি কর্ণদ্বয়, রয়েছি বধির প্রায়,
যেন নাহি শুনি অন্য শব্দ।
জপিতেছি তব নাম, শুনি' লোভ-মোহ-বাম,
রিপু আদি হয় যেন স্তব্ধ ॥ ৩ ॥
ক্ষমা করি' এই দাসে, লহ শ্রীচরণ-পাশে,
গোপালের এই বড় আশ।
ও পদ-কমল-যুগ, ধরি শিরে যুগ যুগ,
হই যেন বৈষ্ণবের দাস ॥ ৪ ॥

(ঙ)

প্রভুপাদ!

যে তোমারে নিত্য ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
মায়া নাহি যায় তার পাশ।
সেই হয় নিত্য-মুক্ত, যে তোমার অনুগত,
সে ছিঁড়েছে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস ॥ ১ ॥

তোমার দাসের দাস, তার সঙ্গে যার বাস,
তার নাহি শমনের ভয়।
সেই তব কৃপা-বলে, গোলোকের পথে চলে,
রবি-সুতে করি' পরাজয় ॥ ২ ॥

যে তোমার নাম লয়, (তার) হয় কৃষ্ণ-প্রেমোদয়,
নরকুলে ধন্য সেইজন।
তোমার সেবাতে মন, সঁপিয়াছে যে সুজন,
ধন্য তার ধন উপার্জ্জন ॥ ৩ ॥

নিজকৃত কর্ম্মদোষে, পড়িয়া মায়ার ফাঁসে,
এ গোপাল করে হায় হায়।
তোমার চরণ বই, এ বিপদে রক্ষা নাই,
রাখ রাঙ্গা চরণের ছায় ॥ ৪ ॥

(৬)

প্রভুপাদ!

জীবের দুর্গতি হেরি' দীন-হীনে কৃপা করি,
কৃষ্ণ প্রেম জীবে বিলাইলে।
আমি অতি মূঢ়মতি, বিশেষ পাষণ্ড অতি,
তাই মোরে দয়া না করিলে ॥ ১ ॥

প্রভু তব অনুগত, উত্তম বৈষ্ণব যত,
কাঙালের বেশে দেশে দেশে।
জীবানর্থ বিনাশিতে, কহিছেন নানামতে,
কৃষ্ণনাম লহ জীব এসে ॥ ২ ॥

সরল সুমতি যত, পরিহরি গৃহব্রত,
মহামন্ত্র করিছে গ্রহণ।
পাপী-তাপী উদ্ধারিল, গোলোকের রাজ্য হৈল,
সবে পেল শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥ ৩ ॥

কাঁদিয়া গোপাল কয়, বঞ্চিত হইনু হায়,
কি হইবে আইলে শমন।
অহং-জ্ঞানে মত্ত হৈনু, তিল আধ না সেবিনু,
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-চরণ ॥ ৪ ॥

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় পুরাণরত্ন
নারমা (মেদিনীপুর)

শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

(ক) শ্রীরামপুরে শ্রীগীতা-জয়ন্তী উৎসবে ঃ—

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, গীতার অবতারণার উদ্দেশ্য রাজনীতি বা ক্ষাত্রনীতিমূলক নহে। পরন্তু তাহা পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগতিকেই লক্ষ্য করে। যে অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গীতার আবির্ভাব, সেই অর্জ্জুন কখনই মোহাচ্ছন্ন হইবার পাত্র নহেন। তাঁহার মোহ কেবল গীতা অবতারণের জন্য অভিনয় মাত্র। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদ সখা। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে লইয়া যেখানে অভিনয় করেন তাহা অভিনয় বলিয়া ধরিয়া ফেলা বদ্ধজীবের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। যেহেতু তাঁহারা সাধারণ অভিনেতাগণের তুলনায় বাহিরে অবস্থিত। তাঁহাদের অভিনয়ের মধ্যে কোনও দোষ থাকে না। তজ্জন্য অর্জ্জুনের মোহকে বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করিয়া অনেকেই ভ্রান্ত হইয়া পড়েন।

গীতামাহাত্ম্যের "সর্ব্বোপনিষদো গাবো" ষষ্ঠ শ্লোকটী আলোচনামুখে তিনি জানান গোপালনন্দন কৃষ্ণ পার্থ অর্জ্জুনকে বৎসরূপ উপলক্ষ করিয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া সুধীগণকে দিয়াছেন। বৎসের জন্য কখন দুগ্ধ দোহন করা হয় না। ব্যাসবাক্যে জানা যায়, 'পার্থো বৎসঃ'; সুতরাং বৎস-স্বরূপ অর্জ্জুনের জন্য দুগ্ধরূপ গীতামৃতের অবতারণা করা হয় নাই, তাহা পরিষ্কাররূপে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

তিনি 'কিমন্যৈঃ' শাস্ত্র-'বিস্তরৈঃ'—এইবাক্য অবলম্বন করিয়া সকলকেই গীতার অনুসরণ করিতে বলেন। শ্রীগীতা দৈব ও আসুর এই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে—যাহারা জগৎকে অসৎ ও মিথ্যা এবং জগতের কোনও কর্ত্তা বা ঈশ্বর নাই বলেন, তাহারাই অসুর। গীতার ষোড়শ অধ্যায় ইহার প্রমাণ। তিনি প্রসঙ্গক্রমে মহাভারত ও রামায়ণের সমালোচনাকালে প্রকাশ করেন যে, কংসের ন্যায় কৃষ্ণ অর্থাৎ বস্তু-নাশকারীর কেবলমাত্র শক্তি-বাদ এবং রাবণের ন্যায় সীতা অপহরণকারীর নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদ উভয়ই আসুরিক বিচার। সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ভগবৎতত্ত্ব কৃষ্ণই দৈব-বিচারে প্রকাশিত। তজ্জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং বলিলেন—'মামেকং শরণং ব্রজ'। 'একং'-শব্দের দ্বারা কেবল-মাত্র সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই গীতাশাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য।

(খ) শ্রীরামপুর টাউন-হলেঃ—

আচার্য্যদেব বক্তৃতা দ্বারা সকলকে জানান,—বর্ত্তমান ভারত পাশ্চাত্য দেশে কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি দর্শন করিয়া তাহাকেই দেশের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু ভারতীয় নিজস্ব ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রাদি অনুশীলন করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য উন্নতি ভারতীয় উন্নতির সহিত কোন অংশেই সমকক্ষ নহে। বরং ভারতীয় ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রাদি অনুশীলন করিয়াই তাহারা আজ এতটুকু উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হইয়াও তাহার লুপ্ত ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য সেই সমস্ত ঋষিগণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে পারিতেছে না—ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। শরীর-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান, যন্ত্র-বিজ্ঞান, স্থপতি-বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই ঋষিগণের অবদান সমস্ত বিশ্বের আদর্শস্থানীয়। পাশ্চাত্য অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া ভারত ঐ সমস্ত ঋষিগণের গ্রন্থরাজি অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই সে পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। ভারতীয় ঋষিগণ তৎতৎ বিষয়ের উন্নতি দ্বারা শ্রীভগবানের সেবাই পরাশান্তির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে হোসেনশাহ বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী সর্ব্ব-প্রধান রাজনীতিজ্ঞ শ্রীল সনাতন গোস্বামী জীবের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এই প্রশ্নটী করিয়াছিলেন--'কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা না জানি কৈছে হিত হয়॥' ইহাদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত সমস্যার কথা উত্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার উত্তরে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই আমাদের একমাত্র আদর্শ। তিনি জানাইয়াছেন,—ভগবৎ বিস্মৃতিই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ। সদ্বৈদ্য যেরূপ ব্যাধির মূল-কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহা নিরাময় করেন এবং তাহাতেই সমস্ত উপসর্গের উপশম হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব পুনরায় সেই ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত সমস্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

সভাপতি-মহারাজ আরও জানান যে, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভাগ এই ঋষিগণের শিক্ষার প্রতি উদাসীন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য,—এই উদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে ঋষিদের গ্রন্থসমূহ বিপুলভাবে আলোচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। এই আলোচনার মূলে সংস্কৃত-শিক্ষার প্রসার লাভ একান্ত আবশ্যক। সুতরাং সে-বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের অবহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

—কার্য্যাধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক সংগৃহীত

সত্য-সঙ্কল্প বা প্রতিজ্ঞা-পালন

দেখিতে দেখিতে আমাদের পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। বর্ত্তমান ৫ম বর্ষের শেষে আমরা আমাদের পাঠকবর্গের নিকট সমস্ত বৎসরের অনুষ্ঠান-সূচী সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। এই বৎসরের প্রথমেই আমাদের সারা বৎসরের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া "পঞ্চম বর্ষে নিবেদন-"শীর্ষক প্রবন্ধে মোটামুটী কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধটী ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪-৩৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাহাতে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের কৃত্য নিরূপণ করিতে গিয়া জানাইয়াছিলাম—

"অসৎসঙ্গ পরিত্যক্ত না হইলে সুষ্ঠুভাবে সৎসঙ্গ হয় না। তজ্জন্য অসৎ-সঙ্গের নিরূপণ বিশেষ প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে চতুর্দ্দিকে যে-প্রকার ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতেছে অথবা ধর্ম্মের নাম করিয়া অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে, তাহা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি নির্ভীকভাবে প্রদর্শন না করিলে বৈষ্ণব-জগতে, এমন কি, ধর্ম্ম-জগতে বিশেষ অকল্যাণের সম্ভাবনা। উক্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিবেন।"

আমরা উক্ত সঙ্কল্প নির্ভীকভাবে পালন করিতে যত্ন করিয়াছি। ভগবান্ সত্য-সঙ্কল্প, ভগবদ্ভক্তগণও তাহাই। ভক্তগণ যাহা প্রতিজ্ঞা করিবেন, তাহা সর্ব্বতো-ভাবে পালিত হইয়া থাকে। ভক্তবাঞ্ছা ভগবানই পূরণ করিয়া থাকেন। গীতায় আমরা দেখিতে পাই—"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" ইহার তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হইবে না--তুমিই ইহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বল। স্বয়ং ভগবানের ভক্তের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবদ্ভক্তের প্রতিজ্ঞা ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিজের প্রতিজ্ঞা ভগবদ্ভক্তের কাতর নিবেদনে শ্লথ হইয়া পড়ে। সুতরাং ভক্তবাৎসল্যহেতু ভগবান্ ভক্তেরই জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শাব্দিক অবতার। এই শব্দাবতার শ্রীমদ্ভাগবতের একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সেবকসূত্রে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাঁহার অভিন্ন বিগ্রহ; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সেব্য-সেবক-রূপে অভিন্ন কলেবর হইয়া উভয়েই সত্যসঙ্কল্প। যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পঙ্খানুপঙ্খরূপে

অধ্যয়ন করেন, এবং তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ ও উপদেশ প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে সাদরে গ্রহণ করিতে যত্নবান্, তাঁহারা প্রকৃতই ভাগ্যবান্। আমরা তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ধারায় আমরা তাঁহার গীতিসাহিত্য হইতে জানি,—"পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে।" শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নির্ভীক প্রচার-বৈশিষ্ট্যে কলিহত লেখনী-প্রসূত অসৎ বার্ত্তাবহসকল বিভ্রাটে পড়িয়া পলায়ন করিয়াছে ও করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। সত্যের প্রচারে দুরন্ত কলি অবশ্যই পলায়ন করিয়া থাকে। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-ফলে কলির চর-স্বরূপ প্রাকৃত-সহজিয়াদলের, এমন কি, ধর্ম্মধ্বজী স্মার্ত্ত বৌদ্ধগণের চিত্তবৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তন হইতেছে—এইরূপ সংবাদ আমরা পাইলেও 'ভোগী ভোগায় ভুলিবার নহে' এই নীতিই আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে।

আরও একটী আনন্দের সংবাদ বর্ষান্তে নিবেদন করিতেছি যে, শ্রীপত্রিকার ভাব ও ভাষার গাম্ভীর্য্যে ও নিখুঁত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে, সর্ব্বোপরি নির্ভীক সত্য-প্রচারের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হইয়া দিন দিন শ্রীপত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা এ বৎসর বহু নূতন গ্রাহকগণকে পত্রিকার ১ম সংখ্যা হইতে, তাঁহাদের বিশেষ প্রার্থনাসত্ত্বেও, গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিতে পারি নাই। কারণ আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মুদ্রিত সংখ্যা নিঃশেষিত হইয়াছে। এবৎসর আমরা আরও নূতন এক সহস্র গ্রাহক যাহাতে পত্রিকা পাইতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি। পরশ্রী-কাতর পাষণ্ড সম্প্রদায়ের ইহাতে কোন শান্তি নাই। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার শ্রী-বৃদ্ধিহেতু তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উক্ত গীতির শেষ অংশটী মনে হইতেছে,—"দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে।"

আমরা বর্ত্তমান বর্ষের ১ম সংখ্যার ৩৬ পৃষ্ঠায় শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত "গৌড়ীয়ের কৃত্য" শীর্ষক ২০ দফা শিক্ষা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার আদর্শস্বরূপ মুদ্রিত করিয়াছি। তাহার ১৪ নং দফায় অসৎসঙ্গ ত্যাগের উল্লেখ আছে। তদবধি বিংশ দফা পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষগণের শিক্ষাই আত্মমঙ্গল-পিপাসু জনগণের একমাত্র আদর্শ। ভজন-রাজ্যে অগ্রসর হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই দুঃসঙ্গত্যাগ করাই শাস্ত্রের সর্ব্বোত্তম শিক্ষা। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা প্রয়োজন। তজ্জন্য আমরা দুঃসঙ্গ-ত্যাগকল্পে শ্রীপত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়

বৈরাগ্য-(নাটক), দুই বন্ধুর আলাপ, মায়াবাদের জীবনী, গ্রন্থ-সমালোচনা, চালনী ও সূচ, কলির চেলা বা শয়তান, 'উড়িয়া মাড়ুয়া', সাউড়ী-দলের অপ-প্রচার, নবদ্বীপ-পঞ্জিকার ভ্রান্তি, ত্যাগীর গৃহ-প্রবেশে কালাবৃত্তি, স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণব-মত, অতিবাড়ী শ্রমণের স্মার্ত্তাচার, সাউড়ীর ইঁচড়েপাকা সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রভৃতি প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিয়াছি। ইহা যাঁহারা পঠন-পাঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রকৃতপ্রস্তাবে দুঃসঙ্গ-ত্যাগ করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ লাভ হইয়াছে।

সাউড়ীর সহজিয়া-চলন-প্রসঙ্গ

উক্ত প্রবন্ধগুলির শেষ-প্রবন্ধ—'সাউড়ীর ইঁচড়েপাকা সহজিয়া-সম্প্রদায়' প্রবন্ধটীর প্রতি পাঠকবর্গের পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রবন্ধটী বর্ত্তমান বর্ষের ১০ম সংখ্যার ৪০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ উহাতে ৭টী প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। প্রবন্ধকয়টী পাঠকবর্গের পুনরায় স্মৃতিপটে আনয়ন করিতেছি।—

১। অপদেবতার উপদ্রব নিবারণ, ২। সাউড়ীর প্রমোদ-কাননে রাস-লীলার ছড়াছড়ি, ৩। জলজন্তুর রায় বা ভাটের ভাঁড়ামি, ৪। পঞ্চানন তেলীর বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন, ৫। শম্ভু-নিশুম্ভ বধ, ৬। সাউড়ী-শালায় ভিতে গলদ, ৭। গুরু-পরম্পরার পদ্ধতি ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধগুলি আমরা অবশ্য অবশ্য প্রকাশ করিব। স্থানাভাববশতঃ আমরা বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই উক্ত প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিতে পারি নাই। শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজের পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ ঐ প্রবন্ধগুলির বিচার সম্বন্ধে আমাদিগকে তাগিদ দিয়া পত্র দিয়াছেন। কেহ লিখিয়াছেন,—(৭) 'গুরু-পরম্পরার পদ্ধতি' প্রবন্ধটী সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হউক। কেহ লিখিয়াছেন,—(৪) 'পঞ্চানন তেলীর বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন' প্রবন্ধটী আগে লেখা হউক। কাহারও মতে,—(২) 'সাউড়ীর প্রমোদ-কাননে রাসলীলার ছড়াছড়ি', ইহার গূঢ় রহস্য এখনই ব্যক্ত হওয়া দরকার। আমরা পত্র-লেখকগণের নিকট জানাইতেছি—আমরা তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যথাসম্ভব প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিতে থাকিব। আমাদের অন্যান্য পাঠকবর্গের নিকট তজ্জন্য নিবেদন জানাইতেছি,—উক্ত ৭টী প্রবন্ধ পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও উহাতে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসের নিকট স্মারক-লিপি

আমরা গুরু-পরম্পরা আলোচনা করিবার প্রারম্ভিক সূচনা করিয়া শ্রীরাসবিহারী

দাসের নিকট একখানি রেজেষ্টারী পত্র দিয়াছিলাম। কারণ তিনি ঐ সম্বন্ধে অন্যান্য কয়েকটী বিষয় লইয়া সাউড়ীর পত্রিকায় একটী 'সতর্ক-বাণী' প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ঐ পত্র ইং ১১।১।৫৪ তারিখে প্রাপ্ত হইয়াও আজ পর্য্যন্ত তাহার উত্তর দেন নাই। আমরা এই পত্রিকার দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় আমাদের পত্রের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা মুদ্রিত করিয়া আমাদের প্রতিজ্ঞা-পালন শেষ করিতেছি।—

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাসের নিকট লিখিত পত্রের নকল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা — শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী) তাং ২।১।৫৪

মাননীয় শ্রীমহান্ত রাসবিহারী দাস বাবাজী মহারাজ সমীপেষু—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয়! চুঁচুড়া গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত "গৌড়ীয়-পত্রিকা"র সম্পাদক-সঙ্ঘপ্রতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে ১৮।৮।৫৩ তাংএর লিখিত একখানা হিন্দী 'সতর্ক' পত্র বঙ্গভাষায় অনূদিত বলিয়া সাউড়ীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের পরিচালিত 'শ্রীসজ্জন-সঙ্গিনী' নামক একখানা গ্রাম্য বার্ত্তাবহের ১২শ বর্ষ, (ভাদ্র, ১৩৬০) ১ম সংখ্যার ১৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রখানিকে ভদ্রতা, নিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষ্ণবতা প্রভৃতির দিক্ হইতে আমরা যথেষ্ট সন্দেহ করি।

(প্রথমতঃ) আমাদের মনে হইতেছে, উহা আপনার অজ্ঞাতসারে সাউড়ীর অপসম্প্রদায়গণের কেহ দুরভিসন্ধিমূলে আপনার নাম ব্যবহার করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আমাদের এই অনুমান সত্য হইলে আপনি পত্রপাঠ মাত্র আমাদিগকে উহা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ পত্রখানিতে আমাদের নিকট হইতে **'ঐরূপ'** মিথ্যা কথা প্রচারের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে। আমরা আপনার তথাকথিত পত্রখানিতে 'ঐরূপ'-শব্দটীর সার্থকতা বুঝিতে পারি নাই। 'ঐরূপ' বলিতে কোন্‌রূপ কথা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা জানিতে পারিলে সংবাদপত্র মারফৎ আমরা তাহার কৈফিয়ৎ দিতে প্রস্তুত আছি।

তৃতীয়তঃ, কৈফিয়ৎ দিবার পূর্ব্বে আমরা বিনীতভাবে আপনার নিকট নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের সদ্য সদ্য উত্তর প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি আপনি আমাদের এই পত্রের গুরুত্ব এবং আইন-সঙ্গত কারণ উপলব্ধি করিয়া যথাযথ উত্তর দিবেন।

১। আপনি স্বয়ং কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ?

২। আপনি যদি কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ই সম্প্রদায়ের **গুরু-পরম্পরা** আদিপুরুষ হইতে আপনার ব্যক্তিগত পর্য্যন্ত খিয়া জানাইবেন।

৩। আপনি কি চারি সম্প্রদায়ের মহান্ত ?

৪। এই 'চারি সম্প্রদায়' বলিতে কোন্ কোন্ সম্প্রদায় বুঝায় ? এবং আপনি ই সেই সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী অদ্য-পর্য্যন্ত সমগ্র অবগত আছেন কি না ?

৫। আপনার কথিত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের সকলেরই জীবন-চরিত বা তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ আপনি অবগত আছেন কি ?

৬। 'শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি'র কোন সেবকের সহিত আপনার পরিচয় আছে কি ?

৭। যদি কাহারও সহিত বা কাহাদিগের সহিত পরিচয় হইয়া থাকে, তাঁহাদের নাম ও অন্যান্য পরিচয় সংক্ষেপে জানাইবেন।

৮। আপনি কিরূপে চারি সম্প্রদায়ের মহান্ত হইলেন ? ঐরূপ মহান্ত হইবার পদ্ধতি কি ? এবং আপনি সেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কোন্ তারিখ হইতে মহান্ত হইয়াছেন, এবং এই মহান্তের পদ কতদিন স্থায়ী হয়, জানিতে ইচ্ছা করি।

৯। মহান্তের কি কি অধিকার ? এবং সেইসেই অধিকার কিরূপভাবে প্রাপ্ত ?

১০। **কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কাহাকেও সতর্ক করিতে হইলে তাহার পদ্ধতি কিরূপ হওয়া সঙ্গত ?**

১১। **'গৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘ প্রতি' পত্র লিখিয়া সেই পত্র তাঁহাদিকে না দিয়া অন্যত্র প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য কি ?**

১২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-সাধকগণের মধ্যে কোনপ্রকার দোষ-ত্রুটী বা দুরাচার থাকিতে পারে কি ? যদি থাকা সম্ভব হয়, তাহা কি-প্রকার ?

১৩। আপনি ত্যাগী, কি গৃহী ? অর্থাৎ আপনার বর্ণাশ্রম কি ?

১৪। আপনার দীক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ শিষ্য আছে কি না ?

১৫। **সাউড়ীর নগণ্য সহজিয়া-সম্প্রদায়ের** গুরু-দ্রোহী অপসম্প্রদায় লিয়া বৈষ্ণব-সমাজে খ্যাতি আছে। আপনি তাহাদিগকে কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত লিয়া মনে করেন ? এবং **তাহাদের গুরু-পরম্পরা কি, জানাইবেন।**

আমরা সাউড়ীর দলকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে কোন মূল্যই দেই না, তাহাদের প্রচারিত সংবাদপত্রও আমরা অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। শুধু আমরা নহি, ভারতের কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই তাহাদিগকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করেন না। আমরা ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মস্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি এবং সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আচার্য্যবর্গের সহিত আমাদের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

সমস্ত সম্প্রদায় হইতেই আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যবর্গের প্রতি প্রভূত আচার্য্য-কুলোচিত সম্মান-প্রদর্শিত পত্রাদি ও চিহ্নসমূহ আমাদের নিকট রহিয়াছে। **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিই ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান সময়ের একমাত্র পরিচালক বলিয়া সমগ্র ভারতে খ্যাত আছেন।** সাম্প্রদায়িক বিচার ও বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উক্ত সমিতির বিচারই সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে একমাত্র সুসিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইঁহার এই সুখ্যাতির প্রতি ঈর্ষাযুক্ত হইয়াই সাউড়ীদলের অপচেষ্টা।

আপনাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া ব্যস্ত করিতে বাধ্য হইলাম। এ-বিষয়ে আশাকরি আপনি আমাদের ত্রুটী লইবেন না। এই পত্রখানি পাইবামাত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া ইহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব। এই পত্রপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই উক্ত প্রশ্নসমূহের সমুদয় উত্তর দেওয়া সম্ভবপর না হইলে, **যতটুকু সম্ভব ততটুকুই উত্তর দিবেন। বাকী অংশের উত্তর আমরা আর কতদিনের মধ্যে পাইতে পারি, তাহাও জানাইবেন।**

এই পত্র বিশেষ জরুরী মনে করিবেন। যেহেতু আপনার উত্তরের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্ভর করিতেছে। আপনি এই পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার করিয়া **যথাসময়ে উত্তর না দিলে আমরা ইহা সংবাদপত্রে আমাদের মন্তব্য সহ প্রকাশ করিব।** আশা করি, আপনি তজ্জন্য আমাদের ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না। ইতি—

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দাসানুদাস
স্বাঃ শ্রীভক্তিকুশল নারসিংহ
(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ
সম্পাদক, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা)

এই সংখ্যা শ্রীপত্রিকা রেজেষ্টারী ডাকযোগে মহান্তের নিকট পাঠান হইবে এবং একপক্ষকাল অপেক্ষা করিয়া আমরা ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

চয়ন

যুগান্তর, শনিবার ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫৪
"সংস্কৃত মহা-সম্মেলন

চুঁচুড়া ১৭ই মাঘ, রবিবার হইতে ২৪শে মাঘ রবিবার পর্যন্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ভবন প্রাঙ্গণে **হুগলী সংস্কৃত পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সংস্কৃত মহা-সম্মেলন**

অনুষ্ঠিত হইবে। ১৭ই মাঘ, অপরাহ্ণ ৩টায় উদ্বোধন এবং সংস্কৃত ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিবেন। ১৮ই, ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মাঘ প্রতিদিন সন্ধ্যা ৫-৩০টায় নানা বিষয়ক শাস্ত্রালোচনা হইবে।

২২শে মাঘ, অপরাহ্ণ ৪টা—আলোচ্য বিষয়ঃ শক্তি সাধনা। বক্তা—ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও তৎকর্তৃক শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যা। **২৩শে মাঘ, অপরাহ্ণ ২টায়, বিষয়—হিন্দুধর্ম ও বৈষ্ণব দর্শন। বক্তা—পরমহংস-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** এবং ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। সন্ধ্যা ৬টায় সংস্কৃত পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক 'সম্ভবামি যুগে যুগে' নামক সংস্কৃত নাটকের অভিনয়। ২৪শে মাঘ অপরাহ্ণ ২টা—আলোচ্য বিষয়—ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য জাতির কর্তব্য। সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারীর শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্যাখ্যা।"

সংস্কৃত মহাসম্মেলনে বক্তৃতা

গত ২৩শে মাঘ, ইং ৬।২।৫৪ শনিবার উক্ত সংস্কৃত মহাসম্মেলনের আহ্বান অনুসারে চুঁচুড়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সময় অনুসারে বেলা ২টার সময় হুগলী সংস্কৃত মহাসম্মেলনের দ্বিতীয়বার্ষিক অধিবেশনের তৃতীয় প্রধান সভায় উপস্থিত হন। হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্ মাননীয় শ্রীযুক্ত অবনীনাথ নন্দী মহোদয় এই সভার উদ্বোধন করেন। পূর্ব্বকার ব্যবস্থানুসারে মাননীয় শ্রীযুত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম. এ মহোদয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি একটু বিলম্বে সভাস্থলে আগমন করেন। তজ্জন্য তাঁহার অনুপস্থিতিতে মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহোদয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপরে সংস্কৃত পরিষদের সভাপতি মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুত সতীনাথ বিদ্যাভূষণ পঞ্চতীর্থ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মঙ্গলাচরণ করেন। অতঃপর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের রচিত একটী সংস্কৃত গীতি কীর্ত্তিত হইবার পর মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুত কাশীনাথ বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাব ও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে উক্ত বেদান্ত সমিতির সভাপতি পরমহংস-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান

কেশব মহারাজ "হিন্দুধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে সভাপতি-মহোদয় তাঁহাকে বসিয়া বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন।

স্বামিজী-মহারাজ লাউড্ স্পীকারের (Loud Speaker) সাহায্যে 'হিন্দুধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-দর্শন' সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে দেশে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত মহাসম্মেলনের ন্যায় এইরূপ শিক্ষা-প্রচার-প্রতিষ্ঠান সর্ব্বত্রই গড়িয়া উঠা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করেন। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বেদ-বেদান্ত-পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি কোন শাস্ত্রে 'হিন্দু'-শব্দটীর উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থও কিছু উপলব্ধ হয় না। তবে বর্ত্তমানে এই 'হিন্দু' শব্দের প্রচুর প্রচলন হইয়াছে, তাহার দ্বারা আমাদের সনাতন ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হয়। সুতরাং 'হিন্দুধর্ম্ম' বলিলে সনাতন ধর্ম্মকে বুঝায়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মই এই সনাতন-ধর্ম্ম ইত্যাদি।

স্বামিজী-মহারাজের বক্তৃতার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম. এ এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রত ব্রহ্মচারী, এম. এ, পি-এইচ. ডি বক্তৃতা করেন। তৎপরে সভার কার্য্য সমাপনান্তে হুগলীকলেজের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুত অমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী এম. এ, কাব্যতীর্থ-বিরচিত "সম্ভবামি যুগে যুগে" সংস্কৃত নাটক অভিনীত হইবার আয়োজন হইলে স্বামিজী-মহারাজ ভক্তগণসহ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উক্ত সভায় স্বামিজী মহারাজ ও অন্যান্য যাঁহারা বক্তৃতা করেন, তাহার চুম্বক আমরা পরে প্রকাশ ও আলোচনা করিব। —প্রক

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা
ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।
মূল্য—৷৷০ আট আনা।—শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৪৲ টাকা, যাণ্মাসিক ২৷৷০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ৷৷০ আনা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। শ্রীপত্রিকার প্রচলিত বর্ষের যে কোনও সময়ে প্রথম সংখ্যা হইতে গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে অতি সত্বর তাহা প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা করিলে জোড়া-পোষ্টকার্ড লিখিবেন। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই জানাইবেন।**

৫। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-সমালোচনা আদরণীয়া।

৬। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'**, অথবা **'প্রকাশক'**, **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়**, চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)" এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

৭। বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন হইলে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পৃথক্ পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ-বিরচিত। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ভক্তবর শ্রীসখীচরণ রায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

২। শ্রীউদ্ধব-সংবাদঃ (১ম ও ২য় খণ্ড)

(শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে ২৯শ অধ্যায়-সম্বলিত)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ-কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে, ইহাই এই সংস্করণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্বে কখনও উক্ত টীকার অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সকলেই ইহা সংগ্রহ করুন। ১ম খণ্ড—মূল্য ৭৲ সাত টাকা ও ২য় খণ্ড—মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা, একত্রে লইলে ১২৲ এগার টাকা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

Regd. No. C. 3205.

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজ।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)
রক্ষক—শ্রীপরমধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী।

৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩।২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ।

৪। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৫। শ্রীপিছলদা পাদপীঠ—পিছলদা, ঈশ্বরপুর পোঃ, (মেদিনীপুর)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। জৈবধর্ম্ম

ইহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত। বহু সংস্করণের পর এই অপূর্ব্ব সংস্করণ বৈষ্ণব-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ১ম ও ২য় খণ্ড ভিক্ষা ৫৲।

২। প্রেম-প্রদীপ

যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির তারতম্যমূলক বিচার-সম্বলিত অপূর্ব্ব পারমার্থিক উপন্যাস। ভিক্ষা ১৷৷০ টাকা। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত অভিনব সংস্করণ। সুন্দর কাগজে উত্তম ছাপা। ভিক্ষা ১৷৷০ টাকা মাত্র। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহকপক্ষে ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৪। শরণাগতি

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত অপূর্ব্ব গীতি-সাহিত্য। ইহা বৈষ্ণবমাত্রেরই নিত্য পাঠ্য ও কীর্ত্তনীয়। ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

৫। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

এই গ্রন্থখানি একাধারে যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলার প্রকাশক। ইহাতে শ্রীধাম নবদ্বীপের ৯টী তীর্থস্থান ও মহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ভিক্ষা ।০ চারি আনা মাত্র।

৬। SREE CHAITANYA MAHAPRABHU.

His Life and Precepts